সম্বন্ধনির্ণয়

তৃতীয় পরিশিষ্ট—প্রথম খণ্ড

কাশ্যপ-গোত্রীয় রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ
বংশাবলী ও কুল-পরিচয়

—:০*০:—

৺পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি।

সন ১৩২৬

মূল্য এক টাকা আট আনা মাত্র

৯৩।৪ হরিঘোষ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে
শ্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা
প্রকাশিত।

সম্বন্ধনির্ণয়ের অন্যান্য পরিশিষ্ট

প্রথম পরিশিষ্ট—১ম খণ্ড মূল্য ১।০

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট—১ম খণ্ড মূল্য ১৷০

চতুর্থ পরিশিষ্ট—১ম খণ্ড মূল্য ১৲

পঞ্চম পরিশিষ্ট—১ম খণ্ড মূল্য ১৲

কলিকাতা, ৯৩।৪ হরিঘোষ ষ্ট্রীটস্থ
ইউনাইটেড্ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রকাশকের নিবেদন
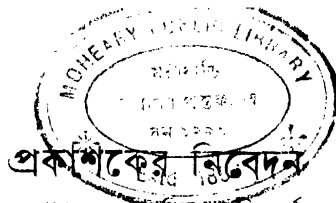
৺শ্রীশ্রীভগবানের কৃপায় ও সামাজিক ব্যক্তিবর্গের অনুকম্পায় আমরা আজ বিশ্বকর্ম্মা পূজার দিন তৃতীয় পরিশিষ্ট প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম।

তৃতীয় পরিশিষ্টে কাশ্যপ গোত্রীয় আরও কয়েকটী বিশিষ্ট সম্ভ্রান্তবংশের বংশাবলী সংযোগ করিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সামাজিক ব্যক্তিবর্গের বিশেষ অনুরোধে আমরা ৺শারদীয়া মহাপূজার পূর্ব্বে এই তৃতীয় পরিশিষ্ট প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

ইংরাজী ১৮৭৫ সালে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ঐ সংস্করণে বঙ্গদেশীয় জাতি সমূহের সামাজিক বৃত্তান্ত ও ইতিহাস বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছিল এবং জাতি সম্বন্ধে প্রাচীনতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া প্রথম হইতেই আদরণীয় হইয়া আসিতেছে। এই সংস্করণে বহু নূতন বংশাবলী সংযোজিত হইয়াছে এবং গ্রন্থকার কর্ত্তৃক পূর্ব্বে প্রকাশিত বংশাবলীগুলি যতদূর সম্ভব পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত করা হইয়াছে। এই নূতন সংস্করণে মাত্র রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের বংশাবলী ও কুলপরিচয় বিবৃত আছে এবং গোত্রানুসারে ৫ খণ্ডে বিভক্ত করা হইয়াছে।

প্রথম পরিশিষ্টে শাণ্ডিল্য, দ্বিতীয় পরিশিষ্টে ভরদ্বাজ, তৃতীয় পরিশিষ্টে কাশ্যপ, চতুর্থ পরিশিষ্টে বাৎস্য ও পঞ্চম পরিশিষ্টে সাবর্ণ গোত্রীয় বংশ বিবরণ আছে।

সামাজিক ব্যক্তিবর্গ নিজ নিজ বংশাবলী ও কুলপরিচয় পুরাতত্ত্ব অপেক্ষা সমধিক প্রয়োজনীয় মনে করায় আমরা ঐতিহাসিক বিবরণ পৃথক রাখিয়া কেবল বংশাবলী অবলম্বন করিয়া তাহাতেই ঐতিহাসিক ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি-গণের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছি। এই বংশাবলী-সমূহগুলি ভবিষ্যতে বাঙ্গালার ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয়ে অনেক সহায়তা করিবে।

সম্বন্ধ-নির্ণয়ের ঐতিহাসিক ভাগ পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত করিয়া পৃথক ভাবে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। সেই সঙ্গে অন্যান্য জাতির বংশাবলী ও কুলপরিচয় বিশেষ ভাবে আলোচিত হইবে। ৺শ্রীশ্রীভগবানের ইচ্ছা ও সামাজিক সুধীবর্গের উৎসাহের উপর সমস্তই নির্ভর করিতেছে।

বংশাবলী সংরক্ষণের আবশ্যকতা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। আমাদের দেশে পূর্ব্বে পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপসহ বংশাবলী সংরক্ষণ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। ঘটক-সম্প্রদায়

নিজ নিজ পুঁথিতে উহা সন্নিবেশ করিতেন। এক্ষণে ঘটক-সম্প্রদায় একপ্রকার লুপ্ত প্রায়। একারণ আমি বহু দেশ ভ্রমণ, বহু অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বহু বংশাবলী সংগ্রহ করিয়াছি এবং উহা ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষার মানসে সর্ব্বজনবিদিত প্রতি আদম সুমারীতে (Census) সমাদৃত মদীয় পূজ্যপাদ পিতৃদেব ৺লাল মোহন বিদ্যানিধি মহাশয় প্রণীত আলোচ্য গ্রন্থে সন্নিবেশ করিয়াছি। যাঁহারা স্ব স্ব বংশ বিবরণ লিখিয়া দিয়া এই গ্রন্থের সৌষ্ঠব বর্দ্ধনে সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। যে সমস্ত সহৃদয় ব্যক্তি বংশাবলী সংগ্রহ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী হইয়া পিতৃদেবের এই মহৎ কীর্ত্তি রক্ষার সহায়ক হইয়াছেন তন্মধ্যে ঢাকার সাপ্তাহিক পত্র স্বায়ত্তশাসন সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায় কবিভূষণ, নাট্যবিদ্যাবিনোদ, জয়দিয়া নিবাসী (মদীয় পূজ্যপাদ স্বর্গীয় পিতাঠাকুর মহাশয়ের প্রিয়তম শিষ্য) শ্রীযুক্ত রাজমোহন মুখোপাধ্যায়, বালীগঞ্জ—কসবা নিবাসী রায় বাহাদুর শ্রীশরচ্চন্দ্র ব্রহ্মচারী এম্-এ, বি-টি, দেনুড়ের শ্রীভোলানাথ ব্রহ্মচারী ভক্তি-বিনোদ, ঢাকার ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা ৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীটস্থ শ্রীফণিভূষণ মালখণ্ডী (ভট্টাচার্য্য), কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটস্থ দি লিলি এণ্ড কোংর সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার রোণ্ডা নিবাসী সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ শর্ম্মা মণ্ডল, কলিকাতা হাইকোর্টের সুযোগ্য অ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই ৩য় পরিশিষ্টে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের ফটো দেওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এযাবৎ অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তির ফটো সংগ্রহ হওয়ায় উহা সংযোগ করা সমীচীন বিবেচনা করিলাম না। সামাজিক ব্যক্তিবর্গ এ বিষয়ে মনোযোগী হইলে এবং ইহার ব্যয়ভার বহন করিলে আমরা আবশ্যকীয় ফটো পুস্তকে সংযোগ করিব

আমি স্বয়ং যাঁহাদের বংশ-বিবরণ সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থে সন্নিবেশ করিয়াছি তাহাতে ভ্রম প্রমাদ থাকিলে তাঁহারা বা তাঁহাদের বংশধরেরা উহা জানাইলে কৃতজ্ঞতার সহিত পরবর্ত্তী সংস্করণে সংশোধনের চেষ্টা করিব। ইতি—

৩১শে ভাদ্র, ১৩৪৬ শ্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কাশ্যপ গোত্র দক্ষের পুত্রগণের বেদপ্রচারার্থ আশ্রমের নাম

	পুত্রের নাম	গ্রাম বা গাঁই		পুত্রের নাম	গ্রাম বা গাঁই
১।	সুলোচন	চট্ট	২।	বনমালী	পর্কটী
৩।	রাম	পালধি	৪।	শ্রীহরি	শিমলায়ী
৫।	নীর	অম্বুলী	৬।	শম্ভু	তৈলবাটী
৭।	শুভ	ভুরিষ্টাল	৮।	জটাধর	পুষলী
৯।	কেশব	মূলগ্রামী	১০।	জন	কোয়ারী
১১।	পালু	পলশায়ী	১২।	শশিধর	ভট্টশালী
১৩।	কৃষ্ণ	পোড়ারী	১৪।	কাক	হড়গ্রামী
১৫।	ধীর	গুড়গ্রামী	১৬।	কৌতুক	পীতমুণ্ডী

চট্ট বংশের বহুরূপ, শুচ, অরবিন্দ, হলায়ুধ ও বাঙ্গাল এই পাঁচ ব্যক্তি বল্লালী কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত।

যাঁহারা উপরোক্ত এই পাঁচ ব্যক্তির বংশধর নহেন তাঁহারা আদি বংশজ।

পর্কটী বা পাকড়াশী, পালধি ও শিমলায়ী এই তিন ঘর সিদ্ধ শ্রোত্রিয়।

অম্বুলী, তৈলবাটী, ভুরিষ্টাল, পুষলী, মূলগ্রামী, কোয়ারী, পলশায়ী ও ভট্টগ্রামী এই আট গ্রামীণ সাধ্য শ্রোত্রিয়।

পোড়ারী, হড়, গুড় ও পীতমুণ্ডী এই চারি গ্রামীণ কষ্ট শ্রোত্রিয়।

কাশ্যপ গোত্র বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের গাঁই

মৈত্র ১। ভাদুড়ী ২। করঞ্জ ৩। বালযষ্টিক ৪। মধুগ্রামী ৫। বলিহারী ৬। মোয়ালী ৭। কেরল ৮। বীজকুঞ্জ ৯। অশ্রুকোটী ১০। সর্ব্বগ্রামকোটি ১১। পরেশ ১২। চমগ্রামী ১৩। বেলগ্রামী ১৪। ধোসক ১৫। অশ্রু ১৬। সর্ব্বগ্রামী ১৭। ভাদ্রগ্রামী ১৮।

মৈত্র ও ভাদুড়ী এই দুই গ্রামীণ কুলীন।

করঞ্জ এই এক গ্রামীণ সিদ্ধ শ্রোত্রিয়।

অবশিষ্ট ১৫ গ্রামীণ কষ্ট শ্রোত্রিয়।

সম্বন্ধনির্ণয় সম্বন্ধে সংবাদপত্রাদির অভিমত

১। আনন্দবাজার—সম্বন্ধনির্ণয় গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

২। বসুমতী—সম্বন্ধনির্ণয় অমূল্য সামাজিক ইতিহাস। বিদ্যানিধি মহাশয় এ কার্য্যে পথি প্রদর্শক সুতরাং তাঁহার গৌরব অসাধারণ।

৩। হিতবাদী—সম্বন্ধনির্ণয় বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস ও সমাজের মেরুদণ্ড। পাশ্চাত্য দেশে কেহ এই ধরণের পুস্তক রচনা করিলে তিনি রাজার অধিক সম্মান পাইতেন।

৪। বঙ্গবাসী—বাঙ্গালীর প্রত্যেক ঘরে পঞ্জিকার ন্যায় সম্বন্ধনির্ণয়ের প্রচার কামনা করি।

৫। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র—সম্বন্ধনির্ণয় বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক।

৬। স্বায়ত্ত-শাসন, ঢাকা—সম্বন্ধনির্ণয় বাঙ্গালী হিন্দুর প্রধান জাতি সমূহের বিরাট অদ্বিতীয় সামাজিক ইতিহাস।

৭। এডুকেশন গেজেট—বঙ্গ-সাহিত্যে সম্বন্ধনির্ণয় গ্রন্থ একখানি উজ্জ্বল রত্ন।

৮। Bengali—It is a true Social History and deserves the public encouragement.

৯। Amritabazar Patrika—It is a wonderful work. No Bengali Library would be complete without a copy of the Book.

১০। D. P. I., Bengal—It should have a place in Libraries of Colleges and Zilla Schools.

১১। শ্রীসুনীতিকুমার চট্টো, এম্‌-এ, ডি-লিট—সম্বন্ধনির্ণয় বাঙ্গালীকে তাহার জাতি ও সমাজের পূর্ব্বকথা সম্বন্ধে সচেতন করিয়াছে। বাঙ্গালীর শিক্ষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে।

১২। Hindusthan Standard :—সম্বন্ধনির্ণয়ের ৬ষ্ঠ পরিশিষ্ট is a valuable social documents will be found widely interesting.

কাশ্যপ গোত্রে কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম।

১। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক)
২। অবনিভূষণ চট্টোপাধ্যায় I.C.S. (ঢাকার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট)
৩। আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় (প্রসিদ্ধ গণিতাধ্যাপক)
৪। অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় D.Sc.
৫। অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় I. C. S. হাই কমিশনার
৬। অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় (ভূতপূর্ব্ব জজ হাইকোর্ট, পাটনা)
৭। অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ডিভিসন্যাল স্কুল ইন্সপেক্টর)
৮। আর্ণাকালী দেবী (রাণী মুর্শিদাবাদ)
৯। আশুতোষ নাথ রায় (রাজা মুর্শিদাবাদ)
১০। কমলনয়ন তর্কপঞ্চানন (রাজ সভাসদ যশোহর)
১১। কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ (মহামহোপাধ্যায়)
১২। ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (এডিশন্যাল জেলা জজ)
১৩। ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (নৃ-তত্ত্ববিদ্)
১৪। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় (প্রসিদ্ধ পুস্তক বিক্রেতা)
১৫। জয়নারায়ণ তর্কালঙ্কার। ১৬। জ্যোতির্ভূষণ ভাদুড়ী
১৭। দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় (ভূতপূর্ব্ব জজ হাইকোর্ট, কলিকাতা)
১৮। ধোয়ী কবি
১৯। নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় স্যার
২০। প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (জজ চীফ কোর্ট)
২১। প্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (রাজ-মন্ত্রী জয়পুর)
২২। পি, চ্যাটার্জ্জি (ডাঃ) ডিভিসন্যাল স্কুল ইন্সপেক্টর
২৩। পীতাম্বর তর্কবাগীশ (জজ পণ্ডিত)
২৪। পূর্ণানন্দ গিরি পরমহংস
২৫। প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ (প্রসিদ্ধ পণ্ডিত)
২৬। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (সাহিত্য সম্রাট)
২৭। বসন্তকুমার চট্টো (একাউন্‌ণ্ট্যাণ্ট জেনারল, নাগপুর)
২৮। বিজয় ভাদুড়ী (প্রসিদ্ধ ফুটবল খেলোয়ার)
২৯। ভবানন্দ রায় (জমিদার দোহার, ঢাকা জেলা)

৩০। ভবানী (রাজা)
৩১। ভবানী (রাণী নাটোর—রাজসাহী জেলা)
৩২। ভাগবতকুমার শাস্ত্রী
৩৩। মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় (প্রসিদ্ধ ডাক্তার)
৩৪। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের জনক)
৩৫। যোগেন্দ্রনাথ রায় (মহারাজা নাটোর)
৩৬। যশোবন্ত রায় (প্রসিদ্ধ সামাজিক ব্যক্তি)
৩৭। রঘুনাথ রায় (দেওয়ান)
৩৮। রঙ্গলাল চট্টোপাধ্যায় (জেলা জজ)
৩৯। রাজেন্দ্রনারায়ণ (ভূতপূর্ব্ব রাজা ভাওয়াল—ঢাকা জেলা)
৪০। রামকৃষ্ণ পরমহংস
৪১। রামসদয় ভট্টাচার্য্য (জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট)
৪২। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (প্রসিদ্ধ সাংবাদিক)
৪৩। লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র (ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের মেম্বর)
৪৪। হরিরাম সিংহ রাজা সুসঙ্গ, মৈমনসিং জেলা
৪৫। হেরম্বচন্দ্র মৈত্র (প্রসিদ্ধ ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক)
৪৬। শরণ কবি
৪৭। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (প্রসিদ্ধ কথা-শিল্পী)
৪৮। শশিশেখরেশ্বর (রাজা তাহিরপুর, রাজসাহী জেলা)
৪৯। শিব ভাদুড়ী (প্রসিদ্ধ ফুটবল খেলোয়ার)
৫০। শিবপ্রসাদ বকসী (ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী—কোচবেহার রাজ্য)
৫১। শিবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় (এডিসন্যাল জেলা জজ পাটনা)
৫২। শোভাকর চট্টোপাধ্যায় (দেবীবর ঘটকের গুরু)
৫৩। শ্যামাচরণ সরকার (ব্যবস্থা-দর্পণ প্রণেতা)
৫৪। সঞ্জয় হাজারী (মোগল সেনাপতি)
৫৫। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় (প্রসিদ্ধ লেখক)
৫৬। সুকুমার চট্টোপাধ্যায় (ইন্সপেক্টর জেনারল-অব-রেজিষ্ট্রেশন, বেঙ্গল
৫৭। সুনীতি চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা ইউনিভারসিটীর বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক)

সম্বন্ধ-নির্ণয় তৃতীয় পরিশিষ্ট—১ম খণ্ড

কাশ্যপ গোত্র দক্ষ বংশের শাখা সূচী

কুলীন, ভঙ্গ, বংশজ প্রভৃতির বংশ বিবরণ

(দ)

(ধ)

ষয় পত্রাঙ্ক

(ব)

(ম)

(র)

(শ)

শ্রোত্রিয় বংশ

(অ)

(ক)

বিষয় পত্রাঙ্ক

(গ)

(প)

ষয় পত্রাঙ্ক

(শ)

কাশ্যপ গোত্র দক্ষ বংশের ব্যক্তি সূচী

অ

বিষয় | পত্রাঙ্ক

চ

জ

ড

ত

দ

শুদ্ধিপত্র

পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬১	২০	সদন	মদন
৬২	১১।১২	ছড়কী	ছকড়ী
৬৬	৪	হৃষিকেশ	হৃষিকেশের পূর্ব্বে ৺আশুতোষ হইবে। শ্রীরাম মালখণ্ডীর দৌহিত্র
৬৭	৫	রামনন্দ	রামানন্দ
৭৪		গঙ্গানন্দ মদনের	গঙ্গানন্দ পৌত্র মদনের
১২৪	১	বিমাতারন	বিমাতার
১২৬	১৭	খ্যাতপন্ন	খ্যাতাপন্ন
১২৭	৭	যে	সে
১৩৭	১০	রজনীমোহন	রমণীমোহন
১৫৮	৫	ভবালীপ্রসাদ	ভবানীপ্রসাদ
১৬২	২১	সর্ব্ব কনিষ্ঠ	মধ্যম পুত্র
১৬৪	১৫	ভূসম্পত্তি	ভূসম্পত্তি অর্জ্জন
১৭১	১২	সম্মিলনের	সম্মানের
১৭১	২১	ম্যাজিষ্ট্রেট	অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট
১৭৬	৮	সুকুমার নামে আর এক	সুকুমার, অজিত ও প্রদ্যোৎ নামে আর তিন
১৭৬	১৩	জিতেশ	সীতেশ
১৮২	২২	নারায়ণচন্দ্র	নারায়ণচন্দ্র (অযোধ্যা কালীবাড়ী)
২০২	৬	সিদ্ধেশ্বর	রাজকুমার
২১৬	৪	রামকমল তিতুরান	রামকমল ২৪। তিতুরাম
২৪৬	১০	বিশ্বেশ্বর	বিরেশ্বর
২৫৮	৫	দেগঙ্গ	দেগঙ্গা
২৫৮	১০	নোনা গাছের	নোনা গাঙ্গের
২৫৯	৮	অজিত বি-এ	অজিত বি-কম্
২৫৯	১০	কালা	বগলা
২৬১	৫	হংসলাবণ্য মুন্সী	হংসলাবণ্য মুনি
২৬৫	৭	সায়ত্ত	স্বায়ত্ত

ক্রোড়পত্র

কাশ্যপ গোত্র দক্ষ বংশের শঙ্করের ধারার একদেশ।

দক্ষ ১। সুলোচন চট্টগ্রামী ২। বাসুদেব ৩। মহাদেব ৪। মহানন্দ ৫। সমস্ত ৬। লৌলিক ৭। অরবিন্দ (বল্লালী কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত) ৮। আয়ীত ৯। দ্যাকর ১০। ধনঞ্জয় ১১। রঘুপতি ১২। সিদ্ধেশ্বর ১৩। সর্ব্বানন্দ ১৪। দেবাই ১৫। ভবানীদাস ১৬। গোপাল ১৭। শঙ্কর চক্রবর্ত্তী (ইনি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের মন্ত্রী ও প্রধান সেনাধ্যক্ষ ছিলেন) ১৮।

শঙ্কর (বারসতবাসী) সুত রামভট্ট ১৯। কৃষ্ণদেব ২০। ঘনশ্যাম ২১। দুর্গারাম (ভঙ্গ) ২২। অভয়াচরণ (মহেশতলা), রামতনু (নপাড়া), রাধামোহন (নৈহাটী), রামমোহন (নপাড়া), রামচন্দ্র ও ঈশ্বর ২৩।

রাধামোহন (নৈহাটী) সুত শ্রীনাথ প্রভৃতি ২৪। শ্রীনাথ সুত উমাচরণ, নগেন্দ্র ও ভগবতী ২৫।

উমাচরণ সুত প্রবোধচন্দ্র রায় সাহেব (১৩৪ নং হরিষ মুখার্জ্জি রোড ভবানীপুর, কলিকাতা), সুরেশ, প্রভাত ও প্রফুল্ল ২৬। প্রবোধ সুত পীতাম্বর ও পার্ব্বতী ২৭। সুরেশ সুত কৃষ্ণ, ননি ও চুনি ২৭।

ইঁহারা পণ্ডীতরত্ন মেলের কুলীন এক্ষণে ভঙ্গ।

শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর বংশধরগণ পৈতৃক বাসস্থান বারাসত পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণেশ্বর, বালী, হাওড়া, বেলঘড়িয়া, মহেশতলা, মানকর ও কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত হইয়াছেন।

শঙ্কর বংশের অধস্তন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী নিবাস দক্ষিণেশ্বর।

স্থানাভাব বশতঃ আমরা এই খণ্ডে বিস্তৃত বংশাবলী সন্নিবেশ করিতে পারিলাম না। ২য় খণ্ডে বিস্তৃত বংশাবলী প্রদত্ত হইবে।

অবসথী গঙ্গানন্দের সন্তান ফুলিয়া মেল।

রামগোপাল ১। সুত কৃপারাম ২। তৎসুত রামচন্দ্র ৩। তৎসুত ঈশ্বরচন্দ্র ৪। তৎপুত্র মাণিকলাল ও শরৎচন্দ্র ৫। শরৎচন্দ্র সুত কালিদাস ৬। তৎসুত অনন্ত, দেবু, বিনোদ ও সুধীর ৬।

শ্রীকালিদাস চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত। ১৬১নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

পণ্ডিতরত্নী
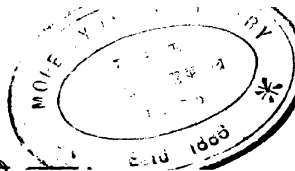
সম্ভবতঃ পদ্মগর্ভ চাটুয্যের সন্তান

বারাকপুর হইতে বাঁকুড়ায় বাস।

এই তালিকায় শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার উর্দ্ধতন পুরুষের নাম দিয়াছেন। হরিরামের উর্দ্ধতন পুরুষের নাম বর্ত্তমানে াওয়া সম্ভব নহে। একারণ হরিরামের অধস্তন ধারা দেওয়া গেল। ইঁহারা এক্ষণে ভঙ্গ।

হরিরাম ১। সন্তোষ ২। রামচন্দ্র ৩। সর্ব্বানন্দ ৪। রামলোচন ৫। ঙ্গানারায়ণ ও অপর এক পুত্র নাম অজ্ঞাত (তিনিই প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ়মানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পিতা) ৬।

গঙ্গানারায়ণ সুত রামতারণ, রামশরণ ও রামসদন রায় বাহাদুর (ভূত- ্ব জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট) ৭।

রামসদন সুত সুকুমার রায় বাহাদুর (Inspector General of .egistration, Bengal) বিজয়কুমার এম্-এ, বি-এল, উকীল হাইকোর্ট, ‌লিকাতা ও বসন্তকুমার (একাউন্ট্যান্ট জেনারল, নাগপুর) ও কন্যা শৈলবালা স্বামী কুমার লোকনাথ মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া রাজবাটী) ৮।

সুকুমার সন্তান সুশীল, পুষ্প (স্বামী শ্রীশান্তনু মুখোপাধ্যায় এম্-এ প্রফেসর প্রেসিডেন্সী কলেজ). অক্ষয় ও সুধীর ৯।

বিজয় সুত ৺অনিল, সুনীল, অমিয়, কমল, গোপাল ও বিমান, কন্যা বাণী (স্বামী নীরদ মুখো জমিদার, উলা), উমা, দুর্গা প্রভৃতি ৯।

বসন্ত সুত কামাক্ষীপ্রসাদ, দেবীপ্রসাদ; কন্যা গৌরী (স্বামী শ্রীঅশোক- াথ রায় এম্ এ, বি-এল, রাইমোহনপুর, নদীয়া জেলা)।

গঙ্গানারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী) প্রবাসী ঃ মডার্ণ রিভিউ সম্পাদক।

নাগপুরের একাউন্ট্যান্ট জেনারল

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রদত্ত। ১৯৩৯

১৫।৯ দেওদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—অনুসন্ধানে জানিলাম শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ‌তার নাম "সীতানাথ"। পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পৃষ্ঠার ৯ পংক্তিতে ‌াত স্থলে সীতানাথ পাঠ করিবেন।

ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত কাইচাইলের
কাশ্যপ গোত্র চক্রবর্ত্তী উপাধিধারী
প্রসিদ্ধ আম্বুলী গাঁই শ্রোত্রিয়
বংশ পরিচয়

কাশ্যপ গোত্রীয় দক্ষের ১৬টী পুত্র বঙ্গাধিপ কর্ত্তৃক রাঢ় দেশে প্রত্যেকে এক একখানি গ্রাম প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের মধ্যে মহামতি **নীর** আমকলি বা আম্বুলী গ্রামে বাস জন্য তাঁহার বংশধরগণের আমকলিক বা আম্বুলী গাঁই (গ্রামী) হইয়াছে।

দক্ষের (১) পুত্র নীর (২) তাহা হইতে সনাতন ওঝা (৩) তাহা হইতে রূপ পণ্ডিত (৪) তাহা হইতে দামোদর মিশ্র, (৫) তাহা হইতে দেবল ওঝা, (৬) তাহা হইতে দিবাকর ওঝা (৭) এবং দিবাকর হইতে দেবরাজ পণ্ডিতের উদ্ভব (৮)।

দেবরাজ পণ্ডিত আম্বুলী গ্রাম হইতে পূর্ব্ববঙ্গের কাঞ্চি গ্রাম প্রকাশ নাম কাচাইল গ্রামে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন।

দেবরাজের প্রপৌত্র রঘুরাম (রঘু অম্বুলী ১১) তদীয় পিতামহের তুল্য সুখ্যাতি লাভ করেন। রঘুরামের পুত্র গোবিন্দ ১২। গোবিন্দের পুত্র বিষ্ণুদেব ১৩। এবং তাহা হইতে শ্রীরাম (রামরাম চক্রবর্ত্তী ১৪)। এই রামরাম চক্রবর্ত্তী তালুকদার ছিলেন। তৎপুত্র শিবরামের (১৫) পাঁচ পুত্র মধ্যে রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর (১৬) দৌহিত্র দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্ভবতঃ মাতামহের উপাধিতে দুর্গাদাস "চক্রবর্ত্তী" রূপে বংশপরম্পরায় সমাজে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। রাঢ়ীয় সমাজে বন্দ্যো বংশের চারি চক্রবর্ত্তীর আদি বাসস্থান বলিয়া কাইচাইলের দাব স্বীকার করিতে হইবে। আজিও কাইচাইলে সেই দুর্গাদাস চক্রবর্ত্তীর বাস্তভিটা বর্ত্তমান। দুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী

রি পুত্র রামকৃষ্ণ, রাঘব, রামেশ্বর ও রমাকান্ত বন্দ্যো বংশের প্রখ্যাতনামা রি চক্রবর্ত্তী।

উপরোক্ত আম্বুলী রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর পুত্র দুর্গাপ্রসাদ (১৭) একজন তী লোক ছিলেন। তদীয় তিন পুত্র রামকৃষ্ণ, কালিদাস ও রামকান্ত ৮) মধ্যে কালিদাস ব্যতীত আর কাহারও দ্বারা বংশ রক্ষার সম্ভাবনা ল না। রামকান্তের পুত্র রামলোচন চক্রবর্ত্তী (১৯) একজন মহাতপা রুষ ছিলেন। তিনি স্বহস্ত রোপিত যুগল বিল্বমূলে প্রত্যহ পূজা ও ত্রিতে শিব ভোগ দিতেন। তিনিও নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকপ্রাপ্ত ইয়াছেন। একমাত্র কালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা এই বংশ রক্ষিত হইতেছে। ালিদাসও একজন তাপসিক লোক ছিলেন। পৌষ ও মাঘ মাসের ঠোর শীতের সময় তিনি ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উঠিয়া নিত্য-পূজা ও সন্ধ্যা করিতেন। াহার সুনাম শুনিয়া সরকার বাহাদুর তাঁহার উপর কয়েকটী গ্রামের াম্য মোকর্দ্দমাদির বিচারের ভার অর্পণ করেন। তিনি তাহা যশের হিত সুনির্ব্বাহ করেন। কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রী পুত্রাদির ত্যু সংবাদ শ্রবণে তাঁহার বৈরাগ্যোদয় হয় এবং তিনি পুনরায় কাশীযাত্রার ন্য উদ্যোগ করেন কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধে পুনরায় দার রিগ্রহ করিতে বাধ্য হন—যথাসময়ে রামকিশোর ও নন্দকিশোর (১৯) ামে দুই পুত্র লাভ করেন। ইহাদিগকে রাখিয়া শেষে কাশীপ্রাপ্ত হন। নিষ্ঠ নন্দকিশোর নির্ব্বংশ।

জ্যেষ্ঠ রামকিশোরের ভগবান, ঈশান, গুরুচরণ, রাজমোহন ও গুপীমোহন ামক পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। রাজমোহন ও গুপীমোহন যমজ পুত্র। শান অল্প বয়সে কাল-কবলে পতিত হন। গুরুচরণ ও গুপীমোহন ভয়েই নিঃসন্তান মৃত। জ্যেষ্ঠ ভগবান চক্রবর্ত্তী, মদনমোহন ও আনন্দগোপাল ামক দুই পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া ১২৯৭ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

রাজমোহন চক্রবর্ত্তী উমাচরণ ও কালীচরণ নামক দুই পুত্র ও ৫ কন্যা রাখিয়া ১২৯৩ সালে স্বর্গারোহণ করেন। তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। ৺কালী সাধনাই তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিল। তিনি একাধারে যেমন একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন তেমনি অন্যদিকে একজন প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। তাঁহার রচিত 'সত্যনারায়ণ' ও 'শনি পাঁচালী' মুদ্রিত হইয়াছে ঐ সকল পুস্তক সর্ব্বজন সমাদৃত হইয়া বহু গৃহে প্রকাশ পাইতেছে।

মদনমোহন নোয়াখালি জেলার সেরেস্তাদার ছিলেন। তিনি একটী মাত্র কন্যা (দ্বিতীয় পক্ষে) রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন)।

আনন্দগোপাল চক্রবর্ত্তী মোক্তারী পাশ করিয়া নোয়াখালীতে মোক্তারী করিতেন। তিনি একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ২টী পুত্র মধ্যে বগলাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী এম-এ পরীক্ষায় পদার্থ বিদ্যায় (ফিজিক্স) সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া পুরস্কার-স্বরূপ স্বর্ণ-পদক প্রাপ্ত হন। পরে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সুনামের সহিত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়া বর্ত্তমানে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। দ্বিতীয় পুত্র দুর্গাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী বি-এল পাশ করিয়া নোয়াখালীতে ওকালতী করিতেন। বর্ত্তমানে কার্য্য ত্যাগ পূর্ব্বক নিজ বাড়ীতেই অবস্থান করিতেছেন।

আম্বুলী বা অম্বুলী শ্রোত্রিয় বংশাবলী

দক্ষ ১। নীর ২। সনাতন ওঝা ৩। রূপ পণ্ডিত ৪। দামোদর মিশ্র ৫। দেবল ওঝা ৬। দিবাকর ওঝা ৭। দেবরাজ পণ্ডিত (ইনি রাঢ় দেশের আম্বুলী গ্রাম হইতে বিক্রমপুরের কাইচাইল আসিয়া বসবাস করেন) ৮।

দেবরাজ সুত বিশ্বনাথ, চতুর্ভুজ, জটাধর ও প্রভাকর ৯। বিশ্বনাথ সুত কমলাকর মিশ্র ১০। রঘুরাম (রঘু আম্বুলী) ১১। কেশরী বিজ্ঞান সরস্বতী গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য ও অচ্যুত আম্বুলী ১২।

গোবিন্দ সুত বিষ্ণুদেব ও আনন্দ ভট্টাচার্য্য ১৩। বিষ্ণুদেব পুত্র রামরাম বা শ্রীরাম চক্রবর্ত্তী ১৪। ইনি তালুকদার ছিলেন।

শ্রীরাম পুত্র শিবরাম ও রামনারায়ণ ১৫। শিবরামের পাঁচ পুত্র বিশ্বেশ্বর, রামেশ্বর, নন্দরাম, বাণেশ্বর ও জয়রাম ১৬।

এখানে কেবল রামেশ্বরের ধারা দেওয়া গেল।

রামেশ্বর পুত্র দুর্গাপ্রসাদ ১৭। রামকৃষ্ণ, কালিদাস ও রামকান্ত ১৮। রামকৃষ্ণ সুত ভবানীশঙ্কর ও শম্ভুনাথ ১৯। কালিদাস সুত কাশীনাথ রামকিশোর ও নন্দকিশোর ১৯। রামকিশোর সুত ভগবান, ঈশান, গুরুচরণ, রাজমোহন ও গোপীমোহন ২০।

ভগবান সুত মদনমোহন (সেরেস্তাদার) ও আনন্দগোপাল (মোক্তার) ২১।

আনন্দগোপাল সুত বগলাপ্রসন্ন এম্-এ অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও দুর্গাপ্রসন্ন (উকীল) ২২। বগলাপ্রসন্ন সুত শশাঙ্কশেখর এম্-এস্-সি, ভবানীপ্রসন্ন বি-এস্-সি ও শ্যামাপ্রসন্ন ২৩। দুর্গাপ্রসন্ন সুত তারাপ্রসন্ন, উমাপ্রসন্ন ও শিবপ্রসন্ন ২৩।

রাজমোহন সুত উমাচরণ ও কালীচরণ ১। উমাচরণের একটী মাত্র কন্যা নাম অজ্ঞাত। কালীচরণ মোক্তারী পাশ করিয়া হেমনগর আমবেরিয়া ষ্টেটে কার্য্য করিতেন; তাঁহার প্রথম পক্ষে একটী কন্যা, দ্বিতীয় পক্ষে দুইটী সুত মধুসূদন ও কালীবেশ ২২।

কাইচাইল অম্বুলী বংশের ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় ইহার শাখা প্রশাখা নানাস্থানে যাইয়া বসতি করিতেছেন।

পদ্মার উত্তরাংশে বিক্রমপুরে চন্দনধূল, পাইকপাড়া ও সপাড়া, কাদুর গাঁ, এবং পদ্মার দক্ষিণাংশে টিয়া ও জপসা গ্রামে আম্বুলী বংশের শাখা বাস করিতেছেন।

কালীঘাটের হালদার বংশের একদেশ বংশাবলী।

কাশ্যপ গোত্রীয় (১) দক্ষ (২) সুলোচন (৩) মহাদেব (৪) হলধর (৫) কৃষ্ণদেব (৬) বরাহ (৭) শ্রীধর (৮) বহুরূপ। এই বহুরূপ হইতে অধস্তন নবম পুরুষে (১৭) চণ্ডীচরণ চক্রবর্ত্তী। তৎপুত্র (১৮) পৃথ্বীধর। তৎপুত্র (১৯) ভবানীদাস। তৎপুত্র (২০) যাদবেন্দ্র, রাঘবচন্দ্র। যাদবেন্দ্র পুত্র (২১) পদ্মনাভ। পদ্মনাভ পুত্র (২২) জয়দেব হালদার রাঘবচন্দ্রের পুত্র (২৩) রামগোপাল (২৪) রামবল্লভ (২৫) বিশ্বেশ্বর (২৬) গোকুল হাজরা।

কালীঘাটের হালদারগণ ইহাদিগেরই বংশধর। এইরূপ জানা যায় যে প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্ত রায় তাঁহার গুরুদেব শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীকে কালীঘাটের ৺কালীমাতার সেবায়েৎ নিযুক্ত করেন। খনিয়ার চাটুতি বংশে বহুরূপ চট্টোর অধস্তন পুরুষে কাশ্যপ গোত্রীয় চণ্ডীবর চক্রবর্ত্তীর পৌত্র ভবানীদাস চক্রবর্ত্তী উক্ত ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীর কন্যাকে বিবাহ করেন। ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীর অন্য সন্তানাদি না থাকায় এই কন্যার বংশধরগণই হালদার নামে পরিচিত হইয়া কালীঘাটের ৺কালীমাতার সেবায়েৎ নিযুক্ত আছেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারক
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী এম্-এ, বি-এল্।
মহাশয়ের বংশাবলী
নিবাস গাঙ্গুটীয়া, জেলা ময়মনসিংহ।

(১) দক্ষ (২) সুলোচন (৩) মহাদেব (৪) হলধর (৫) নারীদেব (৬) বরাহ (৭) শ্রীধর (৮) বহুরূপ (৯) গাহি (১০) সর্ব্বেশ্বর (১১) দোকড়ি (১২) গোবর্দ্ধন (১৩) লখো (১৪) নিধাই (১৫) বিদ্যাধর (১৬) তিলাই (১৭) রত্নগর্ভ (১৮) কমল (১৯) পাঁচু (২০) জানকী (২১) রামশরণ, (২২) রামনারায়ণ (২৩) রমানাথ (২৪) রুদ্রদেব (২৫) দেবীপ্রসাদ (২৬) রামানন্দ।

রামানন্দ সুত কালীকিশোর, ঈশান, কালীচন্দ্র, হরিহর, কালী-নারায়ণ (২৭)।

কালীকিশোর পুত্র দ্বারকানাথ, গিরীশ, সতীশ, গয়াপ্রসাদ, যোগেশ ও কালীকিঙ্কর (২৮)।

দ্বারকানাথ পুত্র গোপাল, আশুতোষ ও ইন্দু ২৯।

গোপাল পুত্র নির্ম্মল (৩০)।

গিরীশ পুত্র বাণীনাথ, শূলপাণি, আদিনাথ, ফণিভূষণ, প্রমথ (২৯)।

সতীশ পুত্র রমাপতি (২৯)।

হরিহর পুত্র অন্নদা, শ্রীপতি (২৮)।

কালীনারায়ণ পুত্র পশুপতি, সোমনাথ, কামাখ্যানাথ, রমানাথ (২৮)।

নারায়ণ ঠাকুর (ফুলিয়া মেল)

বুতনী চট্টোপাধ্যায় বংশ—জেলা ঢাকা।

২০। রামদেব, কামদেব, রঘুদেব, যাদবেন্দ্র ও আত্মারাম। রামদেব সুত ২১। শুকদেব ২২। অনন্তরাম ২৩। হরিপ্রসাদ ২৪। প্রতাপ ২৫। প্যারিমোহন ও গোপাল। গোপাল সুত হরিলাল ২৬। তৎসুত হেরম্ব, ক্ষেত্র, কালিদাস, দুর্গাদাস, মন্মথ ও কানাই ২৭।

(২০) রঘুদেবের ধারা।

রঘুদেব সুত রামবল্লভ ২১। রত্নেশ্বর ২২। যুগলকিশোর ২৩। গোপীমোহন, রামমোহন ও কৃষ্ণমোহন ২৪। গোপীমোহন সুত কিশোরীমোহন ২৫। কানাইলাল ২৬। তৎসুত কৃষ্ণলাল ও মাখন ২৭। ২৪। রামমোহন সুত রাধানাথ (তিতু) ২৫। তৎসুত কিশোরীমণি ও আনন্দমোহন ২৬। আনন্দমোহন সুত রসিক ও ললিত ২৭। রসিক সুত রমণী ২৮।

(২৩) হরিপ্রসাদের ৮ পুত্র যথা—ত্রিলোচন, গৌরমোহন, রামনিধি, রামনারায়ণ, জয়নারায়ণ, প্রতাপ, হারাণ ও বদন। ইহারা সকলেই যশোহর জেলার হেলাঞ্চা গ্রামে বাস করিতেন। কুন্দসীর চট্টোপাধ্যায় নামে প্রসিদ্ধ।

ত্রিলোচন পুত্র মহিম। গৌরমোহন পুত্র প্রসন্ন ও কৈলাস। রামনারায়ণ পুত্র চন্দ্র ও যজ্ঞেশ্বর। প্রতাপের ৩ বিবাহ ; ১ম হেলাঞ্চা গ্রামে দয়াময়ী দেবীকে বিবাহ করেন। ২য় ফরিদপুর জেলার ফুলরা গ্রামে রামনিধি বন্দ্যোর কন্যা শ্যামাসুন্দরীকে বিবাহ করেন। ৩য় (যশোহর) বকচর নিবাসী রামকুমার মুখোর কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেন। শ্যামাসুন্দরী গর্ভের পুত্র প্যারিমোহন, কন্যা শশীমুখী। লক্ষ্মীপ্রিয়ার পুত্র গোপাল বুতনী গ্রামে বাস করিতেছেন। যশোহর জেলার অন্তর্গত লক্ষ্মীপাশার নিকট রামপুরে কৃষ্ণঠাকুরের সন্তান হরিনাথ মুখো-পাধ্যায়ের পুত্র লোকনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত শশীমুখীর বিবাহ হয়। শশী কন্যা কাদম্বিনী, তৎপুত্র সুধীর চট্টো। রমণী এবং মাখন পুত্র ধীরেন্দ্র ও ফণীন্দ্র প্রভৃতি বুতনী গ্রামে বাস করেন। রমণীর পুত্র রেবতী (মুন্সেফ)।

নারায়ণ ঠাকুর বা নারায়ণ চাটুয্যার বংশধরগণ ঢাকা জেলার বুতনী, বাহেরক, তেওথা, নওশঙ্কর, কাইচাইল, আরিয়ল, ফরিদপুর জেলায় চান্দুনী ও যশোহর জেলার কুন্দসী, হেলঞ্চা প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন।

ভ্রম সংশোধন :— (১১২ পৃষ্ঠার ১ পংক্তি) পাবনা জেলার স্থল, স্থল-নওহাটা প্রভৃতি স্থানের ভট্টাচার্য্য পাকড়াশী বংশাবলী এইরূপ পাঠ করিবেন। ঐ পৃষ্ঠার ২পংক্তির নওয়াহাটার স্থলে স্থল নওহাটা পাঠ করিবেন। ঐ পৃষ্ঠার ১৩পংক্তির নওয়াহাটার স্থলে স্থলনওহাটা পড়িবেন এবং ১৬পংক্তি স্থলের ও স্থল-নওহাটার ভট্টাচার্য্য পাকড়াশী হরিদেব (২৪) বংশাবলী পাঠ করিবেন। ১১৪ পৃষ্ঠায় ১৬পংক্তিতে নওয়াহাটা স্থলে স্থলনওহাটা পড়িবেন। ১১৫ পৃষ্ঠায় ৫পংক্তিতে ও নান্নু স্থলে বিভূতি ও ক্ষিতীশ, ৭পংক্তির ফেন্নু স্থলে কমল, ৮পংক্তির রামকমল ১৭। স্থলে রামকমল ১৭
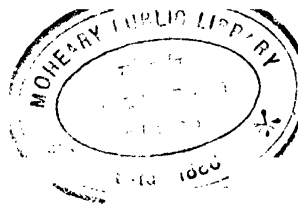
সম্বন্ধনির্ণয়

তৃতীয় পরিশিষ্ট ১ম খণ্ড

বংশাবলী ও কুল-পরিচয়।

কান্যকুব্জাগত পঞ্চ মহর্ষির কাশ্যপগোত্রীয়

দক্ষ মহোদয়ের বংশাবলী।

ইঁহার পিতার নাম বীতরাগ, পিতামহ জয়, প্রপিতামহ স্বর্ণক, বৃদ্ধ-প্রপিতামহ ওঁকার, অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ তমিস্র, বৃদ্ধাতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ কৃষ্ণমিশ্র। ক্ষের উর্দ্ধতন পাঁচ পুরুষ কোলাঞ্চদেশ অর্থাৎ কান্যকুব্জের অধিবাসী। তদ্দেশে ী সকল ব্যক্তির যে সকল সন্তান আছেন, তন্মধ্যে কেহ চৌবে, কেহ য়ারী, কেহ দোবে এবং কেহ বা কাণ্বশাখী, আশ্বলায়নশাখী অথবা থুমশাখী ইত্যাদিরূপে পরিচয় দেন। এই সকল কথা অতি গুরুতর, তরাং এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলা সুসঙ্গত নহে।

দক্ষের (১) ষোল পুত্র। দক্ষের ভ্রাতৃসংখ্যা অনেক, তন্মধ্যে দক্ষসমেত চারি সহোদর, যথা—সুসেন, ভানু ও কৃপানিধি ১। বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের মধ্যে যে পাঁচজন প্রসিদ্ধ, তাঁহাদিগের নাম এই—ইন্দ্র, চন্দ্র, মহেশ, জীব ও সোম, পর্য্যায় ১। সুসেন কাশ্যপ-গোত্রীয় বারেন্দ্রগণের আদি পুরুষ।

দক্ষের পুত্রসংখ্যা ষোল। তন্মধ্যে সুলোচন চট্টবংশের মূল-পুরুষ ২ সুলোচন-সুত বাসুদেব ও মহাদেব ৩। মহাদেব-সুত মহী, চলহ, শ্যামল ও হলধর ৪। হল-সুত নায়িদেব, কৃষ্ণদেব ও রূপদেব ৫। নায়িদেব-সুত হার, হর্ষ, লালো এবং বরাহ ৬। লালো-সুত গরুড়ধ্বজ ও ভরত (বা সামন্ত) ৭। গরুড়-পুত্র শ্রীকণ্ঠ ও হিরণ্য ৮। শ্রীকণ্ঠ-সুত বাঙ্গাল ৯। ইনি আদি কুলীন। বাঙ্গাল-সুত বা গরুড়-প্রপৌত্র কীত বা কীর্ত্তিচন্দ্র ১০। তৎপুত্র নৃসিংহ, রামদেব, রাঘব ও দাশরথি ১১। নৃসিংহ-সুত আভো, পুরো ও তারক ১২। আভো-সুত স্বপন (তপন) ও ভীম ১৩। স্বপন-সুত চাঁদো, নাঁদো, কাঁদো, কামো, উধো, গোপী, রুদো, চৈতলী, পুরো, হাধরী ও সারঙ্গ ১৪। চৈতলী-সুত কুশধ্বজ, বিশ্বেশ্বর, বুধ, নিশো, মহী, রঘু, কিশো ও ধূদো ১৫। রঘু-সুত শ্রীবৎস, ঈশ্বর ও নিত্যানন্দ ১৬। শ্রীবৎস-সুত বলভদ্র ১৭। বলভদ্র-সুত উদয়, ভুবন ও ব্যাস ১৮। (উদয় কুলবর নামে প্রসিদ্ধ)।

গরুড়ধ্বজ-সহোদর ভরত ৭। তৎপুত্র লৌলিক ৮। লৌলিক-সুত শুচ, অরবিন্দ ও উমাপতি ৯। চট্টবংশের যে পাঁচ ব্যক্তি কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন, শুচ ও অরবিন্দ তাঁহাদিগের পরস্পরের অন্যূনকল্প। মহাদেব-পুত্র মহীকে মহানন্দও বলে।

অরবিন্দ (৯) প্রমুখ চট্ট-বংশ। ২ পৃঃ

অরবিন্দ-সুত আহিত ১০। আহিত-সুত দ্যাকর ১১। দ্যাকর-সুত পভো, বিভো, ধনো ও মনো ১২। ধনো-সুত রাম, উৎসাহ, বঙ্গভঙ্গক, গণপতি

জয়পতি. শ্রীপতি ও রঘুপতি ১৩। কোন কোন পুস্তকে ধনোকে শুচবংশীয় বলিয়া বর্ণন করে। শুচ-বংশেও অন্য একজন ধনো ছিলেন। সেই ধনো-সহোদর পভো, বিভো, মনো বা বঙ্গভূষণ ১১। অরবিন্দ-বংশেও এই সকল নাম দেখা যায়। যথা—পভো, বিভো, ধনো ও মনো ১২।

চট্টোপাধ্যায় পভো (১২)-বংশ। ২ পৃঃ

পভো = প্রভুরাম-সুত শিব ও হিম ১৩। শিব-সুত সুরেশ্বর ১৪।

বিভো-বংশ—বিভো-সুত নরসিংহ, বিশো, কুশো, ধূসো, ঈশান, মার্কণ্ডেয়, নিভো ও পদ্মনাভ ১৩। নরসিংহ-সুত বাসু, বামন, কামদেব, শ্রীকর, শ্রীকণ্ঠ, কানাই ও নিধো ১৪। বামন-সুত লম্বোদর ও শুক্লাম্বর ১৫। লম্বোদর-সুত বাণী, বিনোদ ভট্টাচার্য্য. হিরণ্য ও মুকুন্দ ১৬। শ্রীকর খনিয়ার চাটুতি।

চট্ট ধনো (১২) বংশ। ২ পৃঃ

ধনো-সুত উৎসাহ, রাম, রঘুপতি, গণপতি, জয়পতি, শ্রীপতি ও বঙ্গভঙ্গক ১৩।

উৎসাহ-সুত নন্দন ও শূলপাণি ১৪। শূল-পুত্র নিত্যানন্দ ১৫।

রাম-সুত রূপেশ্বর, কেশব ও সিদ্ধেশ্বর ১৪।

রঘুপতি-সুত মধু, বিদাই (বিদ্যাধর), নিধাই, নিশাপতি, রাঘাই, বামন এবং জগাই ১৪। কাঁটাদিয়া হৃদয়ের সহিত জগাইয়ের কুল।

গণপতি-সুত ব্যাস, বশিষ্ঠ ও নারায়ণ ১৪। ব্যাস-সুত আনাই ও জনাই ১৫। আনাই-সুত বিজয়, চতুর্ভুজ, শ্রীনাথ (নাথাই), মাধাই ও লখাই ১৬। নাথাই-সুত গঙ্গাদাস ও গোবিন্দ ১৭। 'নাথাই' এই নামটী শ্রীনাথের অপভ্রংশ। নাথাই চট্টের কন্যা হইতেই ফুলিয়া মেলে ধন্দ-দোষ প্রবেশ করে। (মুলপুস্তক দেখুন)।

গঙ্গাদাস-সুত ভুবন ১৮। তৎসুত রামনাথ ও রতিনাথ ১৯। রামনাথ-সুত রূপনারায়ণ এবং রাঘব ২০। রাঘব-সুত যাদবেন্দ্র ২১। তৎপুত্র রামেশ্বর ২২। তৎসুত রামানন্দ ২৩। তৎপুত্র শ্রীরাম ২৪। তৎপুত্র কাশীনাথ ২৫। (বীরভূম জেলায় বসন্তপুরে কাশীনাথের বংশ বিরাম করিতেছেন)।

ধনো-বংশে আনাই-প্রমুখ
শ্রীনাথ (নাথাই চট্ট) পৌত্র রতি (১৯)-বংশ। ৪ পৃঃ

রতি-সুত রামচন্দ্র, নারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণ এবং রামকান্ত ২০। রামচন্দ্র-সুত কৃষ্ণবল্লভ এবং কৃষ্ণজীবন ২১। ইঁহারা উভয়েই কাপ্তান কাঙ্গারী থাকে প্রসিদ্ধ, মেল খড়দা। "ধনযুগম" এই শব্দে এই উভয়কে বুঝায়। (মূলপুস্তক দ্রষ্টব্য)।

চট্ট ধনো-সুত শ্রীপতি (১৩)-বংশ। ৩ পৃঃ

শ্রীপতি-সুত যুধিষ্ঠির, লম্বোদর, শূলপাণি ও ভূধর ১৪। লম্বোদর-সুত প্রিয়ঙ্কর ১৫। তৎপুত্র বিশ্বনাথ ঘটক ১৬। তৎপুত্র জলেশ্বর, দুর্লভ, যদু, সনাতন ও উদ্ধরণ ১৭। দুর্লভ-সুত অচ্যুত এবং গোবিন্দ ১৮।

ধন চট্ট নাথাই-প্রপৌত্র রতি-সুত
নারায়ণ-বংশের একদেশে (ফুলিয়া)। ৪ পৃঃ

নারায়ণ ২০। পুত্র রঘুদেব, কামদেব, রামদেব, আত্মারাম ও যাদবেন্দ্র ২১। রামদেব-সুত রামকৃষ্ণ, জয়কৃষ্ণ, কৃষ্ণদেব, হরিদেব, শুকদেব, জয়দেব, বলরাম ও রামভদ্র ২২। শুকদেব-সুত রাজারাম, অনন্তরাম, রামশরণ, রামশঙ্কর, রামানন্দ ও আনন্দীরাম ২৩। আনন্দীরাম-সুত সোণারাম, ব্রজরাম, গোপাল, চণ্ডী-চরণ ও রঘুনাথ ২৪। সোণারাম-সুত দীনদয়াল ২৫। পুত্র প্যারীলাল ৬

লাল ২৬। প্যারী-সুত প্রতাপ ও কেদার ২৭। প্রতাপ-সুত রাধিকা (০) লালমোহন বিদ্যানিধির কন্যা কুসুমকুমারীর পাণিগ্রহিতা) ২৮। কেদার-সুত গোপাল (০) ২৮। ইহাঁরা মুর্শিদাবাদ জিলার সাদী-খাঁর-দিয়াড়গ্রাম-বাসী। ক্রমপুরেও এই বংশের কোন কোন শাখা বিরাজ করিতেছেন। (এই তালিকা কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত)।

মেল বল্লভী

চট্ট ধন-প্রমুখ বিজয় (১৬) বংশে পুরন্দর চট্ট বংশ। ৩ পৃঃ

বিজয়-সুত শ্রীহরি, মুকুন্দ ও পুরন্দর ১৭। পুরন্দর চট্টোপাধ্যায় দ্বারা ভী মেল হয়। তাহাতে মুকুন্দের যোগ থাকে। মুকুন্দ-পুত্র রামচন্দ্র ১৮, হাঁকে নিমাই বা নিমে কহিত। রামচন্দ্রের সহোদরের নাম বনমালী, ধ্যায় ১৮।

নিমাই-সুত লক্ষ্মণ, শ্রীকান্ত, রাঘব, কুমুদ ও পূর্ণানন্দ ১৯। রাঘব-সুত রায়ণ, মথুরা, রমাকান্ত ও শ্রীবল্লভ ২০। রমাকান্ত-সুত রামদেব, জনার্দ্দন, ক্ষ্মণ, মধুসূদন, গঙ্গারাম ও রঘুদেব ২১।

ধন বিজয়-বংশের প্রশংসা-সম্বন্ধীয় কারিকা।

"হলায়ুধকবিস্তল্লো ধীতো মধুর্ননো হরিঃ।
শূলপাণিশ্চ সারঙ্গো হলো মুখভবাঃ সমাঃ॥" মেলমালা।

ধন বিজয়-প্রমুখ মধুসূদন (২১)-বংশের একদেশ। বল্লভী মেল

বর্দ্ধমান বিভাগের স্কুল ইন্সপেক্টর ৺অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মধুসূদন-সুত রাজারাম, নীলকণ্ঠ, অযোধ্যারাম, রামেশ্বর, রামকৃষ্ণ ও গাপেশ্বর ২২। রামেশ্বর-সুত রামনাথ, রামভদ্র, রামরাম, নিধিরাম ও রামশরণ

তৃতীয় পরিশিষ্ট

২৩। রামরাম-সুত দীনরাম, চণ্ডীচরণ ও কৃষ্ণচন্দ্র ২৪। চণ্ডীচরণ-সুত লোকনাথ, জগন্নাথ, পদ্মলোচন, রামধন ও গোপীনাথ ২৫। গোপীনাথ-সুত ঈশ্বরচন্দ্র, মদন, হরমোহন, কৃষ্ণচন্দ্র, রাধামাধব, রামচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, মাধবচন্দ্র, কৈলাস, গঙ্গাধর ও আনন্দ ২৬।

মদন-সুত চন্দ্র, বাণী, অবিনাশ ও হরিপদ ২৭। হরিপদ-সুত মনোহর ২৮। বাণী-সুত কিশোরী, উপেন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্র ২৮।

হরমোহন-সুত রাম ও উমেশ ২৭। রাম-সুত ফকির ২৮। তৎপুত্র ভবতোষ ২৯।

কৃষ্ণচন্দ্র-সুত রসিক ২৭। তৎপুত্র শরচ্চন্দ্র ২৮।

রাধামাধব-সুত কালী, রাধাসুন্দর ও জগৎ ২৭। রাধাসুন্দর-সুত আশু ও নির্ম্মল ২৮। জগৎ-সুত উপেন্দ্র ২৯।

পূর্ণচন্দ্র-সুত কালীপদ ২৭। তৎসুত দ্বিজপদ ২৮।

মাধব-সুত ভুবন, কেদার, অবিনাশ (ইনি বর্দ্ধমান বিভাগের স্কুল ইন্সপেক্টর ছিলেন) বিপিন সবজজ ও বিভূতি ২৭। ভুবন সুত যোগেশ, নগেন্দ্র, সুরেন্দ্র ও ফণীন্দ্র (সবজজ) সাং নারায়ণপুর ২৪ পরগণা ২৮। অবিনাশ সুত প্রতুল ও ধরণীধর ২৮। প্রতুল সুত প্রবোধপ্রকাশ ২৯। সাং পটলডাঙ্গা কলিকাতা। বিপিন-সুত হারাধন, হরিদাস ও তুলসীচরণ (অঃ বিঃ মৃত) ২৮। হারাধন-সুত সুধীরকুমার ও সুকুমার ২৯ সাং ২২নং প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার লেন শিবপুর, হাওড়া। বিভূতি-সুত অনিল ও সুনীল ২৮।

কৈলাস (২৬) সুত দুর্গাচরণ ও শরৎ ২৭ (সাং নারায়ণপুর ২৪ পরগণা)

গঙ্গাধর (২৬)-সুত উমাচরণ ২৭। তৎপুত্র চণ্ডী, অবিনাশ, হরি অক্ষয় (সাং নলিয়া, ফরিদপুর) ২৮।

আনন্দ (২৬)-সুত কালীপ্রসন্ন, মহিম ও ভুবন ২৭। কালী-সুত সত্যহ

৮। তৎসুত অমূল্য ২৯। মহিম (সাং গুপ্তিপাড়া) সুত নলিনী ৩০। তৎসুত ম্ভুনাথ ও ভোলানাথ ২৯। ভুবন-সুত ভূদেব ও ভবদেব ২৮।

ধন বিজয়-বংশে

মধুসূদন প্রমুখ গোপেশ্বর (২২)-কুল। বল্লভী মেল স্বভাব। ৫পৃঃ

গোপেশ্বর-পুত্র দুলাল, ইন্দ্রনারায়ণ, হৃদয়নাথ, রামসন্তোষ ও রূপরাম ২৩।

বিজয়-সন্তানগণ যশোহর জিলার পেঁজে, তৎপরে কোট-চাঁদপুরের নিকট চাদীর-কোলে, তৎপরে নলডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী রাইগ্রাম প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়েন। ক্রমে চব্বিশ পরগণার নারায়ণপুর ও কলিকাতার পটোলডাঙ্গা ও চোরবাগানাদি স্থানে নিবাস গ্রহণ করেন। হাবড়া জিলার নান্নার গ্রামে, নদীয়া জিলার বল্লভী প্রধান স্থানে এবং শান্তিপুরে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়েন। ফরিদপুর জিলাতেও দুই চারি ঘর আছে। কিন্তু বঙ্গের ভাগই অধিক।

দুলাল-সুত শ্যামসুন্দর ও চন্দ্রশেখর ২৪।

ইন্দ্রনারায়ণ-সুত মাণিক, আনন্দীরাম, জয়নারায়ণ ও রামজয় ২৪। আনন্দীরাম-সুত সর্ব্বেশ্বর, দয়ারাম, রাধাচরণ, জয়রাম ও তারাপদ ২৫। তারাপদ-সুত বালকরাম ২৬।

জয়নারায়ণ-সুত রামসুন্দর ও সদাশিব ২৫।

হৃদয়নাথ-সুত নন্দরাম তর্করত্ন ও হরিদেব ২৪। নন্দরাম-সুত রামজয়, কৃষ্ণচন্দ্র ও নারায়ণ ২৫। রামজয়-সুত কাশীনাথ ও রামতনু ২৬। কাশীনাথ-সুত বিশ্বম্ভর, হরমোহন, মোহনচাঁদ, বদনচাঁদ, কালীকুমার ও রামচন্দ্র ২৭। হরমোহন-সুত সারদা, পূর্ণচন্দ্র, চণ্ডীচরণ ও তুলসীচরণ ২৮। কালীকুমার-সুত অবিনাশ ২৮ তৎসুত রাজেন্দ্র (•) ২৯।

তৃতীয় পরিশিষ্ট

বল্লভী মেল স্বভাব

৺সারদাপ্রসাদ চট্টোপধ্যায় পত্নী ৺লক্ষ্মামণি।

বর্ত্তমান বাসস্থান ৪১নং কৈলাস বসু ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

সারদা সুত ৺দেবেন্দ্রনাথ (Jute Broker) পত্নী ৺ইন্দুজ্যোতি, ৺সত্য-চরণ (Engineer., Martin & Co.) পত্নী ৺শরৎ শশী ও ৺বিনোদিনী, ৺করুণাময় (Jute Broker & Hony. Magistrate) পত্নী উষারাণী, শ্রীশচন্দ্র (Retired Engineer) পত্নী সুহাসিনী, প্রভাতচন্দ্র (Office of the Private Secretary to the Governor, Bengal) পত্নী ৺কিরণশশী, ডাঃ হরিপদ L. R. C. P. & S., L. R. C. S. পত্নী লীলা, গোকুল (Burma Shell & Co.) পত্নী পরিমলবাসিনী (অঃ পুঃ হৃষীকেশ পত্নী ৺ঈশানী ২৯।

দেবেন্দ্র সুত ৺সন্তোষকুমার পত্নী অন্নপূর্ণা, সতীতোষ পত্নী শান্তিলতা, সনৎ পত্নী সরলা, ক্ষিতিশ (অঃ বিঃ); কন্যা রাজকুমারী স্বামী জিতেন্দ্র নাথ মুখে (Asstt. Teacher Hindu School, Calcutta), সুলোচনা স্বামী কালীপদ মুখো (Supervisor P.H. D., Asansole), সাবিত্রীরাণী স্বামী হরিবিলাস বন্দ্যো (Burma Shell & Co.) ও শিবানী (অঃ বিঃ) ৩০

সন্তোষ সুত সুশীলকুমার ও চারি কন্যা ইলারাণী স্বামী অরুণকুমার মুখে (ব্যবসাদার), সন্ধ্যারাণী, কল্যাণী ও নমিতা ৩১। সতীতোষ সুত সুধীরকুমার সরোজকুমার ও কন্যা মৃণালিনী ৩১। সনত সুত সলীলকুমার, অনীলকুমার নির্ম্মলকুমার, বিদ্যুৎকুমার ও এক কন্যা ৩১।

সত্যচরণ সুত ডাঃ শেখরনাথ B. Sc. M. B. পত্নী সাবিত্রী, আশুতো (Traffic Inspector, Light Railway, Martin & Co পত্নী গীতা ৩০।

শেখরনাথ সুত সোমনাথ, কন্যা জ্যোৎস্না, সুধা ও ছবি ৩১। করুণাময় সুত নারায়ণদাস পত্নী কমলা, বিজয়কুমার (Contractor) পত্নী শান্তি, সুধাংশুকুমার (অঃ বিঃ), সুকুমার, নবকুমার, কমলকুমার ; কন্যা দুর্গারাণী স্বামী নুটবিহারী বন্দ্যো উকিল আলিপুর, গীতা স্বামী শচীন বন্দ্যো, গৌরী স্বামী সত্যেন বন্দ্যো (ব্যবসাদার হগ-মার্কেট, কলিকাতা) ও বাসন্তী (অঃ বিঃ) ৩০। নারায়ণদাস সুত বিমলকুমার, সরলকুমার, শ্যামলকুমার ; কন্যা আলোকময়ী ও মানু ৩১।

শ্রীশচন্দ্র সুত ভবতোষ (Burma Shell & Co.) পত্নী কমলা, রবীন্দ্রনাথ (অঃ বিঃ), বটুকনাথ, মণীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, মৃত্যুঞ্জয় ; কন্যা মলিনাবালা, স্বামী ডাঃ হরেন্দ্রনাথ মুখো B. Sc., M. M. F. (Calcutta Corporation), আভীরবালা স্বামী হারাধন বন্দ্যো (Royal Insurance Co.), তরুবালা স্বামী বিরেশ্বর মুখো (Zaminder, Allahabad), অমিয়বালা ও নীলিমা ৩০। ভবতোষ সুত সুকৃতিপ্রকাশ ৩১।

প্রভাতচন্দ্র সুত হারাধন ; কন্যা অন্নপূর্ণা স্বামী গোরাচাঁদ বন্দ্যো B. E. (Engineer, Britania Engineering Co. Ltd.), মেনকা স্বামী বিভূতিভূষণ মুখো (Burma Shell & Co.) ৩০।

হরিপদ পুত্র তারাপদ, শ্যামাপদ উমাপদ ; কন্যা সন্ধ্যারাণী ও আরতী-রাণী ৩০।

হৃষীকেশ সুত ব্যোমকেশ ও গঙ্গেশ ; কন্যা প্রতিমা (অঃ বিঃ) ৩০। ইহারা সৎক্রিয়াশালী ৺শ্রীশ্রীদুর্গোৎসবাদি হিন্দুর সর্ব্ববিধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠানকারী।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত। ২২।১০।৩৭।

স্বভাব বলভী মেল।

বর্ত্তমান বাসস্থান ১০৮বি আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

৺পূর্ণচন্দ্র সুত যতীন্দ্রনাথ, প্রমথ, বিরেশ্বর, রাজনারায়ণ, কালাচাঁদ ও কন্যা কাদম্বিনী শান্তিপুর নিবাসী হৃদয়চন্দ্র বন্দো M. A.র দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ২৯।

যতীন্দ্র-সুত প্রফুল্লকুমার ও সুদর্শন; কন্যা শোভারাণী, স্বামী ৺প্রকাশচন্দ্র মুখো বারুইপুর ২৪ পরগণা ৩০। বিরেশ্বর-সুত গণেশচন্দ্র ৩০। কালাচাঁদ-সুত চিররঞ্জন ও চিন্তাহরণ; কন্যা কমলা স্বামী শক্তিপদ মুখো শান্তিপুর, কল্যাণী ও কল্পন ইন্দ্রনারায়ণ-সুত গোপাল, নন্দলাল, গোবিন্দ ও ননীগোপাল (ভোতো); কন্যা বিমলা স্বামী নবকুমার বন্দ্যো বালিগঞ্জ কলিকাতা ৩০।

যতীন্দ্রনাথের বিবাহ হাওড়া জিলার নার্ণার ডিংসাই শ্রোত্রিয় হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের প্রথমা কন্যার সহিত। বিরেশ্বরের বিবাহ চোরবাগানের স্বভাব বল্লভী নগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোর কন্যার সহিত। কালাচাঁদের বিবাহ সুতাক্ষিরার (স্বভাব বল্লভী) রসিকলাল মুখোর কন্যার সহিত। ইন্দ্রনারায়ণের বিবাহ সালকিয়া নিবাসী স্বভাব বল্লভী হারাণচন্দ্র বন্দ্যোর কন্যার সহিত। প্রফুল্ল—বোলপুর সিয়ান নিবাসী স্বভাব বল্লভী তারাপদ বন্দ্যোর কন্যাকে বিবাহ করেন। সুদর্শন কলিকাতা শিকদারপাড়া নিবাসী স্বভাব কুলে নগেন্দ্রনাথ মুখোর কন্যা বিবাহী। গণেশ হরিতকী বাগান, কলিকাতা নিবাসী (স্বভাব কুলে) আনন্দলাল মুখোর কন্যা বিবাহী।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত। ২৩।১০।৩৭

স্বভাব বল্লভী মেল

বর্ত্তমান বাসস্থান ৪১ নং কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

জমিদার শ্রীযুক্ত রায় চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর (Retired Deputy

Magistrate Bengal.) জন্ম ১৮৫২ খৃঃ। বর্ত্তমানে ইহার বয়স ৮৪ বৎসর। ২৫ বৎসর গভর্ণমেণ্টের পেনসন ভোগ করিতেছেন। সুন্দরবন অঞ্চলে ওঁবাবুর জমিদারী আছে। ইঁহারা সৎক্রিয়াশালা ও অতি সদাশয় লোক এবং দুর্গোৎসবাদি হিন্দুর সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার অনুষ্ঠানকারী।

চণ্ডীচরণ সুত ভূপেন্দ্রনাথ ও শম্ভুচরণ ২৯। ভূপেন্দ্র সুত অবণীকুমার, অতুলচন্দ্র, (অঃ বিঃ) ও সুধীর ৩০। অবনী সুত-অরুণ, বরুণ, তরুণ ও মণ্টু ৩১। শম্ভুসুত শীর্ষেন্দুকুমার M. A. B. L. (Advocate, High Court, Calcutta) ও শেখরেন্দুকুমার ৩০। শীর্ষেন্দু সুত দুর্গাদাস ৩১।

কুলক্রিয়া।

রায়বাহাদুর চণ্ডীবাবুর পত্নী কামাখ্যা দেবী (মেদিনীপুর জেলার জাড়ার ৺ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের কন্যা)।

কন্যা ১মা মানকুমারী স্বামী হেমেন্দ্র মুখো (৺অঘোরনাথ মুখোর পুত্র) পাইকপাড়া, ২য়া তমলিনী স্বামী প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যো (Retired Police Inspector) বেলুড়, ৩য়া প্রভাবিনী স্বামী বীরেন্দ্রভূষণ বন্দ্যো (Stenographer) শঙ্করপুর ২৪ পরগণা।

ভূপেন্দ্রর পত্নী প্রভাবতী (চাতরার জমিদার ৺পঞ্চানন চক্রবর্ত্তীর কন্যা)। কন্যা রাধারাণী স্বামী ফণীন্দ্র মুখো। (কোণা, হাবড়া), ৺মহারাণী স্বামী দুলাল বন্দ্যো সালকিয়া, অভারাণী স্বামী জীবন মুখো, মায়ারাণী স্বামী নির্ম্মল মুখো, চুচুড়ার পাবলিক প্রসিকিউটর, রায় বাহাদুর যতীন মুখোর পুত্র) ও পারুলবালা (অঃ বিঃ)।

অবনী পত্নী গীতা (সুবোধ লাল মুখোর কন্যা, শিবপুর)। কন্যা শেফালী।

শম্ভুচন্দ্রের পত্নী অন্নপূর্ণা (প্রফুল্লচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ F.R.A.S. (লণ্ডন)

মহাশয়ের কন্যা)। কন্যা পুষ্পরাণী (স্বামী পরেশনাথ মুখো M. A. B. L., Advocate, Calcutta High Court. ইনি তপনতাপ মুখোর জ্যেষ্ঠ পুত্র)।

শীর্ষেন্দু পত্নী চিন্ময়ী (গৌরচাঁদ ও চৈতনচাঁদ গোস্বামী, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট্ সোনার গৌরাঙ্গ বাটীর কন্যা কলিকাতা)।

রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত। ২২।১০।৩৭

৺তুলসীচরণ পত্নী তিনকড়ি, কন্যা বিণাপাণী স্বামী ৺প্রমোদকুমার মুখো শিবপুর, কন্যা—সুষু, সুকু, উমা ও ক্ষেন্ত।

স্বভাব বল্লভী মেল

বর্ত্তমান বসত বাটী ১২০নং মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট্, চোরবাগান, কলিকাতা।

৺রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

স্বর্গীয় রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে কাঁকনারার নিকটবর্ত্তী কেউটে নারায়ণপুর গ্রামে মাতুল ৺মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক ভিটায় জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা ইউনিভার্সিটীর ভূতপূর্ব্ব অ্যাসিষ্টাণ্ট রেজিষ্ট্রার রায়বাহাদুর ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রামচন্দ্রের মামাত ভ্রাতা। রামচন্দ্রের প্রথম জীবন অতি দারিদ্রের মধ্য দিয়া মাতুলালয়ে অতিবাহিত হয়। পিতা কাশীরামের মৃত্যুর পর বহুবাজারের সুপ্রসিদ্ধ দত্ত পরিবারে রামচন্দ্র সামান্য বেতনে চাকুরী লাভ করেন। ঐ কার্য্য কিছুকাল করিবার পর নর্ম্মান ব্রাদার্স আফিসে চিনি ও সোরার ওজন সরকার কার্য্যে নিযুক্ত হন ও অচিরে একজন প্রধান কর্ম্মী হইয়া উঠেন। কিন্তু নানা কারণবশতঃ ঐ আফিস উঠিয়া যাওয়ায় রামচন্দ্রকে কিছুকাল বসিয়া থাকিতে হয়। ঐ সময়ে স্কিলিজি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইলে রামচন্দ্র তথায় দত্তবাবুদের অধীনে একজন খরিদ বিক্রয় কার্য্যে প্রবেশ করেন

কর্ম্মে দক্ষতা ও বিচক্ষণতা প্রদর্শন করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতে থাকেন। াহার এই কার্য্যকুশলতায় প্রসন্ন হইয়া এজিলষ্টো ও এণ্ডারসন্ রাইট াম্পানী তাঁহাকে তাঁহাদের আফিসের কার্য্যভার গ্রহণের জন্য সাদরে াহ্বান করেন। তিনি একই সময়ে উভয় কার্য্য পরিচালিত করিয়া বিস্তর ধন-স্পত্তি করেন। এই সময়ে তিনি স্বীয় অর্থ ব্যয়ে চোরবাগানে মাতুলালয়ের ার্শ্বে বসতবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া মাতুলালয় ত্যাগ করেন।

১৭ বৎসর বয়সে পানিহাটি নিবাসী স্বর্গীয় কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ন্যা দুর্গাদাসী দেবীকে রামচন্দ্র বিবাহ করেন। তাঁহার পাঁচটী পুত্র ও নটী কন্যা। পুত্রদের শিক্ষা দান ও কন্যাদের উপযুক্ত পাত্রে অর্পণ রিয়া রামচন্দ্র পিতৃ কর্ত্তব্য অতি যত্নের সহিত পালন করেন।

কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া রামচন্দ্র শেষ জীবন ধর্ম্ম ও মহৎ কার্য্যের ভতর দিয়া অতিবাহিত করিয়া সুধী সমাজে পূজনীয় হইয়া উঠেন। াহার জীবদ্দশায় দুর্গাদাসী দেবী স্বর্গারোহণ করেন। স্ত্রীর মৃত্যুর তিন ৎসর পরে রামচন্দ্র ১২ই জুন ১৯১২ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। কলিকাতা িউনিসিপ্যালিটী রামচন্দ্রের নামে একটী লেনের নামকরণ করিয়াছেন।

রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পাঁচ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাখালদাস ও মধ্যম াপালচন্দ্র তাঁহার জীবদ্দশায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। উপস্থিত তৃতীয় পুত্র রণদাস, চতুর্থ পুত্র তুলসীদাস ও সর্ব্ব কনিষ্ঠ বিনোদবিহারী জীবিত আছেন বং তিন কন্যার মধ্যে কৃষ্ণমণিণী ও রজরাণীস্বর্গারোহন করিয়াছেন; কেবল নিষ্ঠা কন্যা নন্দরাণী জীবিত আছেন। রামচন্দ্র ১২৭২ সালে স্বীয় ভবনে ারদীয়া ৺শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা আরম্ভ করেন।

রামচন্দ্রের বংশধর

৺রাখালদাস সুত প্রবোধচন্দ্র ও রাখহরি (Divisonal Cashier

E. I. Ry., Dinapur) ২৯। প্রবোধচন্দ্র সুত ভোলানাথ, পশুপতিনাথ, পরেশনাথ ও অমরনাথ ৩০।

৺গোপালচন্দ্র সুত ৺সুশীলকৃষ্ণ ২৯। তৎসুত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ (Head of the Export Dept. Anderson Wright & Co), চিন্তামণি, সুবলকৃষ্ণ, নির্ম্মলকৃষ্ণ, মনীন্দ্রকৃষ্ণ ও মনোজকৃষ্ণ ৩০।

চরণদাস সুত কানাইলাল (Deputy Registrar, Small Causes Court, Calcutta) ও সত্যচরণ ২৯। কানাইলাল সুত দেবব্রত, নারায়ণচন্দ্র, ভবানীপ্রসাদ অশোককুমার ও দীলিপকুমার ৩০। সত্যচরণ সুত কার্ত্তিকচন্দ্র, গণেশচন্দ্র, বিমলচন্দ্র, মুরারীমোহন ও বুদ্ধদেব ৩০।

তুলসীদাস সুত অরুণপ্রকাশ B. A. ২৯। তৎসুত নীলমণি, রণজিৎ, অজিত, অসীম, মাণিক ৩০। ইহারা ডিংসাই শ্রোত্রিয় ৭নং কেদার দত্ত লেন, কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র।

বিনোদ বিহারী সুত ভূপেন্দ্রনাথ, ইন্দুপ্রকাশ B. A., B. L. (Advocate, High Court, Calcutta), ৺যামিনীপ্রকাশ B. Sc. B. E. (Engineer, Port Commissioner, Calcutta) ও ডাক্তার অমিয় [illegible] B. Sc. M. B. ২৯। ভূপেন্দ্রনাথ সুত কনকেন্দু, সনৎকুমার ও বঙ্কুবিহারী ৩০। ইন্দুপ্রকাশ সুত হিমাংশু, যশোপ্রকাশ, জ্যোৎস্নাপ্রকাশ ও কুমুদপ্রকাশ ৩০। যামিনীপ্রকাশ সুত মিহিরপ্রকাশ ৩০।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় বি,এ,-বি, এল, প্রদত্ত। ২৫।১০।৩৭

কুলক্রিয়া।

রামচন্দ্র কন্যা ৺কৃষ্ণমণিনী স্বামী লালগোপাল বন্দ্যো, পটলডাঙ্গা

লিকাতা, ৺রজরাণী স্বামী রামগোপাল বন্দ্যো, পটলডাঙ্গা কলিকাতা ও ন্দরাণী স্বামী শরৎচন্দ্র বন্দ্যো, পাণিহাটী।

রাখালদাস কন্যা ৺আমোদিনী স্বামী রাধাচরণ বন্দ্যো, বহুবাজার ওয়ানর্জীর বাড়ী, কলিকাতা; হরিদাসী স্বামী হরিহর বন্দ্যো, রামবাগান লিকাতা; যোগমায়া স্বামী ৺সুরেন্দ্রনাথ মুখো, নন্দনপুর; নিরোবালা স্বামী মথনাথ মুখো, বহুবাজার কলিকাতা; সাবিত্রী স্বামী ৺ক্ষেত্রদাস বন্দ্যো. ানিহাটী, শিবাণী স্বামী ৺উপেন্দ্র মুখো, থলসিটী।

গোপালচন্দ্রের কন্যা অক্ষয়কুমারী স্বামী নগেন্দ্র বন্দ্যো, পাণিহাটী; ক্ষানণী স্বামী সতীশ বন্দ্যো, পটলডাঙ্গা; ত্রিপুরা স্বামী অনন্তদেব মুখো, ামবাজার, কলিকাতা।

চরণদাস কন্যা ৺হেমাঙ্গিনী স্বামী হরিহর বন্দ্যো (১ম পক্ষ), রামবাগান, লিকাতা; বসন্তকুমারী স্বামী ইন্দ্রনারায়ণ মুখো, পাইকপাড়া।

তুলসীদাস কন্যা রতনবালা স্বামী যোগীন্দ্রনাথ বন্দো, চোরবাগান; লিকাতা; মাধবী স্বামী গোবিন্দ মুখো, জোড়াশাঁকো, কলিকাতা।

বিনোদবিহারী কন্যা রাজলক্ষ্মী স্বামী হরিভূষণ বন্দ্যো, রামবাগান, লিকাতা; উমাশশী স্বামী অনাথবন্ধু বন্দ্যো, বালিগঞ্জ ও সুধারাণী স্বামী পুলীন বহারী মুখো, জোড়াশাঁকো, কলিকাতা।

প্রবোধ কন্যা ইলা স্বামী নীলমণি বন্দ্যো, সিমলা কলিকাতা; ইন্দিরা স্বামী বীন্দ্র মুখো, বৌবাজার, কলিকাতা; আভারাণী (বিবাহ বালিগঞ্জ) ও শোভারাণী স্বামী কান্তি মুখো, শিবপুর।

রাখহরি কন্যা প্রতিভা স্বামী মদন মুখো, বেহালা; প্রকৃতি, প্রণতি, পূর্ণিমা, পবিত্রা ও সুমিত্রা অবিবাহিতা।

সুশীলকৃষ্ণ কন্যা ৺মিনাক্ষী স্বামী অপূর্ব্বকৃষ্ণ মুখো (বৌবাজার, কলিকাতা),

কামাক্ষী স্বামী কমলাপ্রসাদ মুখো (গোবরডাঙ্গা), কমলাক্ষী স্বামী ৺অসিতাপ্রসন্ন মুখো (গোবরডাঙ্গা), ও অমলা (অঃ বিঃ)।

কানাইলাল কন্যা ইরা স্বামী কুঞ্জবিহারী মুখো (বেহালা), নীলিমা স্বামী বটকৃষ্ণ মুখো (শিবপুর), অপরাজিতা স্বামী শিবকৃষ্ণ বন্দো (শ্যামবাজার কলিকাতা), ও অম্বলিকা (অঃ বিঃ)।

সত্যচরণ কন্যা সুভদ্রা স্বামী সারদা মুখো (শ্রীরামপুর), রাধারাণী স্বামী সুশীলকৃষ্ণ বন্দ্যো (বালিগঞ্জ), গীতা, গায়ত্রী ও নমিতা অবিবাহিতা।

ভূপেন্দ্র কন্যা দেবরাণী স্বামী প্রমদা বন্দ্যো (চোরবাগান, কলিকাতা)।

ইন্দুপ্রকাশ কন্যা সুষমা ও লেখা অবিবাহিতা।

অরুণপ্রকাশ কন্যা জ্যোৎস্নাময়ী অবিবাহিতা। ভোলানাথ কন্যা কাজলী শৈলেন্দ্র কন্যা অরুণা ও সুনন্দা অবিবাহিতা।

শ্রীবিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত। ২৬।১০।৩৭

ধন বিজয় প্রমুখ হরিদেব সার্ব্বভৌম বংশ। বল্লভ মেল ৭পৃঃ

নন্দরাম তর্করত্ন-সহোদর হরিদেব সার্ব্বভৌম (২৪) সুত বৈদ্যনাথ ২৫। তৎসুত মদন, দুর্গাচরণ, তিলক, রামকানাই, সদাশিব ও নবকুমার ২৬। দুর্গাচরণ সুত শ্রীনাথ, কৈলাসচন্দ্র, ত্রৈলোক্যনাথ, আদিত্যনাথ ও ঈশানচন্দ্র ২৭। শ্রীনাথ-সুত নির্ম্মল, হরিপদ ও সতীশ ২৮। নির্ম্মল-সুত শশিভূষণ ২৯। হরিপদ-সুত জীবনকৃষ্ণ ২৯। ঈশান-সুত কার্ত্তিক ২৮।

সদাশিব-সুত গোপাল, আনন্দ, ভবনাথ, প্রিয়নাথ ও তারাপদ ২৭। আনন্দ-সুত শরৎ ও ভৈরব ২৮। শরৎ-সুত পঙ্কজ, সুকুমার ও বিমলকুমার ২৯। ভৈরব-সুত অম্বুজ ও নীরদ ২৯।

নবকুমার-সুত জীবন, যদুগোপাল, শ্যামাচরণ ও বদন ২৭। যদু-সুত বরদা, শশিশেখর, নলিনীকান্ত ও চুনিলাল ২৮। বদন-সুত কাশীনাথ ও রামরঞ্জন ২৮।

চট্ট বংশে মেল নায়ক।

বিদ্যাধরী মেলে—চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাধর।

পারিহাল মেলে—চট্ট রাঘব।

কাকুৎস্থী মেলে—চৈতল চট্টোপাধ্যায় কাকুৎস্থ মিশ্র।

হরি মজুমদারী মেলে—চট্টোপাধ্যায় বিভু-বংশে হরি।

চট্ট-রাঘবী মেলে—মনো-সন্তান রাঘব।

দেহাটা মেলে—চট্টোপাধ্যায় পাটুলিয়া শ্রীপতি।

চৈবী মেলে—চট্ট ধনিয়া।

বালী মেলে—চট্ট কেশব।

কাকুৎস্থীর কুলীনগণের সমাজস্থান কুমারহট্ট।

চট্ট-বংশের প্রথম কুলীনের একতম বাঙ্গাল (৯)-বংশ। ১পৃঃ
(অন্য পুঁথি মতে)

কীত (১০) কীত-সুত দামোদর, রাঘব, হরি, নরসিংহ ও রামদেব ১১।

দামোদর (১১)—সুত পঙ্‌ক্তিপাবন, তিলক এবং সাঁকো (শঙ্কর) ১২।

পঙ্‌ক্তিপাবন (১২)—তৎসুত গোপী ও পীতাম্বরাদি ১৩।

নরসিংহ (১১)—তৎপুত্র পূরো, আভো ও ভায়ু ১২।

আভো (১২)—তৎসুত স্বপন ও ভীম ১৩।

স্বপন (১৩)—সুত চাদো, নাঁদো, কাঁদো, হাঘরী, গোপ, রুদো, সারঙ্গ, চৈতলী কাম এবং গোপী ১৪।

কীত (কীর্ত্তি)-সুত রামদেব (১১)—তৎসুত শিব, উমাপতি, মাধব এবং তপন ১২।

উমাপতি (১২)—উমাপতির পুত্র বৃহস্পতি ১৩।

শিব (১২)—তৎসুত আয়ু, মাধব, আপুচ্ছ এবং কন্দ ১৩।

চৈতলাপ্রমুখ মহী (১৫) বংশ। ২পৃঃ

মহী (১৫)—সুত মধু, মুরারি ও গোবর্দ্ধন ১৬।

মধু—সুত কাকুৎস্থ মিশ্র (ইঁহা হইতে কাকুৎস্থী মেল) ও শ্রীধর ১৭।

কাকুৎস্থ মিশ্র—সুত রাম, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন ও সুধাকর ১৮। সুধাকর-সুত বনমালি ১৯। বনমালি সুত হরি, ভগবান্, নারায়ণ এবং জানকী ২০। হরি (২০) সুত গোবিন্দ ২১। গোবিন্দ-সুত বিষ্ণু ২২।

মুরারী (১৬)—সুত রত্নাকর ১৭।

চৈতল দিনকর, ত্রিপুরারি ও পুরন্দর-বংশ

ঈশ্বর (২পৃঃ) সুত দিনকর (১৭)—সুত যদু, শ্রীনাথ, রাম, মুকুন্দ, গোবিন্দ, কৃষ্ণানন্দ, জগদীশ এবং গোপাল ১৮। (ত্রিপুরারি-বংশ এই পুস্তকের অন্যত্র দেখুন)।

ঈশ্বর সুত পুরন্দর (১৭)—সুত শ্রীকান্ত, জগন্নাথ, বাণীনাথ, বৈদ্যনাথ এবং রামনাথ ১৮।

শ্রীবৎস—সুত বলভদ্র ১৭।

বলভদ্র—সুত ভুবন, ব্যাস ও উদয় ১৮।

উদয়—সুত হরি, শঙ্কর, নারায়ণ, কৃষ্ণদাস, বিষ্ণু এবং বংশধর (ইনি নিঃসন্তান) ১৯। উদয় কুলবর নামে প্রসিদ্ধ।

হরি ও কৃষ্ণদাস ফুলিয়ার মুখটী গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্যের দৌহিত্র। এইজন্য হরি ও কৃষ্ণদাসের প্রাধান্য। ফুলিয়া মেলে মজলা দোষ হইবে বলিয়া হরি ও কৃষ্ণদাসের পুত্রগণ ফুলিয়া মেল ত্যাগ করিয়া খড়দহ মেলে বৈবাহিক সূত্রে প্রবিষ্ট হয়েন।

শঙ্কর—সুত রামচন্দ্র এবং গোবিন্দ ২০।

কৃষ্ণদাস (১৯)—সুত মহেশ, মাধব ও চন্দ্রশেখর ২০।

চট্ট দ্যাকর (১১) বংশ। ২পৃঃ

দ্যাকর সুত মনো বঙ্গভূষণ চাটুতি ও ধনো ১২। মনো সুত গোবিন্দ ১৩। সুত রাম, রাঘব ও অনন্ত ১৪। রাম সুত কংশারী ঘটক ১৫।

কংশারী ঘটক (১৫) (বাঙ্গাল পাশ মেল)

কাংশারী-সুত ধনঞ্জয় ১৬। সুত শঙ্কর ১৭। সুত শিবনাথ বিদ্যালঙ্কার ও জানকীনাথ তর্কভূষণ ১৮। শিবনাথ সুত বিষ্ণু ১৯। ইঁহার নামানুসারে বর্ত্তমান বিষ্ণুপুর বলিয়া খ্যাত। এই গ্রাম যশোহর জেলার অন্তর্গত। বিষ্ণু-সুত রামনারায়ণ ২০। তৎসুত রাজীব, রত্নেশ্বর, রামেশ্বর ও বিশ্বেশ্বর ২১। রাজীব সুত রঘুনন্দন ও কৃষ্ণানন্দ ২২। রঘু-সুত গদাধর, মনোহর ও কণ্ঠাভরণ সিদ্ধান্ত ২৩। গদাধর সুত আনন্দরাম ও কাশীরাম ২৪। আনন্দ সুত রামকুমার শিরোমণি ও পিতাম্বর ২৫। রামকুমার সুত নিবারণচন্দ্র ২৬। নিবারণ সুত শশিভূষণ শিরোমণি, স্মৃতি বেদান্ততীর্থ সাংখ্যরত্ন স্মৃতিচূড়ামণি ও বিধুভূষণ ২৭। শ্রীশশিভূষণ শিরোমণি, অভয়াচতুষ্পাঠী গ্রাম ও পোঃ গঙ্গাটিকুরী, বৰ্দ্ধমান, প্রদত্ত।

চট্ট দ্যাকর সুত ধনো (১২) বংশ। ২পৃঃ

অযোধ্যারাম চৌধুরী, লধুড়কা, মানভূম।

ধনো সুত শ্রীপতি ১৩। সুত নাম অজ্ঞাত ১৪। সুত লক্ষ্মণ ১৫। ইনি ২৪ পরগণার হালিসহর কুমারহট্ট হইতে লক্ষ্মণপুর গ্রামে শোত্রিয় বাড়ীতে বিবাহ করিয়া মানভূম জিলার লধুড়কা গ্রামে বসবাস করেন।

লক্ষ্মণ সুত কৃষ্ণচরণ ও পাঁচু ১৬। কৃষ্ণ-সুত অযোধ্যারাম চৌধুরী ১৭। ইনি পঞ্চকূটাধিপতি মহারাজ বিরাজ বাহাদুরের নিকট লধুড়কা পরগণার অন্তর্গত গুন্দলুবাড়া প্রভৃতি তিনটী মৌজা খোরাকী ব্রহ্মোত্তর স্বত্বে প্রাপ্ত হন। তৎসময় হইতে ইঁহার চৌধুরী উপাধী।

অযোধ্যারাম সুত গঙ্গাধর (বড়ভাগ) ও ঘাসীরাম (ছোটভাগ) ১৮। ইহারা উভয় ভ্রাতা ফুলের মুখুটী রঘুনাথ ঠাকুরের সন্তানে কন্যা সম্প্রদান করেন ও বৃত্তি দিয়া বসবাস করান। তৎকাল হইতে ইহাদের মেলান্তর দোষ।

বড়ভাগ।

গঙ্গাধর সুত ক্ললন ১৯। সুত লোকনাথ, কৃষ্ণ ও কেশব ২০। লোকনাথ সুত গোলাম (অঃ পুঃ) ২১। কৃষ্ণ সুত সাগর ২১। সাগর সুত রাম ও রামতারক ২২। রাম সুত বিধু ২৩। রামতারক সুত রাখাল ২৩।

কেশব সুত ভিক্ষাকর, বাণেশ্বর ও ঈশ্বর ২১। ভিক্ষাকর সুত দর্পনারায়ণ ২২। বাণেশ্বর সুত গোপী, তারু, উমেশ ভূষণ ও রজনী ২২। গোপী সুত কালী, সুরেন ও কিশোরী ২৩। তারু সুত শ্যাম ও অন্নদা ২৪।

ঈশ্বর সুত গোলক ও শ্রীরাম ২২।

ছোটভাগ।

ঘাসীরাম সুত গহন্ ও শম্ভু (১ম পক্ষের), ক্ষত্র, ছিরু, শ্রদ্ধারাম ও গোকুল ২য় পক্ষের) ১৯। গহন (অঃ পুঃ), শম্ভু সুত অক্ষয়রাম (অঃ পুঃ)।

ক্ষুদু সুত নিরু, মধু, আন্নু ও হারু ২০। নিরু সুত কিনু, গৌর ও বনু ২১। মধু সুত বুচু, তুণ্ ও আন্নু ২১।

ছিরু সুত সুদু ২০। সুদু সুত দ্বারক ও কেদার উভয়ে অঃ পুঃ।

শ্রদ্ধারাম সুত রাঘব ও জীবন অঃ পুঃ ২০। রাঘব সুত চণ্ডী ও দুর্গাই ২১ উভয়ে অঃ পুঃ।

গোকুল সুত নয়ান (অঃ পুঃ) রাসু ও মহেশ (অঃপুঃ) ২০। রাসু সুত চক্রধর (অঃ পুঃ)।

ইহাদিগের বংশধরগণ এখন পর্য্যন্ত ফুলিয়া মেলের কুলীন সন্তানে কন্যাদান করিয়া থাকেন।

নবদ্বীপ বুঁইচাড়া পাড়া ধার্ম্মিক উপাধিপ্রাপ্ত রামধন চট্ট বংশ।

দক্ষ ১। সুলোচন ২। মহাদেব ৩। হলধর ৪। রূপদেব ৫। গরুড় ৬। শ্রীকণ্ঠ ৭। বাঙ্গাল ৮। তিক ৯। নরসিংহ ১০। আভো ১১। স্বপন ১২। চৈতিলিনন্দন ১৩। রঘু ১৪। ঈশ্বর ১৫। পুরন্দর ১৬। জগন্নাথ ১৭। জানকীনাথ ১৮। নীলকণ্ঠ ১৯। লক্ষ্মণ ২০। রাজেন্দ্র ২১। রামদেব ২২। রামগোপাল ২৩। রাজারাম ২৪। রাধাকৃষ্ণ ২৫। রামধন ধার্ম্মিক ২৬। রামধন সুত গোবিন্দ, নীলমণি, যদুনাথ ও কন্যা নবদুর্গা স্বামী বিষ্ণুচন্দ্র মুখো ২৭। বিষ্ণুচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ মুখোর পিতামহ।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মখো মশাকচক, ভাগলপুর, প্রেরিত। ৮।১২।৩৫

চং চৈতল মহেশ (২০) বংশ। ১৮পৃঃ

জজ্ পণ্ডিত ৺পিতাম্বর তর্কসিদ্ধান্ত, বসত বাটী, শান্তিপুর।

মহেশ (২০)—সুত কাশীশ্বর, মহাদেব তর্কবাগীশ, রামেশ্বর চূড়ামণি ও রামদেব তর্কবাগীশ ২১।

রামেশ্বর (২১)—সুত রামনারায়ণ সিদ্ধান্ত ও যাদবেন্দ্র ২২।

কাশীশ্বর (২১)—সুত শিবরাম ও রামচন্দ্র ২২। রামচন্দ্রের ভুরশুটে বিবাহ দোষ। কাশীশ্বর নিজে কেশরকুনী-কন্যা-বিবাহে কেশরভাব-প্রাপ্ত।

মহাদেব তর্কবাগীশ—(২১) সুত শিবরাম, রুদ্র সার্ব্বভৌম, নীলকণ্ঠ-বিশারদ, রামরাম পঞ্চানন এবং নন্দকিশোর বিদ্যাবাগীশ ২২।

রুদ্র (২২)—সুত কালিদাস সিদ্ধান্ত, কৃষ্ণচন্দ্র ন্যায়বাগীশ, সন্তোষ বিদ্যাবাগীশ ও গোপীকান্ত ন্যায়বাচস্পতি প্রভৃতি ২৩। গোপী সুত গৌরীকান্ত ২৪। গোপীকান্তের ধারা চাতরাবাগীতে বিরাজিত।

কালিদাস (২৩)—সুত রামকেশব, রামকিশোর এবং রামলোচন ২৪। রামকেশব-সুত রামকুমার ন্যায়ভূষণ, রামহরি তর্কপঞ্চানন, জয়হরি

তর্কভূষণ ও পদ্মলোচন ভট্টাচার্য্য ২৫। রামকুমার-সুত পীতাম্বর তর্কবাগীশ (জজ্ পণ্ডিত) ও আনন্দ ভট্টাচার্য্য ২৬। পীতাম্বর-সুত বিষ্ণু, রমেশ ও গিরিশ ২৭। রমেশ-সুত শরচ্চন্দ্র প্রভৃতি ২৮ গিরিশ-সুত কালীপদ ও তারক প্রভৃতি ২৮। ইহাঁদিগের পুত্রগণের পর্য্যায় ২৯। ইহাঁরা শান্তিপুরের চৈতলগণমধ্যে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও ক্রিয়াশালী। শান্তিপুরের জজ্ ভট্টাচার্য্যের বাটীতে ৺শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব ও ৺শ্রীশ্রীশ্যামাকালীপূজা ইত্যাদি মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

আনন্দ সুত প্রতাপ ২৭। পুত্র সুরথচন্দ্র ২৮। নিবাস বীরভূম।

কৃষ্ণচন্দ্র (২৩)—সুত দুর্গারাম বাচস্পতি প্রভৃতি ২৪। ইহাঁরা দয়াদহ বহিগাছির কাঞ্জারি-কুলাবতংস গুরু ভট্টাচার্য্য-দৌহিত্র।

শিবরাম তর্কালঙ্কার (২২)—সুত শঙ্কর ও শিতিকণ্ঠ (ভঙ্গ) ২৩।

শঙ্কর (২৩)—সুত রামলোচন, গোকুল ও বিজয়রাম ২৪।

গোকুল (২৪)—সুত কানাই ২৫। পুত্র পাব্বতী ২৬। পৌত্র ৺হরিচরণ (Late Head Assistant, D. P. I., Bengal) অধর, দুর্গাদাস B. A. ও জীবন ২৭। হরি-সুত অনুকূল ও চারু ২৮। শান্তিপুর। অধরচন্দ্র বাঁকুড়ায় বসবাস করিতেছেন।

নীলকণ্ঠ বিশারদ (২২)—সুত হরিরাম ও দীনবন্ধু (ইনি ভঙ্গ) ২৩।

হরিরাম (২৩)—সুত দুর্গাদাস ২৪।

রামরাম পঞ্চানন (২২)—সুত সাতু এবং শ্যাম ২৩।

সাতু (২৩)···সুত কামদেব, জগন্নাথ ও শ্যামা প্রভৃতি ২৪।

জগন্নাথ (২৪)···সুত গোপীনাথ ২৫। ইহাঁর বাসস্থান নদীয়া জিলার আড়পাড়া ভবানীপুর।

মহেশ—সুত রামদেব তর্কবাগীশ ২১। ইনি নবদ্বীপাধিপতি রাজা রুদ্র রায়ের কন্যা-বিবাহে কেশরভাব প্রাপ্ত।

রামদেব তর্কবাগীশ (২১) সুত রামানন্দ বাচস্পতি, বিশ্বনাথ পঞ্চানন ও হরিদেব বিদ্যাবাগীশ ২২।

রামানন্দ (২২)—সুত কৃষ্ণচন্দ্র তর্কালঙ্কার এবং যদু তর্কভূষণ প্রভৃতি ২৩।

বিশ্বনাথ তর্কপঞ্চানন (২২)—সুত রামশরণ ন্যায়বাগীশ এবং রামগোবিন্দ সিদ্ধান্ত প্রভৃতি ২৩। হরিদেব বিদ্যাবাগীশ (২২)—সুত রামচরণ ২৩।

রামচরণ (২৩)—সুত রাজকিশোর, রামনিধি তর্কালঙ্কার, কৃপারাম ন্যায়বাগীশ প্রভৃতি ২৪।

চট্ট গণপতি বংশ। খড়দহ মেল। ৩পৃঃ

আদি বাসস্থান—ফকরা গ্রাম, পোঃ ফকরা, জেলা ফরিদপুর।

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টো B. A. (Head Assistant, Reforms Department, Secretariat, Patna.) প্রদত্ত তালিকায় গণপতির অধস্তন বংশ-পরিচয় যেরূপ পাওয়া গিয়াছে তাহাই নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গণপতি সুত ধনপতি ১৪। তৎসুত রতিনাথ ১৫। তৎসুত ভুবনচন্দ্র ১৬। ভুবন সুত রামচন্দ্র, গঙ্গাধর ও নারায়ণ ১৭। রামচন্দ্র সুত কৃষ্ণজীবন ও কৃষ্ণবল্লভ ১৮।

কৃষ্ণজীবন সুত রামকৃষ্ণ, রামবল্লভ, রামগোবিন্দ ও রামনাথ ১৯। রামকৃষ্ণ সুত শ্রীধর, গঙ্গারাম ও রামরাম ২০। রামবল্লভ সুত রামানন্দ ২০। তৎসুত রামরত্ন, রামনিধি, গগণচন্দ্র, হৃদয়রাম, রাজকিশোর, গোকুলকৃষ্ণ ও কেবলকৃষ্ণ ২১।

রামনাথ সুত অযোধ্যারাম, কৃষ্ণচন্দ্র ও চন্দ্রনারায়ণ ২০।

অযোধ্যারাম সুত রামলোচন ও রামমোহন ২১। রামলোচন সুত বৈদ্যনাথ(ভঙ্গ), বিশ্বনাথ, দুর্গাচরণ, ভবানীচরণ, কালীচরণ, তারিণীচরণ, রামচরণ, ভৈরব, কৃষ্ণকান্ত ও জগৎচন্দ্র ২২। বিশ্বনাথ সুত প্রাণনাথ ২৩। দুর্গাচরণ সুত পাঁচু, নকুলেশ্বর, পূর্ণচন্দ্র ও কুলচন্দ্র ২৩। তারিণীচরণ সুত দীননাথ, মোহিনীচন্দ্র, অক্ষয়অঙ্গময়, কৈলাশচন্দ্র ২৩। ভৈরব সুত ব্রজসুন্দর, রামতনু, গোলকচন্দ্র, নিমচন্দ্র, বেচারাম ও শম্ভুচন্দ্র ২৩। কৃষ্ণকান্ত সুত, রামকানাই, গোবিন্দচন্দ্র, মোহনচন্দ্র ও গুরুদাস ২৩। রামমোহন সুত কাশীনাথ, গোপীনাথ, রাধানাথ, পীতাম্বর, নীলাম্বর, কীর্ত্তিচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, গদাধর ও যুগলকিশোর ২২।

কৃষ্ণচন্দ্র সুত রামকিঙ্কর, রাজচন্দ্র, রামদুর্ল্লভ, রামকুমার ২১। রামকিঙ্কর সুত তিলকচন্দ্র, গোলকচন্দ্র, রামচন্দ্র, বলরাম, রাধানাথ ও মদনমোহন ২২। গোলকচন্দ্র সুত দ্বারিকানাথ, শ্রীনাথ, পতিতভারণ, কালীহর, পারশনাথ ২৩। রামচন্দ্র সুত রাসবিহারী ও প্রেমচন্দ্র ২৩। রাধানাথ সুত স্বরূপচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র, মোহনচন্দ্র ও তরুণচন্দ্র ২৩। রাজচন্দ্র সুত গৌরীনাথ, দুর্গাচরণ, রামতনু ও অলোকচন্দ্র ২২। গৌরী সুত কাশীনাথ, হরিনাথ ও অনাথবন্ধু ২৩ কাশীনাথ সুত গঙ্গাচরণ ২৪। দুর্গা সুত গুরু, ভগবান ২০। রামতনু সুত কাশীকান্ত ২৩। সুত গোপালচন্দ্র ২৪। রামদুর্ল্লভ সুত রামচাঁদ, কালাচাঁদ ও বিশ্বম্ভর ২২

রামচাঁদ সুত বনমালী, জনকীনাথ, ও বৃন্দাবন ২৩। কালাচাঁদ সুত কৃষ্ণাঙ্গময় ও রাজাঙ্গময় ২৩। বিশ্বম্ভর সুত বিশ্বনাথ ২৩।

রামকুমার সুত মদন, গোবিন্দ ও মোহনচন্দ্র ২২। মদন সুত কাশীনাথ ২৩

চন্দ্রনারায়ণ সুত রামকান্ত ও সদাশিব ২১। রামকান্ত সুত ভবানীচরণ ২২ সুত তারিণীচরণ ২৩। সুত দ্বারিকানাথ ২৪।

সদাশিব সুত হরচন্দ্র, কমলাকান্ত, গঙ্গানারায়ণ (ছালদার বাড়ীতে ভঙ্গ ও তিলকচন্দ্র ২২। হরচন্দ্র সুত ঈশ্বরচন্দ্র, গোবিন্দ, পাঁচু ও মধুসূদন ২৩

গঙ্গানারায়ণ সুত পূর্ণচন্দ্র, সূর্য্যনারায়ণ (জগন্নাথ), সূর্য্যকান্ত ও সূর্য্যকুমার ২৩। জগন্নাথ সুত, কেদারনাথ, ও জয়গোপাল ২৪। কেদার সুত প্রবোধচন্দ্র (Head Assistant, Reforms Department, Secretariat, Patna.) ২৫। প্রবোধচন্দ্র সুত হারাধন, শ্যামসুন্দর ও ২ কন্যা ২৬।

সূর্য্যকান্ত সুত অন্নদাপ্রসাদ, হরিচরণ ও কালীচরণ ২৪। অন্নদা সুত গুরুদাস, চণ্ডীদাস M. B. (Asstt. Surgeon Lucknow) ২৫। হরিচরণ সুত বীরেন্দ্রভূষণ ও শচীন্দ্রভূষণ (B. A. B. T.) ২৫। কালীচরণ সুত আশুতোষ ও ফণীন্দ্র ২৫।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় B. A. পাটনা, প্রদত্ত। ২৫।১২।৩৫

চং চৈতল মাধব (২০) বংশ। ১৮পৃঃ

মাধব (২০) সুত মধুসূদন, রামকৃষ্ণ, রামগোবিন্দ ও গোপীকান্ত প্রভৃতি ২১। মধুসূদন (২১)-সুত নারায়ণ বাচস্পতি, মুকুন্দ পঞ্চানন এবং রামচন্দ্র তর্কবাগীশ প্রভৃতি ২২। নারায়ণ (২২)-সুত রঘুরাম, কৃষ্ণকিশোর এবং বলরাম ২৩।

নারায়ণ বাচস্পতির ধারার একদেশ যথা—পুত্র কৃষ্ণকিশোর ২৩। পৌত্র কৃষ্ণানন্দ ২৪। প্রপৌত্র কালীপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত ২৫। ইহার ৮ পুত্র, যথা—হরপ্রসাদ, গুরুপ্রসাদ ও লক্ষ্মীকান্ত একমাতৃক; রামকৃষ্ণ, রাজকৃষ্ণ, রমানাথ ও রামচন্দ্র দ্বিতীয়মাতৃক, এবং জগচ্চন্দ্র অন্যমাতৃক। সকলের পর্য্যায় ২৬। গুরুপ্রসাদ-সুত কেদার ২৭। রামকৃষ্ণ-সুত নীলমণি ও দীননাথ ২৭। দীন-সুত যদুনাথ ২৮। যদুনাথের পুত্রের পর্য্যায় ২৯। রাজকৃষ্ণের পুত্র সর্ব্বেশ্বর ২৭। সর্ব্ব-পুত্র মন্মথনাথ ২৮।

রমানাথ-সুত হরিশ্চন্দ্র ও ত্রৈলোক্যনাথ ২৭। ত্রৈলোক্য সুত বিশ্বেশ্বর ও ক্ষীরোদগোপাল ২৮।

বলরাম (২৩)-সুত মৃত্যুঞ্জয়, গোকুল এবং চাঁদ প্রভৃতি ২৪। রামকৃষ্ণ (২১) সুত রামশরণ, রামজীবন, আত্মারাম প্রভৃতি এবং রাঘব ২২। রাঘবের (২২) সন্তানগণ অম্বিকা কালনায় বাস করেন। রামশরণ-সুত জগবন্ধু, বিনোদ এবং কৃপারাম ২৩। শেষদ্বয় বিবাহ-দুষ্ট ও ভগ্ন। বিনোদ (২৩)-সুত রামলোচন ও রাধাকান্ত প্রভৃতি ২৪। কৃপারাম (২৩)-সুত রামনিধি, রাজকিশোর, ব্রজকিশোর ও রামজীবন প্রভৃতি ২৪। হুগ্লি জিলার বলাগড়ী গ্রামে বাস। ব্রজকিশোর (২৪)-সহোদর রামজীবন বিবাহ-দোষ দুষ্ট। তৎসুত তিতুরাম ২৫। আত্মারাম (২২) সুত লক্ষ্মণ, দয়ারাম এবং গঙ্গানারায়ণ প্রভৃতি ২৩।

চট্ট চৈতল প্রমুখ মহেশ বংশ।

এই মহেশ হইতে ইঁহার অধস্তন বংশধরগণ চৈতল মহেশ চাটুতির সন্তান নামে পরিচিত।

পাটনার ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ্

রায় শ্রীযুক্ত শিবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর।

মহেশ সুত মহাদেব তর্কবাগীশ ও রামেশ্বর চূড়ামণি ২১। মহাদেব-সুত রুদ্র সর্বভৌম ২২। সুত গোপীকান্ত ন্যায়পঞ্চানন ২৩। সুত গৌরীকান্ত ২৪।

রামেশ্বর সুত যাদবচন্দ্র ২২। সুত প্রাণকৃষ্ণ ২৩। সুত রামচন্দ্র, সাং উত্তরপাড়া রামনাথ সাং সরস্থনা ২৪ পরগণা, রামচরণ সাং সরস্থনা, রামনিধি সাং উত্তরপাড়া, ও রামতনু সাং উত্তরপাড়া, (২৪)।

রামনাথ সুত রামহরি (০), রামলোচন, গোরাচাঁদ, ভবানীচরণ, উদয়চাঁদ (০), শিবচাঁদ, দাতারাম, ও প্রভুরাম ২৫।

ভবানীচরণ সুত ঈশানচন্দ্র, সাতুচন্দ্র, বৈদ্যনাথ (০), দ্বারকানাথ, ব্রজনাথ (০) ও চন্দ্রনাথ ২৬। চন্দ্রনাথ সুত বেচারাম ২৭।

বেচারাম সুত সত্যপ্রিয় সাং বেহালা, হরিপ্রিয় ও শিবপ্রিয় (রায় বাহাদুর) District and Session Judge, Patna) সাং বালিগঞ্জ ২৮।

সত্যপ্রিয় সুত হেমন্ত, শিশির, কালিদাস, তারাকুমার ও নারায়ণদাস ২৯। হরিপ্রিয় সুত শচীন্দ্র ও গিরিন্দ্র ২৯। শিবপ্রিয় সুত শ্যামাদাস ও দেবীদাস M. A. (Professor, Patna College.) ২৯। হেমন্ত সুত বিপ্রদাস।

পাটনার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ্

রায় শ্রীযুক্ত শিবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর প্রদত্ত। ৪।১১।৩৬

বল্লভী মেল ধন বিজয়ের (১৬) ধারা। ৩পৃঃ

সাং বলরামপুর, যশোহর

অযোধ্যারাম (৫পৃঃ) ২২। অযোধ্যা সুত রামনারায়ণ ২৩। তৎসুত রামসুন্দর ২৪। তৎসুত ঈশ্বরচন্দ্র ও বিজয়চন্দ্র ২৫।

ঈশ্বর সুত রজনীকান্ত (বিবাহ পাংসা মাধবপুর, ফরিদপুর, শ্রোত্রিয় মজুমদার বংশে) ৩৬। রজনী সুত বরদাভূষণ (বিবাহ হরিণাকুণ্ড, যশোহর, ত্রিলোচন চৌধুরীর কন্যা) ২৭। বরদাসুত ত্র্যম্বক (৮ বৎসরে মৃত), ভূতেশচন্দ্র Head Assistant, Khulna Collectorate (বিবাহ শান্তিপুর দুর্গানন্দ মুখোর কন্যা দাক্ষায়নী দেবী), গোপালী, সরোজিনী, চারুবালা, শৈদামিনী ও ভূদেব Sub-Registrar, Labpur, Birbhum বিবাহ শান্তিপুর, উপেন্দ্র মুখোর কন্যা অমিয়বালা ২৮।

ভূতেশ সন্তান মহামায়া (স্বামী রাধিকাচরণ মুখো, জয়রামপুর), রমেশচন্দ্র B. A., ভবানী বা বিভারাণী (স্বামী নির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যো, শান্তিপুর), শিবানী

(স্বামী কৃষ্ণধন বন্দো, খালিষাদি), বীণাপাণি (স্বামী সুশীলচন্দ্র মুখো, শান্তিপুর), ভবেশ, বিমলাসুন্দরী (মেনু) ও কমলা (ডলু) ২৯।

ভূদেব সন্তান মুকুন্দদেব (কানাই), চিণ্ময়ী (স্বামী তারাপদ মুখো জামসেদপুর) বুদ্ধদেব, মৃন্ময়ী (টিকু) ও বাসুদেব (খোকা) ২৯।

শ্রীভূতেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শান্তিপুর, প্রদত্ত। ১৯।৩।৩৬

চট্ট কৃষ্ণদেব (৫) বংশ। ২পৃঃ

কৃষ্ণদেব সুত বরাহ ৬। বরাহ সুত শ্রীধর, মহাবুদ্ধি, সুজো ও পিথাই ৭। শ্রীধর সুত বহুরূপ ৮। তৎসুত গোবিন্দ, বাসুদেব, রাজো, মধুসূদন, ঈশ্বর, কুশলী ও গাহী ৯। তৎসুত সর্ব্বেশ্বর, অবসথ যজ্ঞ করিয়া অবসথী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন ১০।

অবসথী সর্ব্বেশ্বর (১০) বংশ।

সর্ব্বেশ্বর সুত অচ্যুত, বামন, দোকড়ি, তেকড়ি, ছকড়ি ও সম্পত্তি ১১।

তেকড়ী সুত সিধো, বিদো, নন্দ, গোপাল ও প্রভাকর ১২। সিধো সুত লখো (লক্ষ্মীধর) মার্কণ্ডেয়, বশিষ্ঠ, দামোদর ও মাধু ১৩। লক্ষ্মীধর সুত হরি, দিগম্বর ও বিভাকর ১৪। দিগম্বর সুত পুরাই, হরাই, গুণ, শুভাই, প্রিয়ঙ্কর, রাঘব, সর্ব্বানন্দ, জগন্নাথ ও দুর্গাবর ১৫। পুরাই সুত লোহাই ও বিজয় ১৬।

জগন্নাথ সুত চিত্রাঙ্গদ, মালাধর (কাশিদাস), কালিদাস, গোপী, কেতন, শ্রীগর্ভ ও মধু ১৬। শ্রীগর্ভের সময় মেল বন্ধন হয়। ইনি মেল বন্ধনের কুলীন। শ্রীগর্ভ পুত্র পঞ্চানন, ভগবান্, কেশব, কামদেব, কুমুদ, চন্দ্রশেখর (বা ঈশ্বর) ১৭। ভগবান্ সুত ষষ্ঠীদাস, দেবীদাস নারায়ণ ও গঙ্গানন্দ ১৮। ষষ্ঠীদাস পুত্র পূর্ণানন্দ রাজেন্দ্র ও যাদবেন্দ্র ১৯।

চট্ট অবসথী।

চট্ট অবসথি-বংশে অদ্যাপি বিদ্যার গৌরব আছে। দানশীলতা ও ভদ্রতাও যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। যদিও অবসথিগণের অনেকেই পূর্ব্বপুরুষদিগের পরিচয় জানেন না এবং অনভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রের নিকট "অবসথি"-দোষ-দুষ্ট বলিয়া উপহসিত হয়েন সত্য, তথাপি তাঁহাদিগের মধ্যে যে সকল বিদ্বান জন্মিয়াছেন, তাহা দেখিলে এবং অবসথি-শব্দের অর্থ জানিলে আর কেহ চট্ট অবসথীদিগকে অবজ্ঞা করিতে কদাচ সমর্থ হইবেন না।

পূর্ব্বে অনেকানেক পণ্ডিত এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। দানশীলতা ও মনের ঔদার্য্য অনেকেরই আছে। মহামহোপাধ্যায় কবিকুলচূড়ামণি ৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় অবসথী চটবংশের কুলতিলক। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ইঁহার তুল্য সদন্তঃকরণ ব্যক্তি আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি। সভ্রাতৃক, সদারাপত্য ও সশিষ্য সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিয়া শেষে অভিলষিত কাশীধামে বাসপূর্ব্বক পরম পদ লাভ করেন।

অবসথী চট্ট সর্ব্বেশ্বরের দানের ইয়ত্তা ছিল না। অর্থাৎ নিরন্তরদান জন্য আশ্রম রাখিয়াছিলেন। তিনি 'অবসথী' এই সম্মানাস্পদীভূত উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। ৺ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় নিজকৃত রাঘবপাণ্ডবীয় কাব্যের টীকায় সর্ব্বেশ্বর-সম্বন্ধে যে কবিতাটী লিখিয়াছেন, তাহা যথার্থ। সুতরাং সাধারণের গোচরার্থ উহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। যথা—

আসীদসীমগরিমাস্পদকাশ্যপর্ষি-
বংশপ্রশংসিতজনুর্ম্মুতোঽপ্যনূনঃ।
সর্ব্বেশ্বরোঽনবরতক্রতুকর্ম্মনিষ্ঠা-
নির্ব্বর্ত্তিতাবসথিসংজ্ঞতয়া প্রতীতঃ॥

কুলাচার্য্যগণ কুলগ্রন্থে সর্ব্বেশ্বরকে কিরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা দেখ। 'অবসথী' গালি নহে। যথা—

নাম্না সর্ব্বেশ্বরঃ প্রাজ্ঞো দানৈঃ কল্পমহীরুহঃ।
অবসথীতি বিখ্যাতো যজ্ঞাবসথপালনাৎ॥

প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে অনেকেই বিশেষ বিদ্বান্ ও আলঙ্কারিক ছিলেন। তর্কবাগীশের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ মুনিরাম বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্যের উদ্ধতন তিন চারি পুরুষের মধ্যে রামচরণ বিদ্যালঙ্কারের পরিচয় পাওয়া সম্ভব। তিনি সাহিত্যদর্পণ-নামক অলঙ্কারের প্রসিদ্ধ টীকা কর্ত্তা। দুঃখের বিষয় এই যে, তর্কবাগীশ মহাশয়ের সহোদর পূজ্যপাদ ৺রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সর্ব্বেশ্বর হইতে রামচরণ, মুনিরাম অথবা প্রেমচন্দ্র কত পুরুষ অন্তর, তাহার মিলন-পক্ষে কিছুই চেষ্টা করেন নাই, সুতরাং আমাদিগকেও মৌনাবলম্বন করিতে হইল। মাননীয় ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম বি, এ, মহোদয় অবসথী সর্ব্বেশ্বরের অধস্তন গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায়-বংশীয়।

তদীয় লেখায় এই প্রকাশ পাওয়া যায় যে, হুগলী জিলার অন্তর্গত দেশমুখো গ্রামে আসিয়াই সর্ব্বেশ্বর অবসথ যজ্ঞ করেন। তদীয় বংশধরগণের মধ্যে কতক হরিপাল, কতক দেশমুখো এবং কতক বৰ্দ্ধমানাদি প্রদেশে অবস্থান করিয়াছেন। তন্মধ্যে রামবাটী ও শাকনাড়াতে যাঁহারা বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিদ্যা-রাজন্যে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। প্রেমচন্দ্র-লিখিত তদীয় জন্মভূমি-সম্বন্ধীয় কবিতা নিম্নে দেওয়া গেল। যথা—

যস্যা ভবজ্জননভূঃ কিল শাকরাঢ়া
রাঢ়াসু গাঢ়গরিমা গুণিনাং নিবাসাৎ।
গ্রামো নিকামসুখবর্দ্ধনবৰ্দ্ধমান-
রাষ্ট্রান্তরালমিলিতঃ সরিতঃ প্রতীচ্যাম॥

অবসথী শব্দের অর্থ এইরূপ। যথা—যিনি নিরন্তর যজ্ঞকার্য্যে দানশীলতায় কল্পতরুতুল্য এবং সেই কারণেই চিরজীবনের জন্য যজ্ঞাগার রক্ষা (পালন) করিয়াছিলেন, তিনিই অবসথী। পক্ষান্তরে যাঁহারা কালিক ও নৈমিত্তিক যজ্ঞ করেন, তাহারা যজ্ঞান্তে যজ্ঞাগার ভাঙ্গিয়া ফেলেন।

মনিরাম বিদ্যাবাগীর বংশ।

মুনিরাম বিদ্যাবাগীশ (১)-সুত শম্ভুরাম, রামকান্ত ও লক্ষ্মীকান্ত ২। রামকান্ত-সুত রামসুন্দর ও নৃসিংহ ৩। রামসুন্দর-সুত রামনারায়ণ, রামসদয় ও সুধারাম ৪। রামনারায়ণ-সুত প্রেমচন্দ্র, শ্রীরামচন্দ্র, সীতারাম, রামময় ও রামাক্ষয় ৫। প্রেমচন্দ্র সুত রামকৃষ্ণ, প্রাণকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, ও শ্রীকৃষ্ণ ৬। শ্রীরাম-সুত রঘুনাথ প্রভৃতি ৬। রামময়-সুত শ্রীপতি প্রভৃতি ৬।

রামকৃষ্ণের পুত্র হেমচন্দ্র ও বসন্ত (৭)। প্রাণকৃষ্ণের পুত্রের নাম অতুলকৃষ্ণ (৭)। (৬) হরেকৃষ্ণের পুত্রের নাম ক্ষেত্রমোহন, চন্দ্রমোহন, ললিতমোহন ও মদনমোহন (৭)। (৬) শ্রীকৃষ্ণ সুত বিশ্বেশ্বর, বীরেশ্বর প্রভৃতি (৭)। ৺প্রেমচন্দ্রের সহোদর (৫) শ্রীরামের পুত্রের নাম যথা—রঘুদেব, রামদেব, ভবদেব ও ভূদেব (৬)। রঘু সুত সত্যপ্রিয়, সত্যব্রত, সত্যকিঙ্কর ও সত্যরঞ্জন (৭)। প্রেমচন্দ্রের তৃতীয় ভ্রাতা (৫) ৺রামময় সুত শ্রীপতি, পশুপতি, রমাপতি, ও যদুপতি (৬)। শ্রীপতি সুত রঙ্গলাল (Dist. & Session Judge, Muzaffarpur) প্রভৃতি (৭) রমাপতি সুত কালিদাস প্রভৃতি (৭)। সর্ব্বেশ্বর হইতে মণিরামের পর্য্যায় নির্দ্দিষ্ট নাই।

অবসথী গঙ্গানন্দ (১৮) চট্টোপাধ্যায় বংশ।

গঙ্গানন্দ সুত গোপীশ্বর, রামকৃষ্ণ, বিশ্বেশ্বর, কৃষ্ণবল্লভ ও রামচন্দ্র ১৯। গোপীশ্বর সুত কৃষ্ণরাম ও গোপাল ২০। কৃষ্ণরাম সুত রত্নেশ্বর ২১। তৎসুত গৌরীকান্ত ২২। গৌরী-সুত রাজচন্দ্র, মাণিক, নয়ান ও দুর্গামণি ২৩।

রাজচন্দ্র সন্তান দেবী, ঈশ্বর, ভোলানাথ ও মহেশ ২৪। দেবী সুত বিধুমণি ২৫। বিধুমণি সুত ঠাকুরদাস ও রামদাস বন্দ্যো ২৬। রামদাস সুত হেমচন্দ্র, আশু ও সন্তোষ বন্দ্যো ২৭।

ঈশ্বর সুত জগবন্ধু ২৫। ভোলানাথ সুত নীলমাধব চট্টো (সাং আগরপাড়া ২৫। মহেশ সুতা রতিদেবী ২৫।

নয়ান সুত কাশী, কালী, ঈশ্বর, পাঁচুমণি ২৪। কালী সুত বারুণী দেবী ২৫। বারুণী-সুত ক্ষেত্র মুখো প্রভৃতি সাং বিড়াতি ২৬।

দুর্গামণি সুত ব্রহ্মময়ী ও গোলকময়ী ২৪। ব্রহ্মময়ী-সুতা থাকমণি নিস্তারিণী ২৫। গোলকময়ী সুত ঠাকুরদাস বন্দ্যো ২৫ ঠাকুরদাস সু নলীগোপাল ও মাখনলাল বন্দ্যো ২৬।

গোপালের দৌহিত্র মুখোপাধ্যায় বংশ—দৌহিত্র রূপারাম ও ষষ্ঠী মুখো ২২। ষষ্ঠী সন্তান রামধন, শঙ্করী ও কৃষ্ণমোহন ২৩। রামধন সুত ভগবান ২৪। ভগবান্ সন্তান রমাসুন্দরী, উমাচরণ ও তারকনাথ ২৫। উমাচরণ সন্তান হরিদাস, মানদা, কৃষ্ণদাস, মোক্ষদা, শিবদাস ২৬। হরিদাস সুত নারাণদাস ২৭। কৃষ্ণদাস সুত তারাপদ ২৭। তারকনাথ সন্তান ১কন্যা, প্রমথ, কালে দোলো, ভূপেন ও খোকা ২৬। কৃষ্ণমোহন সুত পরমেশ্বর ২৪। পরমেশ্বর সন্তান আশুতোষ, ১ কন্যা ও রামদাস ২৫। আশুতোষ সুত যদুনাথ ভোলানাথ ২৬।

অবসথী রামকৃষ্ণ (১৯) সুত শিবরাম (২০) বংশ।

শিবরাম সুত রামনারায়ন ও রাধাবল্লভ ২১। রামনারায়ণ সুত রামকানাই ২২। রামকানাই সুত রামনাথ, বিশ্বনাথ, মথুরানাথ ২৩। রামনাথ সুতা, রুক্মিণীদেবী ও দুর্গাদেবী ২৪। বিশ্বনাথ সুত রামতারণ ও দীনবন্ধু ২৪

রাধাবল্লভ সুত রামচরণ ২২। সুত রামপ্রসাদ ও গুরু ২৩। রামপ্রসাদ সুত শিবদত্ত ও বিষ্ণু ২৪। শিব সুত দেবেন্দ্র ২৫। সুত আশু ও অমৃত ২৬।

গুরু সুত রামনাথ ও রামকুমার ২৪। রামনাথ সুত মহেন্দ্রনাথ ২৫। সুত আদ্য, অনন্ত ও ঈশান ২৬।

অবসথী বিশ্বেশ্বর (১৯) বংশ।

বিশ্বেশ্বর সুত রাজারাম, রমাপতি, রামগোপাল, কৃষ্ণপ্রসাদ, কৃষ্ণকিঙ্কর ও রামলাল ২০। রামগোপাল সুত রামকিশোর ২১। সুত রতিকান্ত, দুর্গাচরণ, হৃদয়রাম, কৃপারাম, ধর্ম্মদাস, আত্মারাম, রামকান্ত, রামদুলাল ও রামমোহন ২২। কৃপারাম সুত অভয়চরণ, পঞ্চানন, লোকনাথ, রাধানন্দ, শ্যামসুন্দর, রামচন্দ্র, তারাচাঁদ ও জগমোহন।

অবসথী তারাচাঁদ (২৩) বংশ।

তারাচাঁদ চুঁচুড়া নিবাসী ৺পার্ব্বতী রায় মহাশয়ের বাটীতে
বিবাহ করিয়া ভঙ্গ হন। ইঁহারা বারাসাতের অন্তর্গত নিম্‌তা গ্রাম বাসী।

পাটনা হাইকোর্টের অবসর প্রাপ্ত জজ্ শ্রীঅমরনাথ চট্টোপাধ্যায়

তারাচাঁদ সুত ঈশানচন্দ্র, ঈশ্বর, মহেশ, রামচন্দ্র, নবকুমার ও সীতারাম ২৪। ঈশানচন্দ্র সুত ভগবতীচরণ, ইনি আলিপুরের ডিষ্ট্রীক্ট রেজিষ্ট্রার ছিলেন ২৫। ভগবতীচরণ সন্তান পতিতপাবনী, অক্ষয়কুমার (সবজজ্), বঙ্কিমবিহারী, নৃত্যকালী, অনন্তলাল (ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট), সত্যকালী, অতুলচন্দ্র, মনোমোহন ও অমরনাথ (জজ্) ২৬।

(পতিতপাবনী সন্তান তিনকড়ি, পরেশনাথ, বিলি ও পটলী ২৭)। অক্ষয়কুমার সন্তান মোহিতকুমার, নলিনীকুমার, প্রভা (খাঁদা), নিভা, শান্তা, সজনী M. B. D. P. H., রোহিনী ও মেনু ২৭। মোহিত সুতা রেণু। রেণু সুত ক্ষেতু। নিভা সুতা মলিনা।

বঙ্কিমবিহারী সন্তান শ্যামা, সুকুমারী, বসন্তকুমারী, মুন্নি, ফুলকুমারী অটলবিহারী ও রাসবিহারী ২৭।

নৃত্যকালী সন্তান শ্রীশচন্দ্র, সোনা ননী ও সুরেশচন্দ্র।

অনন্তলাল সন্তান সরযু, অম্বুজলাল, সরসী, শৈলজলাল, মনোজলাল, নিহার ও আবজুলু ২৭। (সরযু সুত শিবপ্রসাদ মুখো ২৮)। অম্বুজলাল সুত অজয় অমিত, অশোক ও ঝরণা ২৮। শৈলজলাল সুত অমিয় ও চিন্ময়ী ২৮। আবজুলু সন্তান গগণবিহারী ও রেণু ২৮।

(সত্যকালী সন্তান প্রমীলা, বীরেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ, অনিলা, কমলা ও হীরেন্দ্রনাথ ২৭)।

অতুলচন্দ্র সন্তান আভা, ক্ষেত্রেশ ও প্রতিভা ২৭।

মনোমোহন সুত নভোমোহন ও কন্যা বিভা ২৭।

অমরনাথ সন্তান অবনীন্দ্র, সুষমা, সুরমা, উমা, বিজয়া, অনিলেন্দ্র যোগমায়া, মহামায়া, দেবমায়া, মায়া ও ইতি ২৭।

অবসথী রামচন্দ্র বংশ।

রামচন্দ্র ১৯ সুত শিবরাম ২০। সুত ব্রজকিশোর ২১। সুত রামসুন্দর ২২ সুত ধরণীধর ও পদ্মলোচন ২৩। ধরণী সুত হারু ২৪। পদ্মলোচন সুত পঞ্চানন ও যোগেন্দ্র ২৫। পঞ্চানন সুত মন্মথ ২৫।

অবসথী বংশের অনেকেই বিদ্বান, উচ্চপদস্থ, সদাশয় ও সৎক্রিয়াশালী নিম্নে একটী তালিকা দেওয়া গেল।

১। ভগবতীচরণ আলিপুরে ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রার ছিলেন।

২। অক্ষয়কুমার বাঙ্গালা ও বিহারে সবজজ ছিলেন।

৩। অনন্তলাল বাঙ্গালা ও বিহারে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

৪। অতুলচন্দ্র ভারত সরকারের রেলওয়ে বিভাগের সুপারিণ্টেনডেণ্ট।

৫। মনোমোহন বাঙ্গালা ও বিহারে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

৬।' অমরনাথ বিহারে জেলার জজ ছিলেন এবং পাটনা হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন এবং কিছুকাল ভারত সরকারে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মেম্বর ছিলেন। বর্ত্তমান বাসস্থান ডাক বাঙ্গালা রোড, পাটনা।

৭। অক্ষয় সুত নলিনী রাঁচীতে ব্যবসা করেন।

৮। সজনী বিহারে সরকারী ডাক্তার; পাটনায় কলেরা রিসার্চ্চ কার্য্যে নিযুক্ত।

৯। বঙ্কিম সুত অটলবিহারী রেওয়ার স্কুলের হেড মাষ্টার।

১০। নৃত্যকালী সুত শ্রীশচন্দ্র বাঙ্গালা দেশে সবজজ ছিলেন।

১১। অনন্ত সুত অম্বুজলাল বাঙ্গালা সরকারের দপ্তরে কাজ করেন।

১২। অনন্ত সুত শৈলজলাল—আলিপুরের উকীল।

১৩। অনন্ত সুত মনোজলাল—ভারত সরকারের আফিসে কাজ করেন।

১৪। অতুল সুত ক্ষেত্রেশ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক।

১৫। মনোমোহন সুত নভোমোহন পাটনায় নূতন সহরের মিউনিসিপ্যালিটির ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার।

১৬। অমরনাথ সুত অবনীন্দ্রনাথ বিহারে ইলেক্‌ট্রিক ডিপার্টমেণ্টে কাজ করেন।

১৭। অমরনাথ সুত অনিলেন্দ্রনাথ পাটনায় বি, এ, পড়িতেছেন।

১৮। লাবণ্যকুমার বিহারের সিওয়ান সহরে ডাক্তারী করেন।

পাটনা হাইকোর্টের অবসর প্রাপ্ত জজ

শ্রীলশ্রীযুক্ত অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত। ২০।১০।৩৫

ভাগলপুর নিবাসী কাঁঠালীপাড়ার

অন্যসথী চট্টো বংশের এক শাখা।

গঙ্গানন্দ ১৮। সুত রামকৃষ্ণ ১৯। রামকৃষ্ণ সুত নন্দগোপাল ২০। কিন্তু জজ শ্রীযুক্ত অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তালিকায় কৃষ্ণবল্লভ সুত নন্দগোপাল লিখিত হইয়াছে। এবং রামকৃষ্ণ সুত শিবরাম লিখিত হইয়াছে। এখানে উপেন্দ্র বাবুর তালিকা গ্রহণ করা গেল।

নন্দগোপাল ২০। সুত রামকান্ত,২১। সুত রামজীবন (ভঙ্গ) ২২। সুত রামহরি ২৩। সুত শিবনারায়ণ ও জয়নারায়ণ ২৪। শিব সুত যাদবচন্দ্র ২৫। সুত শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র (সাব্‌রেজিষ্ট্রার), সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ২৬। রামজীবন হইতে কাঁঠালপাড়া বাসী।

পূর্ণচন্দ্র সুত বিপিনবিহারী সবজজ ও নলিনবিহারী সব্‌-রেজিষ্ট্রার কলিকাতা ২৭। বিপিন সন্তান গিরিজা, সুকুমার, পঙ্কজ, চামেলী ও সুবোধ ২৮।

জয়নারায়ণ সুত নকুড় ও দেবনাথ ২৫। নকুড় সুত নীলমণি ও সারদাপ্রসাদ রায় বাহাদুর (ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট) ও কন্যা শ্যামাসুন্দরী স্বামী কার্ত্তিক চন্দ্র বন্দ্যো ২৬।

নীলমণি সুত অবিনাশ, কীর্ত্তিচন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র ও আশুতোষ ২৭। কীর্ত্তিচন্দ্র সুত জিতেন্দ্র, সুরেন্দ্র, নৃপেন্দ্র ও কৃষ্ণ ২৮। আশুতোষ সুত বিষ্ণু ২৮।

সারদা সুত অনুকূল, সত্যব্রত ও পঙ্কজ Sub Deputy Magistrate ও এক কন্যা ২৭। পঙ্কজ সুতা লাবণ্য স্বামী শিবপ্রসাদ মুখো ২৮।

শ্যামাসুন্দরী ২৬। স্বামী কান্তিচন্দ্র বন্দ্যো পুত্র দীনবন্ধু কন্যা বিশ্বেশ্বরী দেবী ২৭। বিশ্বেশ্বরীর স্বামী ভাগলপুর নিবাসী দ্বারকানাথ মুখো। দ্বারকা সুত উপেন্দ্র, সুরেন্দ্র (জজ) প্রভৃতি। উপেন বাবুর মাতামহী বিশ্বেশ্বরী দেবী

কাঁঠালপাড়ার ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোর জ্ঞাতি কন্যা। কাঁঠালপাড়ার ৺শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ বিগ্রহ ইহাদেরই বাটীতে অবস্থিত।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভাগলপুর প্রদত্ত ৮।১২।৩৫

অবসথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় বংশ। ভঙ্গকুল

আদি নিবাস বরিষা, বর্ত্তমান নিবাস বাঁকুড়া।

দয়ারাম সুত রঘুনাথ, তৎসুত রাধামোহন, তৎসুত কালীপ্রসন্ন, তৎসুত বাণীগোপাল, যাদুগোপাল (S. A. S. ডাক্তার বাঁকুড়া), নবগোপাল, বিষ্ণুপদ ও ব্রহ্মপদ। যাদুগোপাল সুত দেবেন্দ্রনাথ M. Sc. ও মধুসূদন B. A. (যাদুগোপাল ইনি ৭নং কেদার দত্ত লেন, কলিকাতা নিবাসী ডিংসাই শ্রোত্রিয় ৺রাধানাথ চক্রবর্ত্তীর মধ্যম জামাতা)। বর্ত্তমানে বাঁকুড়ায় বসবাস করিতেছেন।

শ্রীযাদুগোপাল চট্টো, বাঁকুড়া প্রদত্ত, জুলাই ১৯৩৭।

অবসথী গঙ্গানন্দ চট্টো বংশ। (ভঙ্গ)

নিবাস গইপুর পোঃ গবরডাঙ্গা, সবডিভিসন বারাসত, জেলা ২৪ পরগণা।

হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বৃদ্ধ পিতামহ তিলকরাম। তৎসুত সহস্র-রাম (ভঙ্গ)। তৎসুত কৃষ্ণমোহন। তৎসুত মতিলাল। তৎসুত হরিদাস। তৎসুত মধুসূদন ও রাসবিহারী। হরিদাস বাবু বহু ষ্টেটের ম্যানেজারের কার্য্য করিয়া বর্ত্তমানে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়

৬০এ রাখাল ঘোষ লেন, পোঃ বেলেঘাটা কলিকাতা, প্রদত্ত। ২৫।৭।৩৭

অবসথী গঙ্গানন্দ চট্ট বংশ। ফুলিয়া মেল।

গঙ্গানন্দ সুত গোপী. রামকৃষ্ণ, বিশ্বেশ্বর, জনার্দ্দন, রামচন্দ্র ও কৃষ্ণবল্লভ ১৯। বিশ্বেশ্বর সুত রামনাথ, রাজারাম, প্রাণবল্লভ, রামদেব, রমাবল্লভ ন্যায়বাগীষ, রামগোপাল ও কৃষ্ণকিঙ্কর ২০।

রামবল্লভ সুত নারাণ তর্কসিদ্ধান্ত, রঘুনাথ, হরিদেব ও রামনারায়ণ ২১। নারাণ সুত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, লক্ষণ, চন্দ্রশেখর, কালীকিঙ্কর, কালাচাঁদ তারিণীশঙ্কর ও গৌরীশঙ্কর ২২। রামচন্দ্র সুত রামজয়, রামশঙ্কর, কালীপ্রসাদ ও রাধামোহন ২৩। রামজয় সুত ভগবতীচরণ ২৪। তৎসুত রাধাবল্লভ, রামজীবন ও আত্মারাম ২৫। রাধাবল্লভ সুত রামশঙ্কর, রামনাথ, রামসুন্দর রামকৃষ্ণ ও রামতনু ২৬। রামশঙ্কর সুত রামরত্ন ও নরহরি ২৭। রামরত্ন সুত রাজচন্দ্র, চণ্ডীচরণ (চণ্ডী কন্যা দুর্গামণি তৎপুত্র কালধন সাং বরাহনগর), কালাচাঁদ ও গোবিন্দচন্দ্র ২৮। কালাচাঁদ সুত গঙ্গাদাস ২৯। তৎসুত যোগীন কানাই ও বলাই ৩০। যোগীন সুত নারাণ, মহেন্দ্র ও দেবেন ৩১। গোবিন্দ সুত কৃষ্ণধন ২৯। তৎসুত বঙ্কিম, নগেন্দ্র, কিশোরী, অনাদি, চিন্তামণি ও নিশিকান্ত ৩০। বঙ্কিম সুত ফণি ৩১। নগেন্দ্র সুত মুরারী, অনীল, গজেন্দ্র লালমোহন ও পরিতোস ৩১। মুরারী সুত অরুণ ৩২। কিশোর সুত পাচুগোপাল, অমৃতলাল ও নিমাই ৩১। চিন্তামণি সুত কড়িরাম ৩১। অনাদি সুত রামপতি, গোপীনাথ ও অবনীমোহন ৩১। নিশিকান্ত সুত গৌরীকান্ত ৩১।

রামনাথ সুত কৃষ্ণকান্ত ও গয়ারাম ২৭। কৃষ্ণকান্ত সুত রামচন্দ্র ২৮ তৎসুত যদুনাথ, কামাক্ষ্যানাথ (০) ও অম্বিকাচরণ ২৯। যদুনাথ সুত মহানন্দ ব্রহ্মানন্দ, আশুতোস, জীবন, নেপাল ও গোপাল ৩০। মহানন্দ সুত দাশরথি ৩১। ব্রহ্মানন্দ, সুত মণিলাল, হরিধন, বিষ্ণুপদ ও উমাপতি ৩১। অম্বিকা-

চরণ সুত অক্ষয়, অবিনাশ (০), শরৎ ও প্রসন্ন ৩০। অক্ষয় সুত নগেন্দ্র ৩১। শরৎ সুত প্রহ্লাদ ৩১। গয়ারাম সুত উমাচরণ ও শিবচন্দ্র (০) ২৮। উমা সুত হারাণ ও ব্রজনাথ ২৯। হারাণ সুত ফণিভূষণ ৩০।

রামসুন্দর সুত রামকিঙ্কর ২৭। তৎসুত ব্রজনাথ (০) ২৮।

রামতনু সুত গদাধর ২৭। তৎসুত রঘুনন্দন (০), রামনারায়ণ, হরিনাথ (০), লক্ষ্মীকান্ত, মাধব (০), গোবিন্দ, নন্দলাল ও রাজেন্দ্র (০) ২৮। রামনারায়ণ সুত শ্রীনাথ, আশুতোষ (০) ও দুর্গাচরণ ২৯। শ্রীনাথ সুত ধনকৃষ্ণ ও বিনয়-কৃষ্ণ ৩০। দুর্গাচরণ সুত রজনীকান্ত ৩০। লক্ষ্মীকান্ত সুত উমেশ ও গিরিশ (০) ২৯। উমেশ সুত প্রিয়নাথ ৩০। গোবিন্দ সুত নবকুমার ও প্রসন্ন (০) ২৯। নবকুমার সুত বসন্ত ও কেদার ৩০। নন্দলাল সুত নবীনচন্দ্র ও বিধুভূষণ ২৯। নবীন সুত শরৎ, পূর্ণচন্দ্র ও সতীশচন্দ্র ৩০। শরৎ সুত নৃসিংহ ৩১। বিধুভূষণ সুত ফণিভূষণ ও পরাণ ৩০।

রামকৃষ্ণ সুত অযোধ্যারাম ২৭। তৎসুত রামকুমার ২৮। তৎসুত রাম-দাস (০) ও সদাশিব ২৯। সদাশিব সুত কালীপদ ও অমৃতলাল (০) ৩০। কালীপদ সুত হরিচরণ, কৃষ্ণধন ও বঙ্কিম ৩১।

রামজীবন সুত রামপরাণ ও রামকালী ২৬। রামপরাণ সুত কৃষ্ণদেব ২৭। তৎসুত রামধন ২৮। তৎসুত রামকমল, বিশ্বনাথ (০), নীলাম্বর (০), রামলাল ও হরলাল ২৯। রামকমল সুত গোলক, অধর, পূর্ণ ও গিরিশ ২৯। অধর সুত আশুতোষ ৩০। রামলাল সুত পিয়ারী (০) ২৯। হরলাল সুত নারাণ (০) ২৯।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

অবসর প্রাপ্ত কর্ম্মচারী মেকিনন মেকেঞ্জি এণ্ড কোং কলিকাতা

৩৫নং বাক্‌সারা রোড, গ্রাম বাক্‌সারা, পোঃ জগাছা, জেলা হাওড়া, প্রদত্ত।

২৯।৯।৩৭।

দেবাই চট্টোপাধ্যায় সন্তান, ফুলে মেল স্বভাব।

বাসস্থান চান্না গ্রাম, (পোঃ খানা জংসন) জেলা বৰ্দ্ধমান

রামগোপাল ভট্টাচার্য্য ১। সুত মধুসূদন ২। সুত রামব্রহ্ম ও রামশরণ ৩। রামব্রহ্ম সুত মুণীন্দ্রনাথ স্মৃতিরত্ন ৪। মুণীন্দ্র সুত সত্যচরণ M. A. M. S. M. B. (H) ও শশাঙ্কশেখর ও দুই কন্যা শিবসুন্দরী ও ভবানীসুন্দরী ৫।

রামশরণ সুত ভোলানাথ, কালীপদ, এককড়ি ও হারাধন ৪। কালীপদ সুত বীরেন্দ্রনাথ, ধীরেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ৫।

ডাক্তার শ্রীসত্যচরণ ভট্টাচার্য্য মিঠাপুর—পাটনা, প্রদত্ত। ৫।৪।৩৬

পাটুলির চাটুতি কৃষ্ণের সন্তান। সর্ব্বানন্দী মেল স্বভাব।

বাসস্থান সন্ধিপুর, পোঃ বুদবুদ, ষ্টেশন মানকর, জেলা বৰ্দ্ধমান।

ক্ষেত্রনাথ ১। সুত গণেশচন্দ্র ২। তৎসুত রাধাবল্লভ ৩। তৎসুত ৺আশুতোষ ও ৺হরিপদ ৪। আশু সুত সত্যকিঙ্কর ও লক্ষ্মীনারায়ণ ও সন্ন্যাসীচরণ ৫। হরিপদের ২টী পুত্র নাম অজ্ঞাত। আশুতোষ বাবু শ্রীমান অভয়পদের মাতামহ।

হাবড়া জেলার ঝাকসারা নিবাসী শ্রীঅভয়পদ বন্দ্যো প্রদত্ত। ২৯।৯।৩৭

পাটুলির চট্ট গুণাকর বংশ। সর্ব্বনন্দী মেল স্বভাব

মালদহ জেলা স্কুলের ভূতপূৰ্ব্ব হেড পণ্ডিত

নদীয়া বিল্বগ্রাম নিবাসী ৺পরেশনাথ স্মৃতিভূষণ তর্কালঙ্কার।

দক্ষ ১। সুলোচন ২। কানাইদেব বা মহাদেব ৩। হলধর ৪। কৃষ্ণদেব ৫। বরাহ ৬। শ্রীকর ৭। বহুরূপ ৮। গোবিন্দ ৯। চক্রপাণি ১০ গুণাকর (বাসস্থান পাটুলি) ১১। অর্ক ১২। শ্রীকৃষ্ণ (স্বনাম প্রসিদ্ধ) ১৩

পালকনাথ ১৪। শ্রীমান বা শ্রীরাম ১৫। গোপাল বাচস্পতি ১৬। তর্পণ গৌরীকান্ত ১৭। তর্পণ সুত গঙ্গাধর ১৮। সুত জানকী, ব্যাস, রমানাথ, শ্বনাথ, হরিনাথ, রুক্মিণী ও কালীনাথ ১৯। ব্যাস সুত বিষ্ণুদাস (বিল্বগ্রাম) দুর্গাদাস (এঁড়েদহ) ২০।

বিষ্ণুদাস সুত রঘু (হটুগাছা), শ্রীরাম, বৈকুণ্ঠ, গোবিন্দরাম চক্রবর্ত্তী, রাধাকান্ত, রামজীবন ও লক্ষ্মীকান্ত ২১।

গোবিন্দ সুত গোপীরমণ ২২। তৎসুত রামরাম ২৩। তৎসুত রঘুনন্দন ও মদনগোপাল ২৪। রঘুনন্দন সুত গিরীধর ২৫। তৎসুত ভোলানাথ ও কালিকাপ্রসাদ ২৬।

ভোলানাথ সুত রাজকিশোর, কৃষ্ণকিশোর, নবকিশোর, চন্দ্রকিশোর ও হরকিশোর (০) ২৭। রাজকিশোর সুত জগবন্ধু ও নীলাম্বর ২৮। জগবন্ধু সুত পণ্ডিত পারেশনাথ স্মৃতিভূষণ ও প্রিয়নাথ ২৯। পরেশনাথ সুত রামপদ শৌরীপদ B. A. (Head Master, Knlti H. E. School, Dist. Burdwan), দুর্গাপ্রসাদ ও শ্যামাপদ ৩০। রামপদ সুত চণ্ডীপদ ও তারাপদ ৩১। শৌরীপদ শান্তিপুর, মহিষখাগীতলা নিবাসী শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোর প্রথমা কন্যা শ্রীমতী মায়ালতা দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন। ইনি একজন দক্ষ হেডমাষ্টার। সুত প্রতিপদ ৩১। প্রিয়নাথ সুত বসন্ত ও গৌর ৩০। নীলাম্বর সুত রামচরণ ২৯। তৎসুত হরিপদ ও অনন্ত ৩০। হরি সুত হারাধন প্রভৃতি। অনন্ত সুত লালগোপাল প্রভৃতি।

কৃষ্ণকিশোর সুত তারিণীশঙ্কর ২৭। তৎসুত প্রাণদুর্ল্লভ ২৯। তৎসুত উপেন্দ্র ও অক্ষয় ৩০। উপেন্দ্র সুত সতীপদ ও শিবপদ ৩১। অক্ষয় সুত অভয় প্রভৃতি ৩১।

নবকিশোর সুত শিবদাস ২৮। তৎসুত রামেন্দ্র ২৯। তৎসুত রসময় জ্যোতির্ম্ময় ও করুণাময় প্রভৃতি ৩০।

চন্দ্রকিশোরের বংশধর মহেন্দ্র খিদিরপুর বাস করিতেছেন।

কালিকাপ্রসাদ সুত গঙ্গাপ্রসাদ ২৭। তৎসুত শশীভূষণ ২৮। তৎসু অনুকূল ২৯। তৎসুত মৃত্যুঞ্জয় ও শিবপদ প্রভৃতি ৩০। অনুকূলচন্দ্র নেপা রাজ্যে উচ্চ কর্ম্ম করিতেন।

মদনগোপাল সুত রাধাকান্ত ২৫। তৎসুত হরগোবিন্দ ২৬। তৎসু কৃষ্ণমোহন ২৭। তৎসুত রামেন্দ্র ২৮। তৎসুত যতীন্দ্র ও প্রিয়নাথ ২৯ যতীন্দ্র সুত বলাই ও নন্দ ৩০।

কুলটী এইচ, ই, স্কুলের হেড্‌মাষ্টার শ্রীশৌরীপদ চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত। ৫।৯।৩৭

খনিয়ার চাটুতি শ্রীকরের সন্তান। সুরাই মেল (ভঙ্গ)

পূর্ব্ব নিবাস দাদুপুর, জেলা নদীয়া : বর্ত্তমান বাসস্থান কলিকাতা।

গুরুদাস বাবুর বৃদ্ধপ্রপিতামহ রঘুনাথ ১। তৎসুত নসীরাম ২। তৎসু আত্মারাম ৩। তৎসুত জগমোহন ৪। তৎসুত ৺গুরুদাস, ৺বিপিনবিহার ৺বেণীমাধব ও ৺পূর্ণানন্দ ৫।

গুরুদাস সুত হরিদাস (বিবাহ ভবানীপুর নিবাসী সুরেন্দ্রনাথ মুখে পাধ্যায়ের কন্যার সহিত) ও সুধাংশুশেখর (বিবাহ গড়িয়া নিবাসী দ্বিজেন্দ্রন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত) ৬।

হরিদাস সুত সরোজকুমার (বিবাহ বসুমতী পত্রিকার স্বত্বাধিকারী সতী চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত) ৭।

সুধাংশু সুত শৈলেন্দ্র, রমেন্দ্র ও দিব্যেন্দ্র ৭।

বিপিনবিহারী সুত মাধবচন্দ্র (Station Master, Gomo, E.I.R.

বেণীমাধব সুত বিজয়মাধব (নবদ্বীপ)।

পূর্ণানন্দ সুত ভবানীশঙ্কর (কর্ণেলগোলা, মেদিনীপুর)।

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, প্রদত্ত। ২০-১০-৩

৺গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবন কথা।

নদীয়া জেলার নাকাশীপাড়ার অন্তর্গত দাদুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। াতা জগমোহন চট্টোপাধ্যায় জমীদার সরকারে সামান্য বেতনে কর্ম্ম রিতেন। চারি ভ্রাতার মধ্যে গুরুদাসই জ্যেষ্ঠ।

গুরুদাস বাবু বাঙ্গালা-সাহিত্যের অকৃত্রিম বন্ধু এবং এক হিসাবে সেবকও লেন। বাঙ্গালা সাহিত্যিকেরা গ্রন্থ-প্রণয়ন এবং প্রবন্ধাদি রচনা করিয়া ণীর সেবা করিয়া থাকেন: গুরুদাসবাবু প্রকাশকরূপে জনসমাজে হাদের প্রচার করিয়া প্রকারন্তরে বঙ্গবাণীর সেবা করিতেন। বাঙ্গালা দেশে ঙ্গালীরা যখন পুস্তক প্রকাশ ও পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবসায় আরম্ভ করেন, খন স্কুল-পাঠ্য পুস্তক বিদ্যালয়ে অধীত হওয়ায় বালক-বালিকারা বা হাদের অভিভাবকেরা দায়ে পড়িয়া তাহা ক্রয় করিতে বাধ্য হইতেন। ইজন্য প্রায় সকল পুস্তক-বিক্রেতাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ স্কুল-পাঠ্য স্তক প্রকাশ ও বিক্রয়ের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সময়ে রুদাসবাবু সাহস করিয়া অবসর-পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয়ের ভার হণ করেন। দেশের তখনকার অবস্থায় এরূপ একটী গুরু ভার থায় তুলিয়া লওয়া অল্প সাহসের কাজ ছিল না। এই শ্রেণীর স্তক ক্রয় করিতে কেহ বাধ্য ছিল না, সুতরাং এইরূপ ধরণের পুস্তক ক্রয়ের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রও তখন এখনকার মত বিস্তৃত ছিল না। রুদাস বাবুর প্রচেষ্টায় এই ব্যবসায়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত ও বিস্তৃত হইয়াছিল, কথা বলিলেও বোধ হয় কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠিত হিন্দু হোষ্টেল প্রথমে বহুবাজার ষ্ট্রীটে প্রতিষ্ঠিত য়। প্যারিচরণ সরকারের চেষ্টায় গুরুদাস বাবু সেই ছাত্রাবাসের কর্ম্মচারী যুক্ত হন। ছাত্রাবাসে সে সময়ে যে সকল ছাত্র ছিলেন, তাঁহাদের ধ্যে ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, স্যার রাসবিহারী ঘোষ, রায়

বাহাদুর দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ছিলেন। গুরুদাসবাবু যখন এই ছাত্রাবাসে কার্য্য করিতেন, সেই সময় ঐ ছাত্রাবাসের সিঁড়ির নিম্নে একটী ছোট আল্‌মারী বসাইয়া তাহাতে দুর্গাদাস করের প্রসিদ্ধ পুস্তক 'মেটেরিয়া মেডিকা' খানি বিক্রয়ার্থ রাখিয়া দিতেন এবং ইহাই লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার সূচনা। তাহার পর গুরুদাসবাবু তাঁহার সেই আল্‌মারীটি,—সেই বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, আনিয়া কলেজ ষ্ট্রীটের একটী ক্ষুদ্র কক্ষ ভাড়া করিয়া সেই স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এই প্রতিষ্ঠার সময়ই স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের সুপ্রসিদ্ধ "সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় এবং এই পুস্তকেও গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয়েই প্রাপ্তব্য হয়। ইহা ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের কথা। সে সময়ে যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবক ছিলেন, তাঁহাদের পুস্তকাদি অধুনালুপ্ত ক্যানিং ষ্ট্রীটের লাইব্রেরীতেই বিক্রীত হইত; কিন্তু ক্যানিং লাইব্রেরীর কার্য্য পরিচালনায় নানা বিশৃঙ্খলা হইতে লাগিল। এদিকে গুরুদাস বাবুর নামও তখন একটু একটু করিয়া বাজারে রাষ্ট্র হইতেছিল; পুস্তক লেখকগণ সকলেই শুনিতে পাইলেন যে, গুরুদাস বাবুর হিসাব দোরস্ত; গুরুদাস বাবু পাই-পয়সা হিসাব করিয়া বিক্রীত পুস্তকের মূল্য শোধ করিয়া দেন তাঁহার কাছে হিসাবের জন্য বা টাকার জন্য হাঁটাহাঁটি করিতে হয় না। যে দিন যে সময় যাহাকে যাহা দিবেন বলিবেন, গুরুদাস বাবু তাহার অন্যথা করেন না। তখন বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, ইন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ, দীনবন্ধু লালমোহন বিদ্যানিধি প্রভৃতি সে সময়ের সকল সাহিত্যরথীই গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয়ে ঝুঁকিয়া পড়িলেন,—বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী তখন জাঁকিয়া উঠিল,—গুরুদাস বাবুর কাজ বাড়িয়া গেল। ১৮৮৫ খৃঃ তিনি ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের বাড়ী খরিদ করিয়া তাহাতে লাইব্রেরী করিলেন। তাঁহার লাইব্রেরীর যথেষ্ট উন্নতি ও অর্থাগম হইতে লাগিল

কিন্তু সেই পাই পয়সা হিসাব করিয়া যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে পুস্তক লেখক ও অন্যান্য পাওনাদারের দেয় পরিশোধ করা এই মূলনীতি তিনি ত্যাগ করিলেন না.—শেষ মূহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি ত্যাগ করেন নাই—ইহাই গুরুদাস বাবুর ব্যবসায়ের উন্নতির মূলমন্ত্র ছিল এবং এই মূলমন্ত্রের অনুসরণ করিয়াই তাঁহার লাইব্রেরী এখন দেশবিখ্যাত হইয়াছে।

গুরুদাস বাবুর নাম আজ সমগ্র বঙ্গদেশবিশ্রুত। কেবল বঙ্গদেশ কেন সমগ্র ভারতবর্ষ গুরুদাসবাবুর "গুরুদাস লাইব্রেরী" সুপরিচিত। শুধু ভারতবর্ষ বলিলেও ঠিক কথা বলা হয় না। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি যে সকল দেশের সহিত ভারতবর্ষের সাক্ষাৎভাবে বাণিজ্যসম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—যে সকল দেশের সহিত ভারতবর্ষের সরাসরি বাণিজ্য চলিতেছে, তাহাদের অধিকাংশ স্থলেই গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয় অল্পাধিক পরিচিত।

গুরুদাসবাবু শুধু বাংলা-সাহিত্যের বন্ধু ছিলেন না—বাঙ্গালা সাহিত্যিক-গণেরও তিনি পরম বন্ধু ছিলেন। এমন বহু সাহিত্যসেবী ছিলেন, যাহারা তাঁহার সহায়তা না পাইলে সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেন না।

১৮৯৭ খৃঃ অব্দে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অযাচিতভাবে "for his good services in the cause of Bengalee Leterature" "Certificate of honour" দিয়া সম্মানিত করেন।

১৯১২ খৃঃ অব্দে তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সম্পাদকতায় "ভারতবর্ষ" মাসিক পত্র প্রকাশের সঙ্কল্প করেন কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রকাশের পূর্ব্বেই সন্ন্যাস রোগে দ্বিজেন্দ্রলাল পরলোক গমন করেন। তাহার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় তিন টাকার অধিক মূল্যের সুবৃহৎ কোন মাসিক পত্র ছিল না। তিনিই প্রথম ছয় টাকার মূল্যের মাসিক পত্রের প্রবর্ত্তক।

হিন্দু হোষ্টেলে বাজার সরকারের কাজে তিনি অনেক পয়সা ঘাঁটাঘাঁটি করিতেন। ইচ্ছা করিলে যথেষ্ট পয়সা সরাতে পারতেন। সংসারে অনেক লোকজন প্রতিপালন করতে হতো, টানাটানি তাঁর খুবই ছিল, তবুও "অভাব তাঁর স্বভাব নষ্ট করিতে পারে নাই।"

সত্য-সত্যই গুরুদাস বাবু মহার্ঘ সম্পদের অতুলনীয় অগাধ মূলধনেরই অধিকারী ছিলেন; সে মূলধন, তাঁহার Honesty; এই মূলধনই তাঁহাকে সংসার সংগ্রামে জয়যুক্ত করিয়া অর্থ ও যশের অধিকারী করিয়াছিল, এই Honesty মূলধনই তাঁকে সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় এবং পুস্তক ব্যবসায়ী সংঘের সভাপতি পদে বরণ করে তাঁর প্রতি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল।

গুরুদাসবাবু লক্ষ্মীর বরপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই—প্রচুর মূলধন লইয়াও তিনি ব্যবসায় আরম্ভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু সততা ও অধ্যবসায়ই তাঁহার একমাত্র মূলধন ছিল। অক্লান্ত যত্ন ও পরিশ্রমে তিনি এই ব্যবসায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া বাণী ও কমলার সুসম্মিলন করিয়া গিয়াছেন।

শেষ জীবনে সুদীর্ঘ দশ বৎসর কাল তিনি দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়াছিলেন। ৮১ বৎসর বয়সে আদর্শ গৃহস্থালী সর্ব্বসমক্ষে রাখিয়া ১৩২৫ সালের ১২ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নে তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর দিন প্রাতঃকালে, এমন কি শেষ নিশ্বাস গ্রহণের অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বেও কেহ বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহার আসন্ন সময় নিকটবর্ত্তী—সাধু পুণ্যবান পুরুষ কথা বলিতে বলিতে সজ্ঞানে সাধনোচিতধামে প্রস্থান করেন।

চট্ট বহুরূপ (৮)-বংশের একাদেশে

বহুরূপ-পুত্র গোবিন্দ, বাসুদেব, রাজ, গাহী, মধু, ঈশ্বর, ও কুশলী বা যোগী

৯। গোবিন্দ-সুত চক্রপাণি (চাকু) ১০। চাকু-সুত শ্রীকর অধ্বর্য্যু, ইনি

খনিয়া-গ্রাম-নিবাসী। খনিয়া-গ্রামে নিবাস-জন্য শ্রীকর-সন্তানমাত্র খনের চাটুতি বলিয়া বিশেষ খ্যাত। গুণাকরের বসতি-স্থান পাটুলী। গুণাকর-সন্ততিমাত্র পাটুলীর চাটুতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। পুরো (পুরুষোত্তম) নাঁদাগ্রাম-বাসী। তদীয় অপত্যগণ নান্দোর (=নাঁদোর) চাটুতিরূপে প্রখ্যাত। বিশ্বম্ভর (১১) বেতড়াগ্রাম-নিবাসী। তদীয় অপত্যগণ বেতড়ার চাটুতি নামে আখ্যাত। নাদা, ধাঁদা ও বারুইহাটী প্রসিদ্ধ (ফুলিয়া মেল দেখ)।

গুণাকর পাটুলিয়া, সুতরাং তৎপুত্র চাঁদ এবং অর্কও পাটুলিয়া ১২। অর্ক-সুত কৃষ্ণ পাটুলিয়া বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাহার কারণ এই, তিনি পৈতৃক আবাসস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তদীয় ভ্রাতৃগণের মধ্যে বলভদ্র (১৩) দেহাটাবাসী। এই গ্রাম নদিয়া জিলার জীবননগর থানার অন্তর্গত এবং ভৈরব নদের তীরবর্ত্তী আন্দুলবেড়িয়ার পার্শ্বস্থ। শিবনারায়ণ খালকুলিয়া-নিবাসী। খালকুল গ্রাম বর্দ্ধমান জিলায়, অম্বিকার সমীপবর্ত্তী এবং সর্ব্বমঙ্গলা নদীর তটে অবস্থিত।

পাটুলির চাটুতি কৃষ্ণ-সন্তানগণ

কৃষ্ণ (১৩)-সুত হরি, লোকনাথ, পামু (প্রাণনাথ), কেশব, শঙ্কর, সিধো (সিদ্ধেশ্বর) এবং কুবের ১৪। হরি-সুত কানাই মিশ্র, ধনপতি, বিশ্বম্ভর, শ্রীবৎস এবং বাণেশ্বর ১৫।

কানাই-সুত নিবাস, প্রবাস, সুবুদ্ধি, গোপীনাথ ও বিদ্যাধর ১৬। প্রবাস সুত শ্রীগর্ভ, শিবানন্দ ও ধনাই (ধনপতি) ১৭। শিবানন্দ-সুত বিদ্যানন্দ ঘটকসিংহ, রামানন্দ, গোবিন্দ এবং শ্রীপতি ১৮। রামানন্দ-সুত কৃষ্ণ ঘটক ১৯। গোবিন্দ-সুত শ্রীনাথ, সুসেন, মুরারি এবং মহেন্দ্র ১৯।

লোকনাথ (১৪)-সুত শ্রীরাম ও তিলক ১৫। শ্রীরাম-সুত চট্ট পাটুলিয়া বাচস্পতি, কাটা বাণ, বিদ্যাধর, জটাধর এবং গোপাল ১৬। কাটা বাণ-সুত তপন এবং গৌরীবর ১৭।

ধনপতি-স্থত যুধিষ্ঠির, গৌরীবর, পরাশর, অর্জ্জুন, শ্রীকান্ত এবং পাণ্ডু ১৮। যুধিষ্ঠির-পুত্র ছকড়ী এবং জগন্নাথ ১৯। ছকড়ী-স্থত বংশীবদন ঠাকুর ২০। বংশীবদন-স্থত নিত্যানন্দ, চৈতন্যদাস এবং রাজীব ২১। চৈতন্যদাস-পুত্র রমাই ঠাকুর মহান্ত এবং শচীনন্দন ২২। রমাই ঠাকুর হইতে বাঘনাপাড়ার গোস্বামী প্রসিদ্ধ। শচীনন্দন-স্থত ভুবন, ব্যাস, উদয়, রাজবল্লভ, শ্রীবল্লভ এবং কেশব ২৩। শ্রীবল্লভ-স্থত গোপাল এবং কৃষ্ণজীবন ২৪। কৃষ্ণজীবন-স্থত শ্যামসুন্দর গোস্বামী ২৫।

রমাই ঠাকুরের বংশধরগণ বাঘনাপাড়ার গোস্বামী। ইঁহারা কুল ভঙ্গ করিয়া থাকেন। রমাই ঠাকুরের প্রতিজ্ঞা অনুসারে তদীয় সন্ততিগণের অদ্যাপি দৃঢ় পণ এই যে, নিজবংশের পুরুষের বিবাহ হউক আর নাই হউক, কন্যাকে নিকষ কুলীনের করে বৈবাহিক-সূত্রে আবদ্ধ করিতে হইবে। ইঁহাদিগের দৌহিত্রগণ স্বকৃতভঙ্গের পুত্র অর্থাৎ দুই পুরুষে ভঙ্গ কুলীন।

রমাই ঠাকুরের বংশধরগণ গোস্বামী নামে বিখ্যাত। শিষ্য নির্ব্বাচনে ইঁহারা চুনো পুঁটী কিছুই বাদ দেন না। আমিষমাত্র হইলেই হয়, অর্থাৎ কণ্ঠিধারী পাইলেই ইঁহাদিগের শিষ্যত্বে বাধা জন্মে না। ফুলে, খড়দা, বল্লভী ও সর্ব্বানন্দী এই চারি মেলে এবং চতুঃসাগরীতে কুল করেন বলিয়া কুলীন-সন্তানগণ জামাতৃত্ব ও দৌহিত্রতা-নিবন্ধন গোস্বামিগণের পদানত, সুতরাং গোস্বামিবর্গ অপাংক্তেয় ব্যক্তিকে শিষ্য করিয়াও সমাজে অচল নহেন।

পটুলির চাটুতি কৃষ্ণের সন্তান বাঘনাপাড়ার গোস্বামী বংশের একদেশ। মহামহোপাধ্যায় ভাগবতকুমার শাস্ত্রী

শচীনন্দন রমাই ঠাকুরের সম পর্য্যায় আছে। রমাই ঠাকুর উদাসীন, মহান্ত। সংসারাশ্রম পরিত্যাগী। তদীর ভ্রাতা শচীনন্দনের বংশ দ্বারা নিজের বংশ সংস্থাপন করেন। শচীনন্দন স্থত ছয় জন। যথা—ভুবন, ব্যাস,

উদয়, রাজবল্লভ, শ্রীবল্লভ এবং কেশব ২৩। রমাই ঠাকুর, শচীনন্দন সুত শ্রীবল্লভ ও কেশবকে বাঘনাপাড়ার মহন্তের গদিতে শিষ্যত্বে ও পুত্রত্বে সংস্থাপন পূর্ব্বক নিজের নাম সংকীর্ত্তন করাইতে লাগিলেন। তদনুসারেই বাঘনাপাড়ার গোস্বামীরা রমাই ঠাকুরসন্ততি বলিয়া অভিহিত। শ্রীবল্লভের ধারা নয়-আনী, কেশবের ধারা সাত-আনী বলিয়া পরিচিত।

শ্রীবল্লভ ২৩শ সুত গোপাল ও কৃষ্ণজীবন ২৪শ। কৃষ্ণজীবন হুগ্লী জিলার বৈচীগ্রামবাসী। গোপাল সুত হরিনারায়ণ ২৫শ। তৎপুত্র শশধর ২৬শ। পৌত্র প্রেমলাল ২৭শ। প্রপৌত্র দীননাথ ২৮শ। বৃদ্ধপ্রপৌত্র বিপিনবিহারী ২৯শ। অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র শ্রীভাগবতকুমার শাস্ত্রী গোস্বামী সংস্কৃতে এম্ এ, ৩০শ। তৎপুত্র বংশীবদন ও মুরলী ৩১শ। বাঘনাপাড়ার গোস্বামীরা প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কুল ভঙ্গ করেন। এখানে মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় ও গঙ্গোপাধ্যায় বংশের স্বকৃতভঙ্গ এবং তাঁহাদের অধস্তন সন্ততিগণকে পাওয়া যায়। রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তীর ধারায় কালীপদ বন্দ্যের পুত্র—বিষ্ণুপদ ও কৃষ্ণপদ ৩১। কালীপদর পিতামহ মাধব (ভঙ্গ)। তিনি জয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ভগিনীপতি ২৮শ। মাধবের বৃদ্ধপ্রপিতামহ রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তী সাগরদিয়া ২৪শ। প্রপিতামহ কৃষ্ণরাম ২৫শ। পিতামহ ভবানীচরণ ২৬শ। পিতা কমলাকান্ত ২৭শ। মাধবের পুত্র ব্রজনাথ ২৯শ। পৌত্র কালীপদ ৩০শ।

পাটুলীর চাটুতি কৃষ্ণ-সন্তানগণ।

চট্ট জগন্নাথ (১৯) পাটুলিয়া কৃষ্ণসন্তান সর্ব্বানন্দী।

মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।

জগন্নাথস্য ত্রয়ঃ পুত্রা রূপরাম হরিনারায়ণ রামগোবিন্দকাঃ ২০। হরিনারায়ণস্য পুত্রদ্বয়ৌ তৌ দ্বৌ নৃসিংহ বামনৌ ২১। নৃসিংহস্য সুতাঃ পঞ্চ তেষাং

ত্রয়ো বিখ্যাত পৌরুষাঃ তেচ গণক বিষ্ণুমধুকাঃ অপরৌ হরিহরৌ ২২ মধুকস্য পুত্রাশ্চত্বার স্তেষাং রাম গোপাল রামনারায়ণৌ বিত্তারাম্ভিণোষু প্রসিদ্ধা-বপি পিতামহস্য নৃসিংহস্য বঁইচীগ্রাম রায়সংজ্ঞকস্য বংশজস্য কন্যা-পরিগ্রহে ত্রৈপুরুষিক ভঙ্গত্বেন কৌলীন্যে প্রাপ্ত বিশ্রামকৌ পর্য্যায় ২৩।

২২ গণকস্য পুত্র অষ্ট জ্যেষ্ঠঃ শ্রীযদুনন্দন স্তদনুজঃ শ্রীনাথো রাঘনাথো গোবিন্দো গোপীনাথস্ত অপরঃ কৃষ্ণশ্চ রামগোপালকঃ ২৪। ত্রৈপুরুষিকঃ ভঙ্গত্বাদেতেষাং সন্তয়শ্চাপি বহুবিবাহ ব্যাপারতয় নানাস্থানেষু মাতামহা-শ্রয়েষু কৃত নিবসতয় ইতি। সারাবলী গ্রঃ—

রামগোপাল তর্কপঞ্চানন ২৩। পুত্র রামকিশোর বিত্তাবাগীশ ২৪। পুত্র রামতনু বিত্তালঙ্কার ২৫। পুত্র রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার ২৬। পুত্র রামব্রহ্ম শিরোমণি ২৭। পুত্র দেশপ্রসিদ্ধ স্বনামধন্যপণ্ডিতশ্রেষ্ঠ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় **কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ** ২৮। পুত্র অখিলচন্দ্র ২৯। তৎপুত্র নৃসিংহপ্রসাদ ৩০।

জগন্নাথের সহোদর ছকড়ীর ধারায় বাঘনাপাড়ার গোস্বামী রমাই ঠাকুরের নামে পরিচিত বস্তুতঃ শচীনন্দন গোষ্ঠী। ৪৮পৃঃ।

হুগ্লীর বঁইচী গ্রামের রায়সংজ্ঞক বংশজেরা অতিপ্রসিদ্ধ এবং অনেক কুলীনের কুলভঙ্গ করিয়াছেন। বঁইচীর এখনকার জমীদার জানকী বাবুদিগের পূর্ব্ব পুরুষের মাতামহ কুল বঁইচীর রায় গোষ্ঠী তাঁহারা ঘটকদিগকে অর্থের দ্বারা বশীভূত করিয়া স্বকৃতভঙ্গের পৌত্র পর্য্যন্তের নাম লেখাইয়া রাখিতেন। সেই রায় বংশের একজন গণ্যমান্য শিক্ষিত ব্যক্তি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব Head Master নাম শ্রীযুক্ত হরিচরণ রায় এম, এ,।

চং ধং নারায়ণ চট্টের বংশ—ফুলিয়া মেল।

মুং ফুং কৃষ্ণঠাকুরস্থ তুল্য বং রাঘব প্রং লভ্য বং ষষ্ঠীদাস। আং প্রং।

তৎপুত্র রামচন্দ্র বরহেতুঃ লভ্য চং নারায়ণ, তৎপুত্র যাদব বরে প্রং পুত্র রূপনারায়ণ বরে প্রং, তৎসুতা রূপনারায়ণ রাধাকান্ত রামচন্দ্রাঃ। রূপনারায়ণস্থ লভ্যং চ রঘু, তৎসুত দুর্গাপ্রসাদ প্রং চং রামদেব প্রং তৎসুতা হরিরাম, রঘুদেব, রাজারাম, প্রতাপ, রতিরাম, নারায়ণ, রামকান্ত, শিবনারায়ণ, নরনারায়ণকাঃ ১।

রাজারাম সুতাঃ—জয়নারায়ণ, রামশরণ, প্রাণকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণাঃ।

রামশরণস্থ তৎসুতাঃ—রামনারায়ণ, দেবনারায়ণ, রাজনারায়ণ, প্রেমনারায়ণাঃ।

রাজনারায়ণস্থ তৎসুতৌ গঙ্গানারায়ণ, কালিদাসৌ।

গঙ্গানারায়ণ সুতৌ—বৈদ্যনাথ, ভোলানাথকৌ।

ভোলানাথ সুত বিপিনচন্দ্রস্থ বং নবকুমার প্রং নরেশস্থ প্রং তৎসুত বিজয়গোপাল। প্রতাপ কন্যা কিং চং, মুং ফুং কৃষ্ণঠাকুর প্রমুখ।

রাধাকান্তস্থ লভ্য চং আত্মারামে প্রং তৎসুতাঃ শ্রীরাম, সন্তোষ, জয়রামকাঃ। শ্রীরামস্থ লভ্য চং রামকেশব প্রং ভ্রাতৃযোগে তৎসুতাঃ—অনন্তরাম, কাশীশ্বর, শ্যামরাঘবাঃ। ১।

কাশীশ্বরস্থ লভ্য, চং অনন্ত পুত্র বরে প্রং তৎপুত্র তিতুবরে প্রং তৎসুতাঃ রাধানাথ, নিমাইনামা দিনরাম, রামগোপালকাঃ। দিনরামস্থ লভ্য চং। বিশ্বনাথ প্রং চং রামনাথ প্রং তৎসুতাঃ চণ্ডীচরণ, শিবচন্দ্র, তিলকচন্দ্র, মদনমোহনাঃ। চণ্ডীচরণস্থ চং রামনাথ প্রং চং নীলমণি প্রং নয়ন বং সাং তৎসুতাঃ—কালাচাঁদ, দুর্গাচরণ, তারণচন্দ্র ন্যায়রত্ন, শ্যামাচরণ, অভয়চরণ, গগনচন্দ্রকাঃ। কালাচাঁদস্য তৎসুতৌ হরিমোহন, প্রাণহরিকৌ। হরি-

মোহনস্য তৎসুতৌ কিশোরী বিজয়কৌ (মেহেরপুর)। দুর্গাচরণ ভঙ্গ। অস্য মহেশ প্রং তৎসুতাঃ বলরাম, নীলমণি কানাইয়ক, গোপসোনা, তারণ-চন্দ্রস্য আং বং কেদারনাথস্য কন্যা বিং অবীরা, অস্য বং হরানন্দ সুত প্রং বং শ্যামসুন্দর বংশ কামালপুর যশোর জেলা প্রং বং কৈলাস চন্দ্র প্রং চং গৌর-মোহনস্য তৎসুত পরেশনাথস্য তৎসুত নিবারণ ও সতীশাদি। চং প্রতাপসুত রাধিকানাথস্য বিবাহ লালমোহন বিদ্যানিধি কন্যকয়া সহ।

সতীশস্য বিবাহ চং কেদারনাথ কন্যা সাদিখাঁর দিয়াড়।

শ্রীযদুনাথ শর্ম্মণঃ ঘটকপদস্য লিখনং ব্রাহ্মণডাঙ্গা—(কেদারনাথ চট্টেন প্রদত্তং)।

ধনবিজয় চট্ট বংশের গোপেশ্বর প্রমুখ রূপরাম বংশ। ৭পৃঃ
বল্লভী মেল (ভঙ্গ)।

রূপরাম ২৩। কালীকিশোর ২৪। কালীকিশোর নলের চক্রবর্ত্তী বাটীতে কুলভঙ্গ করেন।

২৪ কালীকিশোর সুত—তিনকড়ি, বীরেশ্বর ও গুরুপ্রসাদ ২৫। তিনকড়ি সুত ক্ষেত্রমোহন ২৬। তৎপুত্র দুর্গাদাস ২৭। দুর্গাদাসের জামাতা (শ্রীরাম-দাস বন্দ্যোপাধ্যায় শলঘড়া চাঁদপুরে পিত্রালয়)।

বীরেশ্বরসুত তারাচাঁদ, যজ্ঞেশ্বর ও দিগম্বর ২৬। তারাচাঁদ সুত শ্যামাচরণ ২৭। শ্যামাচরণ সুত নিবারণচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও সতীশচন্দ্র ২৮।

যজ্ঞেশ্বর পুত্র কেদারনাথ ২৭। কেদার সুত কালিদাস ২৮। শান্তিপুর-বাসী বল্লভীপাড়া, বল্লভী মেল।

২৫ গুরুপ্রসাদ। নিবাস বাসনা, জিলা হুগলী। পুত্র চন্দ্র ও রাখাল ২৬। চন্দ্র সুত অন্নদা, প্রমদা, নিবারণ, বসন্ত ও প্রসন্ন ২৭। অন্নদা সুত অমৃতলাল ২৮। নিবারণ সুত অতুলচন্দ্র ২৮ (কলিকাতার ইটালীবাসী)। বসন্ত পানিহাটীবাসী।

নদীয়া কৃষ্ণনগর চাঁদ সড়কের রায় উপাধিধারী

চট্ট চৈতল চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কার (২০) বংশ। (ফুলিয়া মেল স্বভাব) ১৮পৃঃ

চন্দ্রশেখর-সুত রামদেব, রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার ও রামনাথ চক্রবর্ত্তী ২১। রামনাথ-সুত লক্ষ্মীনারায়ণ সার্ব্বভৌম, যদু, রামকান্ত, মথুরানাথ, রামগোপাল ও রঘুরাম ২২। লক্ষ্মীনারায়ণ সুত বলরাম, কৃষ্ণরাম, জয়রাম, রামসন্তোষ ও রামদুলাল ২৩। রামসন্তোষ-সুত গোবিন্দচন্দ্র, ভৈরব ও মহেশ ২৪। গোবিন্দ সুত তারণচন্দ্র রাজ জামাতা, শ্যামাকান্ত, পূর্ণচন্দ্র ও কাশীপতি ২৫। তারণচন্দ্র সুত সীতানাথ রায় ২৬। সীতানাথ-সুত শ্রীনাথ রায় ২৭। শ্রীনাথ-সুত রায় যদুনাথ রায় বাহাদুর, কুমারনাথ রায়, কৃষ্ণনাথ রায় (সবজজ্) ও রায় দেবেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর ২৮। যদুনাথ সুত সত্যনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, শিবনাথ, নলিনীনাথ, M. A. প্রমথনাথ ও রায়সাহেব তারানাথ ২৯। সত্যনাথ কন্যা সরমা ৩০। শিবনাথ সুত আদিত্য, জয়নাথ (ডাক্তার), নরেন্দ্র M. A. B. L. ও যোগনাথ ৩০। আদিত্য সুত অমরনাথ ৩১। তারানাথ সুত কামিক্ষ্যানাথ ৩০।

কুমারনাথ-সুত প্রফুল্লনাথ, কেদারনাথ, নিশানাথ, শম্ভুনাথ, রামনাথ ও লোকনাথ ২৯। নিশানাথ-সুত দিবানাথ, কালীনাথ ও হরিনাথ ৩০। কালীনাথ সুত স্নেহঙ্কর ও কাশীনাথ ৩১। লোকনাথ সুত কৃপানাথ ৩০।

কৃষ্ণনাথ সুত জগন্নাথ ও গোপীনাথ ২৯। জগন্নাথ সুত অবনীনাথ ৩০। গোপীনাথ সুত রবীন্দ্রনাথ, সোমনাথ ও ধ্রুবনাথ ৩০।

দেবেন্দ্রনাথ-সুত সতীনাথ (Advocate High Court, Calcutta,) রায় মল্লিনাথ রায় বাহাদুর (অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্) ও ইন্দ্রনাথ (Treasurer of a Section Imperial Secretariat) ২৯।

সতীনাথ সুত অজিতনাথ M. A. ৩০। মল্লিনাথ সুত গগনাথ M. B. ও মানসনাথ ৩০। ইন্দ্রনাথ সুত অমিয়নাথ ৩০।

পূর্ণচন্দ্র (২৫) সুত গিরিশচন্দ্র ২৬। তৎসুত বিজয় ২৭। তৎসুত শ্রীশ সতীশ, কুমারীশ ও সৌরেশ ২৮। শ্রীশচন্দ্র সুত প্রভাস, ফণী, মোহিনী ও নলিনী ২৯। প্রভাস সুত সুরেশ, নরেশ ও শরৎ ৩০। ফণী সুত ইন্দু ও দুলাল ৩০। মোহিনী সুত জ্যোতিন্দ্র ৩০। নলিনী সুত ইন্দ্র ও দেবনারায়ণ ৩০।

কাশীপতি ২৫। তৎসুত নীলানাথ, দাননাথ ও হরিনাথ ২৬। নীলানাথ সুত মতি ও মহিম ২৭। দীননাথ-সুত মদন ও ক্ষেত্র ২৭। মদন সুত গিরীন্দ্র, শিবেন্দ্র ও হেমেন্দ্র ২৮। গিরীন্দ্র সুত চারু ও ইন্দু ২৯। শিবেন্দ্র সুত হরেন্দ্র ২৯। হেমেন্দ্র সুত নলিনী ২৯। ক্ষেত্র-সুত নগেন্দ্র, যামিনী ও দুর্গাদাস ২৮। নগেন্দ্র সুত কালী ২৯। দুর্গাদাস সুত নারায়ণ ২৯।

হরিনাথ ২৬। সুত রাজকুমার নবকুমার, ও শশিভূষণ ২৭। নবকুমার সুত বলাই ২৮। রাজকুমার-সুত চুনী ও নমু ২৮।

মহেশ (২৪)-সুত শিবচন্দ্র ২৫। তৎপুত্র বৈদ্যনাথ (সিমুলিয়া) ২৬ বৈদ্যনাথ-সুত রজনীকান্ত—প্রকাশ্য-নাম কাঙ্গালী (শিবনিবাস) ২৭। তৎপুত্র প্রভাসচন্দ্র ও ক্ষিতীশ ২৮।

কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট্ এবং ১২নং হলওয়েল লেন নিবাসী শ্রীসতীনাথ রায় প্রদত্ত।

এই বংশ শিষ্ট প্রকৃতি বলিয়া সর্ব্বত্র বিশেষ বিখ্যাত। সামাজিকতা সর্ব্বত্রে সকল সময়ে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া আসিতেছেন। কৃষ্ণনগরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র ভৈরবচন্দ্রের কন্যা কালী কুমারী দেবীর সহিত তারা চন্দ্র রায়ের বিবাহ হওয়ায় এই বংশের "রায়" উপাধী বংশানুক্রমিক চলিয়া আসিতেছে। ইহাদিগের চাঁদসড়কের বাস্তুবাটী সুবৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকা

প্রায় ৪ বিঘা জমির উপর অবস্থিত। ঐ বাটীর বিরাট পূজার দালান শতাধিক বর্ষের অনেক পূর্ব্বে নির্ম্মিত এবং সযত্নে রক্ষিত। ইঁহারা হিন্দুর সর্ব্ববিধ ক্রিয়াকাণ্ড দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি মহাসমারোহে সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন।

এই বংশের অনেকেই বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, সদাশয় ও পরোপকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ। নিম্নে এই বংশের কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখিত হইল।

৺যদুনাথ (রায় বাহাদুর)—অল্প বয়সে পিতৃহীন হইলেও তিনি লেখা-পড়ায় বিশেষ পটুতা দেখান এবং তৎকালে ইংরাজী শিক্ষায় জনৈক প্রথম ছাত্র ও Senior Scholar ছিলেন। জমিদারীতে তাঁহার পারদর্শিতা ও বিচক্ষণতা আদর্শ ছিল। নদীয়া রাজ সম্পত্তি সম্বন্ধে সর্ব্বদা তাঁহার পরামর্শ গৃহীত হইত। তাঁহার বয়স যখন প্রায় ৩০।৩২ বৎসর সেই সময়ে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয় তাহাতে তাঁহার নিপুণতা ও অসাধারণ ক্ষমতা ও উদারতার পরিচয়ে আকৃষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বাঙ্গালার একজন প্রথম "রায় বাহাদুর" উপাধিতে অলঙ্কৃত করেন। এবং তিনিই প্রথম Krishnagar Municipalityর Non-official Chairman হন। তিনি বাঙ্গলার একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। ন্যায় ও দর্শন শাস্ত্র পাঠ তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল।

৺কুমারনাথ—গবর্ণমেণ্টের ভাল চাকুরী পাইয়াও নিজেদের বৃহৎ জমিদারী পরিচালন জন্য তাহা ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। তিনি এত বলিষ্ঠ ছিলেন যে তাঁহাকে লোকে "বাঙ্গলার পাঠান" বলিত। তিনি ৮৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার স্বাস্থ্য অটুট ছিল।

৺কৃষ্ণনাথ—একজন সুবিখ্যাত সবজজ ছিলেন। এবং অবসর গ্রহনান্তে নানা প্রকার দেশ হিতকর কার্য্যে এবং ধর্ম্মালোচনায় দিন যাপন করিতেন।

৺দেবেন্দ্রনাথ (রায় বাহাদুর) একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার ছিলেন। শৈশব হইতে সাহস ও দরিদ্রসেবার পরিচয় দেন এবং জীবনের উচ্চ আদর্শ স্বার্থত্যাগ, সত্যপ্রিয়তা, পরোপকারিতা ও স্বাধীনচেতার বিশেষ উদাহরণ স্থল ছিলেন। তিনি রোগ ক্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে অশেষ যত্ন ও স্নেহ করিতেন এবং অপ্রকাশিত ভাবে নানা প্রকার দেশ হিতকর, সমাজ-সংস্কার, স্বাস্থ্যোন্নতি ও শিক্ষা বিস্তার কল্পে সর্ব্বদা অনুপ্রাণীত ছিলেন। তিনি অপরিমিত অর্থ উপার্জ্জন করিলেও তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র অকর্ষণ ছিল না। পরহিতার্থে সেই অর্থ ব্যয় করিবার জন্য বাক্সের চাবি সর্ব্বদাই উন্মুক্ত রাখিতেন। তিনি অতি অল্প বয়সে Calcutta Universityর member এবং পরে Dean of the Faculty of Medicine হইয়াছিলেন।

নলিনীনাথ—মহারাজা জয়পুর কলেজের Vice-Principal ছিলেন।

তারানাথ—বেঙ্গল Agricultural Departmentএ Deputy Director হইয়াছিলেন।

সতীনাথ—মহামান্য হাইকোর্টের Advocate এবং আলিপুর জজ আদালতের বিখ্যাত উকীল। ইঁনি কলিকাতা সহরে বিশেষ পরিচিত এবং বিবিধ জন হিতকর কার্য্যে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া অনেক অনুষ্ঠানকে অক্লান্ত পরিশ্রমে ও নিজ পটুতায় অতি উন্নত অবস্থায় আনয়ন করিয়াছেন। কলিকাতা সার্কুলার রোড-স্থিত মেডিকেল স্কুল ও হাঁসপাতাল তাহার একটি উদাহরণ। ইঁনি কলিকাতা বহুবাজার নিবাসী শ্রোত্রিয় প্রসিদ্ধ ৺বিশ্বনাথ মতিলাল মহাশয়ের পৌত্র ৺শরচ্চন্দ্র মতিলাল মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতি কালীকুমারী দেবীকে বিবাহ করেন।

মল্লীনাথ—অবসরপ্রাপ্ত যশস্বী Deputy Magistrate ও বর্ত্তমানে Cal. Improvement Trustএর স্তম্ভ স্বরূপ। ইঁহার বিচার কার্য্যে পারদর্শিতা লক্ষ্য করিয়া সরকার বাহাদুর ইঁহাকে দীর্ঘ ৩০ বৎসরকাল আলিপুর ও কলিকাতাতেই রাখিয়াছিলেন; যাহা এতাবৎকালাবধি অপর কোন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের ভাগ্যে হয় নাই।

ইঁহাকে অতি অল্প বয়সে "রায় সাহেব" ও "রায় বাহাদুর" উপাধিতে সরকার বাহাদুর ভূষিত করিয়াছিলেন এবং ইঁনি ভারত সম্রাটের Silver Jubilee Medalও পাইয়াছিলেন।

ইঁনি কোঁচবিহার নিবাসী শুদ্ধ শ্রোত্রিয় ও সুপরিচিত রায় সতীশচন্দ্র মুস্তফী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুভাষিণী দেবীকে বিবাহ করেন।

৺ইন্দ্রনাথ—ভারত গভর্ণমেণ্টে একটী Sectionএ Treasurer নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি যৌবন অবস্থায় পরদুঃখ মোচনে অকাতরে নিজ উপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া তাঁহার মহৎ হৃদয়ের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি নদীয়া জেলার কুড়লগাছির বিখ্যাত ভবানন্দ মজুমদার মহাশয়ের বংশের সারদা প্রসাদ রায় মহাশয়ের কন্যা নির্ম্মলা দেবীকে বিবাহ করেন।

ইন্দ্রনাথ সুত অমিয়নাথ Treasurer, Nadia Collectorate.

চট্ট সনো বঙ্গভূষণ (১১)-বংশ। ৩পৃঃ

মনো-সুত জীয়, বুঢ়, গোবিন্দ, গদ, বনমালী, দুর্য্যোধন এবং সুযোধন ১২। বুঢ়-সুত মহেশ্বর, শঙ্কর,বনমালী, সুরেশ্বর ও বলভদ্র ১৩। মহেশ্বর সুত কাক ১৪। শঙ্কর সুত গোপল ১৪। গোপাল সুত বনমালী ১৫। বনমালী সুত সুরেশ্বর ১৬। সুরেশ্বর সুত গদ এবং বৃহস্পতি ১৭।

বৃহস্পতি সুত বিষ্ণু ১৮। বিষ্ণু সুত হরিদাস ১৯। হরি সুত কৃষ্ণদাস এবং দামোদর ২০। দামোদর সুত গোপী ২১। কৃষ্ণদাস সুত রামকান্ত ও রতিকান্ত ২১।

চট্ট মনো-সুত গোবিন্দ (১২)-বংশ। ৫৭পৃঃ

গোবিন্দ সুত মুরারি, মধু এবং বিষ্ণু ১৩। মধু সুত তেকড়ী ১৪। তেকড়ী সুত অনন্ত (প্রমোদনী মেলের প্রকৃতি), রাম ও রাঘব পর্য্যায়। ১৫। এই রাঘব হইতে চট্ট-রাঘবী মেল হয়। রাম সুত রতন, দামোদর ও মীনকেতন ১৬।

চট্ট-রাঘবী মেল। ৫৮পৃঃ

রাঘব (১৫) সুত কৃত্তিবাস, প্রমোদন, জনমেজয়, হিরণ্য, রঘু এবং যদুনাথ ১৬।

মনো-প্রমুখ দুর্য্যোধন (১২)-বংশ। ৫৭পৃঃ

দুর্য্যোধন সুত শ্রীকণ্ঠ, চাঁদ, শ্রীমান্, নিশো, কানাই এবং শূল ১৩। চাঁদ সুত গোপী, তপন ও ভাস্কর ১৪। তপন সুত শ্রীগর্ভাচার্য্য, রামভদ্র, হরিদাস, কমলাকান্ত, কৃষ্ণাই এবং গঙ্গাদাস ১৫। শ্রীগর্ভ সুত বাণীনাথ কবিরত্ন, হৃদয় এবং গোবিন্দ ১৬। বাণী সুত পুরুষোত্তম এবং বল্লভ ১৭। বল্লভ সুত ভবানীদাস ১৮। তৎপুত্র রামনাথ ঘটক, রামকৃষ্ণ, রামভদ্র, কানু এবং রাধাবল্লভ ১৯। রামনাথ সুত হরি, মধুসূদন, পঞ্চানন এবং সন্তোষ ঘটকরাজ ২০।

পঞ্চানন সুত জানকীরাম চূড়ামণি, নৃসিংহ কবিন্দ্র এবং রামরাম ঘটকেন্দ্র ২১। কানু সুত ব্রজকিশোর প্রভৃতি ২০। ব্রজ সুত হৃদয় বিদ্যাভূষণ ২১

তৎ পুত্র দেবীদাস, পার্ব্বতীদাস (কেশর-বিবাহী, মেল বালী), দুর্গাদাস সুত জগন্নাথ, রূপনারায়ণ ও লক্ষ্মীনারায়ণ ২৩। বিষ্ণুদাস সুত রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, রঘুনাথ এবং গঙ্গাধর ২৩। রামচন্দ্র সুত মহেশ্বর ২৪।

চট্ট মনো-বংশে তপন (১৪) সুত হরিদাস (১৫) বংশ। ৫৮পৃঃ
(জিরাটের গোস্বামী)

মাধব ১৭। ইনি গঙ্গার স্বামী বলিয়া এই মাধব বংশীয় সন্ততিগণ গঙ্গা-সন্তান গোস্বামীরূপে পরিচয় দেন। তাঁহারা নিত্যানন্দ পরিবাররূপেও পরিচিত। মাধবের পুত্র গোপালবল্লভ গোস্বামী ১৮। এই বংশ জিরাটের গোস্বামী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

গোপাল সুত রামকানাই গোস্বামী ১৯। তৎসুত শ্রীরাম ও জয়রাম ২০। শ্রীরাম সুত রাজারাম ২১। তৎসুত শ্যামসুন্দর, আনন্দীরাম, রামকৃষ্ণ, গৌরগোপাল এবং যশোদানন্দন ২২। শ্যাম সুত নিত্যানন্দ, জগন্মোহন এবং রামহরি ২৩। নিত্যানন্দ সুত উদয়চাঁদ, কৃষ্ণমোহন এবং গৌরমোহন ২৪। উদয় সুত বদনচাঁদ ২৫। কৃষ্ণমোহন সুত গোলকচন্দ্র এবং বীরচন্দ্র ২৫। আনন্দীরাম সুত সুবলচন্দ্র ২৩। তৎসুত উৎসব ২৪।

রামকৃষ্ণ সুত কৃষ্ণানন্দ ও প্রাণনাথ ২৩। কৃষ্ণানন্দ সুত অচ্যুতানন্দন এবং রোহিণীনন্দন ২৪। অচ্যুত সুত জগদানন্দ পণ্ডিত এবং রসিকানন্দ ২৫। রোহিণী সুত শ্যামানন্দ ২৫।

চট্ট বহুরূপ (৮) বংশে শ্রীকর চট্টোপাধ্যায় (১১) খনিয়ার চাটুতি
(অরবিন্দ বংশের শ্রীকরের পর্য্যায় সংখ্যা ১৪)। ৩ পৃঃ।

বহুরূপ সুত গোবিন্দ, বাসুদেব প্রভৃতি আট সহোদর ৯ (২৮ পৃষ্ঠা দেখ)

গোবিন্দ সুত চক্রপাণি (চাকু) পর্য্যায় ১০। চাকু সুত শ্রীকর, গুণাকর, পুরো এবং বিশ্বম্ভর ১১।

শ্রীকর সুত উমাপতি, নিশাপতি এবং সুদর্শন ১২। উমা সুত কাম, ভাব এবং সোম ১৩। কাম সুত শতানন্দ, অরবিন্দ, বৃহস্পতি, বনমালী, প্রিয়ঙ্কর, গোবর্দ্ধন ও বাসুদেব ১৪। বৃহস্পতি সুত নরেন্দ্র মিশ্র, জয়পতি, প্রজাপতি এবং শ্রীপতি ১৫।

নিশাপতি সুত পাঁচু, রত্নেশ্বর, তীর্থকীর্ত্তি (তিথো) এবং বৎস ১৩। সুদর্শন সুত নিকর্ত্তন, বিকর্ত্তন, শিব এবং বামন ১৩। বিকর্ত্তন সুত বশিষ্ঠ প্রভৃতি অনেক ১৪। বশিষ্ঠ সুত ছৈ (ছৈয়িক), শতানন্দ এবং গোবিন্দ ১৫।

"ছয়িকস্য কন্যা বংশজেন পুষ্টা এবঞ্চ বিবাহিতা, তেন ছয়ী মেলঃ প্রসিদ্ধঃ।"

চট্ট গুণাকর প্রমুখ কৃষ্ণ (১১) (পাটুলিয়া) বংশ। ৪৭পৃ

গুণাকর সুত অর্ক এবং চাঁদ ১২। অর্ক সুত কৃষ্ণ, বলভদ্র ও শিবনারায়ণ ১৩। এই কৃষ্ণ হইতে পাটুলির চাটুতি প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণ সুত হরি, লোকনাথ পান্থ, কেশব, শঙ্কর, সিধ (সিদ্ধেশ্বর) এবং কুবের ১৪। হরি সুত কানাই মিশ্র, ধনপতি, বিশ্বম্ভর, বৎস ও বাণেশ্বর ১৫।

চট্ট বলভদ্র (দেহাটা মেল)। ৬০পৃঃ

দেহাটা গ্রাম নদীয়া জিলার জীবননগর থানার অন্তর্গত আঁড়িয়া-গোলোর নিকট। বলভদ্র সুত মহাদেব, ভগীরথ, বাসু, ঈশ্বর, বাণী এবং মাধব ১৪। মহাদেব সুত মিত (মৃত্যুঞ্জয়) ১৫। বাণী সুত দানবপতি, শ্রীপতি ও জটাধর ১৫। দানবপতি সুত বৎস ও বসন্ত প্রভৃতি ১৬। ইঁহারা বালী মেলে গত।

খালকুলিয়া মেল, শিবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (১৩)। ৪৭পৃঃ

শিবনারায়ণ (১৩)-সুত গণপতি, মহীপতি, দিবাকর, মার্কণ্ডেয়, পরাশর ও কুন্দ ১৪।

চট্ট নান্দো পূরো বংশ। ২পৃঃ

স্যার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, I. C. S.

পূরো নাঁদোরচাটুতি বলিয়া খ্যাত। এই বংশ গবর্ণমেণ্টের নিকট অতি সম্মানিত ছিলেন। শান্তিপুরের চাটুর্য্যেরা ব্ল্যাকিয়ার সাহেবকে প্রতিপালন করিয়াই বিশেষ মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন। এই বংশের হেম বাবুর পুত্র অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিলাতের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা ২০০ নম্বর বেশী পাইয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

পূরো সুত দ্যো, মধু, অনন্ত, গঙ্গাধর, গোপাল, জগন্নাথ, সাঁচো এবং গাঙ্গ ১৫। দ্যো সুত বৎস, নিবাস, বক্রবাহন, ত্রিপুরনাশ, বামন (কুলাভাব), গোবিন্দ, ধন, ও অরবিন্দ ১৬। বৎস সুত মাধব ও হরি ১৭। মাধব সুত গোবর্দ্ধনাচার্য্য ১৮। গোবর্দ্ধন সুত পুন্দরাচার্য্য, জয়াচার্য্য, কৃষ্ণাই ও সুরাই ১৯। নিবাস সুত বাসু, অচ্যুত এবং গোবর্দ্ধন ১৭। মধু সুত শিধ, নিম ও কৃত্তিবাস ১৬।

চট্ট বেতড়া বিশ্বম্ভর, পর্য্যায় ১১। চট্ট গ্রাহী প্রকরণ দেখ। "গাহী প্রকরণমথ বক্ষ্যে স্পর্শপ্রস্তরকোপমম।" সারাবলী।

চট্ট শোভাকর বংশ (নিষ্কুল)।

অচ্যুত ২৮পৃঃ (১১) সুত উদয়ন, সদন, কানু, শ্রীপতি, নীল, হল, বিভো, কর্ম্ম ও ধর্ম্ম ১২। সদন সুত শোভাকর ১৩।

এই বংশ গুপ্তিপাড়া, ব্রহ্মশাসন, হরিপুর ও জয়াদিয়া প্রভৃতি ব্রাহ্ম প্রধান স্থানে বিরাজিত। অনেকেই বিদ্বান্। যাহারা বিশেষ প্রতিভাশালী নহেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ঘটকতা দেখা যায়।

শ্রীপতি সুত শাটো এবং ভাগু ১৩। শাটো সুত দাশো ১৪। নী সুত কেশব, উৎসাহ, মুরারী, মহাদেব, বনমালী এবং হরি ১৩। বনমালী সুত পূরাই, কৃত্তিবাস, মহী, সুরাই এবং মধু ১৪। পূরাই সুত গোবিন্দ এবং দানপতি ১৫। দানপতি সুত ত্রিবিক্রম এবং গঙ্গাধর ১৬। ত্রিবিক্র সুত পরমানন্দ মিশ্র ১৭। মহী সুত পরমেশ্বর ১৫। তৎপুত্র যুধিষ্ঠির ১৬ তৎসুত জ্ঞান ১৭। জ্ঞান সুত বল্লভ ১৮। হরি সুত চণ্ডিদাস ও বিশ্বনা ১৪। চণ্ডী সুত ভৈরব ১৫ (চাঁদাই মেল)।

চট্ট অবসথী ছড়কী (১১) বংশ। ২৮পৃঃ

ছড়কী সুত রাম, সহস্রাক্ষ, দনাই, মনাই ও মধু ১২। রাম সুত গোপীনাথ চাঁদ ও চণ্ডীদাস ১৩। সহস্রাক্ষ সুত শ্রীরাম, কালিদাস ও মহেশ্বর ১৩ শ্রীরাম সুত বল্লভ ও সুসেন ঘটক ১৪। সুসেন সুত রঘু ও রামনাথ ১৫।

মধু সুত নারায়ণ, বাসুদেব, শ্রীনিবাস, জগন্নাথ, পুরুষোত্তম, শ্রীধর শ্রীনিধি ১৩। শ্রীনিবাস সুত হরি ১৪। হরি সুত গোপীকান্ত ও সুরান ১৫। গোপী সুত মথুরানাথ ১৬। তৎসুত শিবরাম, রঘুরাম ও পরশুর ১৭। শিব কন্যা খিলপাড়ার মুখুটী বংশে বিবাহ (অর্বাচীন সম্প্রদায়) কুলহানি শিব সুত জগন্নাথ ও সনাতন ১৮। জগন্নাথ সুত যাদব, রাম ও মুরারি ১৯ সনাতন সুত কুমুদ, বিশ্বনাথ, গৌরীনাথ ও গুণাই ১৯। বিশ্বনাথ সু চণ্ডিদাস, শ্রীনিবাস, হরি ও রামজীবন ২০। গৌরীনাথ সত ভবানী পরশুরাম প্রভৃতি ২০। গুণাই সুত যাদবরাম ২০। মুরারী সুত রতিক পরশুরাম ও গঙ্গারাম ২০।

চট্ট অবসথী শ্রীনিধি (১৩)-বংশ। ৬২ পৃঃ

শ্রীনিধি-সুত রামভদ্র, কমলাকান্ত এবং রামকৃষ্ণ ১৪। কমলাকান্ত-সুত শ্রীহর্ষ, শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীরাম ১৫। গোপীরাম-সুত রাঘবেন্দ্র ও মথুরেশ প্রভৃতি ১৬। রাঘব-সুত বংশীবদন, দুর্গাদাস ও গঙ্গাদাস ১৭। বংশীবদনের মেল মাধাই। মাধব-বংশে বাঙ্গালপাশ, রামফুলিয়া-বংশে মুং মাধবনামা মাধায়ি কস্য পাল্টী বংশ।

খড়দহ মেল।

অবসথী দোকড়া প্রমুখ মধু চট্ট (১৬)-বংশের একদেশ।

দোকড়ী (২৮ পৃঃ) ১১ সুত গোবৰ্দ্ধন, পান্থ, শিরো, জয়পতি শূলপাণি, ঈশ্বর, লখ, পুর, গণ ও ধন ১২। গোবৰ্দ্ধন সুত তপন ১৩। তৎসুত কানাই, শ্রীকণ্ঠ ও সত্যবান ১৪। সত্যবান সুত লয়াই (লবাই) ও শুভাই ১৫। শুভাই সুত জয় ও মধু ১৬।

মধু চট্টোপাধ্যায় খড়দহ মেল প্রাপ্ত। মধু-সুত অনন্ত, নরহরি, জগদীশ, বিশ্বনাথ ও রঘুনাথ ১৭। অনন্ত-সুত কাশী, দেবী, বল্লভ ও কানাই ১৮। দেবী-সুত হরিরাম ও শিবরাম ১৯। হরিরাম-সুত রাজেন্দ্র, রমণ, পরশুরাম, শ্রীরাম, মণিরাম, রাজারাম, রামকৃষ্ণ ও নারায়ণ ২০। পরশুরাম-সুত রাঘব, দুর্গাচরণ, বিশ্বেশ্বর, নন্দরাম ও গণেশ ২১।

গণেশ-সুত কিঙ্কর ২২। ইনি বৰ্দ্ধমান জিলার কালনার অন্তর্গত কাঁকুড়ে সহজপুর গ্রামে রামনিধি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা-বিবাহে ভঙ্গ। কিঙ্কর-সুত বেচারাম, গঙ্গাধর, গদাধর, রামনারায়ণ, কালীপ্রসাদ, গৌরমোহন, রামদুলাল, রামমোহন, রামকৃষ্ণ, নারায়ণ, নসীরাম, লক্ষ্মণ, জগন্মোহন, গুরুপ্রসাদ, নকড়ী, শিবচন্দ্র, গোকুল ও রামজয় পর্য্যায় ২৩। ইঁহারা স্বকৃতভঙ্গের পুত্র (দুই পুরুষে)। গঙ্গাধর-সুত কালিদাস বা কালীকান্ত, উমাকান্ত ও কমলাকান্ত ২৪ (তিন পুরুষে)। কমলাকান্ত-সুত রাখালদাস চট্টোপাধ্যায় ২৪ (চারি

পুরুষে)। ইহাঁর নিবাস সহজগ্রাম বা সহজপুর গ্রাম। রাখাল-সুত যোগেশ, জীবানন্দ ও সচ্চিদানন্দ ২৬ (পাঁচ পুরুষে)। কিঙ্করের বংশাবলী বর্দ্ধমান জিলার নানাস্থানে বিস্তৃত।

অবসথী চট্ট দোকড়ী সুত লখ বা লখাই (১২)-বংশের একদেশ। ৬৩পৃঃ

লখাই সুত নিধাই ও পশাই ১৩। নিধাই-সুত বিদ্যাধর পাঠক, পীতাম্বর ও বরাহক ১৪। বিদ্যাধর পাঠক-সুত তিলুই পাঠক, পরমানন্দ, জগাই দেবকীনন্দন, নরহরি, হৃদয় ও বিষ্ণু ১৫। নরহরি-সুত রাজীব ও গোপী ১৬ গোপী-সুত রূপনারায়ণ, কেশব, গোবিন্দ ও মদন ১৭। রূপ-সুত রামচরণ দৈবকী, জগন্নাথ ও মাধব ১৮। জগন্নাথ-সুত পুরন্দর ও রামহৃদয় ১৯ পুরন্দর-সুত জানকী ২০। তৎপুত্র বাণীরাম, দুর্লভ ও শিবানন্দ ২১। বাণী সুত করুণাময় ২২। সুত রাজারাম ও শ্যামদাস ২৩। রাজারাম-সুত ভগবতী ও হরিশ ২৪। ভগবতী-সুত জগদানন্দ বাচস্পতি ২৫। সুত বিনোদরাম ন্যায়বাগীশ ২৬। সুত বিশ্বনাথ বিদ্যাবাগীশ ও রামরাম ন্যায়ালঙ্কার ২৭। বিশ্বনাথ-সুত কৃষ্ণরাম তর্কালঙ্কার ২৮। কৃষ্ণরাম-সুত নৃসিংহদাস বাচস্পতি ২৯। সুত রাধানাথ তর্কভূষণ ৩০। সুত চণ্ডীচরণ, বীরেশ্বর হরিচরণ ও কালীচরণ ৩১। হরি-সুত মধুসূদন ৩২। ইহাঁরা নবদ্বীপবাসী।

অবসথী গঙ্গানন্দ চট্ট প্রমুখ রাজারাম (২০) বংশ।

(অন্য পুঁথি মতে)

দক্ষ হইতে অধস্তন ১৮ পুরুষ * অবসথী গঙ্গানন্দ চট্ট। সুত গোপীশ্বর রামকৃষ্ণ, জনার্দ্দন, বিশ্বেশ্বর, রামচন্দ্র, কৃষ্ণবল্লভ ১৯। বিশ্বেশ্বর ১৯ সুত রামনাথ, রামদেব, রাজারাম, রামগোপাল, রমাবল্লভ, কৃষ্ণকিঙ্কর ২০ রাজারাম ২০ সুত কাশীশ্বর, কামদেব, জগদীশ, রামবল্লভ (ন্যায়বাগীশ

প্রাণবল্লভ বাচস্পতি, মহেশ্বর, জয়দেব, রামভদ্র (সার্ব্বভৌম) ও নরেন্দ্র ২১। প্রাণবল্লভ বাচস্পতি ২১ সুত রামমোহন ২২। সুত লক্ষ্মীনাথ ২৩। সুত গোবিন্দ ও আত্মনাথ ২৪। সুত অবিনাশ ২৫। গোবিন্দ ২৪ সুত পঞ্চানন ২৫। পঞ্চানন সুত দুর্গাদাস ২৬।

রামবল্লভ (ন্যায়বাগীশ) ২১ সুত রঘুনাথ, হরিচরণ, নরনারায়ণ ২২। সুত লক্ষ্মণ, প্রাণকৃষ্ণ, চন্দ্রশেখর, কালিশঙ্কর, গৌরীশঙ্কর, রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, কালাচাঁদ ও তারিণীশঙ্কর ২৩। লক্ষ্মণ ২৩ সুত বনমালি, রামধন, কানাই ২৪। বনমালি ২৪ সুত শ্রীকান্ত ২৫। সুত অন্নদা, রমণ, শশী ২৬। কানাই ২৪ সুত চন্দ্র, অক্ষয় (সালিন্দা বার্সা) ২৫। চন্দ্র ২৫ সুত যাদব ২৬। অক্ষয় ২৫ সুত নারায়ণ ২৬।

কালিশঙ্কর ২৩ সুত রামমোহন, কৃষ্ণদেব, মনোহর ২৪। সুত নবীন, কাশী, কেদার, হরি, শশী (উলাবাসী) ২৫। সুত ফণিভূষণ, অহিভূষণ ২৬। ফণি ২৬ সুত ভোলানাথ, ন্টবিহারী, মাণিক, উপেন ও হৃষিকেশ ২৭। অহিভূষণ ২৬ সুত হিমাংশু ২৭।

রামমোহন ২৪ (উলাবাসী) সুত ঈশ্বর, অমর, হারাণ, রাধানাথ, রামপ্রাণ ২৫। ঈশ্বর ২৫ সুত বাণী, পার্ব্বতী, কান্তি ২৬। পার্ব্বতী ২৬ সুত ভৈরব, শিব, শঙ্কর ও গোবিন্দ ২৭। কান্তি ২৬ সুত কালাচাঁদ ২৭। অমর ২৫ সুত রামলাল ২৬। সুত অক্ষয় ২৭। হারাণ ২৫ সুত বৈদ্যনাথ ২৬। রাধানাথ ২৫ সুত প্রিয়নাথ ২৬। সুত কালী ২৭। সুত হরিকুমার ও কৃষ্ণকুমার ২৮।

রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার ২৩ সুত রাধামোহন ও রামজয় ২৪। রাধামোহন ২৪ সুত রামরত্ন, শ্রীচরণ, গুরুচরণ, শ্যামাচরণ ২৫। রামরত্ন ২৫ সুত কালিদাস (ধর্ম্মদহ) ২৬। সুত বিভূতিভূষণ, মন্মথ নাথ ও হৃষিকেশ ২৭।

শ্যামাচরণ ২৫ সুত কৃষ্ণগোবিন্দ (হাতিবাগান) ২৬। সুত কার্ত্তিক, গণপতি, পশুপতি ২৭। কার্ত্তিক সুত পাঁচকড়ি ও সাতকড়ি ২৮।

রামজয় ২৪ সুত ভগবতী ২৫। সুত রামেশ্বর ২৬। সুত কালীপদ ও হারাণ ২৭। সুত হৃষিকেশ, বরদা, বিভূতি ও বিধু ২৮।

কালাচাঁদ ২৩ সুত তারিণীচরণ (হরিপাল) ২৪। সুত করালি ও শ্যামাচরণ ২৫। করালি ২৫ সুত ব্রজ ২৬। শ্যামাচরণ ২৫ সুত ব্রজ ২৬। শ্যামাচরণ ২৫ সুত সূর্য্যকুমার, পঞ্চানন, শরত, প্রভাস ও গোকুল ২৬।

তারিণীশঙ্কর ২৩। সুত শিব ২৪। সুত গোপাল ও যদু ২৫। গোপাল সুত গোবর্দ্ধন ২৬। সুত সতীশ ২৭। যদু ২৫ সুত হরিদাস, বিজয়, দেবেন্দ্র ও মহেন্দ্র ২৬। দেবেন্দ্র ২৬ পুত্র নকুল ২৭ (বৈদ্যবাটী)।

রামভদ্র সার্ব্বভৌম ২১ সুত রামকান্ত, বিষ্ণুরাম ও নারায়ণ ২২। সুত মদন, রামসুন্দর ২৩। সুত শিব শিব তর্কবাগীশ (উলা) ২৪। সুত নৃসিংহ সারদা, বনমালী, তারিণী, সীতানাথ ২৫। বনমালী ২৫ সুত হারাণ ২৬। সুত কিরণচন্দ্র ও পুরঞ্জয় ২৭।

অবসথী গঙ্গানন্দ চট্টোর পুত্র—রামকৃষ্ণ সুত নন্দকিশোরের ধারা।

রামকৃষ্ণ ১৯ সুত নন্দকিশোর, বাসুদেব, শিবরাম, নীলকণ্ঠ, নন্দলাল, বামদেব, মধু, গোপীশ্বর ও মদন ২০। (নন্দলাল, বাসুদেব ও শিবরাম ভঙ্গ), (নীলকণ্ঠ কেশরভাবাপন্ন, ইঁহার বংশ গোটপাড়ায়)। নন্দকিশোর ২০ সুত হরিরাম ২১। সুত রাজেন্দ্র, যাদবেন্দ্র, গোকুল, মথুরানাথ, বৃন্দাবনচন্দ্র ও রামশঙ্কর ২২। রামশঙ্কর ২২ সুত গোপীকান্ত ২৩। সুত হরসুন্দর, ঈশান, শ্রীরাম ২৪। মথুরানাথ ২২ সুত রামধন ও রামমোহন ২৩। রামধন ২৩ সুত বিষ্ণুপ্রসাদ ও পঞ্চানন ২৪। রামমোহন ২৩ সুত গৌরী, গঙ্গা, হর,

গুরুচরণ, দুর্গাদাস ও কৃষ্ণদাস ২৪। শ্রীরাম ২৪ সুত কালীনাথ ২৫। (বর্দ্ধমান জেলা, পাটুলি গ্রামবাসী) সুত দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জিতেন্দ্রনাথ ২৬।

(ধর্ম্মদহ নিবাসী শ্রীমন্মথনাথ চট্টো প্রদত্ত। ১৩১৮ সাল।)

অবসথী মধু চট্ট প্রমুখ হরিরাম (১৯) বংশ।

রামনন্দ স্বামী

হরিরাম সুত রাজেন্দ্র, রামেশ্বর, শ্রীরাম প্রভৃতি ২০। রাজেন্দ্রের ধারায় জয়রাম, রামকৃষ্ণ, রাজারাম, রুদ্রদেব, রত্নেশ্বর ও পুরুষোত্তম ২১। রুদ্রদেব সুত চন্দ্রশেখর, রামচন্দ্র, মধুসূদন, রামজীবন, যাদবেন্দ্র ও অনন্তরাম ২২। মধু সুত রঘুরাম বিদ্যাবাগীশ ও রামকিশোর ২৩। রঘুরাম সুত মনোহর শিবনারায়ণ তর্কবাগীশ, কালীশঙ্কর, দেবনারায়ণ, নন্দকিশোর, বলরাম ও রামহরি ২৪। শিব সুত তিলকচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও নিমানন্দ ২৫। তিলক সুত ভোলানাথ ও বৈদ্যনাথ ২৬। ভোলানাথ সুত মহেন্দ্রনাথ ও কন্যা মনোরমা দেবী ২৭। মহেন্দ্রনাথ সুত শ্যামাপদ ও কালীপদ এবং কন্যা সর্ব্বমঙ্গলা দেবী ২৮।

মনোহরের (২৪) ধারায় সুত গোকুলচন্দ্র, জনার্দ্দন, নীলাম্বর, রাধাকান্ত ও গোবিন্দ ২৫। নীলাম্বর সুত কৃষ্ণকান্ত ও যাদবচন্দ্র ২৬। কৃষ্ণকান্ত সুত তারাপ্রসন্ন ২৭। সুত প্রমথনাথ ও মন্মথনাথ ২৮। যাদব সুত রামলাল ২৭।

কালীশঙ্কর ২৪। সুত প্রাণকৃষ্ণ, ভগীরথ, ধর্ম্মদাস ও গগনচন্দ্র ২৫। ইনি মাতামহাশ্রয় শ্রীপুরে বাস করেন। প্রাণকৃষ্ণ সুত শম্ভুচন্দ্র ও গঙ্গাকান্ত ২৬। শম্ভু সুত শশিভূষণ, চন্দ্রভূষণ ও কেশবচন্দ্র ২৭। কেশব সুত গণেশ-চন্দ্র ২৮।

ভগীরথ (২৫) সুত আনন্দচন্দ্র, রামধন, অক্ষয়কুমার ও উত্তমচন্দ্র ২৬। আনন্দ সুত যদুনাথ এবং কেদারনাথ ২৭। যদু সুত হরিপ্রসাদ, হরপ্রসাদ,

রাখালদাস, আশুতোষ, লালবিহারী, বিনোদবিহারী ও ক্ষীরোদবিহারী ২৮। অক্ষয় সুত অবিনাশচন্দ্র ২৭। ধর্ম্মদাস ২৫। সুত পার্ব্বতীনাথ ২৬। সুত দুর্গাপতি, রামগোপাল ও শ্রীগোপাল ২৮।

নন্দকিশোর, বলরাম ও রামহরি পর্য্যায় ২৪। রামনগর গ্রামবাসী। নন্দ সুত রাজচন্দ্র ও মহেশচন্দ্র ২৫। রাজচন্দ্র সুত রামেশ্বর ও বিশ্বেশ্বর ২৬। রামেশ্বর সুত গিরিশচন্দ্র, ভগবতীচরণ ও বিপ্রদাস ২৭। রামেশ্বর ৺কাশী-ধামে দণ্ডগ্রহণপূর্ব্বক **রামানন্দ স্বামী** নামে বিশেষ খ্যাত হইয়া তথায় স্বর্গগমন করেন।

রামকিশোরের (২৩) ধারায় সুত রামকুমার ২৪। সুত জগন্মোহন ও রামচাঁদ ২৫। জগন্মোহন সুত দুর্গাদাস ও শীতলচন্দ্র ২৬। রামচাঁদ সুত কালীনাথ, দীননাথ, দ্বারকানাথ ও যদুনাথ ২৬। দ্বারকানাথ সুত মাখনলাল ও সতীশচন্দ্র ২৭। যদুনাথের একমাত্র কন্যা। হরিরাম বংশের যে সকল ব্যক্তি অনপত্য মৃত, তাঁহাদিগের নাম পরিত্যক্ত হইল।

এই তালিকা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সাং বাগ-আঁচড়া, জেলা যশোহর, প্রদত্ত।

চট্ট চৈতল শ্রীনিবাস (১৯)-বংশ। ২পৃঃ

হুগ্‌লী নর্ম্ম্যাল্ স্কুলের হেডমাষ্টার ৺রামচন্দ্র বিদ্যাবাচস্পতি।

উদয়কুলবর সুত হরিদাস, শঙ্কর, নারায়ণ, শ্রীনিবাস ও কৃষ্ণদাস ১৯ শ্রীনিবাস ইনি মহেশ, মাধব ও চন্দ্রশেখরাদির পিতৃব্য; সুতরাং কৃষ্ণদাসের ভ্রাতা। শ্রীনিবাস-সুত শ্রীরাম ও মদনগোপাল ২০। শ্রীরাম-সুত রতিকান্ত, রাঘব এবং মধু ২১। রতি-সুত কৃষ্ণদেব ও রামভদ্র ২২। কৃষ্ণদেব সুত রুদ্র এবং অযোধ্যারাম ২৩। রুদ্র-সুত রামনিধি, হৃদয়রাম, রামানন্দ ও সহস্ররাম (এ

।রিজনই ভঙ্গ), মুকুন্দ ও কৃপারাম (নিকষ), পর্য্যায় ২৪। রামনিধি-সুত ‌বানীচরণ, দর্পনারায়ণ, শিশুরাম ও রামমোহন ২৫।

রামভদ্র (২২)-সুত রামচন্দ্র এবং হটু ২৩। মদনগোপাল (২০)-সুত ‌ারায়ণ ও রঘু ২১। তৎসুত গোবিন্দ ২২। তৎসুত জানকীরাম ২৩। ‌ৎসুত ধর্ম্মদাস প্রভৃতি ২৪।

রামানন্দ (২৪)-সুত দুর্গারাম, রামগোবিন্দ, রামহরি, হরেকৃষ্ণ, রামজয়, ‌।ধাকান্ত ও বিজয়রাম ২৫। বিজয়রাম-সুত উমানাথ ও পঞ্চানন ২৬। ‌মানাথ-সুত প্রসন্ন, নবগোপাল ও রামগোপাল ২৭। প্রসন্ন-সুত রামচন্দ্র ‌৮। রামচন্দ্র কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্র; উপাধি বিদ্যা-‌াচস্পতি। ইনি হুগলী নর্ম্ম্যাল্ স্কুলের প্রধান শিক্ষকতা হইতেই পেন্সন ‌্রহণ করিয়া নিজ জন্মভূমি উকীলনাড়া গ্রামে শেষ জীবন অতিবাহিত ‌রেন। ঐ স্থান চক্রদ্বীপের অতি সন্নিকৃষ্ট। রামচন্দ্র-সুত গোপীবল্লভ, ‌জবল্লভ ও নদীয়াবিনোদ ২৯। নবগোপাল-সুত যোগীন্দ্র ২৮। পঞ্চানন-‌ুত শশিভূষণ ২৭।

মধু (২১)-সুত ষষ্ঠীদাস ও গঙ্গাধর প্রভৃতি ২২। ইনি ভঙ্গ। পুরন্দর (২২)-‌ুত জানকীনাথ, অনন্ত, ভুবন এবং মঙ্গল ২৩। জানকীনাথ-সুত নীলকণ্ঠ ২৪। ‌ৎসুত শ্যামদাস, তিলক, নারায়ণ, পুণ্ডরীকাক্ষ, হরি এবং লক্ষণ ২৫। নারায়ণ ‌২১)-সুত রামজীবন (বাঙ্গাল মেল), শ্রীরাম, যাদবেন্দ্র, কৃষ্ণদেব, রামদেব, ‌হাদেব এবং সদাশিব ২২।

বাঙ্গাল মেল।

রামজীবন (৬৯ পৃঃ)-সুত গোপাল, কাশীশ্বর, ভুবনেশ্বর, রঘু, রাঘবেন্দ্র, ‌াজেন্দ্র, শত্রুঘ্ন, নন্দরাম এবং জয়রাম ২৩। শত্রুঘ্ন-সুত রামনাথ, কালীচরণ, ‌াণিক, তিন, রামহরি, রাম এবং কৃপারাম ২৪। রামনাথ-সুত খোষালচাঁদ

২৫। কালীচরণ-সুত বলরাম ২৫। মাণিক-সুত দর্পনারায়ণ এবং প্রতাপ-নারায়ণ প্রভৃতি ২৫। কৃপারাম-সুত শিবনারায়ণ ২৫।

কৃষ্ণদেব ৬৯ পৃঃ (২২)-সুত কন্দর্প প্রভৃতি ২৩। কন্দর্প-সুত গোপাল ২৪। ইঁহারা কোন্নগর-বাসী। পুণ্ডরীকাক্ষ (২৫)-সুত রামজীবন এবং নকড়ী ২৬। রামজীবন-সুত রত্নেশ্বর, কামদেব, মহাদেব, নন্দকিশোর এবং সন্তোষ ২৭। রত্নেশ্বর-সুত গোপাল প্রভৃতি ২৮।

শ্রীকান্ত (সিন্দুরামল্ল-বিবাহ) (২২)-সুত দৈবকীনন্দন ও বনমালী ২৩। অনন্ত (২৩)-সুত গোপীকান্ত, কানাই, রঘুনাথ, গৌরীকান্ত এবং রাজীব ২৪। গোপীকান্ত-সুত মথুরেশ ও রাজীব ২৫। মথুরেশ-সুত যদুনন্দন এবং রাম-নারায়ণ ২৫।

রামভদ্র ২২, ইহাঁর বিবাহ-দোষ। সুত রাজীব ২৩। যদুনন্দন (২৫)-সুত বিশ্বেশ্বর, গঙ্গাধর, চাঁদ এবং রাধাকান্ত প্রভৃতি ২৬। রঘুনাথ (২৪)-সুত কমলাকান্ত (কাকুস্থী মেল) এবং মথুরানাথ ২৫। কমলাকান্ত-সুত মৃত্যুঞ্জয় এবং গোবিন্দ ২৬। মৃত্যুঞ্জয়-সুত রামেশ্বর, বাণেশ্বর, ভুবনেশ্বর এবং সন্তোষ প্রভৃতি ২৭। ভুবন-সুত আত্মারাম ২৮। গোবিন্দ সুত কানুরাম ২৭।

চট্ট বাণীনাথ সন্তান সুরাই মেল (ভঙ্গ)

কমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় বংশ

কমলাকান্ত চন্দনীমহলে বিবাহ হেতু তথায় বাস করেন।

গ্রাম চন্দনীমহল, জেলা খুলনা।

কমলাকান্ত ১। সুত কৃষ্ণকান্ত ২। তৎসুত চৈতন্যচরণ ও অদ্বৈতচরণ ৩ চৈতন্যচরণ সুত শ্যামাচরণ (সেরেস্তাদার) ৪। ৺শ্যামাচরণ সুত ৺জগদীশচন্দ্র (১৬।১ শাঁখারীপাড়া রোড, ভবানীপুর,) ক্ষিতীশচন্দ্র বি-এ, বি-এল, (Addl District Judge, Dacca), ডাক্তার যতীশচন্দ্র L.M.S., F.R.S.M

Supdt. Cal. Medical School & Hospital) ও ভবেশ-ন্দ্র B. A. (Coal Merchant, Ballygunge) ৫।

জগদীশ সুত ৺অমরেশ (Pleader Alipur), নরেশ, যোগেশ ও সুরেশ। যতীশ সুত বিশ্বেশ্বর, গণেশ ও গোপাল ৬। ভবেশ সুত জগন্নাথ ও পোষ ৬। অদ্বৈতচরণ সুত রাসবিহারী ও কুঞ্জবিহারী (বিবাহ শ্রীরামপুরের তরা গ্রামে)।

রাসবিহারী সুত রামগোপাল, কৃষ্ণগোপাল, ননীগোপাল ৫। কুঞ্জবিহারি ত জীবনকৃষ্ণ ৫ (বর্ত্তমানে শ্রীরামপুরে বসতবাটী করিয়া বাস করিতেছেন)।

ডাক্তার শ্রীযতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পি ৩২।১ নং বিবেকানন্দ রোড কলিকাতা, প্রদত্ত। ২৮।১০।৩৭

এই বংশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ:—

১। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ইঁনি বর্ত্তমানে ঢাকার অ্যাডিসন্যাল ডষ্ট্রিক্ট্ জজের কার্য্য করিতেছেন। সেনহাটী হাই স্কুল হইতে Entrance রীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে B. A. এবং বঙ্গবাসী লেজ হইতে B. L. পাশ করেন। খুলনায় ওকালতী করিতে করিতে ১৯১২ লে মুন্সেফের পদ প্রাপ্ত হন এবং ক্রমোন্নতি মূলে বঙ্গীয় বিচার বিভাগের চ্চস্থানে এক্ষণে অধিষ্ঠিত আছেন। ইঁনি নিজ জন্মভূমি চন্দনীমহলের উন্নতি াধনের বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকেন এবং নিজ বাটীতে "মহামায়া অবৈতনিক ালিকা বিদ্যালয়" স্থাপনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। প্রতি বৎসর শারদীয়া পূজা উপলক্ষে ইঁহাদের বাটীতে উৎসবাদি সুসম্পন্ন হয় এবং অনেক স্থ্য লোক কাপড় ও অর্থসাহায্য পায়। ইঁহার মধ্যম ভ্রাতা ডাক্তার যতীশ-ন্দ্র নিজেই মহামায়ার পূজার পৌরহিত্য করেন। শৈশবের স্বপ্নদোলা ও াল্যের ক্রীড়াভূমি চন্দনীমহল গ্রামের প্রতি ইঁহাদের বিশেষ অনুরক্তি আছে।

এখন পূজার বোধন ও পাঞ্চজন্যে প্রায় কেহ গ্রামের পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতিতীর্থের পবিত্রধূলি অঙ্গে মাখেন না। প্রজাপতিবৃত্তি তুঙ্গ চাকুরিয়া ও ব্যবসায়ীগণ ছুটিয়াছে অর্থব্যয় করিতে শৈল বিহারে কিম্বা বেহারের তথাকথিত স্বাস্থ্য-নিকেতনে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়রা তিনভ্রাতাই প্রতিবৎসর একত্রিত হইয়া পিতৃপুরুষের পবিত্র আবাসভূমিতে দেবীর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন এবং পিতৃপুরুষের বাসস্থান পল্লীভূমিকে তীর্থে পরিণিত করিবার জন্য সর্ব্বদাই উদগ্রীব। ইঁহাদের উন্নত আদর্শ আমাদের ভ্রমণবিলাসী, গ্রামত্যাগী বাবুগণের অনুকরণীয়।

ডাঃ শ্রীযতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় L.M.S., F.R.S.M., (London) ইনি যশোহরে ১৮৮৫ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা ১৯০২ খৃঃ, F.A. পরীক্ষা ১৯০৪ খঃ এবং ১৯০৯ খৃঃ ফাইন্যাল L.M.S. পরীক্ষায় ধাত্রী বিদ্যায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। ১৯১০-১২ খৃঃ পর্য্যন্ত B.N.Rএ কার্য্য করিয়া ১৯১২-১৪ খৃঃ পর্য্যন্ত কলিকাতা ইডেন হাঁসপাতালের হাউস সার্জ্জেনের কার্য্য করেন। তৎপরে ইনি ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে National Medical Collegeএ (এক্ষণে Calcutta Medical School) ধাত্রী বিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। (১৯২৩ সালে এই মেডিক্যাল স্কুল বেঙ্গল কাউন্সিল অব্ মেডিক্যাল রেজিষ্ট্রেসন কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়। এই স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে L. M. F. উপাধি দেওয়া হয়। ইনি এই মেডিক্যাল স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং ধাত্রী বিদ্যার ও স্ত্রীরোগের শিক্ষকতাও করিয়াছেন। ১৯২৩ সাল হইতে স্কুল ও হাঁসপাতালের উন্নতি কল্পে এযাবৎ অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে ইহার পরিচালনার সুব্যবস্থা করিতেছেন। ইনি Governing body of the State Medical Faculty, Member Bengal Council of Medical

(২৪) জগবন্ধু রায় (ঐ বৃদ্ধ প্রপিতামহ) উর্দ্ধতন ৫ম।
|
(২৫) নৃসিংহপ্রসাদ রায় (প্রপিতামহ) উর্দ্ধতন ৪র্থ পুরুষ।
|
(২৬) রাজকৃষ্ণ রায় (রাজা আশুতোষ নাথের পিতামহ)।
|
(২৭) অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুর (রাজা আশুতোষ নাথের পিতা)।
|
(২৮) রাজা আশুতোষনাথ রায় বাহাদুর। রাজধানী কাশীমবাজার, মুর্শিদাবাদ।

জয়গোপাল, জয়ন্তীনারায়ণ ও জয়হরি (১৯)।

তিন সহোদরই নবাব সরকারে অমাত্যের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎ-
ালে ঐ অঞ্চলে তাঁহারাই ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন; সুতরাং বাদসাহ তাঁহাদিগের
ান বৃদ্ধি নিমিত্ত তাঁহাদিগের উপাধি স্থলে ঐশ্বর্য্য জ্ঞাপক রায় এই
পাধি দেন। রৈ শব্দ স্থানে "রায়" পদ হয়। রৈ শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য্য।

নবাব দরবারে অথবা প্রকাশ্য সভায় জয়গোপাল, জয়ন্তীনারায়ণ ও
য়হরির বিশেষ সম্মান ছিল। অসাধারণ সম্মানের চিহ্ন স্বরূপ রূপার আশা
োটা ব্যবহার করিবার অধিকারী হইয়াছিলেন।

দীনবন্ধু রায়—(জয়গোপালের বৃদ্ধ প্রপৌত্র) স্বকীয় শ্রীবৃদ্ধি সাধনে
তসঙ্কল্প হইয়া নিজ কৃতিত্ব দেখাইবার জন্য নবাবী আমলের শেষাবস্থায়
র্থাৎ দুর্দ্দশায় এবং ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অভ্যুদয়ে
াশীমবাজারের রেশমের কুঠীর দেওয়ানী পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকালে
ওয়ানী পদ সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত ছিল। যে কয়েক বর্ষ দেওয়ানী

করেন, তাহা অতি দক্ষতা ও ব্যাপকতার সহিত করিয়াছিলেন। কাশী বাজারের ক্ষৌম সূত্র ও বস্ত্র পৃথিবীর সভ্যমণ্ডলীতে অতি সমাদরে গৃহী হইত। দীনবন্ধু অতি বিশ্বাসপাত্র ছিলেন বলিয়াই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নিকট বিশেষ সম্মানিত এবং লোক সমাজে যশস্বী হইয়াছিলেন। বৃদ্ধাবস্থ এই দেওয়ানী পদে নিজ পুত্র জগদ্বন্ধু রায়কে অনায়াসে প্রতিষ্ঠাপিত করান

জগদ্বন্ধু রায় স্বকীয় ও পৈতৃক সম্মান রক্ষা করিয়াই দেওয়ানী কা করিয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধ্যক্ষেরা নিমক মহ সংস্থাপন সময়ে মেদিনীপুর জিলার হিজলী কাঁথির নিমক পোক্তানের দেওয়া ভার ইঁহারই প্রতি অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। তৎকালে মেদিনীপুরাঞ্চ কর সংগ্রহ কার্য্য অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ও দুষ্কর ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি অধ্যক্ষেরা তখন বিষম সমস্যায় পড়িয়াছিলেন। সুদক্ষ ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারি অভাব ছিল। কিন্তু তাঁহারা মেদীনীপুরের কালেক্টারীর সুশৃঙ্খলার জ অবিতর্কে জগদ্বন্ধুকেই দেওয়ানী পদে সংস্থাপন করিলেন। মেদিনীপু কালেক্টারীর কর সংগ্রহকার্য্যের সুশৃঙ্খলা দেখিয়া কোম্পানীর কলিকাত কর্ত্তৃপক্ষেরা জগদ্বন্ধুর দ্বারা মৈমনসিংহের কালেক্টারীর সুব্যবস্থা করিব জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। তিনিও তদ্বিষয়ে কোনরূপ প্রতিবাদ না করি মৈমনসিংহের কালেক্টারীর দেওয়ানী পদে সচ্ছন্দে অভিজান করিলে এখানে অতি অল্পকাল মধ্যেই কর সংগ্রহের সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলা সংস্থ করেন। যাবৎ জীবিত ছিলেন, তাবৎ ঐ পদেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন

মেদিনীপুর, মৈমনসিংহ, রংপুর ও রাজসাহী প্রভৃতি কয়েকটী জিলায় অ সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী ছিলেন। কালেক্টারীর আয়ও যথেষ্ট ছিল। বি ইংরাজ অধিকারের প্রথমাবস্থায় কর সংগ্রহের অত্যন্ত অব্যবস্থা দেখিয়া দুঃ ভূম্যধিকারিবর্গ সহজে রাজস্ব দিতেন না। জগদ্বন্ধুর অমায়িকতা ও সুশৃঙ্খ মেদিনীপুর ও মৈমনসিংহ জিলায় সকল ভূম্যধিকারীই সহজে রাজ

তে আর কোন আপত্তি করিলেন না। তদুপলক্ষে জগদ্বন্ধু অতুল ঐশ্বর্য্য ংগ্রহ করিলেন। অপিতু তিনি তৎকালে রাজপুরুষদিগের নিকট বিশেষ শ্বস্ত ও কৃতকর্ম্মা বলিয়া প্রশংসিত হইলেন। সর্ব্বদা পৈত্র এবং সামাজিক ার্য্যের মহাঘটা ও মহাসমারোহ বশতঃ দীনবন্ধু ও জগদ্বন্ধু লোকসমাজে াশেষ আদরণীয় ছিলেন। লোকে তাঁহাদিগের দীনবন্ধু ও জগদ্বন্ধু নাম ন্বর্থ বলিয়া সুখ্যাতি করিত।

রাজা আশুতোষনাথ রায়—দীনবন্ধু ও জগদ্বন্ধুর সন্ততিবর্গ াই অতুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হইয়া গর্ব্বিত হয়েন নাই। তৎপরবর্ত্তী রি পুরুষ অর্থাৎ পুত্র নৃসিংহপ্রসাদ রায়, পৌত্র রাজকৃষ্ণ রায়, প্রপৌত্র, ন্নদাপ্রসাদ রায় এবং বৃদ্ধ প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত রাজা আশুতোষনাথ রায় র্য্যন্ত উদারভাবে সৎকার্য্যে দান ও সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠান ও সদ্ব্যবহারহেতু নসমাজে ও রাজপুরুষবর্গের নিকট বিশেষ সম্মানে সম্মানিত হইয়া আসিতে-ছেন। জগদ্বন্ধুর অধস্তন সন্তানপরম্পরা স্বাধীনভাবে ও নিশ্চিন্তরূপে অতি সুখ চ্ছন্দে কাল হরণ করিয়া আসিতেছেন।

রাণী আর্ণাকালী দেবী—রাজা শ্রীযুক্ত আশুতোষনাথ রায়ের জননী ামতী আর্ণাকালী দেবী সৎ কর্ম্মের নিমিত্ত লোক সমাজে অন্নপূর্ণারূপে বিশেষ াশংসনীয়া হইয়া আছেন।

এই বংশের কৃষ্ণানন্দ দক্ষ হইতে অধস্তন ১৭শ পুরুষ, তিনি তৎকালে নিয়ার চাটুতিকুলে বিশেষ প্রসিদ্ধ ও মান্য ছিলেন। তন্নিবন্ধন বাঁকুড়া দলার পাত্রসায়ার গ্রামের প্রসিদ্ধ সৎক্রিয়াশালী ভূদেব কাঞ্জীলাল ংশসম্ভূত ত্রিলোচন হাজরার দানে এবং তদীয় কন্যার রূপ-লাবণ্যে মোহিত ইয়া জামাতৃস্বরূপে কুলভঙ্গ করেন।

রাজজ্ঞাতি ও দৌহিত্রগণের পরিচয়

(২৩) দীনবন্ধুর পাঁচ পুত্র জগদ্বন্ধু, ব্রজমোহন, কাশীনাথ, শিবচন্দ্র ও গৌর-

চন্দ্র এবং সুশ্রী ও সুশীলা দুইকন্যা উমাময়ী ও তারাসুন্দরী (২৪)। শিবচ অপুত্রক, তদীয় কন্যা ভুবনেশ্বরীর পুত্র সৈদাবাদ নিবাসী কালিদা বন্দ্যোপাধ্যায়।

(২৪) ব্রজমোহনের পুত্র জয়কৃষ্ণ (ডাকনাম রামজয়)। উক্ত জয়কৃষ্ণে মোক্ষদা নাম্নী একমাত্র কন্যাকে ত্রিবেণী নিবাসী নবকুমার মুখোপাধ্যায় বিবা করেন। মোক্ষদার কন্যা দাক্ষায়ণী, তাঁহার স্বামী বলাগড়ি নিবাসী উমাচর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার পুত্র শীতলচন্দ্র অপুত্রক অবস্থায় মৃত। বিশ্বেশ্বর জগবন্ধুর কন্যা, দীনবন্ধুর পৌত্রী কুলিয়া মেলের প্রসিদ্ধ রতিরাম ঠাকুরে বংশীয় হুগলী জিলার বলাগড়ীর অন্তর্গত কোলোড়া গ্রাম নিবাসী প্রতাপচ মুখোপাধ্যায়, ঐ বিশ্বেশ্বরী দেবীর পাণিপীড়ন করেন। রাজা আশুতোষে প্রধান অমাত্য (ম্যানেজার) বিদ্বান্, ন্যায়বান্, সুবিজ্ঞ ও নিরহঙ্কার শ্রীযু সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় উক্ত বিশ্বেশ্বরী দেবীর ও প্রতাপচন্দ্রের পৌত্র সুতরাং রাজা আশুতোষনাথের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে পরমাত্মীয় ও হিতৈষী (উভয়েই এক্ষণে স্বর্গস্থিত)।

চং চৈতল পুরন্দর (১৭)-বংশ (বল্লভী মেল) ১৮পৃঃ

পুরন্দর-সুত শ্রীকান্ত, জগন্নাথ, বাণীনাথ, বৈদ্যনাথ এবং রামনাথ ১৮ বৈদ্যনাথের কাশ্যপকাঞ্জারী-বিবাহ-দোষ। তৎসুত সন্তোষ, লোকনাথ এব শ্রীধর ১৯। সন্তোষ-সুত রাজীব, পরমানন্দ এবং বাণ ২০। পরমানন্দ-সু গোপী ২১। রাজীব-সুত রামচন্দ্র এবং বলরাম ২১। রামচন্দ্র-সুত জনার্দ্দন মধুসূদন এবং মুরারি ২২। বলরাম-সুত রাঘবেন্দ্র, রামেশ্বর, রত্নেশ্বর প্রভৃতি ২২। বাণ-সুত সিদ্ধেশ্বর এবং রত্নেশ্বর ২১। বাণীনাথ (২২)-সুত নয়নানন্দ রাঘব এবং রামনাথ ২৩।

ধন চাটুতি আনাই-প্রমুখ চতুর্ভুজ (১৬)-বংশের একদেশ। ৩ পৃঃ

চতুর্ভুজ পুত্র যজ্ঞেশ্বর ও শ্রীধর ১৭। শ্রীধর-সুত গোপীকান্ত, যাদব, কৃষ্ণানন্দ ও রামনাথ ১৮। রামনাথ-সুত শঙ্কর, রাজীব, বল্লভ ও রামমোহন ১৯। বল্লভ-সুত রামকৃষ্ণ ও জয়কৃষ্ণ ২০। জয়কৃষ্ণ-সুত মদনগোপাল, বিশ্বেশ্বর ও রামেশ্বর ২১। মদনগোপাল-সুত মধুসূদন, প্রাণবল্লভ, কৃষ্ণদেব, রঘুদেব, রামদেব ও রাঘব ২২। মধুসূদন গোস্বামী-দুর্গাপুরে অবস্থিত।

মধুসূদন-সুত গোবিন্দ, রামহরি ও রাধাকান্ত ২৩। রাধাকান্ত-সুত রামধন ও শিবচন্দ্র ২৪। রামধন-সুত রাজীবলোচন ২৫। রাজীব-সুত শ্রীনাথ শিরোমণি ও শ্রীরাম ২৬। পুত্র কেদারনাথ, আদ্যনাথ ও শরচ্চন্দ্র ২৭। কেদার-সুত অমরনাথ ২৮, গোস্বামী-দুর্গাপুর-বাসী। শ্রীরাম-পুত্র বিষ্ণুচরণ ২৭। পৌত্র গিরিজাপ্রসাদ ২৮।

রামমোহন ১৯। সুত কাশীনাথ ২০। তৎসুত নীলকমল ২১। তৎপুত্র গিরিশ ও দিক্‌পতি ২২। দিক্‌পতি-সুত গিরিজা, বিরজা ও সরোজ ২৩। ইঁহারা যশোহর জিলার সাধুহাটী বাসী।

সর্ব্বানন্দী মেল

ধন চট্ট-বংশের আনাই-সুত চতুর্ভুজ (১৬)-প্রমুখ রাঘব বংশ। ৮৪ পৃঃ

রাঘব-সুত কৃষ্ণচন্দ্র ২৩। সুত-রামশঙ্কর ও গঙ্গাধর ২৪। রামশঙ্কর-সুত কালিদাস ২৫। সুত শ্যামাচরণ ২৬। সুত রামদাস, শিবরাম, সীতারাম ও অনন্তরাম ২৭। রামদাস-সুত সতীশ, মৃত্যুঞ্জয় ও কাশীনাথ ২৮। শিবরাম-সুত গুরুদাস, দুর্গদাস ও বামনদাস প্রভৃতি ২৮। সীতারাম-সুত দিবাকর, প্রভাকর ও নিশাকর ২৮। ইঁহাদিগের নিবাস বর্দ্ধমান জিলার গুস্করার নিকটবর্ত্তী উনে গ্রাম। নিকষ কুলীন।

কাশ্যপকাণ্ডারী পাল্‌টী প্রকৃতির শুদ্ধতায় স্বভাবেস্থিত।

যশোহর-কাশীপুর খড়দামেল ধন চট্টোপাধ্যায়।

কৃষ্ণবল্লভ এবং কৃষ্ণজীবন ২১ পর্য্যায়। ৪ পৃঃ

কৃষ্ণবল্লভ সুত রামবল্লভ, রামনাথ ও রামগোবিন্দ ২২। রামবল্লভ-সুত রামানন্দ ২৩। তৎসুত রামরত্ন, রামনিধি, গোকুলচাঁদ, হৃদয়রাম, রাজকিশোর, তিলকচন্দ্র, ও কেবলকৃষ্ণ ২৪। চং ধং রামনিধি সুত হরমোহন, কৃষ্ণমোহন, নীলমণি, গৌরমোহন ও ব্রজমোহন ২৫। হরমোহন সুত মহেশচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, প্রসন্নচন্দ্র ২৬। মহেশ সুত উমেশ ২৭। তৎপুত্র হেমচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, কুমারীশচন্দ্র ও লালগোপাল ২৮। নবীন সুত ভুবনমোহন, চন্দ্রমোহন, রাজমোহন, লালমোহন, ললিতমোহন, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (মুন্সেফ), কুঞ্জলাল এবং মণিলাল ২৭। বিহারী সুত যোগেন্দ্র, হরেন্দ্র, দাশরথি চট্টোপাধ্যায় B. L. Dy. Magistrate. চুঁচড়ার ৺বিজয়কৃষ্ণ বন্দ্যের জামাতা ২৮। চন্দ্রমোহন সুত নলিনীমোহন ২৮। ২৫ গৌরমোহন সুত অভয়াচরণ, কালীচরণ, দুর্গাচরণ, (হিরণ্যগর্ভ যজ্ঞ কর্ত্তা) ২৬। অভয়া সুত সীতানাথ, চন্দ্রনাথ, শ্রীশচন্দ্র ও দ্বারকানাথ (Pleader Khulna) ২৭। কালীচরণ সুত শরৎ (ভঙ্গ), ও প্রতাপ ২৭। প্রতাপ সুত প্রমথ ২৮ (ইনি চুঁচড়ার ৺সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যের জামাতা)।

(২৪) কেবলকৃষ্ণ সুত রামচাঁদ, কালিদাস, গঙ্গাদাস, কৃষ্ণচন্দ্র ও মধুসূদন ২৫। রামচাঁদ সুত উমাচরণ (ভঙ্গ) ও শ্যামচরণ ২৬। কালিদাস সুত শীতল, প্রসন্ন, প্যারীমোহন, মদন, তারক ও ভুবন ২৬। শীতল সুত অমৃতলাল ও হরলাল ২৭। (২২) রামনাথ সুত অযোধ্যারাম, চন্দ্রনারায়ণ ও কৃষ্ণচন্দ্র ২৩। অযোধ্যারাম সুত রামলোচন ও রামমোহন ২৪। রামলোচন সুত ভৈরব, বিশ্বনাথ, দুর্গাচরণ, ভবানীচরণ, কালীচরণ, বৈদ্যনাথ (ভঙ্গ), কৃষ্ণকান্ত ও তারিণীচরণ ২৫। ভৈরব সুত গোলক, রামতনু ও নিমাই ২৬। গোলক সুত শ্যামাচরণ ২৭। রামতনু সুত প্রসন্ন ২৭।

কৃষ্ণকান্ত সুত মোহন, কানাই, অভয়, গোবিন্দ, গুরুদাস, ২৬। কানাই সুত রজনীকান্ত, উমাকান্ত, পার্ব্বতী, নীলরতন, ২৭। রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যা

Late Dy. Magistrate পুত্র শরৎ ও হেমচন্দ্র (Dy. Magistrate) উমাকান্ত সুত রেবতী ২৮। (২৪) রামমোহন সুত কাশীনাথ, যুগল, কীর্ত্তিনারায়ণ, রাধানাথ, সূর্য্যনারায়ণ, গদাধর, গোপীনাথ, নীলাম্বর ২৫। কাশীনাথ সুত আনন্দ, হরনাথ, শ্রীনাথ ২৬। হরনাথ সুত রজনীনাথ, তারকনাথ ও মথুরানাথ ২৭। তারক সুত বিধু, বলরাম, আশু ও প্রিয়নাথ ২৮। যুগল সুত আনন্দ (ভঙ্গ), রামকিশোর, বলরাম ২৬। আনন্দ সুত চন্দ্রকান্ত, পার্ব্বতী, মহানন্দ, করুণাকান্ত, কৈলাশচন্দ্র, ও জানকী ২৭। চন্দ্রকান্ত সুত দ্বারকানাথ ও বসন্ত (ভঙ্গ) ২৮। মহানন্দ সুত হরানন্দ, জগদানন্দ, মহেন্দ্র ও রসরাজ (ভঙ্গ) ২৮। কাশীপুর জিলা যশোহর। কুলাচার্য্য শ্রীঅক্ষয় কুমার তর্কভূষণ প্রদত্ত, ইচ্ছাপুর—ঢাকা।

চট্ট ধনবিজয় বংশ মধুসূদন প্রমুখ গোপেশ্বর সুত ইন্দ্রনারায়ণের (২৩) ধারার একদেশ। ৭পৃঃ

ইন্দ্রনারায়ণ সুত মাণিক, আনন্দীরাম, জয়নারায়ণ, কালীপ্রসাদ (ভঙ্গ), রামজয় ২৪। জয়নারায়ণ সুত রামসুন্দর (রামকুমার), শিবচন্দ্র ও সদাশিব ২৫। রামকুমার সুত চণ্ডীচরণ ও কন্যা দিগম্বরী ২৬।

চণ্ডীচরণ অপুত্রক, কন্যা আন্নাকালী, দৌহিত্র গোপাল ও তুলসী মুখোপাধ্যায়। গোপাল সুত নন্দলাল মুখোপাধ্যায় (ইঞ্জিনিয়ার)

চং শিবচন্দ্র (সাং নিবড়া হাবড়া) সুত কালীচরণ (০), গোবিন্দ, বেণীমাধব, পাঞ্চানন (পঞ্চু) ও রতনচন্দ্র ২৬। গোবিন্দ সুত নারায়ণ (কলিকাতা বহুবাজার দেওয়ানজী বাড়ী শ্বশুরালয় ও তথায় বাস) ২৭। তৎসুত সুরেন্দ্র ও যতীন্দ্র ২৮। সুরেন্দ্র সুত ফণীন্দ্র ও মণীন্দ্র ২৯। বেণীমাধব সুত পরেশ, যদু ও কৃষ্ণ ২৭। পরেশ সুত সুরেশচন্দ্র ও কিশোরীমোহন ২৮। সুরেশ সুত বিভূতিভূষণ ও অহিভূষণ ২৮। পঞ্চানন সুত রামগোপাল ও ভোলানাথ ২৭।

রামগোপাল সুত নরেন্দ্রনাথ ২৮। ভোলানাথ সুত সত্যেন্দ্রনাথ ২৮। তৎসুত বিশ্বনাথ, আদিনাথ ও শিবনাথ ২৯।

চং ধং জয়নারায়ণ সহোদর রামজয়ের ধারা। বল্লভী মেল স্বভাব

শ্রীযুক্ত বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, শান্তিপুর

রামজয় সুত ভৈরব (ভঙ্গ), ঈশ্বরচন্দ্র (ভঙ্গ), শম্ভুচন্দ্র, রামধন ও মহেশচন্দ্র ২৫। রামধন সুত নীলমণি, শ্রীকান্ত (ভঙ্গ) ও চন্দ্রকান্ত ২৬। চন্দ্রকান্ত সুত কৈলাস ২৭। কৈলাস সুত নগেন্দ্র, যতীন্দ্র ও সতীন্দ্র ২৮। নগেন্দ্র সুত রাধিকাচরণ ২৯।

শম্ভুচন্দ্র সুত কেদার, ত্রৈলোক্য, নবকুমার (বৈকুণ্ঠ) উত্তরপাড়া হুগলী ও রামচন্দ্র ২৬। রামচন্দ্র শান্তিপুর বাসী। ইনি শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস্-চেয়ারম্যান ছিলেন। রামচন্দ্র সুত নবকুমার, মোহিতকুমার (ইঞ্জিনিয়ার) ও বেণীপ্রসাদ এম্-এ (ইনি বর্ত্তমানে শান্তিপুর ওরিয়্যানট্যাল একাডেমীর হেডমাষ্টার; ইনি গণিত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত)। বহুবাজার কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মুখোর কন্যা তারাসুন্দরীর পাণিগ্রহিতা। মোহিতকুমার-সন্তান শরৎকুমার, মৃণালিনী, সুশীল, তেজচন্দ্র, সন্তোষ, মণীন্দ্র ও ধনেশ্বর ২৮। বেণীমাধব-সন্তান প্রবোধ, মলিনা, শোভনা, সন্তোষ ও রবীন্দ্র ২৮।

মহেশচন্দ্র—ইঁহার পত্নীদ্বয়ের ১মা-কমলমণি-সুত গিরীশচন্দ্র (ভঙ্গ), হরিশচন্দ্র (ভঙ্গ), অমৃতলাল (অ্যাডিসন্যাল জজ) ২৬। হরিশচন্দ্র সুত অধরলাল ২৭। অমৃতলাল পুত্র সুরেন্দ্রলাল ও নরেন্দ্রনাথ (উকীল স্মল কজ কোর্ট, কলিকাতা) ২৭। নরেন্দ্র সুত সুধাংশু, প্রতুল ও হিমাদ্রিকুমার ২৮।

মহেশচন্দ্রের—২য় পক্ষের পত্নী-রতনমণি-সুত বদন, পূর্ণ ও দ্বারিকানাথ (সব্ রেজিষ্ট্রার) ২৬। বদনচন্দ্র সুত জ্ঞানেন্দ্র ও মতিলাল (ভঙ্গ) ২৭। জ্ঞানেন্দ্র সুত প্রমথ ও যুগল ২৮। মতিলাল সুত প্রিয়নাথ, প্রমথনাথ প্রভৃতি ২৮।

চং ধন বিজয় প্রমুখ রাজারাম (২২) বংশ। ৫ পৃঃ

রাজারাম-সুত রূপনারায়ণ (রূপরাম), বলরাম, রাধাকান্ত, কৃষ্ণরাম, চন্দ্রশেখর, রামকান্ত, আত্মারাম, সাতু, মাণিক ও লক্ষ্মীনারায়ণ ২৩।

কৃষ্ণরাম-সুত ব্রজমোহন, ভুবনমোহন ও কাশীনাথ, নসীরাম (রামপ্রসাদ), শ্যামসুন্দর, রামজয়, গঙ্গারাম ২৪। রামপ্রসাদ-সুত গোবিন্দ ও দুর্গাপ্রসাদ ২৫। দুর্গাপ্রসাদ-সুত **উমাচরণ চট্টো,** যদুনাথ ও কালীচরণ (০) ২৬। উমাচরণ-সুত হরিনাথ ২৭। যদুনাথ-সুত যোগেন্দ্র ২৭। যোগেন্দ্র-সুত যতীন্দ্রনাথ, মনীন্দ্র ও ফনীন্দ্রনাথ, সাং বাজারপাড়া, পানিহাটী ২৪ পরগণা ২৮।

কাশীনাথের নিবাস জগদানন্দকাটি, যশোহর।

মূলমিশ্রগ্রন্থ দৃষ্টে লিখিত। যথা—

ধং চং রাজারামস্য স্নান মং প্রাণনাথ আং প্রং মুং রামগোবিন্দ প্রং অবিদ্যমানে মুং নন্দরামে প্রং তৎসুতাঃ রূপনারায়ণ, বলরাম, রমাকান্ত, কৃষ্ণরাম, চন্দ্রশেখর, রাধাকান্ত, আত্মারাম, লক্ষ্মীনারায়ণ, কৃষ্ণরামস্য স্নান মুং অযোধ্যারামে আং গঙ্গাধরজ মুং রামনারায়ণ, পুত্র ভুবনবরেণ আং তৎপুত্র গঙ্গাধারায় প্রং মুং রামদেবজ তৎসুতা শ্যামকিশোর কাশী গঙ্গারাম, ভুবনেশ্বরস্য বংশাভাব। রামজয় রামপ্রসাদৌ। রামপ্রসাদস্য মুং রামভদ্র তর্কবাগীশ কং বিং অল্প সাধুবাদঃ। কন্যাভাবঃ তৎসুত দুর্গাপ্রসাদ অস্য স্নান মুং চন্দ্রশেখর প্রং মং ঈশ্বরচন্দ্র প্রং মুং কৃষ্ণধন প্রং দুর্গাপ্রসাদজ মুং যদুনাথ প্রং গোপীনাথজ তৎসুতা উমাচরণ যদুনাথ কালিদাসাঃ। পাণিহাটীর সভায় পঠিত।

এই তালিকাদৃষ্টে বল্লভী মেলস্থ পাণিহাটী নিবাসী ধং চং ৺উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কুলে আঘাত দেখা যায়। এতাবৎকাল যে পরীবাদ চলিয়া আসিয়াছিল উহা শত্রুপক্ষের শত্রুতা মাত্র। কারণ অদ্যকার সভায় সমবেত সভাগণ মধ্যে বল্লভী মেলের অনেক সম্ভ্রান্ত কুলীন ও কুলজ্ঞ ঘটকমহোদয়গণ

উপস্থিত আছেন। তাঁহারা সকলেই স্বাক্ষর পূর্ব্বক সন্তুষ্টচিত্তে স্বীকার করিয়াছেন যে ৺উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কুল নির্দ্দোষ *

তারিখ—১১ই ফাল্গুন ১৩০৮ সাল।

স্বাক্ষর—শ্রীবীরেশ্বর দেবশর্ম্মা ঘটক মূলাজোড়া, নপাড়া।
,, শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেবশর্ম্মা ঘটক, মূলাজোড়া, নপাড়া।
,, শ্রীঅন্নদাচরণ ঘটক কুলরত্ন, সাং মির্জ্জাপুর, কলিকাতা।
,, শ্রীরমাপ্রসাদ ঘটক, নপাড়া ঐ ঐ
,, শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি, সাং শিমুলিয়া ঐ।
,, শ্রীযদুনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি, পাণিহাটী।
,, শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি, বৌবাজার ঐ।
,, শ্রীবিনয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শান্তিপুর।
,, শ্রীকালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি পাণিহাটী।
,, শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পাণিহাটী।

চং চৈতল মহেশ বংশ। স্বভাব ফুলিয়া-খড়দা-বল্লভী মিশ্রিত।

মহেশ ২০। মহাদেব তর্কবাগীশ ২১। রুদ্র সার্ব্বভৌম ২২। গোপীকান্ত ন্যায়পঞ্চানন ২৩। গৌরীকান্ত ২৪। রামমোহন ২৫। হারাণচন্দ্র (বনগ্রাম সবডিভিসনের অন্তর্গত চাতরাবাগীগ্রামে বাস) ২৬।

হারাণচন্দ্র সুত—অমরনাথ ও চতুর্ভুজ (অঃ পুঃ) ২৭। অমরনাথ সুত—**রজনীকান্ত,** সূর্য্যকান্ত ও নলিনীকান্ত ২৮।

* পূর্ব্বের মত নিকষ কুলীনগণের কুল কলঙ্ক ও জ্ঞাতি কুটুম্বের সভায় লিখিত হইতেছে না। এক্ষণে সে প্রথা রাখা কর্ত্তব্য। কন্যার বিবাহ হইলেই ঘটকের গ্রন্থে কুলপরিচয় লেখা নিতান্ত প্রয়োজনীয় নতুবা কুলীন শ্রোত্রিয় ও বংশজের প্রভেদ স্থির হইবে না। আভিজাত্যও থাকিবে না।

রজনীকান্তের বর্ত্তমান বসতবাটী ১১নং মোহনলাল ষ্ট্রীট্, শ্যামবাজার, কলিকাতা।

সূর্য্যকান্ত ও নলিনীকান্তের বর্ত্তমান বসতবাটীর ঠিকানা ১৪০নং রাসবিহারী এভিনিউ, কালিঘাট, কলিকাতা।

রজনীকান্ত-সুত—৺বিহারীলাল, আশুতোষ, গোকুলকৃষ্ণ, নকুলেশ্বর ও অতুলকৃষ্ণ ২৯।

বিহারী-সুত—সুধীর, শিশির, শান্তি ও সনৎ ৩০। কন্যা তারাসুন্দরী, আশালতা ও ধীরা।

আশুতোষ-সুত—অরবিন্দ, দিলীপ ও প্রদ্যোৎ ৩০।

গোকুল-সুত—বৈদ্যনাথ ও সীতানাথ, কন্যা—আভারাণী (অঃ বিঃ), রেখা, হীরারাণী ও সন্ধ্যারাণী ৩০।

নকুলেশ্বর-সুত—চণ্ডীচরণ, মানসকুমার ও শক্তিপদ, কন্যা—চণ্ডীদেবী (অঃ বিঃ) ও মঙ্গলা ৩০।

সূর্য্যকান্ত (মুড়াগাছার শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যার পাণিগ্রহণে ভঙ্গ) সুত গিরিজাশঙ্কর M. B. (Captain G. S. Chatterjee), গৌরীশঙ্কর (ঢাকা হইতে ওভারসিয়ারী পাশ করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের কণ্ট্রাক্টারী করিয়া বিশেষ ধনবান হইয়াছেন) ও ৺দেবশঙ্কর ২৯।

গিরিজাশঙ্কর-সুত—বিনয়লাল ৩০। গৌরীশঙ্কর সুত সুধাংশু, সুকুমার, কল্যাণ, জয়ন্ত ও আলোক ৩০। দেবশঙ্কর সুত—চিত্তরঞ্জন ৩০।

নলিনীকান্ত সুত—মণিমোহন, অবনীমোহন ও অক্ষয়কুমার (অঃ বিঃ) ২৯। মণি সুত রণজিৎ ও সমীর ৩০। অবনী সুত—আনন্দ ও প্রশান্ত ৩০।

কুলক্রিয়া।

রজনীকান্ত ফুলিয়ামেলের কৃষ্ণঠাকুর-সন্তান শান্তিপুরবাসী ৺রাজনারায়ণ মুখোর কন্যাবিবাহী।

বিহারীলাল-পত্নী—বিজয়াদেবী (শান্তিপুর উড়িয়া গোস্বামীবাড়ী) আশুতোষ-পত্নী—শ্রীমতী মোহিতকুমারী দেবী বাকুড়া জেলার গেলে গ্রামের হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের কন্যা।

গোকুলকৃষ্ণের পত্নী—শ্রীমতী উর্ম্মিলাদেবী যশোহর জিলার গবীরপুর নিবাসী ৺যোগীন্দ্রনাথ মুখোর কন্যা।

নকুলেশ্বর-পত্নী—শ্রীমতী কনককুণ্ডলা (উমাচরণের সহোদরা ভগ্নী ও বেনারস নিবাসী ৺তুলসীদাস মুখোর কন্যা।

অতুলকৃষ্ণ-পত্নী—শ্রীমতী ক্ষেত্রবালাদেবী (শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা। ৩।১, কেদার দত্তের লেন, কলিকাতা) ইহারা পিংসাই শ্রোত্রিয়।

বিহারীলাল-কন্যা—শ্রীমতী তারা সুন্দরীর স্বামী শ্রীউমাচরণ মুখো (Chemist and Druggist) বেনারস।

২য়া কন্যা শ্রীমতী আশালতাদেবীর স্বামী নবকৃষ্ণ মুখো (Hard Ware Merchant), ১১৮নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

৩য়া কন্যা শ্রীমতী ধীরাদেবীর স্বামী শ্রীনির্ম্মলপ্রকাশ মুখো, ডাক্তার, ছোট জাগুলে, বারাসত।

বিহারীলালের ১ম পুত্র সুধীরকুমার, বহুবাজার দেওয়ানজী বাড়ীর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মুখোর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীপ্রফুল্লকুমার মুখোর জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত বিবাহ হয়। (মেলবল্লভী)।

২য় পুত্র শিশিরকুমার মেদিনীপুর জেলার ঝাড়াগ্রাম নিবাসী প্রসিদ্ধ

জমিদার বংশের শ্রীযুক্ত সাতকড়িপতি রায়ের (কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল) কন্যার সহিত বিবাহ হয়।

আশুতোষের জ্যেষ্ঠপুত্র অরবিন্দের বিবাহ জনাই নিবাসী শ্রীহীরালাল মুখোপাধ্যায়ের মধ্যমপুত্র শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোর কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী বিদ্যাল্লতার সহিত।

নলিনীকান্ত বর্দ্ধমান জেলার বাধাগাছি নিবাসী বসুয়ারী শ্রোত্রিয়, ৺শ্রীশচন্দ্র রায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন।

সূর্য্যকান্ত-কন্যা পদ্মাসীনা (বিবাহ মোল্লাবেলিয়া নিবাসী হরিদাস মুখোর সহিত)

নলিনীকান্তের ১মা কন্যা প্রভাবতী (বিবাহ গেলে নিবাসী ভূদেব মুখোর সহিত)।

২য়া কন্যা ইন্দুমতী (বিবাহ শ্রীরামপুর নিবাসী অনন্ত মুখোর সহিত)।

৩য়া কন্যা নিভাননী (বিবাহ বৈষ্ণবাটী নিবাসী রমণীমোহন মুখোর সহিত)। ৪র্থা কন্যা বিভাবতীর স্বামী তারাপদ গঙ্গো, হাবড়া।

৫মা কন্যার বিবাহ শিবপুর নিবাসী প্রসাদ মুখোর সহিত।

রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ঃ—জন্ম ১৮৫৬ খৃঃ অঃ, মৃত্যু ১৯৩৭, ৯ই নভেম্বর মঙ্গলবার রাত্রি ১০॥ ঘটিকা। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর হইয়াছিল। যশোহর জেলা বনগ্রাম সবডিভিসনের অন্তর্গত চাতরাবাগী গ্রাম তাহার জন্মভূমি ও পৈতৃক বাসস্থান। তিনি বাল্যকালে স্বগ্রামের পাঠশালায় লেখা পড়া শিখিয়া কলিকাতায় স্কুলে ভর্ত্তি হন। পরে তিনি পাকুড় হাই স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিয়া পাটনায় এফ-এ পড়িতে আরম্ভ করেন কিন্তু অর্থাভাবে পড়াশুনা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

তিনি কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়া পাটের দালালী আরম্ভ করেন। ১৯০৩ খৃঃ অঃ তিনি কয়েকখানি বোট ভাড়া লইয়া বোট কণ্ট্রাক্টারের কার্য্য (Goods transhipment) ও তৎপরে দেশী পাট কেনা বেচা ও শ্যামবাজারে আড়তদারী ও তেজারতী কারবার করিয়া ১০ লক্ষেরও অধিক মুদ্রা উপার্জ্জন করেন। ১১ নং মোহনলাল ষ্ট্রীটে তাহার বসতবাটী, তদ্ব্যতীত কলিকাতায় আরও ৮।৯ খানি বাটী তিনি করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে ১৮ খানি নিজস্ব বোট ঐ কারবারে চলাচল করিতেছে। তাঁহার পুত্রগণ ঐ ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন।

ক্যাপ্‌টেন গিরিজাশঙ্কর এম-বি, ৪—জন্ম ১২৯৬ সাল ২৭শে ভাদ্র। ইনি জার্ম্মান-মহাযুদ্ধে ও তৃতীয় আফগান-যুদ্ধে গিয়াছিলেন।

চৈতল মহেশ বংশের একদেশ। (ফুলিয়া খড়দহ মিশ্রিত কুল)

মহেশের ছয় পুত্র, তন্মধ্যে চারিজনের নাম ২১ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট দুইজনের নাম বিশ্বেশ্বর ও রত্নেশ্বর। দ্বিতীয় পুত্র মহাদেব তর্কবাগীশ ২১। পৌত্র রুদ্ররাম সার্ব্বভৌম, শিবরাম তর্কালঙ্কার, নীলকণ্ঠ বিশারদ, রাম পঞ্চানন ও রঘুনন্দন বিদ্যাবাগীশ ২২। রুদ্ররাম সুত কালিদাস তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণচন্দ্র ন্যায়বাগীশ, সন্তোষ বিদ্যাবাগীশ ও গোপীকান্ত ন্যায়পঞ্চানন ২৩। কালিদাস সুত রামকেশব বিদ্যাবাগীশ ও রামচরণ বিদ্যাবাচস্পতি ২৪। রামকেশব সুত রামকুমার ন্যায়ভূষণ, রামহরি তর্কপঞ্চানন, জয়হরি তর্কভূষণ ও পদ্মলোচন ভট্টাচার্য্য ২৫। রামকুমার সুত **পীতাম্বর তর্কবাগীশ** (জজ পণ্ডিত) ভট্টাচার্য্য ২৬।

পীতাম্বর তর্কবাগীশের ধারা। স্বভাব—
(শান্তিপুর ঠাকুরপাড়া জজ ভট্টাচার্য্যের বাড়ী)

পীতাম্বর সুত বিষ্ণুচন্দ্র, রমেশচন্দ্র ও গিরীশচন্দ্র ২৭। রমেশ সুত শরচ্চন্দ্র হেমচন্দ্র, গৌরীপ্রসাদ ও ভবানী ২৮।

শরচ্চন্দ্র সুত বিজয়কৃষ্ণ, কন্যা সত্যবালার স্বামী শ্রীবীরেশ্বর মুখো ২৯।

হেমচন্দ্র সুত নির্ম্মলচন্দ্র, কন্যা মায়ার স্বামী শ্রীঅমূল্যরতন বন্দ্যো গুপ্তিপাড়া, আয়দা। গৌরীর এক কন্যা কামাখ্যা (স্বামী শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গো জনাই, হুগলী।

গিরিশ সুত কালীপ্রিয়, তারকপ্রিয়, দুর্গাপ্রিয়, সূর্য্যপ্রিয় ও নৃসিংহ ২৮।

কালীপ্রিয়ের ২ বিবাহ। ১ম পক্ষে মনোরঞ্জন, ২য় পক্ষে মহিমারঞ্জন ননীগোপাল (Estimator, B. N. R. Chief Engineer's Office) ও শক্তিপদ এবং কন্যা ৺সুবাসিনী (স্বামী ৺যোগীন্দ্রনাথ মুখো), ৺নির্ম্মলা (স্বামী শ্রীভোলানাথ বন্দ্যো) ও ৺মেঘমালা (স্বামী ৺দাশরথি গঙ্গো) ২৯। মনোরঞ্জন সুত বলাই, কানাই ও গৌর ৩০।

মহিমারঞ্জন (ভঙ্গ) পুত্র ১ম পক্ষে হাজারীলাল, বিভূতিভূষণ, ২য় পক্ষে চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি, কন্যা ১ম পক্ষে পরিবালা (স্বামী শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মুখো, বামনদাস মুখোর বাড়ী উলা) ও অমিয়বালা (অঃ বিঃ)। হাজারীলাল কন্যা রেণুকা ৩১।

ননীগোপালের ২ বিবাহ। ১ম পক্ষে কন্যা উষারাণী স্বামী শ্রীবিমানবিহারী মুখো, শ্যামকুর, যশোহর, বনগ্রাম সবডিভিসন। ২য় পক্ষে মহাদেবপ্রসাদ ও বাসুদেব ৩০। শক্তিপদ পুত্র অশোক ও কন্যা রেখারাণী ৩০।

তারক কন্যা ইন্দ্রাণী (স্বামী শ্রীদয়াময় মুখো), প্রতিভা স্বামী ৺মণিমোহন গঙ্গো শিঙেরকোণ, হুগলী, মলিনাবালা স্বামী অমূল্যরতন মুখো, জনাই, হুগলী ২৯।

২৯। সূর্য্যপ্রিয় কন্যা কমলারাণী, স্বামী শ্রীসুবোধ মুখো, আয়দাগুপ্তিপাড়া ২৯।

আনন্দচন্দ্র (পুরুলিয়া) সুত প্রতাপ, তৎসুত কালীকা, তৎসুত রাধাশ্যা (Advocate, Patna High Court).

৺পীতাম্বর তর্কবাগীশ (জজ ভট্টাচার্য্য) :—ইনি পাটনার জজ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কোন সময় কোন সাহেবের আমলে জজ পণ্ডিত ছিলেন, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান চলিতেছে। তিনি গয়া জিলার ঔরঙ্গাবাদ সাবডিভিসনের অন্তর্গত ভবরা থানার এলাকার মৌজা চাঁদাখোদোয়ায় জমিদারী খরিদ করেন। তাহার বার্ষিক আয় ১৫ হাজার মুদ্রা। তদ্ব্যতীত পাটনার জমিদারীর আয় ৫ শত ও শান্তিপুর ঘটগাছা মৌজার বার্ষিক আয় ২॥ শত টাকা মোট বার্ষিক আয় আনুমানিক ১৬ হাজার টাকা ছিল। বর্ত্তমানে গিরিশচন্দ্রের অংশে ৮।১০ হাজার টাকা বার্ষিক আয় আছে। ৺পীতাম্বর তর্কবাগীশ স্বয়ং এবং তাঁহার পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র প্রভৃতি যথাক্রমে ৺শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা প্রভৃতি হিন্দুর যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ড যথানিয়মে সুসম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন

শিবরাম পৌত্র গোকুলের ধারা (ভঙ্গ)।

বাসস্থান শান্তিপুর-ঠাকুরপাড়া, মদনগোপাল পাড়ার সন্নিকট।

শিবরাম ২২। সুত রামশঙ্কর ২৩। তৎসুত হরেকৃষ্ণ, গোকুল, রামর নবকুমার ও গদাধর ২৪। গোকুল সুত কানাই ও গৌরী ন্যায়বাচস্পতি ২৫ কানাই সুত পার্ব্বতী ২৬।

পার্ব্বতী সুত ৺হরিচরণ Hd. Clerk Inspector of Schools Burdwan Division, অধরচন্দ্র (Sub-Divisional Inspector o Schols), দুর্গাদাস B. A. B. T. (Dist. Inspector of Schools Bengal) জীবনকৃষ্ণ (Asst. Imperial Chemical Industrie India Ltd., Caloutta).

হরিচরণ সুত অনুকূল (ডাক্তার) মৃত, চারুচন্দ্র (Asst. Store-Keeper, E.B.R., Kanchrapara ও প্রবোধচন্দ্র (মৃত) ২৮। অনুকূল সুত সুধাময়, জ্যোতির্ম্ময় ও মণিময় ২৯। চারুচন্দ্র সুত সন্তোষকুমার ২৯।

অধরচন্দ্র সুত জগবন্ধু (ডাক্তার) বিনয় (বাঁকুড়ায় কাটা কাপড় ও কাপড়ের দোকান) ও পঞ্চানন (মোটর Business) ২৮। ইহারা এক্ষণে বাঁকুড়ার অধিবাসী।

দুর্গাদাস সুত নৃসিংহপ্রসাদ (Asst. Imperial Chemical Industries India Ltd., Calcutta), গোপালচন্দ্র (অঃ বিঃ) I. A. পড়িতেছে) ও হীরেন্দ্রনাথ ২৮।

৺হরিচরণ শান্তিপুর নিবাসী ৺বনমালী মুখোর পুত্র ৺ইন্দুভূষণ মুখোর (Extra Asst. Conservator of Forest, Behar), বড় ভগ্নীকে বিবাহ করেন।

চট্ট শ্রীকরের সন্তান (ভঙ্গকুল)।

আদি বাসস্থান সাদিপুর, পোঃ সাদিপুর, জেলা বর্দ্ধমান।

দুর্য্যোধন তর্কবাগীশ সুত বদনচন্দ্র তৎসুত ঈশ্বরচন্দ্র তৎসুত হরিদাস তৎসুত শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ, শ্রীমতী অন্নপূর্ণা, শ্রীকমলকৃষ্ণ, শ্রীমতী ননীবালা, শ্রীকালীকৃষ্ণ (1st year class student) ও শ্রীমতী সরযূবালা। গোপেন্দ্র বাবু পাইকপাড়া রাজষ্টেটে কর্ম্ম করেন, বর্ত্তমানে এক ভগ্নি বিবাহযোগ্যা।

শ্রীগোপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১৪ নং লালাবাবুর লেন, পাইকপাড়া, পোঃ কাশীপুর, কলিকাতা প্রদত্ত।

কাশ্যপ গোত্রীয় চট্টবংশের একদেশ বংশাবলী।

(১) দক্ষ। (২) সুলোচন। (৩) মহাদেব। (৪) হলধর। (৫)

নাম্নিদেব। (৬) বরাহ। (৭) শ্রীধর। (৮) বহুরূপ (ইনি কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন)। (৯) গোবিন্দ। (১০) চক্রপাণি।

খনিয়ার চাটুতি, শ্রীকরের সন্তান রামকৃষ্ণের ধারা (ভঙ্গ)।

(১১) শ্রীকর। (১২) সুদর্শন। (১৩) বিকর্ত্তন। (১৪) বশিষ্ঠ। (১৫) শতানন্দ। (১৬) হরিহর। (১৭) কানাই। (১৮) রামব্রহ্ম। (১৯) নৃসিংহ। (২০ গণপতি। (২১) দীনবন্ধু। (২২) গোপাল। (২৩) রুদ্র ও রামকৃষ্ণ*। (২৪) রামকৃষ্ণ সুত কমলকৃষ্ণ। (২৫) দুর্গাদাস। (২৬) গৌরীদাস। (২৭) কেদার। (২৮) রঘুনাথ। (২৯) নিত্যানন্দ। (৩০) জয়চন্দ্র। (৩১) বংশীধর। (৩২) বনমালী ও প্রসন্ন। বনমালী সুত কেনারাম (ওরফে মোহিতলাল)। (৩৩) মোহিতলালের পুত্র ধনঞ্জয়, প্রফুল্ল, নেপাল (৩৮)।

খনিয়ার চাটুতি শ্রীকরের সন্তান সুদর্শনের ধারা (ভঙ্গ)।

(২৩) রুদ্র। (২৪) পদ্মনাভ। (২৫) কাশীনাথ*। (২৬) সুদর্শন ও গঙ্গাধর। সুদর্শন সুত (২৭) পিতাম্বর। (২৮) যাদবচন্দ্র। (২৯) রাধারমণ। (৩০) গোবিন্দ। (৩১) লোচন। (৩২) গোপাল। (৩৩) রাইচরণ। (৩৪) মধুসূদন। (৩৫) পঞ্চানন।

খনিয়ার চাটুতি শ্রীকরের সন্তান গঙ্গাধরের ধারা (ভঙ্গ)।

(২৬) গঙ্গাধর। (২৭) কৃষ্ণবল্লভ। (২৮) হলধর। (২৯) মোহনচাঁদ। (৩০) প্রেমচাঁদ। (৩১) সৃষ্টিধর। (৩২) নন্দলাল। নন্দলাল সুত (৩৩) দুলাল ও পান্নালাল। দুলাল সুত (৩৪) দীলিপ। পান্নালাল সুত (৩৪) পঙ্কজ। ইহাদের পূর্ব্বনিবাস বাদুড়িয়া। বর্ত্তমান বাস খড়দহ গ্রাম।

*(২৩) রামকৃষ্ণ ও (২৫) কাশীনাথ ;—ইঁহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের সেবার অধিকার প্রাপ্ত অর্থাৎ "অধিকারী" উপাধিতে সাধারণে আখ্যাত হন। ইনি আত্মীয় স্বজনগণের সহিত বৈবাহিক আদান প্রদাদ রহিত করিয়া দেন। ইহাদের কোন কোন আত্মীয় বংশ বর্ত্তমানে শাক্ত বংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ পুনঃ স্থাপিত করিয়াছেন।

অনুমান চারি শত বর্ষকাল এই বংশ জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত বাদুড়িয়া নামক গ্রামে বাস করিতেছেন।

কাশ্যপগোত্রীয় শ্রোত্রিয় পুষলী-বংশের একদেশ।

কুলাচার্য্যগণ কুলীনদিগের পাল্টী প্রভৃতি লিখিতে ব্যতিব্যস্ত। শ্রোত্রিয় দিগের বংশাবলী সংগ্রহ করিবার সময় একেবরে ঔদাসীন্য-ভাব অবলম্বন করেন। উপেক্ষা করিবার কারণ না থাকিলেও কুলাচার্য্যগণ এই কথা কহেন যে, শ্রোত্রিয়গণ কূটস্থ পরম পুরুষের ন্যায় ক্ষয়বৃদ্ধিরহিত। সুতরাং যাহাদিগের হ্রাস-বৃদ্ধির সম্ভাবনা, তাহাদিগেরই আদান প্রদান ও বংশ লেখা কর্ত্তব্য। শ্রোত্রিয়ের একটী কন্যা অসদৃশ ঘরে দিলেও ক্ষতি নাই, তৎকর্ত্তৃক একটী কুলীন কন্যাগ্রহণেও কৌলীন্য-প্রাপ্তির উপায় হয় না। শ্রোত্রিয়গণ অগ্নিসদৃশ পবিত্র ও পাবক। সেই অগ্নির পূর্ব্ববৃত্তান্ত জানিবার আবশ্যক নাই ; ক্রব্যাদ অগ্নিকে পরিত্যাগ করিলেই হইল। কিন্তু আর্য্যধর্ম্মের রীতি নীতি অনুসারে চলিতে হইলে শাস্ত্রীয় আচার ব্যবহার অবলম্বনপূর্ব্বক আর্য্য সন্তানগণকে চলিতে হয়। সেই আর্য্যশাস্ত্রের বিধি অনুসারে বিবাহ করিতে হইলে মাতুল কুলের সপিণ্ড জ্ঞাতিগণের কন্যা ও পিতৃ-সগোত্রীয় কন্যা পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এবং অশৌচগ্রহণ ও পিণ্ডপ্রদানাদি কার্য্যে নৈকট্য ও দূরতা বিচার করিতে হয় ; সুতরাং কি কুলীন, কি শ্রোত্রিয়, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, সকলকেই সাপিণ্ডগণের নাম স্মরণ ও কীর্ত্তন করিতে হয়, নতুবা গত্যন্তর থাকে না। সজ্জন-সমাজে প্রায় নিজ নিজ বংশাবলী বংশের মধ্যে একজন

কুলতিলকের নিকট সংরক্ষিত হইয়া থাকে। তিনিই ধারাবাহিক বং লেখেন। বজ্রযোগিনীর পুষলী-বংশের যে তালিকা পাইয়াছি, তাহা এখানে প্রদত্ত হইল।

নদিয়া জিলার জয়রামপুরের মৌলিকগণ বজ্রযোগিনীর পুষলী-গোষ্ঠী-সম্ভূত জয়রামপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মৌলিক-কৃত কুলদীপিকার সঙ্গে ঐক করিয়া দেওয়া গেল। জয়রামপুরের মৌলিকগণের অধস্তন ধারা সেই পুস্তকে দেখা কর্ত্তব্য; তথাপি দিঙ্মাত্র প্রদর্শিত হইল। পুষলীগ্রামী শ্রোত্রিয়গ কাশ্যপগোত্রীয়। পুষলী দক্ষের পুত্রগণের মধ্যে ত্রয়োদশ। ইহার পু (পুষলীর আদিপুরুষ) জটাধর।

কাশ্যপ-গোত্র দক্ষ-প্রমুখ পুষলী (১)-বংশ।

ক্রমান্বয় অধস্তনে অঙ্কপাত করা গেল। যথা:—জটাধর ২। কেশব, মাধ ও সনাতন ৩। কেশব-সুত ত্রিবিক্রম, যদুনন্দন, ধনঞ্জয় ও নরোত্তম ৪। যদু নন্দন-সুত বলদেব ও হরিদেব ৫। হরিদেব-সুত বিশ্ববাহু, সহস্রাক্ষ, ত্রিলোচ ও মনোহর ৬। মনোহর-সুত জনার্দ্দন, গৌরীবর, শিবকৃষ্ণ ও অভিরাম ৭ গৌরীবর-সুত লোকেশ, কালিকানন্দ, দুর্গানন্দ ও চিত্রাঙ্গদ ৮। চিত্রাঙ্গদ-সু গোপীরমণ, মালাধর, রুদ্র ও জয়দেব। মালাধর-সুত ভীম, অর্জ্জুন, তারাপ ও গুণাকর ১০। গুণাকর-সুত লম্বোদর, রাধামোহন, রামহরি, শিব, দুর্গা পরমেশ্বর ১১। পরমেশ্বর-সুত পরাশর, যদুপতি ও রতিপতি ১২। পরাশ সুত ঈশান, ইন্দ্র, বিভাকর ও নীলকণ্ঠ ১৩। বিভাকর-সুত চক্রপাণি, হৃষীকে ও ষষ্ঠিবর ১৪। ষষ্ঠীবর-সুত পদ্মনাভ, গঙ্গাধর, মহেশ ও স্বরূপ ১৫ গঙ্গাধর-সুত অম্বিকা, অনন্ত, সঞ্জয়, ভবানী ও ব্রজনাথ ১৬। **সঞ্জয় হাজা রায়**—ইনি মোগল সম্রাট্দিগের একজন সেনাপতি ছিলেন। সঞ্জয় হজা রায়-সুত গন্ধর্ব্ব, গজেন্দ্র, সুবুদ্ধি, শ্রীশচন্দ্র, শ্রীমন্ত, জয়চন্দ্র, কাশীনাথ

গোপীনাথ ১৭। গন্ধর্ব্ব-সুত জগদানন্দ ১৮। রঘুনাথ ১৯। যাদবেন্দ্র ২০। রত্নেশ্বর ২১। বংশীরাম ২২। নরনারায়ণ ২৩। দুর্গাপ্রসাদ ২৪। রাম-দুলাল ২৫। তারাপ্রসাদ ২৬। কালীপ্রসন্ন ২৭।

শ্রীশচন্দ্রের ধারা।—সুত মদনমোহন ও কমলাকান্ত ১৮। মদনমোহন-সুত রাজবল্লভ, বিনোদ, **রাজা ভবানী** ও পরমানন্দ রায় ১৯। রাজা ভবানী রায় সুত রাজা রামনারায়ণ ২০। রাজা রামনারায়ণ-সুত নরোত্তম, রামেশ্বর, ঘনশ্যাম আত্মারাম, গোবিন্দরাম, শিবরাম, কৃষ্ণরাম ও রাজারাম ২১। শেষ চারিজনের নিবাস বোয়াল, জেলা ঢাকা। প্রথম তিন ব্যক্তির নিবাস যথাক্রমে রঘুনাথ-পুর, মহাদেবপুর, কুল্যাগ্রাম।

আত্মারামের ধারা।—সুত শ্যামসুন্দর ২২। বিষ্ণুরাম ২৩। বিষ্ণু-সুত রাজবল্লভ ২৪। রাজবল্লভ-সুত রমাবল্লভ ২৫। ইঁহার পত্নীর নাম রোহিণী দেবী। রমাবল্লভ জয়রামপুরে আগমন করিয়া রাজার প্রসন্নতার চিহ্নস্বরূপ 'মৌলিক' এই উপাধি গ্রহণ করেন।

রমাবল্লভ-সুত রামনারায়ণ ও রামেশ্বর ২৬। রামনারায়ণ সুত রামচন্দ্র, রামকৃষ্ণ ও রামগোবিন্দ ২৭। রামকৃষ্ণ সুত রামকিঙ্কর ২৮। রামকিঙ্কর সুত রামরতন, রামধন, জয়চন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র ২৯। রামরতন সুত কান্তিচন্দ্র, যোগেন্দ্রচন্দ্র, দেবেন্দ্রচন্দ্র ও মহেন্দ্রচন্দ্র ৩০। কান্তি সুত রবীন্দ্র, সমরেন্দ্র ও রাজেন্দ্র ৩১। যোগেন্দ্র সুত সুধীন্দ্র ৩১। দেবেন্দ্র সুত জিতেন্দ্র ও মুনীন্দ্র ৩১।

রামেশ্বরের (২১) ধারা (মহাদেবপুরবাসী)।

রামেশ্বর সুত রামদেব, আনন্দ ও মহাদেব ২২। রামদেব সুত রামচন্দ্র ২৩। কৃষ্ণচন্দ্র ২৪। গৌরচন্দ্র ২৫। সর্ব্বসুন্দর ২৬। ত্রৈলোক্য ২৭।

প্রিয়নাথ ২৮। আনন্দ সুত শ্রীকণ্ঠ ২৩। লোকনাথ ২৪। শম্ভুনাথ ২৫ হরনাথ ২৬। দেবেন্দ্র ২৭।

মহাদেব সুত লক্ষ্মীনারায়ণ ২৩। উদয় ২৪। শিব ২৫। কালী ২৬ কালী সুত তারিণী, কৈলাস ও বৈকুণ্ঠ ২৭। তারিণী সুত দিগিন্দ্র ২৮ দক্ষজারঞ্জন ২৯। কৈলাস সুত সারদা ২৮। মোহিনী ২৯। বৈকুণ্ঠ সু অক্ষয় ২৮।

নরোত্তমের (২১) ধারা।

দেবীপ্রসাদ ও কালিকাপ্রসাদ ২২। কালিকা সুত ধনরাম, বলরাম আদিনাথ ২৩। ধন সুত নন্দদুলাল ২৪। কালীকান্ত ২৫। মাণিক্য ২৬ আদি-সুত শিবনাথ ২৪। প্রাণনাথ ২৫। নবকুমার ১৬। নব-সুত প্রসন্ন ললিত ২৭।

গোবিন্দের (২১) ধারা।

গোবিন্দ সুত রামচরণ, কালীচরণ ও ভবানীচরণ ২২। রামচরণ সু শ্রীচরণ ২৩। বিনোদ ২৪। ভবানী সুত গজেন্দ্র ২৩। নীলমণি ২৪ বৈকুণ্ঠ ২৫। বিনোদ সুত জয়শঙ্কর ও কালীশঙ্কর ২৫। জয় সুত উমাশঙ্ক ২৬। জ্ঞানদা ও অন্নদা ২৭।

কৃষ্ণরাম (২১) সুত চন্দ্ররাম ২২। রামমোহন (দত্তক) ২৩। ব্রজ ২৪ রাধামোহন ২৫। সর্ব্ব ২৬। সুধেন্দ্র ২৭।

রাজারাম (২১) সুত রামদেব ২২। গোপাল ২৩। শিব ২৪। ভৈর ২৫। ঈশ্বর ২৬। দীনেশ ২৭।

ঘনশ্যাম (২১) সুত বাণেশ্বর ও রাজচন্দ্র ২২। বাণেশ্বর সুত বিজয় ২৩ রণজিৎ ২৪। গদাধর ২৫। স্বরূপ ২৬। রসিক ২৭। রাজচন্দ্র সু

দুর্গারাম ২৩। রামকান্ত ২৪। কাশীপ্রসাদ ২৫। মহিমাচন্দ্র ২৬। রামনারায়ণ ২৭।

কমলাকান্তের (১৮) ধারা।

কমলাকান্ত সুত ভাগ্যবন্ত ১৯। রাজীব ২০। রূপনারায়ণ ২১। দেবীচরণ ২২। রামকেশব ২৩। শ্রীদুলাল ২৪। রামকানাই ও রামনিধি ২৫। রামকানাই সুত আনন্দ ২৬। হরমোহন ২৭। রামনিধি সুত গোবিন্দ ২৬।

রাজবল্লভের (১৯) ধারা।

রাজবল্লভ সুত কেশব ২০। কৃষ্ণ ২১। রামগোপাল, রামনাথ ও হরিনাথ ২২। রামগোপাল সুত জয়নারায়ণ ২৩। জগন্নাথ ২৪। গুরুপ্রসাদ ২৫। সারদাপ্রসাদ ২৬। রামনাথ সুত দর্পনারায়ণ ২৩। রাজকৃষ্ণ ২৪। গৌরকিশোর ২৫। কালীকিশোর ২৬। আনন্দকিশোর ২৭।

কাশ্যপগোত্রীয় পুষলী শ্রোত্রিয়ের বংশাবলীর কারিকা।

নদীয়া সমাজের সুপ্রসিদ্ধ কুলাচার্য্য ভাজনঘাট নিবাসী শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য প্রদত্ত কারিকা যথা :—

জটাধরঃ কবিশ্রেষ্ঠো গ্রামে পুষ্যলসংজ্ঞকে।
দারাপত্যহিতার্থায় বাস্তুভূমিং সমাদদে॥ ১॥
তস্যাপি বহবঃ পুত্রাস্ত্রয়স্তেষাং বিচক্ষণাঃ।
জন্মনা কেশবো জ্যেষ্ঠো বিদ্যয়া মাধবঃ স্মৃতঃ॥ ২
সনাতনঃ কনিষ্ঠোঽপি জ্ঞানবতাং সুপূজিতঃ।
কেশবস্য সুতাঃ সপ্ত চত্বারো লোকসম্মতাঃ॥ ৩॥

দ্বৌ সুতৌ যদুনন্দস্ত হরির্বংশচ সংজ্ঞয়া ॥ ৪ ॥
বিদ্যাবন্তো দয়াবন্তশ্চত্বারো হরিসূনবঃ ।
বিশ্ববাহু-সহস্রাক্ষ-ত্রিলোচন-মনোহরাঃ ॥ ৫ ॥
মনোহরসুতাঃ পঞ্চ লোকে বিখ্যাতপৌরুষাঃ ।
জনার্দ্দনঃ শিবঃ কৃষ্ণঃ গৌরীবরোঽভিরামকঃ ॥ ৬ ॥
একোনাঃ সূনবঃ পঞ্চ গৌরীবরমহাত্মনঃ ।
লোকেশঃ কালিকা দুর্গা জাতাশ্চিত্রাঙ্গসংজ্ঞকাঃ ॥ ৭ ॥
চিত্রাঙ্গসূনবঃ সর্ব্বে দয়া-দাক্ষিণ্য-ভূষিতাঃ ।
গোপী মালাধরো রুদ্রো জয়দেবশ্চ নামভিঃ ॥ ৮ ॥
চত্বারো ভূমিপাস্তাস্তে মালাধর-তনূদ্ভবাঃ ।
এষু গুণাকরো জ্যেষ্ঠো ভীমার্জ্জুনৌ কনীয়সৌ ॥ ৯ ॥
বলবান্ গুণবান্ ধীমাংস্তারাপতিশ্চ মধ্যমঃ ।
গুণাকর-সুতা যে যে তেষু ষট্ খ্যাতপৌরুষাঃ ॥ ১০
লম্বোদরঃ শিবো দুর্গা রাধা রামঃ পরেশকঃ ।
চত্বারঃ সূনবো লোকে পরেশস্য তনূদ্ভবাঃ ॥ ১১ ॥
তেষু পরাশরো জ্যেষ্ঠো যদুরতী কনীয়সৌ ।
ঈশানেন্দ্র-বিভা-নীলাঃ পরাশর-তনূদ্ভবাঃ ॥ ১২ ॥
বিভাকর-সুতা যে যে ত্রয়স্তেষাং সুপূজিতাঃ ।
চক্রপাণি-হৃষীকেশঃ ষষ্ঠীবর উদাহৃতঃ ॥ ১৩ ॥
পদ্মনাভো মহেশশ্চ গঙ্গাধরঃ স্বরূপকঃ ।
গঙ্গাধরসুতাঃ পঞ্চ সঞ্জয়স্তেষু মধ্যমঃ ॥ ১৪ ॥
রত্নাম্বিকা-ভবান্যস্তাঃ পূর্ববঙ্গাল-নিবাসিনঃ ।
তেষামপত্যবর্গাণাং সংজ্ঞা সমাখ্যাপ্যতে ॥ ১৫ ॥
ত্রিবিক্রমো যদোর্নন্দো ধনঞ্জয়নরোত্তমৌ ।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ মৌলিক কর্ত্তৃক সংগৃহীত কুলদীপিকা অর্থাৎ জয়রামপুরের মৌলিকদিগের বংশাবলী হইতে নিম্নলিখিত কারিকা পরিগৃহীত হইল।

আ ... পূর্ব্বং পুযলী-বংশ-সম্ভবঃ।
গৌরীবরস্ততো জাতশ্চিত্রাঙ্গদস্তদাত্মজঃ ॥ ১ ॥
মালাধর সুবিখ্যাতস্তস্য পুত্রো গুণাকরঃ।
লম্বোদরঃ সুতস্তস্য তৎসুতঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ২ ॥
পরাশরঃ সুতস্তস্য তৎসুতশ্চ বিভাকরঃ।
বংশীবরঃ সুবিখ্যাতো গৌড়রাজ্যেষু ভূমিপঃ ॥ ৩ ॥
গঙ্গাধরস্তস্য পুত্রস্তৎসুতো রায়-সঞ্জয়ঃ।
সঞ্জয়স্য সুতাঃ খ্যাতা মহাধীরাস্তথাষ্টকাঃ ॥ ৪ ॥
গন্ধর্ব্বরায়পূর্ব্বজো গজেন্দ্রশ্চ সুবুদ্ধিকঃ।
শ্রীচন্দ্রশ্চ মহাভাগঃ শ্রীমন্তো জয়চন্দ্রকঃ ॥ ৫ ॥
কাশীনাথঃ সুবিখ্যাতো গোপীনাথো মহাত্মবান্।
বঙ্গাগমশ্চ এতেষাং সঞ্জয়পিতৃভিঃ সহ ॥ ৬ ॥

কাশ্যপগোত্রীয় পালধি-বংশ।

পালধি-বংশের মূল দক্ষ পুত্র রাম ২। তৎপুত্র গিরি, গোবর্দ্ধন ও জন (জনমেজয়) ৩। গোবর্দ্ধন সুত হরি ও হর ৪। (কাক কাকুৎস্থ মিশ্র) ও নীল ৫। কাক সুত কংস, বংশ, হংস, ভীম ও ভব ৬। ভব সুত গোপাল, যদু, নন্দ ও কৃষ্ণ ৭। গোপাল সুত শশী, বসু, তপন, পবন ও গগন ৮। তপন সুত তিলক, গোলোক ও মাধব ৯। মাধব সুত হরি, বামন, রাম, গঙ্গা, শিব ও কেশব ১০। রামচন্দ্র সুত কৈলাস ও ব্রজ ১১। ব্রজ সুত পশুপতি মথুরেশ ও মহেশ ১২। মহেশ সুত লোকনাথ, কেশব ও বিদ্যাধর ১৩। কেশব সুত যদু, দ্বারিক, মথুরানাথ ও বিষ্ণু ১৪। বিষ্ণু সুত হরি, রাম, রাধা-নাথ ও কৈলাস ১৫। কৈলাস সুত কৃষ্ণ ও কানাই ১৬। কৃষ্ণ সুত ভব, ভীম

ও সূর্য্য ১৭। ভব সুত মহেশ, মাধব, শিব ও শম্ভু ১৭। শিব সুত কার্ত্তিক গণেশ, পরেশ ও উমেশ ১৯।

উমেশ সুত গৌরী, কালী, দুর্গা, তারা ও উমাচরণ ২০। উমাচরণ সু জয়শঙ্কর ও শিবশঙ্কর ২১। শিবশঙ্কর সুত **রামগোবিন্দ**, রামনিধি, রামচ রামভদ্র ও রামনৃসিংহ ২২। রামগোবিন্দ বর্দ্ধমান জিলার অকালপৌষ গ্রা অবস্থান করেন। রামনিধির বাস ডাঁইহাট মেটিরী। রামচন্দ্রের বসতিস্থা নকীপুর। রামভদ্র বাঁকুড়া-বাসী। রামনৃসিংহ হরিপালে অবস্থান করেন ইঁহাদিগের সন্তানগণ ক্রমে ঐ সকল দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়েন।

মেটিরীর পালধি রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর শ্বশুরের নাম পণ্ডিত রাম রা কাষ্ঠশালীর পালধিগণের আদি পুরুষ রামগোবিন্দ রায়। অকালপৌষ গ্রা ইঁহার সন্ততিবর্গ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। চুপী কাষ্ঠশালী গ্রাম পূর্ব্বস্থ গ্রামের পল্লী-বিশেষ। চুপীর দেওয়ান রঘুনাথ রায় মহাশয় অদ্বিতীয় গায়ক সাধক।

চুপী কাষ্ঠশালীর পালধি বংশের একদেশ দ্বারা এক্ষণে লক্ষ হইতে ঐ বংশে অধস্তনে কতম সংখ্যা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা একপ্রকার ি করা যাইতে পারে।

চুপী কাষ্ঠশালার রামগোবিন্দ রায়-প্রমুখ বংশ।

রামগোবিন্দ ২২। পুত্র রাজীব, রঘুনন্দন ও বিশ্বেশ্বর ২৩। রাজী লোচন সুত দেওয়ান গৌরীচরণ রায় ২৪। গৌরী সুত রত্নেশ্বর, বাসুদে রামনাথ ও রাধাকান্ত ২৫। রত্নেশ্বর সুত রাঘবেন্দ্র, রামচন্দ্র ও ব্রজকিশে ২৬। রাঘবেন্দ্র সুত দুর্গাপ্রসাদ ২৭। তৎপুত্র গঙ্গাগোবিন্দ ২৮। রামচ সুত রামকিশোর ২৭। তৎপুত্র কমলাকান্ত ২৮। সুত রামগোপাল ২৯ ব্রজকিশোর সুত নন্দকুমার, রঘুনাথ, হরিনাথ ও কালীনাথ ২৭। এই **রঘুনা**

রায় পালধি-বংশের কুলতিলকস্বরূপ। ইনি যেমনই গায়ক, তেমনি সাধক এবং তেমনি ব্রাহ্মণ্যপালক। ইনি প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি এবং কুলক্রিয়ায় প্রসিদ্ধ। রঘুনাথ সুত শিবনাথ ও লোকনাথ ২৮। লোকনাথ সুত হরমোহন ২৯। পুত্র নৃসিংহপ্রসাদ, মন্মথনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ ৩০। কালীনাথ সুত মথুরানাথ, শ্রীনাথ, দ্বারিকানাথ ও যদুনাথ ২৮।

বাসুদেব ২৫। সুত কামদেব ও রামকান্ত ২৬। কামদেব সুত নরেন্দ্রনাম, গঙ্গারাম, রঘুরাম, কৃষ্ণরাম ও বিজয়রাম ২৭। নরেন্দ্ররাম সুত শিবনারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ, জয়নারায়ণ ও শ্রীনারায়ণ ২৮। শ্রীনারায়ণ সুত ঈশান ২৯। গঙ্গারাম সুত কাশীনাথ ২৮। রঘু সুত কৃষ্ণরাম ও রমাকান্ত ২৮। রমাকান্ত সুত শ্যামনারায়ণ (দত্তক) ২৯। তৎপুত্র পূর্ণচন্দ্র ৩০। কৃষ্ণরাম ২৭) সুত কালীপ্রসাদ, দেবীপ্রসাদ ও তারিণীপ্রসাদ ২৮। কালীপ্রসাদ সুত গোলোকনাথ ২৯। পুত্র বীরেশ্বর ৩০।

রামনাথ ২৫। সুত রামচন্দ্র ২৬। পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র ২৭। প্রপৌত্র হরচন্দ্র ২৮।

রাধাকান্ত ২৫। পুত্র রামরাম ২৬। পৌত্র গোপালরাম ২৭।

রঘুনন্দন রায় ২৩। রামনারায়ণ ২৪। কৃষ্ণদেব ২৫। নরোত্তম ২৬। দর্পনারায়ণ ২৭। পার্ব্বতীচরণ ২৮। অম্বিকাচরণ ২৯। দুর্গাপ্রসাদ ৩০। তারাপ্রসাদ (দত্তক) ৩১।

বিশ্বেশ্বর ২৩। পুত্র রামেশ্বর ২৪। পৌত্র রামগোপাল ২৫। প্রপৌত্র ব্রজকিশোর ২৬। বৃদ্ধপ্রপৌত্র রামলোচন ২৭। অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র গোবিন্দচন্দ্র ২৮। বৃদ্ধাতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র রাধানাথ ২৯।

চুপী কাষ্ঠশালীর পালধি বংশীয়েরা পুরুষানুক্রমে বাদসাহ, নবাব ও দেশীয় নৃপতিগণের মন্ত্রিত্ব করিয়া আসিতেছেন। তদনুসারে ইঁহাদিগকে সচরাচর

'দেওয়ান মহাশয়' এই সম্মানাস্পদীভূত উপাধিতে অভিহিত করিয়া থাকে ইঁহারা কুলক্রিয়ার জন্য প্রসিদ্ধ। দেওয়ান রঘুনাথ, দেওয়ান জগমোহনের মাতুল।

কাশ্যপ পাকড়াশী-বংশ (সিদ্ধ শ্রোত্রিয়)

কুলাচার্য্যগণ শ্রোত্রিয়দিগের বংশ লিখেন না। কিন্তু তাই বলিয়া শ্রোত্রিয়গণ নিশ্চিন্ত নহেন। তাঁহারা নিজ-নিজ-বংশ লিখনে ঔদাস্য অশ্রদ্ধা করেন, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। ইঁহারা স্বীয় স্বীয় পুরুষের বৃত্তান্ত বিশেষ যত্ন ও আস্থার সহিত সংগ্রহ করিয়া রাখেন। কোন কোন বংশে পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম-সঙ্কীর্ত্তন অবিরত হইয়া থাকে। সুতরাং ঘটকগণ শ্রোত্রিয়গণের বংশাবলী না লিখিলেও উহা নিতান্ত দুষ্পাপ্য নহে তবে গণ্যমান্য ও পুণ্যবানের সংসার-ব্যতীত অন্যত্র বংশাবলীর লিখন প্রথা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। কিন্তু ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে সর্ব্বদা নাম-কীর্ত্তন হইয়া থাকে।

এস্থলে কাশ্যপ-গোত্রীয় পাকড়াশী-বংশীয়দিগের একদেশ দেখান গেল তদ্দ্বারা ইহা একপ্রকার স্থির হইবে যে, শ্রোত্রিয়গণ মধ্যে বিদ্যা, ব্রাহ্মণ্য দীর্ঘ জীবন অনায়াসলভ্য ছিল

পাকড়াশী (১)-গ্রামীর মূল পুরুষ দক্ষ-পুত্র বনমালী ২, ইঁহার ছয় পুত্র যথা—ইন্দ্র, চন্দ্র, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, রুদ্র ও গণপতি ৩। প্রত্যেকেই অদ্বিতীয় বিদ্বান্। ইন্দ্র-সুত কালী, শ্যামা, বগলা ও দুর্গাচরণ ৪। চন্দ্র-সুত বা বরুণ, শিব, কেদার ও কার্ত্তিক ৪। কৃষ্ণ-সুত কৈলাস, শম্ভু, ঈশান, পশুপতি ও কেশব ৪। বিষ্ণু-সুত অনিরুদ্ধ, ভীম, ভব, লোকনাথ ও ত্রিপুরারি ৪ রুদ্র-সুত হরি, বামন, ত্রিবিক্রম, গদাধর ও চক্রপাণি ৪। গণপতি-সুত শ্রীপতি যদুপতি, নিশাপতি ও যামিনী ৪।

বিষ্ণু-প্রমুখ ত্রিপুরারি-সুত মহেশ, মাধব ও দীনকর ৫। দীনকর-সুত কা

রবি, অনন্ত ও বাসুদেব ৬। অনন্ত-সুত শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার, হরিদেব ন্যায়ালঙ্কার, গোপাল ও গোপীনাথ ৭।

হরিদেব-সুত রামচন্দ্র, রাধামোহন ও কালিদাস ৮। কালিদাস-সুত উপেন্দ্র, দিগ্বিজয় ও জগন্মোহন ৯। জগন্মোহন-সুত ভবদেব, নন্দ, ধ্রুব ও নৃসিংহ সার্ব্বভৌম ১০।

নৃসিংহ সুত অম্বিকা, উমেশ, সতীশ ও ক্ষিতীশ ১১। উমেশ সুত বিষ্ণু, কৃষ্ণ, শ্রীনায়ক ও শ্রীপতি ১২। শ্রীপতি সুত দুর্গানন্দ, কালিকানন্দ, উমানন্দ, শ্যামানন্দ ও জগদানন্দ ১৩। জগদানন্দ সুত রামকিঙ্কর, দুর্গাকিঙ্কর, কালীকিঙ্কর ও তারাকিঙ্কর ১৪। কালীকিঙ্কর সুত গোলকনাথ, যদুনাথ, সীতানাথ, আদ্যনাথ, রামনাথ, শূলপাণি, সদাশিব, বিশ্বেশ্বর, কেদারেশ্বর ও ভুবনেশ্বর ন্যায়ভূষণ ১৫।

বিশ্বেশ্বর সুত তারণচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র, জগচ্চন্দ্র ও রমেশচন্দ্র ১৬। তারণচন্দ্র সুত সতীশচন্দ্র, কামাখ্যাচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, আলোকনাথ ও কীর্ত্তিচন্দ্র ১৭। কীর্ত্তিচন্দ্র সুত জয়নারায়ণ, রামনারায়ণ, হরিনারায়ণ, উদয়নারায়ণ ও চন্দ্রনারায়ণ ১৮। রামনারায়ণ সুত হরিদেব, গোবিন্দদেব, কৃষ্ণদেব, বুদ্ধদেব, ত্রিদেব ও বরুণদেব ১৯।

গোবিন্দ সুত দুর্গাকান্ত ন্যায়ালঙ্কার, কালীকান্ত, কাশীকান্ত, ব্রজকান্ত, কেশব, কমলাকান্ত, শ্রীকান্ত, অম্বাকান্ত ও লক্ষ্মীকান্ত ২০। শ্রীকান্ত সুত রতিপতি, তারাপতি, সীতাপতি বিদ্যারত্ন, বাণীপতি ও উমাপতি তর্করত্ন ২১।

কেশবের উপাধি ভারতী। কমলাকান্ত বাচস্পতি নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীকান্ত মজুমদার বলিয়া অতি বিখ্যাত। অম্বাকান্ত সমাজদার রূপেই লোকের পরিচিত। অন্য ভ্রাতাগুলির নানাস্থানে বাসনিবন্ধন কে কোন্ খানে বাস করিয়াছেন, তাহা নির্দ্দিষ্ট নাই। কিন্তু যে সময়ে মেলবন্ধন হয়, তৎকালে ইঁহারা হবিবপুর, সমুর্ণা, নকীপুর, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত হইয়া

পড়েন। কমলাকান্তের ছয় পুত্র, যথা—যশোমন্ত, ভাগ্যবন্ত, শ্রীমন্ত, অনন্ত, অচ্যুত ও রুক্মিণীকান্ত ২২। যশোবন্তের নিবাস সমুর্ণা জেলা খুলনা।

যশোমন্ত রায় চৌধুরী ধনে, মানে, কুলে ও শীলে মহামান্য ছিলেন। তিনি একজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। যশোমন্ত যদিও শাস্ত্রীয় উপাধি পান নাই, তথাপি পিতা অপেক্ষা সদ্‌গুণে ন্যূনকল্প ছিলেন না। বরং কোন কোন বিষয়ে অধিকতর যশস্বী ছিলেন। সেই কারণে তাঁহার 'যশোমন্ত' নামটী অন্বর্থ হইয়াছে। যশোমন্তের বংশাবলী দেওয়া গেল। এই বংশের বৃত্তি-ভোগী কুলীনগণ বুঝিতে পারিবেন যে, শ্রোত্রিয়গণ নিরন্ন অবস্থাতেও কুলীন ভাগিনেয় ও ভাগিনেয়ী এবং তাঁহাদিগের পরিবারবর্গকে 'নিজের পরিবার মধ্যে অবশ্যপোষ্য বলিয়া স্থান দান করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং শ্রোত্রিয়-গণের বংশাবলীও দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক জ্ঞানে প্রদত্ত হইল।

সমুর্ণার পাকড়াশী যশোমন্ত রায় চৌধুরী দক্ষ হইতে অধস্তন ২২শ পুরুষ। যশোমন্তের দুই পুত্র, যথা—চাঁদ রায় ও বসন্ত রায় ২৩। চাঁদ সুত ভূপতি ২৪। তৎপুত্র গঙ্গাধর ২৫। ইনি রঘুনাথপুর-বাসী। গঙ্গাধর সুত রঘুনাথ ২৬। রঘুনাথ সুত রামচন্দ্র ২৭। ইনি নকীপুর-বাসী, পরগণে শ্যামনগর, জিলা খুলনা। ইঁহার তিন পুত্র, যথা—রামগোপাল, শ্যাম রায় ও রাম রায় ২৮।

রামগোপাল (২৮) বংশ

রামগোপাল সুত রামকিঙ্কর ও মুকুন্দরাম ২৯। রামকিঙ্কর সুত হরিকৃষ্ণ ও জীবনকৃষ্ণ ৩০। জীবনকৃষ্ণ সুত পার্ব্বতী, মধু ও তারক ৩১। পার্ব্বতী সুত উমাচরণ, রাজেন্দ্র ও ক্ষিতিনাথ ৩২।

মুকুন্দ (২৯) সুত দেবীপ্রসাদ, কালীপ্রসাদ, জগন্নাথ ও শিবপ্রসাদ ৩০। দেবীপ্রসাদ সুত হরপ্রসাদ ও ভবানীপ্রসাদ ৩১। হরপ্রসাদ সুত প্রিয়নাথ ৩২। ইনি বিশেষ মান্য। ঐশ্বর্য্যবোধক রৈ-শব্দ স্থানে রায় আদেশ হয়;

ইনি তাহার যথার্থ পাত্র। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট হইতে কেন না রায় উপাধিতে বিভূষিত হইবেন? ইহার পুত্রের নাম হরিচরণ রায় চৌধুরী, পর্য্যায় ৩৩। তদীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, পর্য্যায় ৩৪।

কালীপ্রসাদ (৩০) সুত শ্রীনাথ ও গোপীনাথ ৩১। শ্রীনাথ সুত দ্বারকানাথ, মথুরানাথ, কৈলাসনাথ ও বৈকুণ্ঠনাথ ৩২। দ্বারকানাথ সুত গোপালচন্দ্র ৩৩। মথুরানাথ সুত নাম অজ্ঞাত ৩৩। কৈলাস সুত অতুলকৃষ্ণ ৩৩।

জগন্নাথ (৩০) সুত ঈশ্বরচন্দ্র ৩১। পুত্র ঠাকুরদাস, রসিকচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র ৩২। ঠাকুরদাস সুত হীরালাল ও উপেন্দ্র ৩৩।

শিবপ্রসাদ সুত রামনারায়ণ ও রাজনারায়ণ ৩১। রামনারায়ণ সুত কৃষ্ণমোহন, হরিমোহন ও নীলকমল ৩২। কৃষ্ণমোহন সুত কানাইলাল ৩৩।

শ্যাম রায় (২৮) বংশ

শ্যাম সুত প্রাণকৃষ্ণ ও মুক্তারাম ২৯। প্রাণকৃষ্ণ সুত নন্দকুমার ৩০। নন্দ সুত হরকুমার, তারিণীকুমার ও সূর্য্যকুমার ৩১। হরকুমার সুত চন্দ্রকুমার (ইনি কলিকাতা বাসী) ও অমৃতকুমার ৩২।

মুক্তারাম ২৯। সুত কাশীনাথ ৩০। তৎপুত্র শিবনাথ ৩১। সুত হেমনাথ, রাজেন্দ্রনাথ ও যদুনাথ ৩২। হেমনাথ সুত নগেন্দ্রনাথ ৩৩। যদুনাথ সুত শরচ্চন্দ্র ৩৩।

রাম রায় (২৮) বংশ

রাম রায় সুত বেচু ২৯। তৎপুত্র ভৈরবচন্দ্র, রসিকচন্দ্র, রামকুমার ও দেবনারায়ণ ৩০। রসিকচন্দ্র সুত নিরঞ্জন ৩১। রামকুমার সুত ভোলানাথ ৩১। ভৈরবচন্দ্র সুত রাজচন্দ্র, কনকচন্দ্র, বদনচন্দ্র ও শ্রীশচন্দ্র ৩১। দেবনারায়ণ সুত হরমোহন ৩১। তৎপুত্র পূর্ণচন্দ্র ৩২। তৎসুত অঘোরচন্দ্র ৩৩।

এইগুলি পাটুলী নিবাসী রামদাস ঘটক-প্রদত্ত তালিকা।

পাবনা জেলার স্থল, নওয়াহাটা প্রভৃতি স্থানের পাকড়াশী বংশাবলী।

এখানে পাবনা জিলার স্থল, নওয়াহাটা প্রভৃতির পাকড়াশীদিগের বংশাবলীও লিখিত হইল। সযুর্ণা নিবাসী যশোমন্তের ভ্রাতৃগণের অনেকেই স্থানান্তরে লব্ধপ্রবেশ হইয়া স্বীয় স্বীয় গুণবত্তা দ্বারা লোক বিখ্যাত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু স্বস্থান ভ্রংশ-নিবন্ধন তাঁহাদিগকে জ্ঞাতিগণের নিকট প্রথমতঃ অপদস্থ হইতে হয়। পরে কুলক্রিয়া দ্বারা মার্জ্জিত হইয়া আসিয়াছেন। অনন্ত ও অচ্যুতের বংশ পঞ্চকোটাদি প্রদেশেও নিতান্ত বিরলপ্রচার। অনন্তের পাঁচ পুত্র—গৌরীদাস তর্কালঙ্কার, রামহরি সিদ্ধান্তবাগীশ, পদ্মনাভ শিরোমণি, গদাধর বাচস্পতি ও রামলোচন তর্কসিদ্ধান্ত ২৩। গৌরীদাস সযুর্ণাবাসী, এই বলিয়া স্থলের ভট্টাচার্য্যগণ পরিচয় দেন, কিন্তু হরিবপুরের পাকড়াশীগণকেই কুলাচার্য্য শ্রেষ্ঠ কহেন ; বস্তুতঃ তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। গৌরীদাসের বংশাবলী নানা স্থানে বিরাজিত, তন্মধ্যে পাবনা জেলার স্থল, বসন্তপুর, নওয়াহাটা, বেতিল প্রভৃতি স্থানের ভট্টাচার্য্যগণ গৌরীদাসের বংশীয় বলিয়া সুপরিচিত। গৌরীদাসের (২৩) তিন পুত্র—হরিদেব, রুদ্রদেব এবং রামদেব ২৪।

স্থলের পাকড়াশী হরিদেবের (২৪) বংশাবলী।

পুত্র রামচন্দ্র, রাজারাম, বীরভদ্র, মণিভদ্র ও তারাচাঁদ ২৫। রামচন্দ্র-সুত গঙ্গানারায়ণ ২৬। পুত্র ব্রজমোহন ও সৃষ্টিধর ২৭। ব্রজ-সুত দাসু (নবীন) ২৮। তৎসুত ভুবনমোহন ২৯। সৃষ্টিধরের পুত্র বিশ্বম্ভর ২৮। পৌত্র নীলাম্বর ২৯। প্রপৌত্র কালীপদ ৩০।

বীরভদ্রের পুত্র রামবল্লভ ও প্রাণবল্লভ ২৬। রামবল্লভ-সুত রামলোচন, শম্ভুচন্দ্র, কৃষ্ণগোবিন্দ ও পাঁচু (শিবনারায়ণ) ২৭। রামলোচন-সুত চন্দ্রমোহন ও বিহারী ২৮। চন্দ্র-সুত শ্যামাচরণ ২৯। শম্ভু-সুত নিত্যানন্দ ও কালাচরণ

২৮। নিত্যানন্দ-সুত গিরিজানন্দ ২৯। কৃষ্ণগোবিন্দ-পুত্র বিশ্বেশ্বর ২৮। পৌত্র গঙ্গাগোবিন্দ ২৯। প্রপৌত্র গুরুগোবিন্দ ও রামগোবিন্দ ৩০। পাঁচু (শিবনারায়ণ)-সুত [illegible]নারায়ণ ২৮। পৌত্র হরেন্দ্রনারায়ণ ২৯। প্রপৌত্র মহেন্দ্রনারায়ণ ও গজেন্দ্রনারায়ণ ৩০।

প্রাণবল্লভ (২৬) বংশ।

পুত্র রামবল্লভ ২৭। পৌত্র শীতলচন্দ্র ও কাশীকান্ত ২৮। শীতল-সুত গোপাল ২৯। পৌত্র শ্রীহরি ও শ্রীপতি ৩০। শ্রীপতি-সুত যদুপতি প্রভৃতি ৩১।

কাশীকান্তের (২৮) পুত্র বৈকুণ্ঠ ও পরমানন্দ ২৯। বৈকুণ্ঠ-পুত্র কালীপদ ও হরিপদ ৩০। মণিভদ্র (২৫)-পুত্র শ্রীনারায়ণ ২৬। পৌত্র শিবনারায়ণ ও গৌরীসুন্দর ২৭। শিব-সুত ধনঞ্জয় ও জনমেঞ্জয় ২৮। জনমেঞ্জয়-পুত্র জগচ্চন্দ্র কেশব, মাধব ও দীননাথ ২৯। কেশব-সুত ক্ষীরোদ ও বসন্ত ৩০। মাধব-সুত যোগানন্দ ৩০। ধনঞ্জয়-সুত কালীকমল ২৯। গৌরীসুন্দর (২৭)-সুত রতিনাথ, জানকীনাথ ও দ্বারকানাথ ২৭। সকলেই নিঃসন্তান।

হরিদেব-সুত রাজারাম ২৫। পুত্র ভবানীচরণ ২৬। পৌত্র গোবিন্দচরণ কৃষ্ণশরণ, কেবলকৃষ্ণ ও রামরতন ২৭। গোবিন্দ-সুত কাশীশ্বর ১৮। পৌত্র শিবশঙ্কর, গিরিশচন্দ্র, হরিশচন্দ্র ও কৈলাসচন্দ্র ২৯। গিরিশ-পুত্র সতীশচন্দ্র ৩০। সতীশ-সুত দেবেন্দ্র প্রভৃতি ৩১। কৈলাসচন্দ্র-সুত শ্রীশ, হেরম্ব, দীনেশ ও রামচন্দ্র ৩০।

হেরম্ব (Retired offg. Dist. Engineer, Pabna) সুত চারুচন্দ্র (Sub Deputy Magistrate), অভিলাষ, সুধীর, (Head clerk,

District Board, Pubna), অতুল এম্-এ, বি-এল (প্লিডার জজকোর্ট পাবনা), গোপাল এম্-এ (প্রফেসার কো-অপারেটিভ কলেজ, দমদম) ও প্রভাত (ওভারসিয়ার পি-ডবলু-ডি) ৩১। চারু-সুত মঙ্গলা, ভবেশ (কলিকাতা কাষ্টম অফিস) প্রভৃতি ৩২। সুধীর-সুত সুবোধ বি-এস্‌সি প্রভৃতি ৩২। অতুল-সুত শৈলেশ, শিবেশ, সুরেশ প্রভৃতি ও কন্যা প্রতিভা (স্বামী শ্রীহেমাঙ্গকুমার মুখোপাধ্যায় ৺লালমোহন বিদ্যানিধির দৌহিত্র ও ৺রাজকুমার মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র। ৮৭নং গ্রে ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা)।

কৃষ্ণশরণ ২৭। সুত ভৈরব ও ভগবান্‌ ২৮। ভৈরব সুত তারিণীচরণ ২৯। পৌত্র নন্দলাল ৩০। প্রপৌত্র বিহারী ও রাজেন্দ্র প্রভৃতি ৩১। কেবল-সুত কালাচাঁদ, কৃপানাথ ও শিবনাথ ২৮। কালাচাঁদ-সুত-সূর্য্য ২৯। শিবনাথ-সুত আশুতোষ ও অনাদিচরণ ২৯। আশু-সুত কিশোরী ও দুর্গা-মোহন ৩০। অনাদি-সুত বসন্ত ও বিজয় ৩০। কৃপানাথের পুত্র হরনাথ ও মথুরানাথ ২৯।

রামরতন ২৭। সুত শিবচন্দ্র, কাশীচন্দ্র, কালীচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র এবং জগচ্চন্দ্র ২৮। শিবচন্দ্র-সুত হেমচন্দ্র নিঃসন্তান। কালীচন্দ্রও ঐপ্রকার। শম্ভুচন্দ্র-পুত্র ভারতচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্র ২৯ নিঃসন্তান। কাশীচন্দ্র-সুত তারকচন্দ্র (নওয়াহাটা, পাবনা) ২৯। পৌত্র মুকুন্দচন্দ্র, দিগীন্দ্র ও হীরালাল ও একমাত্র কন্যা কামিনীদেবী (স্বামী ৺রাজকুমার মুখোপাধ্যায় ফুলিয়া মেলের বিষ্ণুঠাকুর সন্তান স্বভাব ও শ্রেষ্ঠ কুলীন এবং প্রসিদ্ধ জুটবেলার, কলিকাতা) ৩০। জগচ্চন্দ্রের পুত্র হরিচরণ এবং তেজশ্চন্দ্র ২৯। হরিচরণ-সুত প্রিয়নাথ ও বামাচরণ ৩০।

মুকুন্দ সুত কান্তি ও পূর্ণ ৩০। কান্তি সুত কালিদাস ৩১। পূর্ণ সুত শৈলেশ ৩১।

দিগীন্দ্র-সুত সত্য ও সুশীল ৩০। সত্য-সুত পরেশ ও প্রাণেশ প্রভৃতি ৩১। সুশীল-সুত নরেশ, গণেশ প্রভৃতি ৩১।

হীরালাল পুত্র শ্যাম ৩০। পোষ্যপুত্র শান্তি ৩১।

প্রিয়নাথ-সুত অমিয় (প্লিডার জজ কোর্ট, পাবনা), গোপাল (স্কুল মাষ্টার) ও নামু।

বামাচরণ-সুত পরিমল (Clerk, High Court, Calcutta,) ও ফেনু।

তারাচাঁদ-পুত্র সোণারাম, সর্ব্বেশ্বর ও শোভারাম ২৬। সোণারাম-সুত রামগোপাল, নবকুমার, অমৃতকুমার, নন্দকুমার, রামকুমার ও আনন্দকুমার ১৭। রামগোপাল-সুত চন্দ্রকিশোর ও নবকুমার ২৮। পৌত্র দীনতারণ ও পতিততারণ ২৯। হরকুমার ২৮। পৌত্র হেমন্ত ২৯।

সর্ব্বেশ্বর (স্থল-পাবনা) পুত্র রামকৃষ্ণ এবং ঈশ্বরচন্দ্র ২৭। রামকৃষ্ণ-সুত গুরুদাস, ঠাকুরদাস, দেবীচরণ, ইন্দুভূষণ ও চন্দ্রভূষণ ২৮। ঠাকুরদাস-সুত ভবতারণ, কালীতারণ ও অভয়তারণ ২৯। শোভারাম (২৬)-সুত ব্রজসুন্দর ও রামকমল ১৭। ব্রজসুন্দর-সুত ঈশানচন্দ্র ও হরচন্দ্র ২৮। ঈশান-সুত কেদারনাথ, দুর্গানাথ ও রাজকুমার ২৯। কেদার-সুত বিজয়, দেবেন্দ্র ও নরেন্দ্র প্রভৃতি ৩০। দুর্গানাথের পুত্র প্রসন্ন, যামিনী ও ভুবন প্রভৃতি ৩০। রাজকুমার-পুত্র গিরিজা, প্রিয়নাথ ও জিতেন্দ্র প্রভৃতি ৩০।

হরচন্দ্র (স্থল-পাবনা) পুত্র সারদাপ্রসাদ ২৯। পৌত্র সুরেশচন্দ্র, দীনেশচন্দ্র ও দেবেশচন্দ্র প্রভৃতি ৩০। রামকমল (২৭)-পুত্র হরিশ্চন্দ্র, তারিণীচরণ, কৃষ্ণকমল ও রামকমল ২৮। তারিণী-পুত্র শ্রীমন্ত, প্রাণচন্দ্র, লালমোহন, বেণী, মোহিনী ও দুর্গামোহন ২৯। প্রাণচন্দ্র-সুত অনুকূল, প্রবোধ, যোগী প্রভৃতি ৩০। লালমোহনের পুত্র পঞ্চানন ৩০। কৃষ্ণকমল-সুত বিনোদলাল ২৯।

পৌত্র ক্ষীরোদলাল, অনন্ত, উপেন্দ্র, ব্রজেন্দ্র প্রভৃতি ৩০। রামকমল-পুত্র দেবলাল ২৯। পৌত্র অখিলচন্দ্র (দত্তক) ৩০। অখিল স্নুত চারু ৩১।

রুদ্রদেব (২৪)-পুত্র কৃষ্ণরাম ২৫। পৌত্র কাশীশ্বর ও রামচন্দ্র ২৬। কাশীশ্বর-পুত্র বিশ্বেশ্বর ২৭। প্রপৌত্র লোকনাথ ও কুড়ান ২৮। লোকনাথ-স্নুত শ্রীনাথ ২৯। কুড়ান-পুত্র হরিনাথ ২৯। পৌত্র দেবনাথ ও উদয়নাথ ৩০। রামচন্দ্র (২৬)-পুত্র হরিনারায়ণ ২৭। পৌত্র রাজনারায়ণ ২৮ প্রপৌত্র রজনী ২৯।

স্থল-নিবাসী যামিনীকুমার পাকড়াশী ভট্টাচার্য্য-সংগৃহীত হরিদেব-বংশাবলী গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত ও ৮৭ নং গ্রেষ্ট্রীট্ নিবাসী শ্রীহেমাঙ্গ কুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত।

জেলা মৈমনসিংহ কাটিহালী নিবাসী কাশ্যপ গোত্রীয় পাকড়শী

পূর্ণানন্দ গিরি পরমহংস।

পূর্ণানন্দ গিরির বাস রংপুর জেলার নাউডাঙ্গা গ্রাম নহে। তিনি খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দীর শেষ ভাগে মৈমনসিংহ জেলায় কাটীহালীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন পাকড়াশী নন্দীশ্বর ও রত্নেশ্বর স্বস্থান (কাটিহালী) পরিত্যাগী উত্তর দে নাউডাঙ্গা বাসী। জিলা রংপুর।

পরমহংসের পূর্ব্বনাম জগদানন্দ ভট্টাচার্য্য। তাঁহার স্বহস্ত লিখিত পুস্তক বিষ্ণুপুরাণে যে শ্লোক আছে তদ্দ্বারা ইহা প্রমাণ হয়, যে উহা ১৪৪৮ শকের লেখা। যথা—

শাকে নাগাব্ধি বেদৌষধিপতি সহিতে বাসরে ভূসুতস্য
একাদশ্যাং কৃষ্ণপক্ষে সরসিজনয়নং বাসুদেবং প্রণম্য।
পুণ্যং বিষ্ণোশ্চরিত্রং প্রথিতমমুপদং যত্নতো ধীমান্
চৈত্রে শ্রীমান্ পুরাণস্তিদমিহ জগদানন্দশর্ম্মা লিলেখ॥

পূর্ণানন্দ গিরির সন্তান মধ্যে কেহই কোঁচ বিহার মহারাজের মন্ত্রী বা সভাসদের পদে অভিসিক্ত হয়েন নাই। পূর্ণানন্দের সন্তত্তির **নন্দীশ্বর ও রত্নেশ্বর** স্বস্থানভ্রষ্ট। অন্য কেহই উত্তর দেশে আগমন করেন নাই। তাহাঁরা মৈমনসিংহের কাটীহালী বাসী। পূর্ণানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র মথুরেশ শিরোমণি মৈমনসিংহের ডৌহা থানা নিবাসী। রামেশ্বর সন্ততি কাটীহালীর নহাটা এবং দিয়াড়া গ্রাম নিবাসী এবং নসিরেজিয়াল পরগণায় রাজ পণ্ডিত। লেখক রামেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র, পূর্ণানন্দ গিরির প্রপৌত্র, হরিরাম সিদ্ধান্ত বাচস্পতি সন্ততি শ্রীহরি কিশোর ভট্টাচার্য্য। উক্ত সিদ্ধান্ত বাচস্পতি মহাশয়ের স্বকৃত তন্ত্র দীপিকা নামক গ্রন্থে লিখিত আছে। যথা—

মথুরেশস্য পৌত্রেণ রামেশ্বরস্য সূনুনা।
হরিরামেণ ধীরেণ ক্রিয়তে তন্ত্র দীপিকা॥

লেখক শ্রীহরিকিশোর দেবশর্ম্মা ভট্টাচার্য্য।

এই ভট্টাচার্য্য গোষ্ঠী, (পাকড়াশীগণ) কহেন তাহাদের নসিরেজিয়াল পরগণায় রাজ পণ্ডিত পদের ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্তি সনন্দ, অদ্যাপি ইহাদের ঘরে সুরক্ষিত আছে।

প্রত্ন-তত্ত্বে ঐতিহাসিক রহস্যে **পূর্ণানন্দগিরি পরমহংস** বিশেষ প্রসিদ্ধ। তৎকৃত শ্যামারহস্য, শাক্তক্রম, শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি, তত্ত্বানন্দতরঙ্গিণী, যোগচিন্তামণি প্রভৃতি তন্ত্র গ্রন্থ যিনি একবার পাঠ করিয়াছেন, তিনিই গ্রন্থ প্রণেতা পরমহংস মহাপুরুষ পূর্ণানন্দ গিরির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। বঙ্গ দেশের বিদ্বৎকুলের মধ্যে এতাদৃশ মহামহিমান্বিত ভাবুক মহাত্মা ব্যক্তি যে জেলা মৈমনসিংহের কাটীহালী গ্রামে বাস পূর্ব্বক ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় ছিলেন ইহাই আশ্চর্য্য। এখন মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবে সে ভস্ম তিরোহিত হইল।

নাউডাঙ্গায় উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও রেবতীনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি নীশ্বর ও রত্নেশ্বরের অধস্তন বংশাবলীর একতম।

পূর্ণানন্দের উর্দ্ধতন পুরুষের ধারা না দেখাইলে, ইনি কোন্ বংশীয় এবং মহর্ষি পঞ্চকের কত পুরুষ অধস্তন এবং পূর্ণানন্দগিরি পরমহংসের অধস্তন ধারাই বা কতদূর বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা দেখাইতে পারিলে সামাজিক ব্যক্তিবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে, শ্রোত্রিয়গণ পূর্ব্বপুরুষগণকে প্রকৃত পক্ষেই দেবতা জ্ঞান করিয়া থাকেন। এবং তাঁহাদিগের নামসঙ্কীর্ত্তনে কদাপি উদাসীন নহেন। বিশেষতঃ শ্রাদ্ধ, তর্পণ, অশৌচ গ্রহণ, বিবাহ এবং ধনাধিকার বিষয়ে উর্দ্ধতন এবং অধস্তন সপ্তপুরুষের সংস্রব রাখিয়া নিজ নিজ সম্বন্ধ বিচার করিতে হয়। সুতরাং এক বংশ মধ্যে কে কাহার সঙ্গে কত পুরুষ অন্তর বা ব্যবধান উহা অনায়াসে অনুমিত হইয়া থাকে। সুতরাং যেখানে যত পাকড়াশী আছেন, পূর্ণানন্দের ধারা দ্বারা পরস্পর দূরতর কিম্বা নিকট সম্পর্কীয় তাহা বুঝিতে পারিবেন। যথা—কাশ্যপগোত্রীয় যাজ্ঞিক পঞ্চ মহর্ষির একতম **দক্ষ।**

দক্ষ ১। পুত্র বনমালী ২—পর্কটী পাকড়াশীর আদিপুরুষ।

পৌত্র বিষ্ণু প্রভৃতি ছয় জন যথা—ইন্দ্র, চন্দ্র, কৃষ্ণ, রুদ্র ও গণপতি ৩। নাওডাঙ্গার পাকড়াশীগণ বিষ্ণুর ধারায় ত্রিপুরারির বংশসম্ভূত। বিষ্ণুর পাঁচ পুত্র যথা—ত্রিপুরারি, অনিরুদ্ধ, ভীম, ভব ও লোকনাথ ৪। ত্রিপুরারি সুত মহেশ, মাধব ও দীনকর ৫। দীনকরের চারি পুত্র যথা—রবি, কবি, অনন্ত ও বাসুদেব ৬। অনন্ত-সুত শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার, হরিদেব ন্যায়ালঙ্কার, গোপাল ও গোপীনাথ ৭। হরিদেব সুত রামচন্দ্র, রাধামোহন ও কালিদাস এই তিনজন ৮। এইস্থলে নানাপ্রকার নাম আছে। কালিদাস সুত জগন্মোহন ৯। তৎ পুত্র নৃসিংহ ১০। তৎসুত উমেশ ১১। তৎসুত শ্রীপতি ১২। কাষ্ঠদ্বীপের পাকড়াশী। নাদুনাবাসী জিলা যশোহর

শ্রীপতির উপাধি বাচস্পতি মিশ্র। ইনি এই নামেই প্রসিদ্ধ। পাকড়াশী বংশীয়েরা ইঁহাকে ষড়্‌দর্শনের টীকাকার বলিয়া আত্ম-বংশের গৌরব করেন। বস্তুতঃ ঐ সময়টীতে শ্রোত্রিয় ও কুলীনগণ মধ্যে অনেক বিখ্যাত দর্শনশাস্ত্রের টীকাকারের জন্ম হয়। ৪—ত্রিপুরারি। ৫ দিনকর। ৬ অনন্তরাম। ৭ বনমালী হরিদেব ও পুরন্দর ৮। পুরন্দর সুত আচার্য্য কৃষ্ণ ৯। (কাষ্ঠদ্বীপ বা কাটীহালী নিবাসী) অচ্যুত ও অনন্তদেব ১০। ১১ বশিষ্ঠ। ১২ বনমালী মিশ্র। ১৩ চক্রপাণি। ১৪ ব্যাস উপাধিক শূলপাণি। ১৫ মহীপতি। ১৬ রঘুনাথ বাচস্পতি। রঘুনাথের পুত্রগণমধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ বিশেষ প্রসিদ্ধ যথা— লোকনাথ গুণার্ণব, পীতাম্বর ভট্টাচার্য্য, আচার্য্য পুরন্দর ভট্টাচার্য্য (বাসস্থান বাবরি পঞ্চাননপুর, বিদ্যারত্ন উপাধিযুক্ত বাচস্পতি মিশ্র), আচার্য্য চন্দ্র, নীলাম্বর বিদ্যাবাগীশ ও পূর্ণকাম মহাচার্য্য—পর্য্যায় ১৭।

১৭শ পুরন্দর আচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র ভট্টাচার্য্যের পুত্র জগদানন্দ ভট্টাচার্য্য পূর্ণাভিসিক্ত নাম পূর্ণানন্দ গিরিগোস্বামী ১৮।

পুত্র মথুরেশ বিশারদ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য ১৯। ইহার পুত্র সংখ্যা চারিজন।

রাঢ়দেশীয় এবং পূর্ব্ববঙ্গের পুস্তকাবলীর পুরুষগণনায় কিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ হয়। কিন্তু তাহা লিপিকর প্রমাদ মাত্র। উত্তরদেশীয় পাকড়াশীবংশের সংগৃহীত ও পুরুষপরম্পরায় লিখিত ও চিররক্ষিত বংশাবলীতে যে বৈষম্য আছে তাহা নিম্নে দেওয়া গেল। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, অনন্তের সাত পুত্র ছিল, তন্মধ্যে বনমালী একতম। বনমালীর ধারায় তাঁহার অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্রের নাম বাচস্পতি মিশ্র। ৭ বনমালী হরিদেবের পিতা। এ কথ প্রকৃত নহে। হরিদেব ন্যায়ালঙ্কার স্থল-নওয়াছাটার পাকড়াশীর মূল পুরুষ। এ

বয়ে স্থলের পাকড়াশীরা যে পুস্তক রচনা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা কহেন তাঁহারা যশোহর জিলায় সোরগুনা গ্রামের আদি নিবাসী। অপিতু বনমালী হরিদেবের পিতা নহে। যথা—মহর্ষি দক্ষের পুত্র বনমালী ২, পৌত্র বিষ্ণু ৩, প্রপৌত্র ত্রিপুরারি ৪, বৃদ্ধ প্রপৌত্র দিনকর ৫, তৎসুত অনন্ত ৬, তৎসুত হরিদেব৭। (১৯) মথুরেশ পুত্র বিশ্বেশ্বর পঞ্চানন, রামেশ্বর বিশারদ সার্ব্বভৌম, নন্দীশ্বর তর্কালঙ্কার, রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য্য (২০)। নন্দীশ্বর এবং রত্নেশ্বর কাটীহালী গ্রাম হইতে রঙ্গপুরের লওডাঙ্গায় আসিয়া বাস করেন। মথুরেশ শিরোমণির জ্যেষ্ঠপুত্রের সন্ততি ময়মনসিংহ ডোহাখলা নিবাসী। দ্বিতীয় পুত্র রামেশ্বরের সন্ততি কাটীহালী নওহাটা এবং দিয়ারা গ্রাম নিবাসী এবং নসিরেজিয়াল পরগণার রাজপণ্ডিত।

নন্দীশ্বরের ধারা—

নন্দীশ্বর সুত রুদ্রদেব বাচস্পতি ও রমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত (২১)। রুদ্র সু রামজীবন ভট্টাচার্য্য (২২)। রামজীবন সুত বাণেশ্বর (২৩)। বাণেশ্বর সুত বিশ্বেশ্বর পঞ্চানন ও কাশীশ্বর ভট্টাচার্য্য (২৫)। বিশ্বেশ্বর-সুত গৌরীনাথ (২৫)। তৎপুত্র উমানাথ ও গোপীনাথ (২৬)। উমানাথ সুত কালীনাথ, চন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্র ভট্টাচার্য্য (২৬)।

২৪ কাশীশ্বর সুত সদাশিব ভট্টাচার্য্য ২৫।

২১ রমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত সুত রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২২। রামচন্দ্র সুত রামরাম ও গঙ্গাধর ২৩। রামরাম সুত হরিশ্চন্দ্র ও রসিকরাম ২৪। হরিশ্চন্দ্র-সুত কীর্ত্তি-চন্দ্র ও শিবচন্দ্র ২৫। কীর্ত্তি-সুত নির্ম্মলচন্দ্র ২৬। তৎপুত্র শ্রীশরচ্চন্দ্র ২৭।

শিবচন্দ্র ২৫, তৎপুত্র কৃলচন্দ্র ২৬। পৌত্র রুক্মিণীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২৭।

(২৪) রসিকরাম ভট্টাচার্য্য সুত হরানন্দ বিদ্যানিবাস ও পরমানন্দ ন্যায়রত্ন ২৫। পরমানন্দ সুত দুর্গানন্দ ও মাধবানন্দ ২৬। পৌত্র শ্যামানন্দ ২৭

রানন্দ সুত শ্রীনন্দন ও তারানন্দন ভট্টাচার্য্য ২৬। শ্রীনন্দন সুত রেবতীনন্দন ট্টাচার্য্য ২৬। তারানন্দন সুত জ্ঞানদানন্দন ভট্টাচার্য্য ২৭।

(২৩) গঙ্গাধর পুত্র গঙ্গাগোবিন্দ বিদ্যাবাগীশ ২৪। পুত্রত্রয়—কৃষ্ণগোবিন্দ জগোবিন্দ ও রাজগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য ২৫। কৃষ্ণ সুত শিবগোবিন্দ ২৬। তৎপুত্র ক্মণী, লোকনাথ ও সূর্য্য ২৭। লোকনাথ সুত যোগেন্দ্র ২৮। ব্রজগোবিন্দ-চ ঈশানচন্দ্র ২৬। তৎপুত্র গৌরচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র ২৭। শম্ভু সুত বিধুভূষণ বঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২৮।

নাওডাঙ্গার পাকড়াশী বংশ—রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য্য ২০ পর্য্যায়।

নাথ ভট্টাচার্য্য, রঘুনাথ গুণার্ণব, হরিনাথ ও দেবনাথ ভট্টাচার্য্য। (২১)

যদুনাথ ভট্টাচার্য্য দক্ষ হইতে অধস্তন পর্য্যায় ২২শ।

রামভদ্র বক্সী ঐ ঐ ২৩শ।

রঘুনাথ আদিত্যরাম অযোধ্যারাম রামগোবিন্দ বক্সী (২৪)

রামরত্ন বক্সী ও রামপ্রসাদ বক্সী (২৫)

কালীপ্রসাদ বক্সী (২৬)

কৃষ্ণমোহন ও গৌরমোহন বক্সী (২৭)

কৃষ্ণমোহন-সুত রাজমোহন ও আনন্দমোহন ২৮। আনন্দ-সুত মদনমোহন । তৎসুত দক্ষিণামোহন বক্সী ৩০। তৎসুত সুরেন্দ্রমোহন ও শ্রীমোহিনী হন বক্সী ৩১।

গৌরমোহন-সুত রোহিণীচন্দ্র ২৮।

রামপ্রসাদ বক্সী ২৫। পুত্র কৃষ্ণানন্দ, কৃষ্ণদুলাল ও শ্যামানন্দ ২৬। কৃষ্ণা
নন্দ বক্সী সুত তারামোহন ২৭।

কৃষ্ণদুলাল ২৬। পুত্র হরমোহন ও জগন্মোহন বক্সী ২৭।

(২৭) জগন্মোহন বক্সী সুত ভুবনমোহন ২৮। তৎপুত্র রায় চৌধুরি
শ্রীমনোমোহন বক্সী (মহারাজ স্যার নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভুপ বাহাদুরে
সম্মানিত এডিকংএর পদে আসীন ছিলেন) ২৯। মনোমোহন-সু
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বক্সী, শ্রীললিতমোহন বক্সী, শ্রীনলিনীমোহন বক্সী ও শ্রীমোহিনী
মোহন বক্সী ৩০।

২৬ শ্যামানন্দ বক্সী সুত ব্রজকুমার বক্সী ২৭। তৎপুত্র প্রসন্নকুমার ও কালী
প্রসন্ন বক্সী ২৮।

২৪ আদিত্যরাম বক্সী সুত রামকান্ত বক্সী ২৫। তৎপুত্র কালীশরণ বক্সী
কাশীনাথ বক্সী ও কালিদাস বক্সী (২৬)। কাশীনাথ সুত কেদারনাথ বক্
২৭। তৎপুত্র কালীনাথ ও শ্রীদ্বারকানাথ বক্সী ২৮।

২৬ কালিদাস বক্সী সুত কালীচন্দ্র বক্সী ২৭।

ঘোড়ানাশ, পাটুলি, হাসনহাটী, ভাজনঘাট, রাণাঘাট, নপাড়া, টাকি
সাঙ্গাডাঙ্গা ও হরিপুরাদি কুলাচার্য্যদিগের প্রদত্ত তালিকার সঙ্গে নাওডাঙ্গা
তালিকার সামঞ্জস্য হয় না। পার্থক্য বিষয় নিম্নে দেওয়া গেল। পাটুলী
তালিকায় অনন্তের পৌত্র স্থানে বনমালী, তৎপুত্র বশিষ্ঠ পর্য্যায় ৭ম। পু
পুরন্দর ৮ম। পৌত্র কৃষ্ণাদি ৯ম। প্রপৌত্র অনন্ত ১০ম। বশিষ্ঠ ১১শ
বনমালী ১২শ। চক্রপাণি ১৩শ। শূলপাণি ১৪শ।

হাসনহাটীর পুস্তকে বশিষ্ঠ ৭ম। বনমালী ও গদাধর ৮ম। বনমালী-সু
চক্রপাণি ৯ম। শূলপাণি ১০ম। শ্রীপতি বাচস্পতি মিশ্র ১১শ। তৎপু
জগদানন্দ ভট্টাচার্য্য গিরি গোস্বামী ১৩শ।

অধিকাংশ তালিকা ঘোড়ানাশের তালিকার সঙ্গে প্রায় ঐক্য হয় বটে, কিন্তু কোন কোন স্থানে সামান্য ইতর বিশেষ থাকিলেও পর্য্যায় সংখ্যা লেখা কোয় নাওডাঙ্গার তলিকা সামঞ্জস্য করা গেল। তদনুসারে ঘোড়ানাশ নন্দপুরের তালিকা পরিগৃহীত ও নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১৮শ জগদানন্দ ভট্টাচার্য্য পূর্ণাভিষিক্ত পূর্ণানন্দগিরি গোস্বামীর পুত্র মথুরেশ তীত অন্য পুত্রগণের মধ্যে রঘুরাম বাচস্পতির ধারায় ছয় পুত্রের উল্লেখ আছে ন্মধ্যে আচার্য্যচন্দ্রের বাসস্থান বাবরি পঞ্চাননপুর। পর্য্যায় ১৯শ। পুত্র গুণাকর ন্যায়বাগীশ ২০। কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য ২১শ। বিশারদ পঞ্চানন ২২শ। ৎপুত্রদ্বয়ের একের নাম রামদেব, অন্যের নাম হরিদেব ২৩শ। রামদেবের ন পুত্র—রামগোপাল, জয়গোপাল ও শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য ২৪শ। রাম-গোপাল-পুত্র গৌরীকান্ত বিদ্যালঙ্কার ২৫শ। তৎপুত্র রামচরণ ন্যায়ালঙ্কার ২৬শ তৎপুত্রদ্বয়ের নাম কাশীরাম বিদ্যাবাগীশ ও কাশীনাথ তর্কালঙ্কার ২৭শ। কাশী-রামের ৭ পুত্র মধ্যে তিনজনের নাম আছে। যথা—হরিকেশব পঞ্চানন, বিনোদরাম ভট্টাচার্য্য ও বিজয়রাম বিদ্যানিবাস ২৮শ। হরিকেশব-সুত রাম-কিশোর সিদ্ধান্ত ও হরিগোবিন্দ তর্কালঙ্কার ২৯শ। রামকিশোরের বাসস্থান নগ্রাম। ইঁহার ছয় পুত্র রমাকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত, রাধাকান্ত, কৃষ্ণকান্ত, হরকান্ত ও শ্রীকান্ত ৩০শ। রাধাকান্ত-সুত ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৩১শ। সুত হরেন্দ্রচন্দ্র ও দেবেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৩২শ।

পঞ্চাননপুর নিবাসী হরিগোবিন্দ তর্কালঙ্কারের পর্য্যায় ২৮শ। পুত্র গৌর-মোহন ভট্টাচার্য্য ২৯শ। তৎপুত্রসপ্তকের মধ্যে চারি ব্যক্তির নাম আছে। যথা—শিবচন্দ্র ন্যায়ভূষণ, বিষ্ণুনাথ ভট্টাচার্য্য, ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৩০শ।

বিনোদরাম ভট্টাচার্য্য পর্য্যায় ২৭শ। পুত্র কালীপ্রসাদ ও কল্যাণ বিদ্যা-ভূষণ ২৯শ। কালীপ্রসাদের পুত্র রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২৯শ।

২৯শ—রামচন্দ্রের বিমাতারও নাম বিশ্বেশ্বরী দেবী।

(১৭শ) রঘুরাম বা রঘুনাথ বচস্পতির পুত্র পুরন্দর আচার্য্যের সন্তানপরম্পরার মধ্যে কেহ কাষ্ঠদ্বীপ বা কাটিহালী বাসী। কেহ স্থলবসন্তপুর নওয়াহাটায় বাস করেন। জেলা পাবনা। কেহ মৈমনসিংহের অন্তর্গত কাটীহালী গ্রামের চারিবাড়ী, পাঁচবাড়ী, বাগবাড়ী, ডেউরাখালী ও কৃষ্ণপুরের অধিবাসী।

ফল কথা, শ্রোত্রিয়গণমধ্যে যেরূপ বিদ্যাব্রাহ্মণ্য, সদাচার ও বদান্যতার বাহুল্য দেখা যায়, অন্য বংশে তাদৃশ দেখা যায় না। বোধ হয় তজ্জন্যই সিদ্ধশ্রোত্রিয়গণ গোষ্ঠীপতির প্রধান, তান্ত্রিকদীক্ষায় শ্রেষ্ঠ অধ্যাপনায় অদ্বিতীয় এবং সমাজ সংস্করণে অগ্রগণ্য।

পুরন্দর আচার্য্যপুত্র জগদানন্দ গিরি গোস্বামী পরমহংসের ক্ষমতা তৎকালে অদ্বিতীয় বলিয়াই লিখিত আছে। যেরূপ বর্ণন আছে, তাহাতে পূর্ণানন্দকে সিদ্ধপুরুষ ব্যতীত সামান্য মনুষ্য বোধ হয় না। তদীয় সন্ততিপরম্পরা ঈশ্বরানুগ্রহে এবং তদীয় কৃপায় সর্ব্বত্র মান্যগণ্য ও সুখ স্বচ্ছন্দে প্রসংশনীয় আছেন

চট্ট ধন বিজয় বংশের গোপেশ্বর প্রমুখ রূপরাম বংশ।

শান্তিপুর শ্যামচাঁদ পাড়া। ৫২ পৃঃ—

কালিদাস সুত নির্ম্মল, পূর্ণ, বিজয়, অমরনাথ কন্যা অন্নপূর্ণা, লতিকা, সাবিত্রী, নীলিমা ও অনিমা। ২৯। অন্নপূর্ণার স্বামী শ্রীবসন্ত কুমার বন্দ্যো- M. B. ফুলিয়াদহ। কালিদাস সব-ওভারসিয়ার পাশ ঠিকেদারী কার্য্য করেন। নিবারণ পুত্র পাচু ও সাতু ২৯। হেম সুত বঙ্কু ও চারু ২৯। নবীন সুত জ্যোতিনাথ, M. A. B. L., তারানাথ B. A., B. L. উমানাথ Ph. D. নিশানাথ B. A. ও প্রমথ M. A. ও ৩ কন্যা কমলা, কুন্তলা B. A. প্রভৃতি ২৯। সতীশ সুত পান্নালাল, জহরলাল, মণিলাল ও চুনিলাল

৭। নবীনচন্দ্র :—ইনি এলাহাবাদ ইউনিভারসিটির অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট্ ও সুপারিনটেন্ডেণ্ট ল-হোষ্টেল। বর্ত্তমান বাসস্থান নয়াকটরা ইলাহাবাদ।

কাশ্যপ গোত্রীয় শিমলায়ী — সিদ্ধশ্রোত্রিয় ঢাকা জিলায় দোহারের রায় বংশাবলী।

এক্ষণে কোনস্থলেই প্রাচীন সম্প্রদায়ের বিজ্ঞ বিচক্ষণ লোক প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। নব্য সম্প্রদায়ের ভদ্র ব্যক্তিবর্গ প্রায়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট শিক্ষায় একান্ত রত, সামাজিক ব্যাপারের সঙ্গে তাঁহাদিগের সংস্রব রাখা অনেকের পক্ষে দুর্ঘট হইয়া পড়িয়াছে। কারণ তাঁহাদিগকে উচ্চ শিক্ষার নিদর্শন প্রদর্শনার্থ সর্ব্বজাতীয় ছাত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে হয়। উক্ত সমাধান করণান্তে তাঁহাদিগের এমন অবকাশ থাকে না যদ্দ্বারা তাঁহারা নিজ নিজ আভিজাত্যের পূর্ব্বতন ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিতে সমর্থ হয়েন। সুতরাং আমরা নব্য সম্প্রদায়কে তাঁহাদিগের পূর্ব্ব পিতামহবর্গের আচার ব্যবহারের অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন অনর্থক দোষভাগী করিতে পারি না। সামাজিক ব্যাপারের শিক্ষাদান কার্য্য অভিভাবক বর্গের নিকটেই চিরকাল হইয়া আসিয়াছে। আমরা সন্তানগণকে সেরূপ শিক্ষাদানে একান্ত বৈমুখ্য প্রদর্শন করি। সুতরাং আপনাদিগের তাচ্ছিল্য বশতঃই পূর্ব্বতন ইতিহাস বিনষ্ট করিয়াছি। উদাহরণ স্বরূপ অতিগণ্যমান্য অতিপ্রসিদ্ধ শিমলায়ী শ্রোত্রিয় বংশের বংশাবলীর একদেশ এখানে প্রদর্শিত হইল। উহা দেখিলে পাঠকগণ মনে করিবেন পঞ্চ যাজ্ঞিক মহর্ষির অন্যতম দক্ষমহোদয়ের ষোলপুত্রের মধ্যে শ্রীহরি শিমলায়ী বেদ প্রচারক ও সামাজিক ব্যাপারে ও ধর্ম্মকার্য্যে মনুষ্যকে কি প্রকারে উন্নতমনা করিতে হয় তাহারই পথ প্রদর্শক। তিনি ভাগীরথীর নিকট শিমলা গ্রামে অবস্থান করেন। তদীয় সন্ততিবর্গ যে যে স্থানে আবাস গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের বিদ্যাব্রাহ্মণ্যতার প্রভাবে সেই সকল

স্থান সভ্য সমাজ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। শিমলায়ী গোষ্ঠীর বাসভূমি বলিয়াই কালক্রমে যেন উহা সভ্যতার ও ভব্যতার আদর্শ রূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। তদ্বিরহে ঐ সকল স্থান সামান্য পল্লীমাত্র হইয়া গিয়াছে। ভাগীরথীর নিকট-বর্ত্তী অনেক গ্রামের নাম শিমলা দেখা যায়। নদীয়া, বৰ্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, ও হাওড়া জিলায় এই শ্রোত্রিয়ের বাস অধিক। সেই সকল স্থানে কুলীনের আবাসও নিতান্ত বিরল নহে।

যে প্রসঙ্গে এই কথার উল্লেখ করিলাম নিম্নে প্রকাশ করিলেই পাঠকের সংশয় দূর হইবে।

ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র কুমার রায় এম, এ মহোদয়ের প্রদত্ত তালিকায় শ্রীহরির অষ্টাদশ পুরুষে হীরানন্দ তদীয় অধস্তন একাদশ পুরুষের ধারাবাহিক নাম দেখা যায় কিন্তু শ্রীহরি হইতে ১৬।১৭ পুরুষের নাম গন্ধও দেখা যায় না। সুতরাং ঐ সকল ব্যক্তিবর্গের সমসাময়িক ইতিবৃত্ত ও বংশাবলী পাইলে পাঠকের আনন্দ হইত। না পাওয়ায় দুঃখিত হইবেন আমি কেবল নিম্নের ১১ এগার পুরুষের ধারাবাহিক বংশাবলীর তালিকামাত্র দিলাম পাঠকগণ দোষ মার্জ্জনা করিবেন।

দোহার বাসী শিমলায়ী সিদ্ধ শ্রোত্রিয়ের রায় বংশ বিশেষ মান্য, কুলক্রিয়ায় কুলীনের সমাজে বিশেষ সম্ভ্রান্ত। বিবাহ সভায় গোষ্ঠীপতি বলিয়া খ্যাতিপন্ন অগ্রে মালাচন্দন প্রাপ্ত হয়েন। শ্রীহরির সপ্তদশ অথবা অষ্টাদশ অধস্তন পুরুষের ধারায় ভবানন্দ রায় বাদসাহদিগের নিকট হইতে রায় উপাধির সঙ্গে দোহার পরগণার ভূম্যধিকারী বলিয়া সনন্দ প্রাপ্ত হয়েন।

ভবানন্দ রায় দোহার পরগণার ভূস্বামী হইয়াই ৺দুর্গোৎসব পক্ষে মহাযজ্ঞের আড়ম্বর করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞের হোমকালে প্রথমতঃ অষ্টোত্তর শত সংখ্যক বিল্বপত্র মাত্র দেওয়া হইয়াছিল। পরবৎসর হইতে প্রত্যেক বৎসর ক্রমান্বয়ে পঞ্চসংখ্যক আহুতি বর্দ্ধিত হইয়া এক্ষণে অর্থাৎ ১৩১৬ সালে

১৮৮৮ সংখ্যক বিল্ব পত্র ৺দুর্গোৎসব মহাযজ্ঞের হোমকুণ্ডে অহুতি প্রদত্ত হইয়াছে। ১৮৮৮ অঙ্ক হইতে প্রথম ১০৮ সংখ্যা বিয়োগ করিলে ১৭৮০ সংখ্যক বর্দ্ধিত হইয়াছে বলিতে হয়। ঐ ১৭৮০ সংখ্যক অঙ্ককে ৫ দিয়া হরণ করিলে ভবানন্দের প্রথম দুর্গোৎসবের সময় পাওয়া যাইবে। সুতরাং উহাতে ৩৫৬ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে হয়। ইংরাজী ১৯১১সাল হইতে ৩৫৬ বৎসর অগ্রবর্ত্তী হইলে ১৫৫৫ খৃঃ অব্দে ভবানন্দকে দেখিতে পাই।

সুতরাং যে সময়টি সম্রাট আকবর বাদসাহের রাজত্বকাল সেই সময়েই ভবানন্দ দোহার পরগণার ভূস্বামী। তদবধি তাঁহার অধস্তন পুরুষের একাদশ সংখ্যা দেখা যায়। উহা বংশাবলীর তালিকায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এখন দোহারের পরগণার চতুঃসীমা নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে চুড়াইল গাদীঘাট, উত্তরে ইচ্ছামতী নদী, দক্ষিণে হরপুর কেদারপুর, তদুত্তরে বাঘরা, পশ্চিম সীমা ইচ্ছামতী নদী আঁড়িয়াল খাঁ অন্য একটি বর্ত্তমান নাই।

সুপ্রসিদ্ধ আইন অকবরী গ্রন্থে দোহার পরগণার ও ভবানন্দ রায়ের উল্লেখ আছে।

সিদ্ধ শ্রোত্রিয়

কাশ্যপ গোত্রীয় শিমলায়ী বংশ।

ঢাকা জিলার অন্তর্গত দোহার পরগণায় ৭ ভবানন্দ রায়ের বংশাবলী। রামলোচন রায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত। শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্র কুমার রায় এম, এ প্রদত্ত।

হীরানন্দ (১) তৎসুত রূপনারয়ণ (তস্যপুত্র সাং দীঘীর পাড়,) শ্রীমন্ত (তস্য পুত্র সাং মেঘুনা,) ভবানন্দ ও (নরসিংহ নিঃসন্তান) ৩২।

২। **ভবানন্দ** সুত রামনাথ, রঘুনাথ ও জগচ্চন্দ্র।

বড়ভাগ।

৩। রামনাথ রায় বংশ।

রামনাথ সুত গদাধর (নিঃ সঃ,) শ্রীবল্লভ, প্রাণবল্লভ ও কৃষ্ণ বল্লভ ৪। শ্রীবল্লভ সুত রাম, ৫। ৫ রামসুত উদয়নারায়ণ ৬। তৎসুত রাজচন্দ্র ৭। তৎসুত বিশ্বনাথ ৮। তৎসুত কৈলাসচন্দ্র (সাং কৈলাইল, নিঃ সঃ।) অন্নদা-[১] চরণ (সাং কৈলাইল) ৯। ৯ অন্নদাসুত শ্রীজ্ঞানদাচরণ ৩ (১০)।

প্রাণবল্লভের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম মধুদন ৫। মধুসূদন সুত **শ্যাম** ৬। তৎসুত রামরত্ন ৭। তৎসুত যোগীরাম ৮। তৎসুত ঈশানচন্দ্র (নিঃ সঃ,) দাশু, বিহারী (নিঃ সঃ,) বিষ্ণু (নিঃ সঃ) ও গঙ্গাচরণ ৯। দাশুসুত রসিক (নিঃ সঃ) কৃষ্ণবল্লভ সুত ভবানী ৫। তৎসুত নন্দরাম (নিঃ সঃ) লক্ষীকান্ত ও **গোপীকান্ত** ৬। লক্ষীসুত কমলা ওরফে ছকড়ি (নিঃ সঃ) ৭। গোপীসুত রাজ, কেবল ও গোপাল সকলেই নিঃসন্তান।

মধ্য ভাগ।

রঘুনাথ বংশ।

৩। রঘুসুত মনোহর, চণ্ডীপ্রসাদ, গণেন্দ্র, শিবরাম গঙ্গারাম ৪। মনোহর সুত রাম (নিঃ সঃ) ও শ্যাম (নিঃ সঃ) ৫। চণ্ডীসুত শ্যামকিশোর ৫। তৎসুত রামরত্ন, রামসুন্দর ও রাধাচরণ (নিঃ সঃ) ৬। রামরত্ন সুত গোপালকৃষ্ণ (নিঃ সঃ) ৭। রামসুন্দরসুত গোপীকৃষ্ণ ৭। গোপীসুত মথুরানাথ (নিঃসঃ) ও হরিশ্চন্দ্র ৮। হরিশ্চন্দ্র সুত শ্রীহরিকিশোর ও আনন্দকিশোর ৯। গণেন্দ্র

২। হীরানন্দ রায় পুত্রেষ্টি যজ্ঞকর্ত্তাদিগের অন্যতম দক্ষ মহর্ষীর ১৭শ অথবা অষ্টাদশ পুরুষ অধস্তন সন্ততি।

৩। এই বংশের যাহাদিগের নামের পূর্ব্বে শ্রী দেওয়া গেল তাহারা ইং ১৯১০ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

সুত রাম (নিঃ সঃ), শ্রীধর (নিঃ সঃ), রুদ্র (নিঃ সঃ), পরাণ (নিঃ সঃ) ও নীলকণ্ঠ ৫। নীলকণ্ঠ সুত চন্দ্রমোহন (নিঃ সঃ) ৬। শিব সুত বাসু (নিঃ সঃ) হরি (নিঃ সঃ), গৌর (নিঃ সঃ) ও জয়দেব (সাং বাঘআচড়া) ৫। গঙ্গারাম সুত বৈদ্যনাথ, রাধাকৃষ্ণ ও কৃষ্ণবল্লভ ৫। বৈদ্যনাথ সুত কালীশঙ্কর, ভবানী (নিঃ সঃ), মোহন ও বোচাই (নিঃ সঃ) ৬। কালী সুত পীতাম্বর (নিঃ সঃ) ও মাধবচন্দ্র ৭। মাধবসুত চন্দ্র, নবকুমার ও গিরিশ (সকলেই নিঃ সঃ) ৮। মোহন সুত গুরুচরণ (সাং অরঙ্গাবাদ) ৭। রাধা সুত রাম ও কাশী (উভয়েই নিঃ সঃ) ৬। কৃষ্ণ সুত শিবচন্দ্র ৬। তৎসুত মদন (নিঃ সঃ) ৭।

ছোট ভাগ

জগচ্চন্দ্র রায় বংশ।

জগচ্চন্দ্র সুত রামগোপাল, হরিনারায়ণ (নিঃ সঃ), নরোত্তম ও মহেশ ৪। রামগোপাল সুত রামভদ্র, রূপনারায়ণ, রামনারায়ণ, রামদেব, রাধাকান্ত ও রত্নেশ্বর ৫। রামভদ্র সুত সদারাম (নিঃ সঃ), **রামকেশব** ও জয়নারায়ণ ৬। রামকেশব সুত হরিরাম (নিঃ সঃ) ও ভোলারাম ৭। ভোলা সুত রামকুমার, নীলমণি (নিঃ সঃ) ও গোলকচন্দ্র ৮। রামকুমার সুত বিষ্ণু ও শ্রীগৌরচন্দ্র ৯। বিষ্ণু সুত প্রতাপ (নিঃ সঃ), শ্রীমানদাচরণ ও শ্রীপ্রবলচন্দ্র ১০।

জয়নারায়ণ সুত রাজকৃষ্ণ (নিঃ সঃ), রাধাকৃষ্ণ ৭। রাধাসুত রামকানাই (নিঃ সঃ) ও স্বরূপচন্দ্র ৮। স্বরূপ সুত বঙ্গচন্দ্র, ভৈরব (নিঃ সঃ) ও গঙ্গাপ্রসাদ ৯। বঙ্গসুত শ্রীগিরিশচন্দ্র ১০। তৎসুত, শ্রীযোগেশচন্দ্র ১১। গঙ্গাসুত শ্রীযদুনাথ ও শ্রীহারাণচন্দ্র ১০।

রূপনারায়ণ সুত কীর্ত্তিনারায়ণ, রাম (নিঃ সঃ), উদয়নারায়ণ, বিষ্ণু (নিঃ সঃ) ও কৃষ্ণরাম (নিঃ সঃ) ৬। কীর্ত্তি সুত শিব (নিঃ সঃ) ৭। উদয়

সুত মেঘ (নিঃ সঃ) ও রাজনারায়ণ ৭। রাজ সুত নব (নিঃ সঃ) ও রাধা (নিঃ সঃ) ৮। রামনারায়ণ সুত কালী ও হরি ৬। কালী সুত মাণিক (নিঃ সঃ), নব (নিঃ সঃ) ও শ্যাম ৭। শ্যাম সুত রাম (নিঃ সঃ), যুগল, ও ভগচন্দ্র (নিঃ সঃ) ৮। যুগল সুত আনন্দ ৯। তৎসুত শ্রীভুবনমোহন ১০। হরি সুত গৌর, কালী (নিঃ সঃ), রামদুলাল (নিঃ সঃ) ও রামকানাই (নিঃ সঃ) ৭। গৌর সুত ভগবান্ ৮। তৎসুত শ্রীশ্যামাচরণ সাং গাজিমপুর ও কালীপ্রসাদ (নিঃ সঃ) ৯। রামদেব সুত রামানন্দ ৬। তৎসুত মণি ও ধনী (উভয়েই নিঃ সঃ) ৭। রাধাকান্ত সুত পঞ্চানন্দ (নিঃ সঃ) ও বিনোদ ৬। বিনোদ সুত হৃদয়রাম (নিঃ সঃ) ৭। রত্নেশ্বর সুত রামেশ্বর ও জয়নারায়ণ ৬। রামেশ্বর সুত আনন্দীরাম (নিঃ সঃ) ৭। জয় সুত রামদাস (নিঃ সঃ) ও জীবনকৃষ্ণ ৭। জীবন সুত কমল (নিঃ সঃ) ও লক্ষ্মী (নিঃ সঃ) ৮।

নরোত্তম সুত কৃষ্ণ (নিঃ সঃ), কাশী (নিঃ সঃ), দেবীপ্রসাদ ও বীরেশ্বর ৫। দেবী সুত বাণেশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ ও ভবানীশঙ্কর ৬। বাণেশ্বর সুত রাম (নিঃ সঃ) ও কৃষ্ণ (নিঃ সঃ) ৭। শ্রীকৃষ্ণ সুত রামহরি, প্রাণকৃষ্ণ, যশোবন্ত, জগমোহন ও রাজীবলোচন ৭। রামহরি সুত রামনিধি ৮। তৎসুত শিব (নিঃ সঃ), হরিশ্চন্দ্র নবীন (নিঃ সঃ) ও কৈলাস (নিঃ সঃ) ৯। হরিশ্চন্দ্র সুত শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র সনাতন (নিঃ সঃ) ও শ্রীমধুসূদন ১০। প্রাণকৃষ্ণ সুত রাজকিশোর, কৃষ্ণচন্দ্র (নিঃ সঃ) ও গঙ্গা (নিঃ সঃ) ৮। রাজ সুত মহেশ (নিঃ সঃ) ও মহি (নিঃ সঃ) ৯। জগ সুত বড় (নিঃ সঃ), দুর্গা (নিঃ সঃ) পার্বতী (নিঃ সঃ) ও চণ্ডীচরণ ৮। চণ্ডী সুত নীলকণ্ঠ ৯। রাজীবলোচন সুত পদ্ম (নিঃ সঃ), রাম (নিঃ সঃ) ও রাজীবলোচন ৮। রাজীব সুত পূর্ণ (নিঃ সঃ) ও গোবিন্দ (নিঃ সঃ) ৯।

ভবানীশঙ্কর সুত নন্দরাম ও বৃন্দাবন ওরফে কাঙ্গালী ৭। নন্দ সুত নকা

(নিঃ সঃ) ও রাম (নিঃ সঃ) ৮। বৃন্দাবন বা কানু সুত গোলকচন্দ্র, স্বরূপচন্দ্র, রূপচন্দ্র ও জয়চন্দ্র ৮। গোলক সুত বিশ্বেশ্বর (নিঃ সঃ) ৯। স্বরূপ সুত কালী (নিঃ সঃ), কৃষ্ণ (নিঃ সঃ), নবকুমার ওরফে ব্রহ্মচন্দ্র ও প্রসন্নকুমার ৯। নবকুমার সুত মহেন্দ্রকুমার ও শ্রীযোগেন্দ্রকুমার ১০। মহেন্দ্র সুত শ্রীহরিপদ ১১। প্রসন্নকুমার সুত **শ্রীদেবেন্দ্রকুমার রায়** এম, এ ও শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার ১০ দেবেন্দ্র সুত শ্রীনিবারণচন্দ্র ও শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র ১১। জ্ঞানেন্দ্র সুত শ্রীবসন্তকুমার ১১।

বীরেশ্বর সুত শিবপ্রসাদ ৬। তৎসুত রামগতি, রাধারমণ (নিঃ সঃ) ও মণিরাম ৭। রামগতি সুত লোচন (নিঃ সঃ), ভৈরব (নিঃ সঃ), কৃষ্ণকান্ত, মোহন ও রমন ৮। কৃষ্ণকান্ত সুত কৃষ্ণকিশোর (নিঃ সঃ) ৯। মোহন সুত ঈশ্বর (নিঃ সঃ) ৯। রমন সুত কৈলাশচন্দ্র ও বলরাম ৯। কৈলাশ সুত শ্রীমনোমোহন ১০। তৎসুত শ্রীবিজয়চন্দ্র ১১। বলরাম সুত শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র, শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র ও শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র ১০। মণিরাম সুত জগবন্ধু ও কালী (নিঃ সঃ) ৮। জগবন্ধু সুত শ্রীপূর্ণচন্দ্র, জানকীনাথ, বৈকুণ্ঠ (নিঃ সঃ) ও শ্রীযামিনীনাথ (নিঃ সঃ) ৯। পূর্ণ সুত শ্রীসুরেশচন্দ্র ১০। জানকী সুত শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ও শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ১০।

মহেশ সুত অযোধ্যা, রামনরসিংহ (নিঃ সঃ), রঘু (নিঃ সঃ) ও রামগোবিন্দ ৫। অযোধ্যা সুত কিঙ্কর (নিঃ সঃ) ও মৃত্যুঞ্জয় ৬। রামগোবিন্দ সুত রামগোতি ৬। তৎসুত ব্রজ (নিঃ সঃ), অমর, গৌর (নিঃ সঃ) ও বংশী (নিঃ সঃ) ৭। অমর সুত রামচন্দ্র (নিঃ সঃ) ৮।

বংশাবলীর তালিকায় সাধারণতঃ কন্যাদিগের নাম দেওয়া রীতি না থাকায় যাহারা অপুত্রক তাহাদিগকে নিঃসন্তান বলা হয় বা সন্তানের ঘরে শূন্য চিহ্ন দেওয়া হয়।

দোহারের রায় গোষ্ঠীর ধারায় কতগুলি ব্যক্তিকে নিঃসন্তান দেখিয়া পাঠক গ্রন্থকারকে এই বলিয়া দূষিতে পারেন যে যাহারা নিঃসন্তান, তাহাদিগের

নামোল্লেখের প্রয়োজন কি ? নাম নির্দ্দেশ করিলে ধারাবাহিকতা সূত্রে জ্ঞাতি ও দৌহিত্রগণ যথাযোগ্যরূপে অশৌচগ্রহণ জলপিণ্ডদান ও দায়াধিকার করিতে পারে। অপিতু তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কীর্ত্তিকলাপে মহামহিমান্বিত ও চিরস্মরণীয় থাকিতে পারেন। গ্রন্থকার অন্য উত্তরে সুস্পষ্ট দেখাইয়া দিবেন যে শ্রোত্রিয়বংশের অধিকাংশই প্রায় নির্ব্বংশ। তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গেলে ইহা কহিতে হইবে যে, শ্রোত্রিয়গণের অধিকাংশ নিষ্কুল অথচ ক্রিয়াশালী। তাঁহারা ভগিনী ও কন্যার বিবাহে ঋণগ্রস্ত হইলেও কুলীনে কন্যা ও ভগিনী সম্প্রদানে বৈমুখ্য প্রদর্শন করেন না। অথচ পুত্র ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে শীঘ্র শীঘ্র গৃহস্থাশ্রমী করিতে বিশেষ যত্নবান হয়েন না। যদিও সঙ্গতিসম্পন্ন শ্রোত্রিয়ের মধ্যে এ নিয়মের ব্যভিচার দেখা যায় তথাপি উহা সাধারণ নহে। প্রকৃত সময়ে দার পরিগ্রহের অভাবেই শ্রোত্রিয়বংশ অধিকাংশই নির্ব্বংশ।

নদীয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্গত সিমুলিয়া গোস্বামী ভট্টাচার্য্য জমিদারদিগের বংশ তালিকা।

কাশ্যপ গোত্র।

কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগিশ ১। রামানন্দ ২। রামপতি, রামনিধি, রামেশ্বর ও দুই কন্যা ৩। (এক কন্যার সন্তান মালিপোতা নিবাসী রায় বাহাদুর পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় ও রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় Retired, Dist. Magistrate of Arrah.)

রামেশ্বর সুত রুক্মিণীকান্ত ৪। উমাকান্ত ৫। রামকৃষ্ণ, রাজকৃষ্ণ, বাণিকৃষ্ণ ও হরেকৃষ্ণ ৬।

রাজকৃষ্ণ সুত মথুরানাথ ৭। সত্যরঞ্জন ও অম্বররঞ্জন ৮। সত্যরঞ্জন সুত শিব-প্রসাদ, চন্দ্রশেখর, সুকুমার, পূর্ণেন্দু, নরেন্দ্র ও রমেন্দ্র ৯।

মাণিকৃষ্ণ সুত রামদাস, মাণিকচন্দ্র, জীবনকৃষ্ণ, কুমারকৃষ্ণ ও বিনয়কৃষ্ণ ৭। রামদাস সুত হরেন্দ্র, অর্দ্ধেন্দু এম-এস্‌সি ও দেবেন্দ্র ৮। হরেন্দ্র সুত হরি ৯।

মাণিকচন্দ্র সুত ভূপেন্দ্র, সরোজ বি-এ, মণীন্দ্র ও অমিয় ও কন্যা ইন্দুপ্রভা স্বামী ৺পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য্য (৺পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধির পুত্র) ৮। ভূপেন্দ্র সুত হেমন্ত ৯। সরোজ সুত প্রফুল্ল ৯।

জীবনকৃষ্ণ সুত রামরেণ ও সুকুমার ৮। কুমারকৃষ্ণ সুত অনিল ও সুনিল বিনয়কৃষ্ণ সুত লাবণ্য ৮।

আসাম প্রদেশে ইহাঁদিগের অনেক ভূসম্পত্তি আছে। ইহাদিগের শিমলিয়ার বাটীতে শ্রীশ্রীদুর্গা-পূজা ও শ্রীশ্রীকালী-পূজা প্রভৃতি বহুদিন হইতে সমারোহে ও যথা নিয়মে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

ঠিকানা। আসাম প্রদেশের গুরু পুরোহিত সিমলিয়ার জমিদার
পোঃ কুলিয়া-বয়রা, শ্রীরামদাস গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রদত্ত। ১০।১।৩৫
জেলা, নদীয়া।

কাশ্যপ গোত্র শিমলায়ী সিদ্ধ শ্রোত্রিয় বংশ

(নদীয়া জিলার কলাবাড়ী গোপালপুর)

দিগম্বর সিদ্ধান্তের সন্তান।

রঘুরাম ১। রামরাম ২। আত্মারাম ৩। সীতারাম ৪। হৃদয়-রাম ৫। দেবীপ্রসাদ (ঔরস) এবং চণ্ডীচরণ (দত্তক) ৬। দেবীপ্রসাদ সুত ফকীরচাঁদ ও তারকচন্দ্র ৭। চণ্ডীচরণ সুত কালাচাঁদ ৭। ফকীরচন্দ্র সুত পূর্ণচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র ও কেশবচন্দ্র ৮। তারকচন্দ্র সুত মতিলাল, নন্দলাল,

রাধিকাপ্রসাদ ও সুরেন্দ্রনাথ P. L. (Pleader Chuadanga) ৮। কন্যা চন্দ্রকালী দেবী (বিষ্ণুঠাকুর বংশে কুলে বেলগড়িয়ার রামদাস মুখোর পত্নী)। কালাচাঁদ সুত—প্রসন্নকুমার, ইন্দুভূষণ ও উপেন্দ্রভূষণ ৮। মতিলাল সুত দ্বিজেন্দ্র, নৃপেন্দ্র, শৈলেন্দ্র ও জিতেন্দ্র ৯। নন্দলালের—রণেন্দ্র, জিতেন্দ্র প্রভৃতি ৩ পুত্র ৯। রাধিকাপ্রসাদের এক পুত্র। প্রসন্নকুমারের পুত্র যোগীন্দ্র ও রাজেন্দ্র ৯। চন্দ্রকুমারের—শিশির কুমার প্রভৃতি তিন পুত্র ৯। উপেন্দ্রভূষণের পুত্র মৃত্যুঞ্জয় ৯।

কাশ্যপ গোত্র শিমলায়ী সিদ্ধ শ্রোত্রিয় বংশ

মূল পুরুষ শ্রীহরি—

মালদহ জিলার মাণিকচক থানার অন্তর্গত লালবাগানী গ্রাম

উপাধি মজুমদার।

রামচন্দ্র। রামনিধি ২। শিবশঙ্কর, রামদয়াল, দুর্গারাম, ও জয়গোপাল ৩। শিবশঙ্কর সুত জয়রাম, তারাশঙ্কর ও নবকিশোর ৪। রামদয়াল সুত গুরুনারায়ণ, গঙ্গানারায়ণ ও কন্যা সিদ্ধেশ্বরী দেবী ৪। সিদ্ধেশ্বরী দেবীর বিবাহ গুরুচরণ মুখোর সহিত। মেল বল্লভী মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুরের বংশবাটী নিবাসী। জ্ঞাতিগণের বাস খুলনা জিলার ধুলীহর গ্রাম।

মজুমদার গুরুনারায়ণ পুত্র রাজেন্দ্রনারায়ণ ও নরনারায়ণ এবং এক কন্যা কৈলাসবাসিনী (স্বামী জানকীনাথ মুখো, খড়দহ কামদেব পণ্ডিত সন্তান) ৭ নরনারায়ণ পুত্র যতীন্দ্রনারায়ণ বি-এল উকীল ও হরেন্দ্রনারায়ণ, কন্যা—বসন্তকুমারী, নলিনী ও পঙ্কজবাসিনী ৮। বসন্তের স্বামী সতীশচন্দ্র মুখো খড়দহ মেল, নিবাস জঙ্গীপুরের নিকট বেদড়া গ্রাম। নলিনী দেবীর বিবাহ

দিনাজপুর জেলায় উদয় গ্রামবাসী দুর্গাদাস মণ্ডলের সহিত. মেল খড়দহ। পূর্ব্ব নিবাস বর্দ্ধমান জেলার সিঙ্গী গ্রাম।

সতীন্দ্রনারায়ণ পুত্র সত্যেন্দ্রনারায়ণ ৯।

সিদ্ধ শ্রোত্রিয়গণ প্রথম চারি মেলের নিকষ কুলীনে কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকেন। ভগিনী, ভাগিনেয়, কন্যা ও দৌহিত্রাদি অবশ্য পোষ্য বলিয়া পরিগণিত ও প্রতিপাল্য। এই হেতুবশতঃ অনেক সময়ে অনেক স্থলে দুঃস্থ শ্রোত্রিয়গণের বিবাহ হয় না। বংশ ধ্বংস হইয়া যায়। পূর্ব্বাবধি এই বিবাহ নিবন্ধন কুলীনের বংশ বহু বিস্তৃত হইয়াছে।

কাশ্যপ গোত্র—শিমলায়ী সিদ্ধ শ্রোত্রিয় বংশ

বাঁকুড়ার অন্তর্গত বাণকুণ্ডার রামপুরবাসী (উপাধি মিশ্র)।

কাশ্যপ শিমলায়ী বংশ কোন জেলাতেই দুষ্প্রাপ্য নহে ; কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে শিমলায়ী সিদ্ধ শ্রোত্রীয়গণ অনেক স্থলেই বিশিষ্ট সৎক্রিয়ান্বিত ও কুলকার্য্যে সুপ্রসিদ্ধ এবং গোষ্ঠীপতি বলিয়া সমাজে বিশেষ মান্য হইয়াও পূর্ব্ব পিতামহগণের ধারাবাহিক বংশাবলী রক্ষা করেন নাই। বংশাবলী না রাখার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে এই উত্তর দেন—জ্ঞাতি ও দায়াদগণের সহিত বিবাদ হেতু একজন অন্যকে বঞ্চনা করিয়া নিদর্শন পত্র ধ্বংস করিয়া থাকেন, তাহাতেই বংশাবলীর তালিকা সহজে বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রকৃত বংশাবলী থাকা প্রতারক, ধূর্ত্ত ও নষ্টশীল লোকের হৃৎশূল। অধিকন্তু অনেক সময়ে রাজেশ্বরের অত্যাচার এবং নিজ নিজ অনবধানতা-হেতু কীট, পতঙ্গ ও কাল-কবল হইতে উহা রক্ষা করাও সুকঠিন ব্যাপার হইয়া পড়ে। সে যাহা হউক একণে অন্যান্য অনেক

অন্তরায় সত্ত্বেও ইতিপূর্ব্বে অনেক শ্রোত্রিয় অশৌচ গ্রহণ হেতু স্বকীয় গৃহস্থে সংসারে এক একটী ধারাবাহিক বংশাবলী লিখিয়া রাখিতেন। কিন্তু আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়াও সমুদায় শ্রোত্রিয়ের বংশাবলী সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলাম না। ইহাই বিশেষ পরিতাপের বিষয় ও দুঃখজনক।

পশ্চিম রাঢ়ের বাণকুণ্ডার রামপুরের মিশ্র উপাধিতে প্রসিদ্ধ শিমলায়ী বংশাবলী।

ইহাঁরা কহেন ইঁহাদিগের আবাসস্থ ৺রঘুনাথ বিগ্রহ ১৫৬১ শকে উৎকল শ্রেণীর এক ব্রাহ্মণ নাম মানসাহ পাণ্ডা কর্তৃক রামপুরে আনীত হয়েন এবং বিষ্ণুপুরের তদানীন্তন ভূপতি রঘুনাথ সিংহ প্রদত্ত দেবোত্তর স্বরূপ রামপুর গ্রাম ও অন্যান্য ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েন। মানসাহ পাণ্ডা নিঃসন্তান হেতু তদীয় গুরুদেব কাশ্যপ শিমলায়ী জিতরাম মিশ্রকে ঐ রঘুনাথ বিগ্রহ এবং রামপুরাদি সমস্ত ভূসম্পত্তি প্রদান করেন।

ইঁহার রামপুর আবাস গ্রহণের কাল ১৬৫২ শক।

রামপুরের মিশ্রবংশের আদি পুরুষ জিতরাম মিশ্র ১। পুত্র কেবলরাম ২। পৌত্র বৈকুণ্ঠরাম ৩। প্রপৌত্র শোভারাম ৪। বৃদ্ধ প্রপৌত্র মাণিক রাম ৫। ইহার তিন পুত্র কার্ত্তিকরাম, সীতারাম ও মধুসূদন ৬। কার্ত্তিক সুত রামধন ও অনন্ত ৭। মধুসূদন সুত অম্বিকাচরণ ৮। সীতারাম নিঃসন্তান।

রামধন মিশ্র সুত দ্বারকানাথ, ব্রজনাথ, ভোলানাথ ৮। দ্বারকানাথের পুত্র জানকীনাথ ৯। ব্রজনাথ সুত অমরপদ ও বিষ্ণুপদ ৯। ভোলানাথ সুত রামগোপাল ৯।

অনন্ত সুত মহেন্দ্র ৮। পৌত্র কৃষ্ণগোপাল ও নবগোপাল ৯। অম্বিকা চরণ সুত গদাধর, অক্ষয়, রামনাথ ও আশুতোষ ৯। গদাধর সুত জগবন্ধু ১০।

ঢাকা জেলার রোয়াইলের কাশ্যপ গোত্র পুষিলাল বংশ। ১০০ পৃঃ

সঞ্জয় রায় সুত গন্ধর্ব্ব (ইহার বংশধরগণের বাস চাঁদ প্রতাপের অন্তর্গত সুরাপুর) ও শ্রীচন্দ্র ১৭। ১০১ পৃঃ শ্রীচন্দ্রের স্থলে শ্রীশচন্দ্র আছে।

শ্রীচন্দ্র সুত মদন ও কমল রায় ১৮। মদন সুত রাজবল্লভ ও ভবানী রায় ১৯। ভবানী সুত রামনারায়ণ ২০। তৎসুত নরোত্তম (সাং রঘুনাথপুর), রামেশ্বর (সাং মহাদেবপুর), আত্মারাম (সোমভাগ), গোবিন্দরাম, শিবরাম, কৃষ্ণরাম ও রাজারাম ২১। কৃষ্ণরাম সুত চন্দ্ররাম ২২। তৎসুত রামমোহন ২৩। তৎসুত ব্রজমোহন ২৪। ব্রজ সুত রাধামোহন, কৃষ্ণমোহন, ও গৌর-মোহন ২৫। রাধামোহন সুত রাজমোহন ও সর্ব্বমোহন ২৬। রাজমোহন সুত রজনীমোহন, ২৭। তৎসুত মনোমোহন নীরদমোহন, ইন্দ্রমোহন, ক্ষীরোদমোহন ২৮। সর্ব্বমোহন সুত সুধেন্দুমোহন ২৭। সুধেন্দু সুত রাজেন্দ্রমোহন, ভূপেন্দ্রমোহন, পৃথ্বীন্দ্রমোহন, ও ভবেন্দ্রমোহন ২৮।

শ্রীযুক্ত রমনীমোহন রায় লিখিত এবং ঢাকা জুবিলী স্কুলের হেড্‌মাষ্টার শ্রীবিশ্বেশ্বর বন্দ্যো এম-এ, ঢাকা প্রদত্ত। ১৩১৬ সাল

কাশ্যপ গোত্র পোড়ারি বা দগ্ধবাটীর একদেশ বংশাবলী

বল্লালের নিকট গৌণকুল (কষ্ট শ্রোত্রিয়) বলিয়া পরিগণিত, মেলবন্ধনে দেবীবরের নিকটও তদ্রূপ। যথা—

মহিন্তা জগদানন্দো দগ্ধবাটী গজেন্দ্র কঃ।

ডিণ্ডী শ্রীপরমানন্দস্ত্রয়ো রায়া কুলান্তকাঃ॥ মেলমালা।

এই তিন ব্যক্তিই আকবরের সময় রায়রেঁয়ে পদে অভিষিক্ত ছিলেন। সোলমানের দাসত্ব করিতেন বলিয়া বিশেষ নিন্দিত ছিলেন। কিন্তু অর্থবলে লাভী কুলীন মধ্যে কন্যা সম্প্রদান করিয়া সমাজে উত্থিত হয়েন। এই সকল ব্যক্তি কুলীনে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতেন যে

তাঁহাদিগের জ্ঞাতিগণ কষ্ট তাহারা নিজে পূত। সামাজিকগণ যবনের দাস অপেক্ষা স্বাধীন ব্যক্তিবর্গকে অন্তঃশুদ্ধ জ্ঞান করিতেন, সেই জন্য ঐ তিন রায়রেঁয়েকে অপবিত্র ও বিশেষরূপে কুলনাশক বলিয়া উল্লেখ করেন। সে যাহাই হউক, এক্ষণে ছত্রিশ মেলের প্রভাবে কেহই আর অচল নাই।

কেশব রঘুর ভাই রুদ্রক পোড়ারি।
সাগরে আগুণ হল গজেন্দ্রকে ধরি॥ মেলমালা।

পোড়ারির আদি পুরুষ কৃষ্ণ। ইনি কাশ্যপ গোত্রীয়। ইহার পিতা দক্ষ। এখানে গজেন্দ্র প্রমুখ গুণানন্দ খাঁর ধারায় একদেশ প্রদর্শিত হইল।

দক্ষ ১। কৃষ্ণ ২। তপন, স্বপন ও সোম ৩। সোম সুত হরি ও বল্লভ ৪। হরি পুত্র শিব, শম্ভু ও মহেশ ৫। শিব সুত কার্ত্তিক ও মাধব ৬। মাধব সুত মুরারি, অনিরুদ্ধ, গোপী, ও যদু ৭। গোপী সুত চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, ও বিষ্ণু ৮। সূর্য্য সুত গোবিন্দ, দীনবন্ধু ও জগন্নাথ ৯। জগন্নাথ সুত রুদ্র, ধ্রুব ও অম্বিকা ১০। অম্বিকা সুত চক্রপাণি, রাম, লক্ষ্মণ ও ঈশান ১১। ঈশান সুত কমল, কৈলাস ও কালিদাস ১২। কৈলাস সুত মহেন্দ্র, দেবেন্দ্র, বাসব, গজেন্দ্র, জনার্দ্দন, ত্রিপুরারি, কংসারি ও চিত্রভানু ১৩।

এই গজেন্দ্র রায়, কুমারহট্ট পরগণায় নিজের অধিকার স্থাপন করেন। কালক্রমে সন্তানবর্গ শ্রীভ্রষ্ট ও মূর্খতা নিবন্ধন নানাস্থানে প্রচ্ছন্নভাবে বাস করেন। তাহাতেই এই বংশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম পাওয়া অতি সুকঠিন। তথাপি গজেন্দ্রের প্রপৌত্র গুণানন্দ খাঁর নাম পাওয়া যায়।যথা—

"গজেন্দ্রের পুত্রভাগ্য নহেত সগুণ।
পৌত্র তথৈব চ ক্রমে হরি কৃষ্ণ শুন
গজেন্দ্র বিখ্যাত ধনে, মানে, কুলক্রিয়ায়।
গুণানন্দ খাঁ প্রপৌত্র, প্রচণ্ড মিহির প্রায়॥" মেলমালা॥

গজেন্দ্র সুত হরি ১৪। হরি সুত কৃষ্ণ ১৫। কৃষ্ণ সুত যদু, মধু ও গুণানন্দ

১৬। গুণানন্দ সুত শিব, রাম, শ্যাম, যুধিষ্ঠির, মুরারি বিষ্ণু ও ঈশ্বর ১৭। ঈশ্বর সুত কালী, নারায়ণ, হংস, দুর্গা, গৌরী, চণ্ডী, বিষ্ণু, শিব, মহেশ, গিরিশ, লোকনাথ ও পদ্মনাভ ১৮।

এই নারায়ণের বংশাবলী হুগলী জেলার শিমলাগড়ী গ্রামে বিরাজিত। ক্রমান্বয় অধস্তনে অঙ্কপাত করা গেল। যথা—

নারায়ণ ১৮। রামচন্দ্র ১৯। হরানন্দ, লক্ষ্মীকান্ত, জয়দেব ও মনোহর ২০। হরানন্দ সুত বিষ্ণুদেব, গৌরসুন্দর, কালীপ্রসাদ ও কাশীনাথ ২১। কাশীনাথ সুত পার্ব্বতীচরণ ২২। তৎসুত গোপালচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র ২৩। গোপাল সুত **জয়চন্দ্র** ২৪। তৎপুত্র যতীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ ২৫।

নবীনচন্দ্র (২৩) সুত যোগানন্দ, জ্ঞানানন্দ, বৃন্দাবনচন্দ্র, অতুলানন্দ ও শ্যামানন্দ ২৪। যোগানন্দ সুত পূর্ণানন্দ ও কেশবানন্দ প্রভৃতি, পর্য্যায় ২৫। বৃন্দাবন সুত সতীশচন্দ্র প্রভৃতি ২৫। অতুলানন্দ সুত ললিতমোহন প্রভৃতি ২৫।

জয়দেব (২০) সুত কালীচরণ, দেবনাথ ও ঘনশ্যাম ২১। কালীচরণ সুত নবকিশোর ও চন্দ্রকিশোর ২২। নবকিশোর সুত জগদীশ্বর, গোপাল ও শশিভূষণ ২৩। জগদীশ্বর সুত আশুতোষ কন্যা মৃণালিনী (৺পণ্ডিত লাল মোহন বিদ্যানিধির পুত্রবধূ) প্রভৃতি ২৪। চন্দ্রকিশোর সুত শ্যামাচরণ ২৩।

দেবনাথ (২১) সুত রাজকিশোর ২২। হরপ্রসাদ ২৩। সারদাপ্রসাদ ২৪। হরিপ্রসাদ প্রভৃতি ২৫।

মনোহর ২০। লোকনাথ ২১। লালমোহন ও আনন্দ ২২। লালমোহন সুত পূর্ণচন্দ্র ২৩।

শিমলাগড়ীর (পোড়ারি) দগ্ধবাটীগণ রায় চৌধুরী উপাধিতে খ্যাত এবং জমিদার। এই গ্রামে এতদ্ব্যতীত ইহাদিগের অসপিণ্ড জ্ঞাতি আছেন, তাঁহারা কেবল রায় উপাধিতে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে ব্রজকিশোর

রায়, উপেন্দ্র রায়, মৃত্যুঞ্জয় রায় অগ্রগণ্য। অন্যান্য স্থলের পোড়ারিগণের বিষয়ে শিমলাগড়ী নিবাসী কল্যাণ ভাজন শ্রীমান্ বাবু জয়চন্দ্র রায়চৌধুরীর প্রদত্ত তালিকায় যাহা অবগত হওয়া যায় তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গ্রাম	সবডিভিসন (বা থানা)	জেলা	প্রসিদ্ধ ব্যক্তি
ভাতেওা	বারাসত	২৪ পরগণা	নাম অজ্ঞাত
রেকযোনি	,,	,,	পঞ্চুরায়
তুল্যেন	ধনেখালি	হুগলী	নাম অজ্ঞাত
বেহালা	কালীঘাট	২৪ পরগণা	শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ

রায়। ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব অনুবাদক, রায় উপাধিতে খ্যাত। ইহার পুত্র সুরেন্দ্র নাথ রায় বি-এল হাইকোর্টের উকীল।

যশোহর জেলার ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রামের স্থানে স্থানে দুই এক ঘর পোড়ারি দৃষ্ট হয়।

চন্দ্রশেখর প্রমুখ রামচন্দ্র সুত রামভদ্র (২২) বংশ। *

৫৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য

রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার সুত রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার, মধুসূদন, নারায়ণ, বিদ্যাধর সার্ব্বভৌম, বিশ্বেশ্বর স্মার্ত্তবাগীশ, গঙ্গারাম তর্কবাগীশ, রূপনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার, রাধাবল্লভ বিদ্যালঙ্কার, রমাপতি ও রামগোবিন্দ ২৩।

রামভদ্র সুত রঘুনন্দন বাচস্পতি, সন্তোষ বিদ্যাবাগীশ, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, রামনারায়ণ সিদ্ধান্ত, রামগোপাল এবং রাজারাম তর্কবাগীশ ২৩। সন্তোষ সুত রামশরণ, কাশীনাথ, রামজীবন, **হরেকৃষ্ণ** ২৪। রামশরণ সুত রামকিশোর ২৫।

* ফুলে খড়দা উভয় মেলে পাণ্টী বেগের গাঙ্গুলী একদেশ দেখান গেল।

রামকৃষ্ণ সুত রামসুন্দর ও ষষ্ঠীদাস ২৪, নিবাস শান্তিপুর। রামনারায়ণ সিদ্ধান্ত সুত রামগোবিন্দ প্রভৃতি ২৪। রামগোবিন্দ সুত রামেশ্বর ২৫।

রামগোপাল সুত চন্দ্রচূড়, শঙ্কর, দুর্গারাম ও রাজকিশোর ২৪। রাজারাম সুত কৃপারাম তর্কবাগীশ, রূপরাম, দুর্গারাম ন্যায়ালঙ্কার এবং দুলাল তর্কভূষণ প্রভৃতি ২৪।

চট্ট চৈতল হরেকৃষ্ণ পুত্র ত্রিলোচন বংশ।

লাহোর হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জষ্টিস্ স্যার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হরেকৃষ্ণ সুত রামলোচন ও ত্রিলোচন, বৈমাত্রেয় শম্ভু ও পার্ব্বতী ২৪। ত্রিলোচন সুত কালীকিঙ্কর ও তারাকিঙ্কর। তারাকিঙ্কর সুত নবকুমার ২৬।

নবকুমার সুত **অতুল** (রায় বাহাদুর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সালকিয়া বাসী), **স্যার প্রতুলচন্দ্র**, অনুকূল এবং সানুকূল (গ্রন্থকার ও প্রসিদ্ধ লেখক) ২৭। অতুল সুত তরুণ (স্ত্রী ক্ষিরবালা শান্তিপুরের সুপ্রসিদ্ধ কণ্ট্রাক্টার কিশোরী-লাল মুখোর পুত্র ব্রজলাল মুখোর কন্যা), করুণ, ক্ষীরোদ, প্রফুল্ল, অমূল্য, অপূর্ব্ব এবং প্রকাশ ২৮। স্যার প্রতুল পুত্র বিপিন, সুশীল, অনিল ও অখিল

কাশ্যপ কাঞ্জরী (নবগ্রহ দোষ), রামকান্তের (২৪) ধারা

সুধারাম, ঘনশ্যাম, উদয়চাঁদ, রূপরাম, বিনোদরাম, তিতুরাম ও কাশীরাম ২৫। ঘনশ্যাম সুত রামানন্দ ও রুক্মিণীকান্ত ২৬। রামানন্দ সুত বৃন্দাবন, রামকিশোর, গৌরসুন্দর, [illegible]ত্তনাথ ও কমলাকান্ত ২৭। রুক্মিণীকান্ত সুত রামলোচন, মনোহর, যদুকিশোর, রামজয় [illegible] হৃদয়রাম ২৭। বৃন্দাবন সুত ভারতচন্দ্র ২৮। রামকিশোর সুত ভগবান, কাশী, হরি, [illegible]লী ও প্যারী ২৮। উদয়চাঁদ সুত কাশী, দেব, রাম, রাধা, পাঁচু, হরেকৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রসাদ, জগন্নাথ, [illegible]য়, ঠাকুর, রামপ্রসাদ, কালী, কমল ও বিশ্বনাথ ২৬। রূপরাম সুত রামলোচন, ফকীরচাঁদ, [illegible]মোহন, রামজয়, হৃদয়রাম ও যুগল ২৬। রামলোচন সুত জীবন, জগৎ, বিশ্ব, সর্ব্ব, [illegible]ম, পরাণ ও কমলাকান্ত ২৭। সীতারাম (২৫) সুত নীলমণি, রামদুর্লভ, প্রাণকৃষ্ণ ও [illegible]কান্ত ২৬। তিতুরাম (২৫) সুত রামমাণিক ও প্রাণকৃষ্ণ ২৬।

২৮। বিপিন সুত নির্ম্মল ও বিমল ২৯। অনুকূল সুত ক্ষেত্র, সতীশ, সুরেশ প্রভৃতি ২৮। সানুকুল সুত প্রবোধ ও সুবোধ ২৮।

নবচন্দ্রের পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্রাদির নামের শেষে চন্দ্র সংজ্ঞা যোগ করিয়া নাম নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

কালীশঙ্কর (২৫) সুত ত্রাণনাথ, হর্ষনাথ, ও মহেন্দ্রনাথ ২৬। ত্রাণনাথ পুত্র অমরনাথ ও যোগীন্দ্রনাথ ২৭। অমরনাথ সুত হরিপদ ২৮। হর্ষনাথ পুত্র উপেন্দ্র ২৭। ইহারা নদীয়া জেলার জগন্নাথপুর বাসী, ঐ গ্রাম চক্রদ্বীপের নিকট।

চং চৈ চন্দ্রশেখর সন্তানগণের ইদানীন্তন সমাজস্থান উত্তরপাড়া বালী, মণিরামপুর ও গরলগাছা প্রভৃতি ব্রাহ্মণ প্রধান স্থান।

চন্দ্রশেখর পৌত্র রামভদ্র সুত রঘুনন্দন বাচস্পতি বংশ।

রঘুনন্দন সুত রামেশ্বর (ভঙ্গ) ২৪। রামেশ্বর সুত শ্যামসুন্দর ও আনন্দীরাম ২৫। আনন্দীরাম সুত রামকুমার, ভোলানাথ, রাজচন্দ্র ও দর্পনারায়ণ ২৬। ইহারা উলা গ্রামবাসী। আনন্দীরামের পৌত্র চণ্ডীচরণ ২৭ জগন্নাথপুরবাসী। ইহার পিতার নাম রাজচন্দ্র ২৫।

চট্ট চৈতল লক্ষ্মীনারায়ণ সার্ব্বভৌম সুত বলরাম বংশ। ৫৩ পৃঃ

রামনাথ সুত লক্ষ্মীনারায়ণ, যদু, রামকান্ত, মথুরানাথ, রামগোপাল ও রঘুরাম ২২। লক্ষ্মীনারায়ণ সুত বলরাম প্রভৃতি ২৩।

বলরাম (২৩) সুত হরপ্রসাদ, শম্ভুপ্রসাদ, শিবপ্রসাদ ও সদাশিব প্রভৃতি—২৪। লক্ষ্মীনারায়ণ সহোদর রামকান্তের (২২) কেশরগ্রামী বিবাহ।

রামগোপাল সুত চন্দ্রচূড়, শঙ্কর, দুর্গারাম ও রাজকিশোর ২৩।

সদাশিব (২৪) ইনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ভাগিনেয়, শিবনিবাসের অধিবাসী কেশর ভাবাপন্ন। সদাশিবের দত্তক শ্যামকান্ত ও দেবীকান্ত রায় ২৫। দেবীকান্ত সুত অনাদ্যাকান্ত ও ত্রিগুণাকান্ত ২৭। অনাদ্যা সুত উপেন্দ্র ২৭। উপেন্দ্র সুত অভিলাষ ও সুরেন্দ্র (পঞ্চানন) ২৮। ত্রিগুণা সুত হরিকেশ ২৭।

তারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২৫) ৫৩ পৃঃ—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্রী কালীদেবীর পাণিপীড়ন করেন। কালীদেবীর পিতা ভৈরবচন্দ্র রায়— ইনি কৃষ্ণচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র। ভৈরবচন্দ্রের সীতানাথে মাতামহ কুলের ঐশ্বর্য্য চিহ্নের জ্ঞাপক রায় উপাধি সংক্রমিত হয়। কিন্তু নবদ্বীপাধিপতিগণ যাহা মনে করিয়া দৌহিত্রগণের পৈতৃক উপাধির লোপ করুন না কেন, উহাদ্বারা ঐ কুলীনগণের কেশর-দোষ অনায়াসে উপলব্ধ হইয়া আসিতেছে। রাজ-পরিবার বলিয়া অধস্তন বংশের গৌরব বৃদ্ধি হইতেছে না।

রাঢ়ীয়-শ্রেণী গুড়গোষ্ঠী (কাশ্যপ-গোত্র)

গুড়গ্রামীগণের দুই ভাগ দেখা যায়। যথা—কনকদণ্ডী ও বেণাফুলী বা বেণাপুলী। যশোহর জেলার অনেক স্থলেই বেণাফুলী গুড়ের আধিক্য দেখা যায়। বাঘ-আচঁড়া, গদখালি, কোটা, চূড়ামনকাটী ও শ্যামকুণ্ড প্রভৃতি স্থানের গুড়গণ বেণাফুলী বলিয়া বিশেষ পরিচিত। মহেশপুর ও মৃজাপুরের রায়-চৌধুরীগণ এবং কোচবিহারের লাউডাঙ্গার বক্সীগণ কনকদণ্ডী গুড় ও চির-ভূস্বামী বলিয়া প্রসিদ্ধ। শিবপ্রসাদ বক্সী কোচবিহার রাজের মন্ত্রিত্ব পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। অতি সম্মানের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট মহারাজাধিরাজ নরেন্দ্রনারায়ণের প্রভুশক্তি যথাযোগ্যরূপে অক্ষুণ্ণ

রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শিবপ্রসাদের পরে আর কেহই ঐ পদ লাভ করিবার যোগ্য হয়েন নাই। বৈবাহিক সম্বন্ধে বড়বড়িয়ার ভট্টাচার্য্যদিগের নিকট ও কৃষ্ণনগর সমাজে কনকদণ্ডী গুড় বলিয়া বিশেষ পরিচিত। পঞ্চকোটের গুড়গোষ্ঠী বেণাফুলী।

মহেশপুরের রায় চৌধুরীর (নয়-আনীর) পরিচয়।

(ক্রমান্বয়ে ধারাবাহিক অধস্তনে অঙ্কপাত করা গেল)।

কেশব (২২) প্রমুখ সন্তোষ (২৩) বংশ।—পুত্র বাসুদেব, রামনাথ ও রামগোপাল ২৪। বাসুদেব রায় চৌধুরী-সুত প্রাণনাথ, হরানন্দ, শিবানন্দ ও মহানন্দ ২৫। প্রাণনাথ-সুত নীলাকান্ত, শ্রীকান্ত ও রুক্মিণীকান্ত ২৬। নীলাকান্ত সুত তারিণীপ্রসাদ ও কালীপ্রসাদ প্রভৃতি পাঁচজন ২৭। তারিণী-সুত জয়কৃষ্ণ ২৮। সুত অবিনাশ প্রভৃতি ২৯। কালীপ্রসাদ সুত যামিনীকান্ত ২৮। শ্রীকান্ত-সুত প্রতাপ ২৭। তৎপুত্র দ্বিজরাজ ২৮। রুক্মিণীকান্তের কন্যা রেখা ২৭। জামাতা যদুপতি মুখোপাধ্যায়, (রুক্মিণীর) দৌহিত্র চন্দ্রভূষণ ও ইন্দুভূষণ ২৮। চন্দ্র-সুত ললিত ২৯। তৎপুত্র হাজরা ৩০। ইহাঁরা ফুলিয়া মেলের কেশব মুখোপাধ্যায়ের সন্তান। কেশব মধুসূদন তর্কালঙ্কারের প্রপৌত্র।

হরানন্দ (২৫) সুত উমাকান্ত ২৬। কান্তনাথ ও কনকনাথ ২৭। কান্তনাথ সুত ব্রজ ২৮। কনক-সুত উপেন্দ্র ২৮। তৎপুত্র ভূপেন্দ্র ২৯। শিবানন্দ ২৫। যুগল ২৬। কালীকিশোর ও অপরেশ ২৭।

রামনাথ রায় চৌধুরী ২৪। গোপীনাথ ২৫। রতিকান্ত, শ্যামাকান্ত, গঙ্গাকান্ত, কৃষ্ণকান্ত, পূর্ণকান্ত ও সীতাকান্ত ২৬। রতি-সুত আনন্দ ও মদন ২৭। মদন সুত নকুলেশ্বর প্রভৃতি ২৮। শ্যামাকান্ত সুত রতন ২৭।

গঙ্গাকান্তের জামাতা শ্যামাচরণ। কৃষ্ণকান্ত সুত মতি ও ননীগোপাল ২৭। সীতাকান্তের দত্তক জ্যোতিশ্চন্দ্র ২৭।

রামগোপাল রায় চৌধুরী ২৪। সুত উদয়চাঁদ, ভৈরবচাঁদ, রামপ্রসাদ ও বিজয়চাঁদ ২৫। উদয়-সুত নবকান্ত, আত্মাকান্ত ও দেবীকান্ত ২৬। নবকান্ত-সুত তারণ ২৭। সুত সহায়রাম ২৮। আত্মাকান্ত-সুত কৈলাস ও হরিশ্চন্দ্র ২৭। হরিশের জামাতা শ্রীরামনাথ ভট্টাচার্য্য (উকীল, নবদ্বীপ)।

ভৈরব সুত দুর্গাকান্ত ও লক্ষ্মীকান্ত প্রভৃতি ২৬। দুর্গাকান্তের দৌহিত্র জ্যোতিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮ (ভগীরথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্তান)।

বিজয়চাঁদ-সুত যজ্ঞকান্ত, বাণীকান্ত ও যদুকান্ত ২৬। যজ্ঞকান্ত-সুত ভুবনমোহন, নীলমোনন ও রজনীমোহন ২৭। ভুবনমোহন-সুত শশিভূষণ, বঙ্কুবিহারী, ইন্দুভূষণ, কুমার ও বসন্ত ২৮। বাণীকান্ত সুত নিমাইচাঁদ, রামচন্দ্র ও অধর প্রভৃতি ২৭। যদুকান্ত-সুত কিশোরীমোহন ও পঞ্চানন ২৭। কিশোরী-সুত দাশরথি, মন্মথ ও অনন্ত ২৮।

কেশব-প্রমুখ রামনারায়ণ (২৩) বংশ ;—সুত সীতারাম, মনোহর ও কামদেব ২৪। সীতারাম-সুত কাশীনাথ ও ব্রজনাথ প্রভৃতি ২৫। কাশীনাথ সুত রাধাচরণ, রাজকিশোর, রঘুমণি, কিনু ও আনন্দ ২৬। রাধাচরণ-সুত কৈলাস দত্তক ২৭। কৈলাস-সুত নন্দ ও মণিভূষণ প্রভৃতি ২৮। রঘুমণি সুত হেমচন্দ্র ২৭।

মনোহর (২৪) সুত তিতুরাম ২৫। তৎপুত্র কালিদাস ২৬। সুত ভগবতীচরণ ও শিবচরণ ২৭। ভগবতী সুত খুদিরাম ২৮।

কেশব-প্রমুখ রামদেব (২৩) বংশ।—রাজারাম, কান্তরাম, ও কৃষ্ণরাম ২৪। রাজারাম-সুত বলরাম ২৫। রামকুমার ২৬। নীলকমল ও মদন ২৭। মদন-সুত বিপিন ২৮। জীবন ২৯। কৃষ্ণরাম (২৪)সুত ছকু, গঙ্গাধর, নন্দিরাম ও মহাদেব ২৫। ছকু-সুত মাণিক, সদানন্দ, নিত্যানন্দ, ও চৈতন্য ২৬। সদানন্দ-সুত আনন্দ ২৭।

কন্যা হরিপ্রিয়া ও ভবতারিণী ২৮। হরিপ্রিয়ার স্বামী অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়, পুত্র ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিলাতী বি, এস্, সি, (Mr. P. Mookerji B. Sc., M. R. A. S.; Late Inspector of Schools Presidency Division, Calcutta)। ভবতারিণীর স্বামীর নাম প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কেশব-প্রমুখ রাঘবেন্দ্র (২৩) গোষ্ঠী।—কেশবের দ্বিতীয় পক্ষের পুত্রগণের মধ্যে রাঘব জ্যেষ্ঠ। পুত্র হরিদেব, চন্দ্রশেখর ও রামশরণ ২৪। হরিদেব-সুত বলরাম ২৫। চন্দ্রশেখরসুত পার্ব্বতীচরণ ২৫। সুত কালীকুমার ২৬। ভুবন ও যাদুলাল ২৭। ভাগিনেয় পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য ২৮ (সিমলা)।

রামশরণ (২৪) সুত জয়নারায়ণ ও নীলকণ্ঠ ২৫। জয়নারায়ণ সুত পদ্মলোচন ও রামমোহন ২৬। পদ্ম-সুত ভগবান্, ঈশান, রতিকান্ত ও গিরিধর ২৭। রতিকান্ত-সুত গিরিজাকান্ত, শ্রীকান্ত ও নীলাকান্ত ২৮।

রামমোহন (২৬) সুত বৈদ্যনাথ ও কালাচাঁদ ২৭। বৈদ্যনাথ সুত সূর্য্যকুমার ও কুমারীশ ২৮। সূর্য্য সুত শিশির ২৯। কুমারীশ পুত্র কৃষ্ণ, প্রমথ ও ক্ষিতীশ প্রভৃতি ২৯। কালাচাঁদ সুত বিলাস, মুকুন্দ, পূর্ণ, সুরেশ ও শশিভূষণ ২৮।

নীলকণ্ঠ ২৫। সুত ভোলানাথ ২৬। পৌত্র গৌরমোহন ২৭। প্রপৌত্র বৈকুণ্ঠ ২৮। বৃদ্ধপ্রপৌত্র হীরালাল রায় চৌধুরী ২৯। ইহাঁর ভাগিনেয় জিয়োরখার সুখদাকান্ত রায় চৌধুরী। হীরালালের কন্যার নাম নগেন্দ্রবালা ৩০। জামাতার নাম কৃষ্ণ রায়, নিবাস কুড়ালগাছি, জেলা নদীয়া।

(সাত-আনী) কেশব রায়-প্রমুখ রাম রায় (২৩) গোষ্ঠী

রাম রায়ের পাঁচ পুত্র—রামজীবন, ইন্দ্রনারায়ণ, বাণেশ্বর, রামচন্দ্র কল্যাণ ২৪। রামজীবনের সন্তানগণ বড় সরকার বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ইন্দ্রনারায়ণের (২৪) ধারা (পঞ্চ-পাণ্ডব)।

ইন্দ্রনারায়ণ সুত বিষ্ণুরাম, কাশীশ্বর, রঘুরাম, লক্ষ্মীনারায়ণ ও নন্দকিশোর ২৫ (পাণ্ডব-সদৃশ পরাক্রান্ত বলিয়া পঞ্চ-পাণ্ডব নামে খ্যাত)।

বিষ্ণুরাম সুত দেবীচরণ ও ভবানীচরণ ২৬। দেবীচরণ সুত রামমোহন ২৭। কন্যা উমাসুন্দরী ২৮। উমার পুত্র বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯। ভবানীচরণ সুত শ্যামচাঁদ ২৭। পুত্র কালীকুমার ও নবকুমার ২৮। কালী-কুমার সুত সৌরেশ, প্রণবেশ ও জিতেন্দ্রনাথ ২৯। সৌরেশ পুত্র অতীন্দ্র ও ভূপেন্দ্র বি, এ, ৩০। তৎপুত্র নাম অজ্ঞাত ৩১।

কাশীশ্বর ২৫। পুত্র কালীপ্রসাদ, রামচরণ ও রামহরি ২৬। কালীপ্রসাদ সুত লালচাঁদ বা লালমোহন ২৭। তৎপুত্র শশধর ২৮। পুত্র সমরেশ বি, এ. বি, ই, ২৯। রামচরণ সুত প্রেমচাঁদ ও জগচ্চাঁদ ২৭। প্রেমচাঁদ সুত মথুরেশ, হৃষীকেশ ও ত্রিপুরেশ ২৮। হৃষীকেশ সুত প্রমোদ, কুমারীশ ও রাম ২৯। জগচ্চাঁদ পুত্র উমেশ ও কৈলাস ২৮। রামহরি সুত গোবিন্দ ও অক্ষয় ২৭। গোবিন্দ সুত শ্রীপতি, যদুপতি ও ভূপতি ২৮।

রঘুরাম ২৫। সুত ভৈরব ও শিবনাথ ২৬। শিবনাথ-সুত অমরনাথ ২৭। পুত্র রাখাল, গোপাল, নেপাল, প্রহ্লাদ ও শুকদেব ২৮। রাখাল সুত মনোমোহন ২৯।

লক্ষ্মীনারায়ণ ২৫। সুত কালীচরণ ও চণ্ডীচরণ ২৬। চণ্ডী সুত চন্দ্রকান্ত ২৭। কন্যা জয়কালী ২৮। (চন্দ্রকান্ত) দৌহিত্র গোবিন্দ রায় (কেশরকুনী) ২৯। গোবিন্দ-সুত হাজারী ৩০।

নন্দকিশোর ২৫। রামকিশোর, বিশ্বনাথ, শম্ভুনাথ, হরনাথ, ভবানী, গোরাচাঁদ ও ফকীরচাঁদ ২৬। বিশ্বনাথ সুত কৃষ্ণমোহন, হরিমোহন ও মদনমোহন ২৭। কৃষ্ণমোহন সুত নিমচাঁদ, তিনু ও নবীন ২৮। নিমচাঁদ পুত্র

অখিল, অধর ও মোহিনী ২৯। অখিল সুত সর্বেশ্বর ৩০। রতনমোহন সুত রামগোপাল ২৮। পুত্র বিনোদমোহন, শিবপদ ও অনাথনাথ ২৯।

শম্ভুনাথ সুত লালমোহন ২৭। অম্বিকাচরণ (দত্তক পুত্র) ২৮। তৎসুত ধনপতি ২৯ (নিঃসন্তান মৃত)।

হরনাথ সুত মদন, গোপী, ব্রজ, গোলোক, শ্রীমোহন, রাজমোহন ও অম্বিকা (২৭) রাজমোহন সুত ভূপতি ও উমাপতি ২৮। ভূপতি সুত নলিনী-মোহন ২৯। নলিনী সুত নাম অজ্ঞাত ৩০। উমাপতি সুত সত্যপ্রসাদ প্রভৃতি ২৯।

ফকীরচাঁদ সুত চন্দ্রমোহন ২৭। নবীনচন্দ্র (দত্তক পুত্র) ২৮। নবীনের পুত্র নগেন্দ্রনাথ, কন্যা মহামায়া ও ইন্দুমতী ২৯। মহামায়ার স্বামী যোগীন্দ্র ভট্টাচার্য্য (বহির্গাছী)।

রাম রায়-প্রমুখ বাণেশ্বর (২৪) বংশ।

বাণেশ্বর সুত নন্দদুলাল, জয়নারায়ণ, বলরাম, রঘুনাথ ও রামকানাই ২৫। নন্দদুলাল সুত মাণিক, হরচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, যাদবচন্দ্র, ভগবান্, গোলোক ও কালাচাঁদ ২৬। মাণিক সুত ঈশ্বর ২৭। ত্রিপুরাচরণ ও ইন্দুভূষণ ২৮। ত্রিপুরাচরণ সুত নারায়ণপদ প্রভৃতি ২৯। ইন্দুভূষণ সুত গিরিজাভূষণ প্রভৃতি ২৯।

জয়নারায়ণ সুত পার্ব্বতীচরণ ২৬। তৎপুত্র জগন্মোহন ও ভবানীশঙ্কর ২৭। ভবানী সুত রামলাল ২৮। জগন্মোহন সুত কৃষ্ণলাল ও ব্রজলাল ২৮। কৃষ্ণলাল সুত গোপাল ও গণপতি ২৯। গোপাল সুত যামিনী উষাপতি ৩০। গণপতি সুত সতীপতি ৩০।

বলরাম সুত কীর্ত্তিনারায়ণ ২৬। সুত কালিদাস ২৭। পুত্র মন্মথ ২৮ বৈদ্যনাথ, বিমলা ও যজ্ঞেশ্বর ২৯।

রঘুনাথ সুত (দত্তক) ব্রজলাল ২৬। সুত মধুসূদন ২৭। সুত রামধন ও শ্যামধন ২৮। বাগেশ্বরের সন্তানগণ-মধ্যে সঙ্গীত-বিদ্যার বিশেষ নৈপুণ্য দেখা যায়।

রাম রায়-প্রমুখ রামচন্দ্র (২৪) সুত দর্পনারায়ণ, কমলাকান্ত, রামকান্ত, বিদ্যাধর, কৃষ্ণকান্ত ও গৌরীকান্ত ২৫। দর্পনারায়ণ সুত শিবপ্রসাদ ২৬। বৈদ্যনাথ ও গিরিধর ২৭। বৈদ্যনাথ সুত যোগেশচন্দ্র ২৮। সুত অরজিৎ ২৯। গিরিধর সুত শৌরেশ ২৮ (নিঃসন্তান)। কমলাকান্ত সুত সদাশিব ২৬। আনন্দ ২৭। কালীপ্রসন্ন ২৮। শ্রীগোপাল ও রাম ২৯।

রামকান্ত সুত রাজকিশোর ২৬। সুত দ্বারিক ২৭ (নিঃসন্তান)। বিদ্যাধর সুত পাঁচু ২৬। সুত সনৎকুমার ও সূর্য্যকুমার ২৭। সনৎকুমার সুত নীরদ-বরণ ও ভোলানাথ ২৮। নীরদবরণ সুত শিবশরণ ২৯। সূর্য্য সুত বিজয়-কুমার ২৮।

কৃষ্ণকান্ত সুত রাধানাথ ২৬। সুত মদন ও কালীপ্রসন্ন ২৭। মদন-সুত গণেশ ও প্রভাস ২৮। প্রভাস সুত অবনীশ ২৯। কালীপ্রসন্ন সুত আশুতোষ ২৮। গৌরীকান্ত দৌহিত্র আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৭। সুত মথুরেশ ২৮। সুত প্রমথনাথ ২৯। তৎপুত্র জিতেন্দ্রনাথ ৩০ (মধুসূদন তর্কালঙ্কার প্রমুখ কেশ-গোষ্ঠী)।

রাম রায়-প্রমুখ কল্যাণ রায় (২৪) বংশ।—দুর্গাচরণ ২৫। দেবীচরণ ও সদাশিব ২৬। দেবীচরণ সুত রুদ্রকণ্ঠ ও সীতানাথ ২৭। রুদ্র-সুত গোপাল ও কুমুদ ২৮। সদাশিব সুত রাধামোহন, নকু, নিমচাঁদ ও নন্দরাম ২৭। রাধা-মোহন সুত শশিভূষণ ২৮। কুমুদ সুত নাম অজ্ঞাত ২৯। রুদ্রকণ্ঠের তুল্য গায়ক অতি অল্প দেখা যায়।

রামকৃষ্ণ (২৩) বংশ (এগার পাই)।

রামকৃষ্ণ-সুত রঘুনন্দন, রামগোপাল ও রামগোবিন্দ ২৪। রঘুনন্দন সুত রামেশ্বর ও হরিনারায়ণ ২৫। রামেশ্বর সুত শিবনারায়ণ ও শম্ভুনাথ ২৬। শম্ভু সুত কালীনাথ ২৭। প্রবোধ ২৮। পুত্র অহীন ও শ্রীগোপাল ২৯। হরিনারায়ণ সুত বীরনারায়ণ ও রামরতন ২৬। বীরনারায়ণ সুত আত্মানাথ, রাধানাথ ও প্রেমচন্দ্র ২৭। আত্মানাথ-সুত মধু ও গঙ্গেশাদি তিন ২৮। মধু পুত্র বিহারী ২৯। প্রেমচন্দ্র পুত্র রাজকৃষ্ণ ও দীননাথ ২৮। রাজকৃষ্ণ পুত্র অরুণরাজ, নলিনীকান্ত ও অপূর্ব্বনাথ ২৯। দীননাথ পুত্র অনীকিনীনাথ ও উর্ব্বীশনাথ ২৯।

রামকৃষ্ণ প্রমুখ রামগোপাল ২৪। রামনারায়ণ, রামানন্দ, রামসুন্দর ও রামলোচন ২৫। রামনারায়ণ পুত্র রামনিধি, ভবানীচরণ ও শ্রীনাথ ২৬। রামনিধি পুত্র লোকনাথ ২৭। পুত্র সীতানাথ ও গোলোকনাথ ২৮। সীতানাথ পুত্র দেবেন্দ্র, যোগেন্দ্র ও সুরেন্দ্র ২৯। ভবানী সুত দেবনাথ, কাশীপ্রসাদ, কালীপ্রসাদ, অন্নদা, রাধিকাপ্রসাদ ও শ্যামাপ্রসাদ ২৭। কাশীপ্রসাদ সুত জগন্মোহন ও কেদার ২৮।

রামানন্দ ২৫। পুত্র হরানন্দ, রামহরি ও দেবানন্দ ২৬। হরানন্দ পুত্র মাধব ২৭।

রামসুন্দর ২৫। পুত্র পদ্মনাভ ও জগন্মোহন ২৬। পদ্মনাভ পুত্র চক্রপাণি, কন্যা আনন্দময়ী ২৭। পুত্র রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮ (ফুলিয়া)। তৎপুত্র প্রমোদচন্দ্র বন্দ্যো উকীল বনগ্রাম। ২৯। জগন্মোহন পুত্র কালীমোহন ও নীলমোহন ২৭। কালীমোহন পুত্র মথুরানাথ ২৮। তৎপুত্র রবীন্দ্র ২৯।

রামকৃষ্ণ-প্রমুখ রামগোবিন্দ ২৪। রামধন ও প্রাণধন ২৫। রামধন-পুত্র ঈশ্বর ও মহেশ ২৬। মহেশের কন্যা জগত্তারিণী, মহালক্ষ্মী ও কুসুমকামিনী ২৭। মহালক্ষ্মী সুত শিবদাস রায় ২৮।

এগার পাইদিগের **প্রেমচন্দ্র রায় চৌধুরী** অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান,

বিচক্ষণ, সদাশয় এবং লোকহিতৈষী ছিলেন। তিনি যে সময়ের লোক ছিলেন, সে সময়ে এদেশে পারস্য ভাষার প্রচলন অধিক ছিল। তিনি সেই ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। সদর দেওয়ানী আদালতের মীর মুন্সী-পদের গৌরব তাঁহাদ্বারাই সুরক্ষিত হয়। "উৎকোচ-গ্রহণ-পদ্ধতি অতি হীনতার কার্য্য এবং বিশেষ পাপজনক, এই পাপ যাবৎ আদালত হইতে দূরীকৃত না হইবে, তাবৎ ইংরাজ-শাসনে দোষ থাকিবে" বলিয়া তিনিই প্রথমতঃ সাহসপূর্ব্বক সাক্ষ্য দেন। তাঁহার মনস্বিতাও অধিক ছিল। গবর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াই পেন্সনের উপর উপজীব্য সংস্থাপনপূর্ব্বক ইংরাজী Hydropathy গ্রন্থ হইতে বাঙ্গালা ভাষায় জল-চিকিৎসা-নামক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া অসঙ্খ্য নিরন্ন ও নিরুপায় লোকের জীবন দান করেন। তৎকালে পল্লীগ্রামে ডাক্তারী চিকিৎসার নাম গন্ধও ছিল না, নাগরিক লোকেই উহা অনুভব করিত মাত্র। ইহাঁর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার আরও প্রমাণ এই যে ইংরাজী হইতে ঐ পুস্তকের বাঙ্গালা অনুবাদ সময়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই বৃদ্ধাবস্থায় ইংরাজী শিক্ষা করেন। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও অদ্বিতীয় কবি **৺কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্যের** পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন। কৃষ্ণানন্দ কহিতেন, প্রেমচন্দ্র সংস্কৃত না পড়িলেও তাঁহার রসবোধ অধিক। ৺প্রেমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী পিতৃপথ অনুসরণ করিয়া 'নরদেহ-নির্ণয়' লেখেন। উহাদ্বারা তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রকাশিত হয়। তিনি অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ইন্স্পেক্টর ও গবর্ণমেণ্ট পেন্সন্-ভোগী। বঙ্গভাষায় তৎকৃত অর্থব্যবহার, প্রকৃতিপাঠ ও রসায়নাদি গ্রন্থ স্কুলের পাঠ্য-পুস্তক বলিয়া প্রচলিত আছে।

কাশ্যপ গোত্র গুড়-বংশের পরিচয়।

যশোহর জেলার মহেশপুর প্রভৃতি স্থানের জমিদার রায় চৌধুরী

অধিকাংশ মেলেই গুড়-দোষ দৃষ্ট হয়, সুতরাং গুড়গ্রামী মণ্ডলেশ্বরদিগের বংশের একদেশ দেখাইলে পঞ্চ মহর্ষির মধ্যে দক্ষের অধস্তন পুরুষে গুড়বংশ কতদূর বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইবে। ধারাবাহিক অধস্তনে ক্রমান্বয়ে অঙ্কপাত করা গেল। যথা—(১) দক্ষ, (২) ধীর গুড়গ্রামী মণ্ডলেশ্বর, (৩) তরণি, (৪) বিকর্ত্তন, (৫) শরণি (বা শরণ), (৬) কুশধ্বজ, (৭) শ্রীদত্ত, (৮) ভবদত্ত (অথবা বামন খাঁ রায়রেঁয়ে), (৯) কার্ত্তিক পণ্ডিত। ইঁহার সাত পুত্র—(১০) রঘুপতি, জয়পতি, ভূপতি, সভাপতি পৃথ্বীপতি, বাণীপতি ও শ্রীপতি।

(১০) রঘুপতির কনকদণ্ডী গ্রামে বাস-নিবন্ধন তৎসন্ততিবর্গ কনকদণ্ডী গুড় বলিয়া খ্যাত। রঘুপতির উপাধি আচার্য্য। রঘুপতি-সুত কাশীপতি, রমাপতি ও গণপতি (১১)। রমাপতির পুত্র সর্ব্বানন্দ ও জ্ঞানানন্দ (১২)। তৎপুত্র জয়কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী (১৩)। তৎসুত রামবল্লভ ও হরিবল্লভ (১৪)। হরি-সুত কামদেব ও জয়দেব (১৫)। জয়-সুত গৌরীদাস (১৬)। গৌরী-সুত বল্লভ রায় বা নরেন্দ্র রায় (১৭)। ইঁহারা যশোহর জেলার চেঁউটে পরগণায় প্রসিদ্ধ জমীদার ছিলেন। নরেন্দ্র রায়ের পীরালী সংস্রব থাকায় তথায় পতিত থাকেন। পরে বাদসাহের রায়রেঁয়ে সুবাই মেলের রায় গোপীনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ক্রোকসাঁজোয়াল রামনাথ রায়কে কন্যা সম্প্রদানপূর্ব্বক তৎ-সাহায্যে মহেশপুরে আগমন করেন। এখানে আসিয়া নানা মেলের কুলীনে কন্যা ও পৌত্রীর বিবাহ দিয়া এবং নানাবিধ সৎক্রিয়া, দান, ধ্যান ও প্রায়শ্চিত্তাদি সমাধানপূর্ব্বক নানা যজ্ঞ করিয়া পরিশুদ্ধ হয়েন। সেই কারণে অধিকাংশ মেলে গুড়-দোষ দেখা যায়। *

---

* রঘুরামে যেমন পোড়ারী-দোষ ঘটে, কেশব চক্রবর্ত্তীতে সেইপ্রকার গুড়-দোষের আক্ষেপ হয়। আবার রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীতে পিণ্ড-দোষ স্পর্শে ; তাহার কারণ তদীয় কনিষ্ঠ

নরেন্দ্রের পুত্র শরণি বা শরণ (১৮)। ইনি কুলক্রিয়ায় প্রসিদ্ধ। শরণির পুত্রগণ ক্রমে চেঁউটে পরগণা নরেন্দ্রপুর (যশোহর জেলা—এখন কুলতলা E. B. S. R. ষ্টেশনের নিকট) আপন অধিকারে আনয়ন করেন। শরণি-সুতগণের মধ্যে রামবল্লভ জ্যেষ্ঠ ও সৎকার্য্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি মহেশপুরেই অবস্থান করিলেন।

হরিবল্লভ ও কৃষ্ণবল্লভ চেঁউটে পরগণায় পুনঃ প্রবেশ করিয়া লোকান্তরিত হইলেন। ইহাঁরা উভয়েই কন্যা-মাত্রের জনক ছিলেন ও পিতৃ-জীবন-কালেই গতাসু হয়েন। কন্যাগণ পিতামহ শরণ কর্ত্তৃক কুলীন পাত্রে প্রদত্ত হইল। **রায়মহাশয় শরণ** বন্দ্য ভগীরথ বংশের গোবিন্দ শিকদারে কন্যা সম্প্রদান করিয়া সুরাই মেলের প্রধান শ্রোত্রিয় হইলেন। সুরাই মেলের উৎপত্তি এই **গুড়িশরণ** হইতে।

শরণ-সুত রামবল্লভ, রামবল্লভ-সুত জগন্নাথ মজুমদার (২০)। তৎসুত শ্রীমন্ত, কন্দর্প, চন্দ্রশেখর ও রতিনাথ (২১)। শ্রীমন্ত-সন্তানগণ মহেশপুর অন্তর্গত রাজাপুরে অবস্থান করেন। কন্দর্প প্রভৃতি সুলতানপুর, যোগিনীদহ, সূর্য্যদিয়া (সূর্য্যদ্বীপ), মহেশপুর ও হলদা পরগণা প্রভৃতি নানা পরগণার জমীদার হইলেন। এই জমীদারীকে জেলে রাজার জমীদারী কহিত। এই সময় হইতে ইহাঁরা রায়চৌধুরী নামে প্রসিদ্ধ। চন্দ্রশেখর নিঃসন্তান। রতিনাথের

ভ্রাতা রমাকান্ত চক্রবর্ত্তীর কুচক্র। রমাকান্ত ভ্রাতাকে কলে খাট করিবার জন্য জ্যেষ্ঠের (রামেশ্বরের) মৃত্যুসংবাদ প্রচার করেন। শ্রাদ্ধ-দিনে রামেশ্বর মেটারীতে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত সকল ব্যক্তি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া নবদ্বীপাধিপতির নিকট রমাকান্তের কুব্যবহার বর্ণন করেন। মহারাজা রাঘব রায় রমাকান্তের অন্তিম কালে তদীয় ভাগিনেয়ী যাদবেন্দ্র ঠাকুরের কন্যার সহিত বলপূর্ব্বক তাঁহার বিবাহ দিয়া রমাকান্তের দর্প চূর্ণ করেন। তদবধি নবদ্বীপাঞ্চলের কুলাচার্য্য ও কুলীনগণ রমাকান্তবংশকে কেশর-দোষ দুষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বদেশের কুলাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক উহা বলাৎকার বলিয়া উল্লিখিত ও উপেক্ষিত হয়।

বংশে পাঁচ পুরুষ ক্রমান্বয়ে এক এক সন্তান জননহেতু পঞ্চম পুরুষে কন্যা সন্তানে বিষয় সংক্রামিত হয়। কন্দর্পের পুত্র **রামচন্দ্র, রামেশ্বর** ও **কেশবচন্দ্র** (২২)। কেশব প্রবলপরাক্রান্ত জমীদার। তথাপি নবদ্বীপাধিপতি **রুদ্ররায়ের** নিকট পরাস্ত হয়েন। রুদ্ররায় **কেশবের** ভাগিনেয়। কেশব-সহোদর রামেশ্বর। ২২। রামেশ্বর অপুত্রক। এইহেতু তৎপ্রাপ্য এক তৃতীয়াংশ, তদীয় ভাগিনেয় রাজা রুদ্ররায় তাঁহার মাতামহী কন্দর্পরায়ের পত্নীর নিকট হইতে যৌতুকস্বরূপ গ্রহণ করেন। তন্নিবন্ধন এই সময় হইতে হলদা পরগণা নবদ্বীপাধিপতির অধিকৃত হয়। পরে তিনি মহেশপুরাদিরও অধিকাংশ ক্রমে ক্রমে ছলে, বলে, কলে ও কৌশলে অধিকার করেন। ইতিপূর্ব্বে মহেশপুরের পূর্ব্ব ভাগে নবদ্বীপাধিপতির অধিকার ছিল না। সুলতানপুর E.B.S.R. বাণপুরের উত্তর।

(২২) **রামচন্দ্রের সন্তানগণ** তালুকদার নামে খ্যাত। ইহাঁর অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র চন্দ্রভূষণ নন্দ হইতে অধস্তন (২৭শ)।

(২২) কেশব রায়চৌধুরীর দুই পক্ষে আট পুত্র জন্মে। প্রথম পক্ষে রামরাম ও রামকৃষ্ণ (২৩) দ্বিতীয় পক্ষে রাঘবেন্দ্র, রামদেব, রামনারায়ণ, রূপনারায়ণ, মধুসূদন ও সন্তোষ (২৩)। রামরাম ও রামকৃষ্ণ সাত আনি জমিদার। অবশিষ্ট ছয় সহোদর নয় আনী জমিদার। কিন্তু রামকৃষ্ণ সমস্ত রাজ্যের এগার পাই সম্পত্তি অধিকার করেন, এইজন্য ইহাঁর সন্ততিবর্গ সাত আনী গোষ্ঠীর এগার পাই বলিয়া খ্যাত। মহেশপুরের পশ্চিম ও ইছামতির পূর্ব্বাংশ সূর্য্যদ্বীপ।

ক্রমান্বয়ে এক এক ব্যক্তির বংশের এক একদেশ দেখান গেল। (২৩) রামরাম, (২৪) রামজীবন, (২৫) পুরুষোত্তম (২৬) গোকুলচন্দ্র, (২৭) সভাচাঁদ ও মোহনচাঁদ। সভাচাঁদ-সুত ঈশানচন্দ্র (২৮)। (২৯) নীলচন্দ্র, অজিতচন্দ্র, কৃষ্ণ, তিলক, কীর্ত্তি, কামদেব ও রাজ। (২৯) অজিত-সুত (৩০) বিপ্রদাস ও

সুন্দররাম। বিপ্র-সুত প্রফুল্ল (৩১)। তৎসন্ততি শিবদাস দক্ষ হইতে (৩২)। মোহনচাঁদ-সুত (২৮) প্রসন্নচন্দ্র ও বিষ্ণুচন্দ্র। প্রসন্ন-সুত (২৯) অমরেশ। তৎপুত্র কালাচাঁদ মৃত, তৎপত্নী ইন্দুমতী দেবী (৩০)। কালাচাঁদের পিতৃ-ভাগিনেয় পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় গয়ঘড় ফুলিয়া। বিষ্ণুচন্দ্র নির্ব্বংশ ও নির্ব্বিষয় হইয়া কালপ্রাপ্ত হয়েন।

রামরায়-প্রমুখ ইন্দ্রনারায়ণ-সুতদিগকে পঞ্চপাণ্ডব বলে। এই ধারার গৌরেশ-পুত্র অতীন্দ্র (৩০)। কেশবরায়-প্রমুখ রামকৃষ্ণের বংশে প্রেমচন্দ্র রায়ের পৌত্র, রাজকৃষ্ণ-পুত্র অরুণ (২৯)। কেশবরায়-প্রমুখ রাঘবেন্দ্রের বংশে শ্যামাকান্ত পুত্র শিশির প্রভৃতি কেশব রায় হইতে অধস্তন ৭ম অর্থাৎ দক্ষ হইতে (২৯)। কেশবরায় প্রমুখ সন্তোষের ধারায় জয়কৃষ্ণের পৌত্র নন্দলাল (২৯)।

এই বংশাবলীর মধ্যাংশ ও শেষাংশ পরে দ্রষ্টব্য।

এরূপ প্রবাদ আছে যে বল্লাল সেন, পুত্র লক্ষ্মণকে পাইয়া আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশজন্য নিজ পুত্রের আনেতা সূর্য্য মাঝিকে যে ভূসম্পত্তি নিষ্কর প্রদান করেন, তাহাই **হলদা ও মহেশপুর**। এই দুই পরগণার সঙ্গে আর যে দুই পরগণা ছিল, তাহার একের নাম **যোগিনীদহ**, অপরের নাম **সুলতানপুর**। সূর্য্য মাঝির অধস্তন ৫ম পুরুষ সুলতান মাজী সূর্য্যদিয়ার শেষ ভূম্যধিকারী। জোর (বল) যার, মল্লুক (রাজ্য) তার এই প্রবাদের বশবর্ত্তী হইয়া মুসলমান ভূপতিগণের প্রথম অধিকার সময়ে মহেশ-পুরের রায়-চৌধুরীগণ সূর্য্যদিয়া, যোগিনীদহ, সুলতানপুর, মহেশপুর ও হলদা এই পাঁচ পরগণা অধিকার করিবার পূর্ব্বেই ধীবর-রাজকে সবংশে ধ্বংস করেন।

মহেশপুরের সমাজশাসন সভ্যতা ও ভব্যতা প্রভৃতি সদ্গুণ সমূহ সকল সমাজেরই আদর্শ ছিল। "সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই।" এক্ষন মনুষ্যত্বের অভাব।

গুড়গ্রামী বিবরণ। (শেষাংশ)

মহেশপুরের গুড় গোষ্ঠীর ইদানীন্তন সন্ততিবর্গের নাম।

৩১ প্রফুল্লপুত্র শিবদাস পর্য্যায় ৩২। ২৯। শৌরেশপুত্র অতীন্দ্র ৩০ সুত সুরেন্দ্র ও ত্রিপুরেন্দ্র ৩১। ২৮ শশধরপুত্র সমরেশ, শৈলেশ ও ধীরেন্দ্র ২৯। সমরেশপুত্র কমলেশ ৩০। ২৮। রাখাল সুত নীললোহিত (মনো মোহন) ২৯, নলিনী সুত সরসিমোহন ৩০।

সাত আনীর কালাচাঁদ-পুত্র মতিলাল ২৭। পৌত্র কেনারাম ও বীরেশ্বর ২৮ মন্মথসুত ২৯ বৈদ্যনাথেরপুত্র হাজারী ৩০। ২৯ বিমলাচরণ সুত বিনয় ভূষণ ৩০। গণপতির পৌত্র বিশ্বনাথ ৩১। সনৎকুমার পুত্র ভোলানাথের পুত্রের নাম ভূপেন্দ্র ২৯। সূর্য্য পৌত্র ললিতকুমার ও নীলমণি ২৯। রুদ্র কান্তের ঔরসপুত্র সীতানাথের দত্তক কুমুদনাথ (প্রকাশ্য নাম ফটিক) সুত শিবপদ ২৯।

নয় আনীর ২৮ জয়কৃষ্ণ পৌত্র নন্দলাল (৩০) (অবিনাশের সুত)। যামিনী ২৮। সুত কৃষ্ণমোহন ও পঞ্চানন (২৯)। ব্রজসুত কালিদাস ২৯। উপেন্দ্র পুত্র ভূপেন্দ্র (২৯) প্রতাপপৌত্র পাঁচু (২৯)। ২৭। অপরেশসুত শ্যামাপদ ২৮। নয়আনীর ভুবন ২৭। শশিভূষণ সুত ২৮। সুত সত্যরঞ্জন ২৯ বিধুভূষণ সুত পাঁচুদাস ২৯। ইন্দুভূষণ সুত ফণিভূষণ ও তারাভূষণ প্রভৃতি ২৯। রজনী সুত ললিতমোহন, রমণীমোহন ও সরসিমোহন। ২৮ নিমচাঁদের সুত পঞ্চানন ২৮। পৌত্র গৌরচন্দ্র ২৯। অধর সুত হরেন্দ্রনারায়ণ ও নরেন্দ্রনারায়ণ ২৮। তারণ পৌত্র ক্ষীরোদভূষণ ও হারাধন ২৯।

নয় আনীর কৃষ্ণরাম পর্য্যায় (২৪) সুত গঙ্গাধর ২৫। পৌত্র গুরুপ্রসাদ ২৬ প্রপৌত্র শ্যামচাঁদ ও গৌরচাঁদ ২৭। গৌরচাঁদসুত কালীপ্রসন্ন ২৮। সুত শরৎকুমার ২৯। পৌত্র ফকিরচাঁদ ২৮। ২৬ সীতাকান্তের পৌত্র শান্তিময় ৩০। ২৬ রাধাচরণের

দত্তক সুত ২৭ কৈলাস। পৌত্র শশিভূষণ ২৮ প্রপৌত্র ভীষ্মদেব ২৯। এগার পাই ২৯ দেবেন্দ্র সুত নরেন্দ্র। সুরেন্দ্রসুত হরিদাস ৩০। ২৮ রাজকৃষ্ণ পৌত্র বনমালী ৩০ (নলিনী সুত) ২৮ দীননাথের সুত অনিকিনী সুত কাশীনাথ ৩০। উর্ব্বীনাথ সুত নিখিলনাথ ৩০। মহেশপুরের গুড়গোষ্ঠী রায় চৌধুরী জমীদারদিগের মধ্যে উর্দ্ধতন পরিচয়ে নয় আনীর ননীগোপাল, জ্যোতিশ্চন্দ্র ও অপরেশ চন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। অর্থাৎ দক্ষ হইতে ২৭। এবং সাত আনীর প্রফুল্লচন্দ্রের সুত শিবপদ সর্ব্বনিম্ন অর্থাৎ দক্ষ হইতে পর্য্যায়ে ৩২। মহেশপুরে আর এক সম্প্রদায় গুড়গোষ্ঠীর ধারা বিদ্যমান ছিল। তাহাদিগের উপাধি চক্রবর্ত্তী। ইহারা শূদ্রযাজী। সাধারণত ইহাদিগকে ঘাটকুলে চকত্তি এইরূপ কহিত। তদ্বংশের বৈদ্যনাথ শিরোমণি পৌত্র, মধুপৌত্র ও মাণিক পৌত্র নদীয়া জেলার বাদকুল্লা, মামজোয়ান প্রভৃতি গ্রামে ব্রাহ্মণগণের পৌরহিত্য সূত্রে মহেশপুরের বাস পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহাঁরা কনকদণ্ডী গুড় নহেন। বেণাফুলী গুড়। কিন্তু ইহারা ইহাদিগের নিকট-জ্ঞাতি কোথায় আছে, পরিচয় দিতে অসমর্থ।

রংপুরের অন্তর্গত নাউ ডাঙ্গার গুড়গোষ্ঠীগণ কনকদণ্ডী গুড়। রঘুপতি আচার্য্যের অধস্তন শাখার শ্রীমন্তের ধারা মৃজাপুর।

কণকদণ্ডীগুড় নাউডাঙ্গা (রংপুর)।

নদিয়া জেলার মৃজাপুরের শ্রীমন্ত রায়ের সুত হরিদেব দক্ষ হইতে অধস্তন অন্বয়ে ২২শ ক্রম। তিনি প্রসিদ্ধ তীর্থপর্য্যটক ছিলেন। ৺কামাখ্যাদেবীর পীঠস্থান কামরূপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে কোচবিহারে উপস্থিত হয়েন। তথায় নিজের মহিমা প্রদর্শন করায় রাজ সংসারে রাজস্ব সম্বন্ধে কোন কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। কিন্তু অচিরেই বিষয় বৈরাগ্যহেতু জন্মভূমি মৃজাপুরে প্রত্যাগত হইয়াই সুত রামদেব ও পৌত্র ভবানীপ্রসাদকে বলেন আমি আর

সংসারাশ্রমে থাকিব না। তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে জীবন অতিবাহিত করিব। তোমরা যদি ধনাকাঙ্ক্ষা কর কোচবিহার যাও তথায় আমার নাম করিলে তোমাদিগের সসম্মান বৃত্তি রক্ষা হইবে; এবং রাজ সভায় মর্য্যাদাপন্ন পদ লাভেও বঞ্চিত হইবে না।

ভবানীপ্রসাদ ৺কামাখ্যাদেবীর পূজা সমাধা করিয়া কোচবিহারে আগমন করেন। এখানে মহারাজাধিরাজ হরেন্দ্রনারায়ণের নিকট নিজ পিতামহ শ্রীমন্ত রায় চৌধুরীর নাম সম্বন্ধে পরিচিত হইয়া নিজ কৃতিত্ব প্রদর্শন-হেতু, মহারাজ সরকারে বক্সীর পদে নিযুক্ত হইলেন। এখন যেমন রেল-পথে অতি দুর্গম ও দূর স্থানও অতি সুগমতার সহিত উপস্থিত হওয়া যায়; তখন তাহা ঘটিত না। দূরস্থান অতি দুর্গম ভয়সঙ্কুল ও বহুকালে গমন-সাধ্য এবং বহুব্যয় সাপেক্ষ ছিল। অন্নং যত্র স্থিতিস্তত্র।

ইংরাজ রাজের শাসনে সে সমস্ত বাধাই একপ্রকার অন্তর্হিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভাবিয়া দেখিলে স্বপ্নবৎ বোধ হইয়া থাকে। আর এককথা এখন যেমন টাকা সস্তা পূর্ব্বকালে তেমন ছিল না; উচ্চ-পদস্থ রাজকর্ম্মচারীদিগকেও অর্দ্ধবেতনে কার্য্য করিতে হইত। তবে তাঁহাদিগের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য অপরার্দ্ধ বেতনের প্রতিভূস্বরূপ ভরণপোষণ-যোগ্য ভূমি, জায়গীর বা নিষ্কর দেওয়া হইত। এই প্রথা অনুসারে ভবানী প্রসাদ বক্সী পুত্র পৌত্রাদিক্রমে নিজ পরিবারগণের চিরকাল সসম্মানে সংসারযাত্রানির্ব্বাহ নিমিত্ত কিছু ভূমিসম্পত্তি, জীবিকাবৃত্তি স্বরূপ পাইলেন। এখন পর্য্যন্ত ঐ স্থানের নাম **বক্সীর পেটভাতা**। এবং এতদ্ব্যতীত নিষ্কর ব্রহ্মোত্তররূপে অনেক ভূসম্পত্তিও তিনি পাইয়াছিলেন। অধিবাস জন্য নাউডাঙ্গা গ্রামে শ্রোত্রিয়দ্বয়ের (পুতিতুণ্ড ও পাকড়াশী এই দুই ঘর ব্রাহ্মণের) প্রতিবেশী হইলেন।

এখন ভবানীপ্রসাদ রায়চৌধুরী বক্সী নামেই অভিহিত ও প্রসিদ্ধ।

িনি দক্ষ হইতে ২৪শ পুরুষ অধস্তন। ভবানীর পুত্রের নাম রঘুপ্রসাদ ক্সী ২৫। তৎপুত্র শিবপ্রসাদ বক্সী ২৬। ইনি বুদ্ধিমান, পণ্ডিত, বিজ্ঞ, বচক্ষণ, সভাসদ ও সুমন্ত্রী ছিলেন। এবং ব্যবহারদর্শনের কার্য্যকুশলতা হেতু অপ্রতিদ্বন্দ্বিভাবে ইনিই কোচবিহারে রাজ মন্ত্রীপদে অভিষিক্ত ও বিশেষ প্রশংসিত হয়েন।

See the Cooch-Behar State History and Adminis-tration, page 282. "At Krishnanagar Narendra Narayan lived in a House within a compound of its own at the Moha-Raja of Nadia's residence. Raj Montri Shiba Prasad was for a time allowed to ive with him."

এই সময়ে নবদ্বীপাধিপতির পরম পূজ্য ও বৃদ্ধ রাজসভাসদ ভারতের র্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও কবিবর ৺**কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি সরস্বতীর** হিত শিবপ্রসাদের সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি পূর্ব্বপিতামহগণের পরিচয় প্রাপ্ত য়েন। তদ্ধেতুই পরস্পরের বিশেষ বন্ধুতা জন্মে। শিবপ্রসাদের পুত্র অম্বিকাচরণের (২৭) বিবাহ কৃষ্ণনগরেই অতি সমারোহে সমাধা হয়। ইহাঁর শ্বশুরের বাস কৃষ্ণনগর মাঝেরপাড়া—নাম শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায়। ইহাঁর পিতার নাম হরকুমার, তৎপিতা প্রমথনাথ। ইনি উলার চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্র।

অম্বিকাপুত্র প্রমদারঞ্জন বক্সী ২৮। ইহাঁদিগের বৈবাহিক ব্যাপারে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর, উলা, শান্তিপুর ও মুর্সিদাবাদের গো-ঘাটা পাটীকাবাড়ী প্রভৃতির মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়গণের সমাজ চিরপরিচিত। প্রমদা-রঞ্জনের কন্যাদ্বয়ের নাম বীণাপাণি দেবী ও ইন্দুমতী দেবী। পুত্রের নাম রেশ্বর ২৯। প্রমদারঞ্জনের মাতামহাশ্রয় কৃষ্ণনগর মাঝেরপাড়া।

মহেশপুরের মৃজাপুর নিবাসী (২১) শ্রীমন্তপুত্র হরিদেব ২২। রতিদেব ২৩। ভবানীপ্রসাদ ২৪। রঘুপ্রসাদ ২৫। শিবপ্রসাদ ২৬। অম্বিকাপ্রসাদ ২৭। প্রমদারঞ্জন বক্সী ২৮। পুত্র বীরেশ্বর ২৯। গুড়ীশরণি কণকদণ্ডী রঘুপতি আচার্য্য হইতে অষ্টম পুরুষ অধস্তন। তৎপুত্র রামবল্লভ পর্য্যায় ১৯। পৌত্র জগন্নাথ মজুমদার ২০। প্রপৌত্র শ্রীমন্ত ২১।

মহেশপুরস্থ গুড়শ্রোত্রিয়গণ পূর্ব্বে পিরালী সংসৃষ্ট অপবাদদুষ্ট ছিলেন।

যশোহর জেলায় সুঁতি গ্রামের রামরায় দিল্লীর বাদসার কোরক-সাজোয়াল ছিলেন। তিনি মুখটী দ্যাকরসন্তান সুরাই মেল। তৎকর্ত্তৃক নরেন্দ্ররায়ের কন্যা গ্রহণে গুড়গণ উত্থাপিত। পরে নবদ্বীপাধিপতি রুদ্ররাম রায়ের মাতামহসূত্রে নদিয়া সমাজে প্রচলিত ও মার্জ্জিত। রামরায়ের পূর্ব্বনিবাস হরিদাসপুর জেলা যশোহর। ইতনা কাশীপুরের নিকট। নরেন্দ্র-পুত্র শরণ তৎপুত্র শ্রীহরিবল্লভ। ইহা কর্ত্তৃক মহেশপুরগ্রামে কুলীন শ্রোত্রিয়াদির অধিবাস হয়। তৎপূর্ব্বে এখানে জেলে রাজার বাস ছিল। তাহার নাম সূর্য্য মাজী। তাহার পিতার নাম সনাতন মাজী। বল্লাল-পুত্র লক্ষ্মণ সেনকে এই মাজী মহেশপুরের দক্ষিণাংশের বেত্রবতী নদীর মধ্যে যোগিনীদহে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে বল্লালকে প্রদর্শন করায়। সূর্য্যোদয়কালে প্রদর্শন হয়। এবং পরদিনের সূর্য্যোদয়কাল পর্য্যন্ত সনাতনমাজীর পরিভ্রমণ সীমা যোগিনীদহ পর্য্যন্ত (অর্থাৎ মহেশপুর) পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ইহাতেই মহেশ, যোগিনী ও হলদা পরগণা সূর্য্য মাজীর পুরস্কার স্বরূপ রাজত্ব হয়। ইহার প্রত্যেক সংখ্যায় ৩৬০ গ্রাম ছিল। সনাতনের অধস্তন পঞ্চম পুরুষে সুলতানের সময় পরগণার নাম মহেশপুর সুলতানপুর হয়। এই সময়টী মুসলমান ভূপতিগণের প্রথমাধিকার।

স্থলের পাকড়াশী জমিদার বংশের বিবরণ। (১১২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

পাকড়াশী উপাধির উৎপত্তি :—কান্যকুব্জ হইতে যে ইতিহাস প্রসিদ্ধ পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন তন্মধ্যে কাশ্যপ গোত্রীয় মহাত্মা দক্ষের পুত্র বনমালী দেবশর্ম্মা রাঢ়দেশে পর্কটী বা পাকুড় গ্রামে বাস স্থাপন হেতু পাকড়াশী গাঁই আখ্যা প্রাপ্ত হন। বনমালী দেবশর্ম্মা স্বীয় গাঁই অনুযায়ী পাকড়াশী উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন কিন্তু তৎকালীন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রভাব বশতঃ, পণ্ডিতগণ ভট্টাচার্য্য উপাধিতে পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করিতেন। বিশেষতঃ এইবংশে অনেক বিদ্বান ও সুধী ব্যক্তির উদ্ভব হওয়ায় ভট্টাচার্য্য উপাধি প্রচলিত থাকে। রাজা বল্লাল সেনের সময় দক্ষের সন্তানগণ সুসিদ্ধ শ্রোত্রীয় বা সচ্ছোত্রীয় শ্রেণীভুক্ত হন।

শোরশুনা বিদ্যাপিঠ :—বনমালী পাকড়াশীর বংশধরগণ রাঢ় প্রদেশ হইতে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত হইয়া বর্ত্তমান যশোহর জেলার অন্তর্গত শোরশুনা গ্রামে একটী সমৃদ্ধ উপনিবেশ স্থাপন করেন। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই বংশের পণ্ডিতগণের জ্ঞানানুশীলন ও প্রতিভা প্রভাবে শোরশুনা গ্রামে জ্যোতিষ শাস্ত্র ও সংস্কৃত চর্চ্চার একটী বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই বংশের এক শাস্ত্রজ্ঞের ধারা হইতে স্থলের পাকড়াশী বংশ ও এক সাধকের ধারা হইতে মেহারের সর্ব্ববিদ্যা বংশের উদ্ভব হয়। এই শাস্ত্রজ্ঞ মহাপুরুষ **পণ্ডিত গৌরীদাস তর্কালঙ্কার** শোরশুনা গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয় জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি শোরশুনা হইতে পাবনা জেলায় প্রথম আগমন করেন।

পাবনা জেলায় আগমন :—একদা হরিদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয় পর্য্যটন প্রসঙ্গে তৎকালীন রাজধানী মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া অবগত

হইলেন যে, নাটোরের মহারাজা রামকান্ত রাজ্যচ্যুত হইয়া মুর্শিদাবাদে জগৎ শেঠের আশ্রয়ে অবস্থান করিতেছেন। তিনি মহারাজের সহিত সাক্ষা করিয়া নিজ জ্যোতিষ বিদ্যাবলে মহারাজকে আশ্বাস প্রদান করিয় জানাইলেন যে সত্বরেই তিনি স্বীয় রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবেন। মহারাজ উক্ত বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলে এবং তিনি রাজ্যাধিকার ফিরিয়া পাইলে পণ্ডিত মহাশয়কে সবিশেষ পুরস্ক করিবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই মহারাজা স্বী রাজ্যাধিকার ফিরিয়া পাইলেন। নিজ রাজধানীতে পৌছিয়া মহারাজ হরিদেবকে যমুনা নদীর পশ্চিম কূলে দ্বাদশটী মৌজায় সামান্য মাত্র বার্ষি জমা ধার্য্যে, সিকিমী তালুকের সনন্দ প্রদান করিলেন। হরিদেব তাঁহা নূতন সম্পত্তি বর্ত্তমান পাবনা জেলার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জ সহরের ২০ মাই দক্ষিণে স্থল মৌজায় বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া শোরগুনা হইতে স্ত্রী পু পরিবার সহ আসিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকিলেন। স্বধর্ম্মনি হরিদেব এই সময় ৺রাধাবল্লভ নামে ধাতুময় যুগল মূর্ত্তি এবং শিব ও নারায় শিলা ও গণেশ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি অতিথিপরায়ণ ও সদা ব্যক্তি ছিলেন। বারমাসে তের পার্ব্বনে, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াতে তাঁহার ভবনে দীন দরিদ্রের জন্য অন্নসত্র খোলা হইত এ যথেষ্ট উৎসব আনন্দ হইত।

সম্পত্তি-লাভ ও পাকড়াশী উপাধির প্রচলন :—পা পুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া হরিদেব ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার সর্ব্ব কনি পুত্র তারাচাঁদ। তারাচাঁদের তিন পুত্র। সর্ব্ব কনিষ্ঠ শোভারাম, কলিকা নিবাসী কৃষ্ণমোহন শেঠের কার্য্য করিতেন। তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জ করিয়া বিষয় সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্রজসুন্দ বিষয়কর্ম্মনিপুণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। ব্রজ সুন্দরের কর্ম্ম তৎপরতা

শেষ জীবনে তিনি পাবনা ও বগুড়া জেলায় বিস্তৃত ভূসম্পত্তির মালিক হন। এই সময়ে শোভারাম স্বীয় গাই অনুযায়ী পাকড়াশী উপাধি পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। তদবধি হরিদেব বংশের শোভারামের সন্তানগণ পাকড়াশী জমিদার নামে খ্যাতিলাভ করেন। শোভারামের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ ব্রজসুন্দরের চেষ্টা তদ্বিরের ফলেই ভূসম্পত্তি সুশৃঙ্খল হইয়াছিল। এজন্য শোভারাম জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সম্পত্তির নয় আনা অংশ ও কনিষ্ঠ রামকমলকে সাত আনা অংশ প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন। ব্রজসুন্দর ও রামকমল নিজ কন্যাদিগকে উচ্চ কুলীন বংশে বিবাহ দিয়া ভূসম্পত্তিসহ স্থল গ্রামে অধিষ্ঠিত করেন। ব্রজসুন্দরের দুই পুত্র ঈশানচন্দ্র ও হরচন্দ্র। ঈশানচন্দ্র পরম ধার্ম্মিক ও বিশেষ বলবান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার অলৌকিক শারীরিক শক্তির অনেক কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। হরচন্দ্র পারসী ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন এবং জমিদারী শাসনে অসীম প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভূসম্পত্তিসহ নিজ মাতুলদিগকে স্থল গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করেন।

৺দুর্গানাথ পাকড়াশী:—ঈশানচন্দ্রের মধ্যম পুত্র ৺দুর্গানাথ পাকড়াশী মহাশয় উদরচেতা মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি পরিদর্শন করেন। সমাজ সেবায় ও ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁহার যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ১২৮৩ সনে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্রের শুভ বিবাহ উপলক্ষে তিনি সমগ্র বঙ্গদেশের কুলীন, কুলাচার্য্য আহ্বান করিয়া মহা সমারোহে উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। ১২৯৮ সনে নিজ জননীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তিনি ১৬টী রৌপ্য ষোড়শসহ দানসাগর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করেন। তীর্থপর্য্যটন ও ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে তিনি অতীব আনন্দ লাভ করিতেন। তিনি তোড়ন বৃষোৎসর্গ, দশমহাবিদ্যা পূজা নবরাত্রি প্রভৃতি

ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং ভারতের প্রায় সমস্ত তীর্থ সস্ত্রীক পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতি ও ন্যায়-নিষ্ঠা ছিল। তাঁহার ছয় ভগ্নীকে উচ্চ কুলীন বংশে পাত্রস্থা করিয়া প্রত্যেককে বাসভবন ও ভূসম্পত্তির দ্বারা অনেক কুলীন সন্তান স্থল গ্রামে স্থাপন করিয়াছিলেন। স্থল সমাজের গৌরব ও প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত এই মহাত্মা শেষ জীবনে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া নবদ্বীপে গঙ্গাবাস করেন। তথায় ১৩২৩ সনের শ্রাবণ মাসে ইহলোক ত্যাগ করেন।

শারদা প্রসাদ পাকড়াশী :—হরচন্দ্রের পুত্র শারদাপ্রসাদ এই বংশের অন্যতম কীর্ত্তিমান পুরুষ। তিনি ১২৫২ সনে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে পিতৃহীন হওয়ায় এবং একমাত্র পুত্র বিধায় বৈষয়িক প্রয়োজনে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষালাভের সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু নিষ্ঠাচারিণী কর্ম্মনিপুণা জননীর শাসনাধীনে এই সময় তিনি যে ন্যায়-নিষ্ঠা, সদাচার, সময়ানুবর্ত্তিতা ও কর্ম্মনৈপুণ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহাই তদীয় উত্তর জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের মূলীভূত কারণ হইয়াছিল। স্বীয় সাহস ও বৈষয়িক কর্ম্মকুশলতায় তিনি পৈতৃক সম্পত্তির প্রভূত উন্নতি-সাধন, নূতন ভূসম্পত্তি ও প্রজানুরঞ্জনে বিশেষ সুখ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। পৈতৃক ভদ্রাসনে তিনি যে মনোরম উদ্যান ও সিংহদ্বার-সমন্বিত অট্টালিকাদি শোভিত বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন তদনুরূপ আবাসগৃহ অনেক সহরেও দেখা যায় না।

গার্হস্থ্য জীবন :—বিষয়কর্ম্মনিরত গৃহীর পক্ষে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মানুসরণ পদ্ধতির স্বরূপ তাঁহার দৈনন্দিন জীবনে প্রতিভাত হইত। ধনী জমিদার হইয়াও তিনি অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া নিয়মিতরূপে সাংসারিক ও বৈষয়িক কাজকর্ম্ম স্বয়ং পরিদর্শন করিতেন এবং তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রভাবে নিজ বাসভবনের সমুদয় প্রাঙ্গন ও গৃহাদি সর্ব্বদা পরিমার্জ্জিত ও সুসজ্জিত থাকিত। তিনি স্বধর্ম্মপরায়ণ আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং কৌলিক দেব-

সেবা ও ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানের বিন্দুমাত্র ত্রুটি না ঘটে তৎপ্রতি তাঁহার গভীর মনোযোগ ছিল।

দানশীলতা:—দয়া দাক্ষিণ্যে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। মাতৃশ্রাদ্ধে তাঁহার অকাতর বদান্যতা ও অকৃত্রিম মাতৃভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ১৩০২ সনে মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে তিনি স্বর্ণ-সুখাসন সম্বলিত দানসাগর কৃত্য অনুষ্ঠান করেন। তদুপলক্ষে মিথিলা, কাশী, গয়া, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, বিক্রমপুর ও বঙ্গের অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থানের বহু পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া স্থল গ্রামে সমবেত হইয়াছিলেন। এই ক্রিয়া উপলক্ষে স্বর্ণ তৈজসাদি সহ নারায়ণ দান, স্বর্ণ-সুখাসন, অষ্টাদশ রৌপ্য ষোড়শ, হস্তী, যান-সহ অশ্ব, পাল্কী, নৌকা প্রভৃতি বিস্তর দান ও অসংখ্য দরিদ্র বিদায় ও ব্রাহ্মণ ভোজন হইয়াছিল। প্রত্যেক নিমন্ত্রিত পণ্ডিতগণকে গরদের জোড় ও যথোচিত দক্ষিণা দ্বারা পরিতুষ্ট করা হইয়াছিল। যে সমস্ত প্রবীন পণ্ডিতবর্গ এই সময় উপস্থিত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে মহামহোপাধ্যায় শশধর তর্কচূড়ামণি, পণ্ডিত বিশ্বনাথ ঝাঁ, সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বিরাট ব্যাপার এরূপ সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল যে শারদাপ্রসাদের এই অপূর্ব্ব অনুষ্ঠানের কাহিনী ও স্থলগ্রামবাসীগণের ঐকান্তিক কর্ম্ম-তৎপরতার সাফল্য রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের ইতিহাসে অমর হইয়া রহিয়াছে।

দানব্রত শারদা প্রসাদ নিজ গ্রামে গৌর-নিতাই বিগ্রহের একটী সুন্দর অট্টালিকা মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন এবং উচ্চ বিদ্যালয়ে একটী পাকা ভিত্তির সুবৃহৎ গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহার পিতার স্মৃতিতে "**হরচন্দ্র হল**" নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। তিনি প্রজা সাধারণের জলকষ্ট নিবারণের জন্য নিজ জমিদারী মধ্যে দুইটী বৃহৎ জলাশয় খনন করাইয়াছেন। পরোপকার তাঁহার জীবনের একটী প্রধান ব্রত ছিল। ব্রাহ্মণের কন্যাদায় উদ্ধার,

উপনয়ন সংস্কার প্রভৃতি কার্য্যে তিনি প্রতি বৎসর অর্থানুকূল্য ও সাহায্য করিতেন এবং নিজ মধ্যস্থতায় অনেক শরণাপন্ন ব্যক্তির প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছিলেন।

সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও আত্মীয় প্রতিষ্ঠা:—তাঁহার পাঁচ পুত্র ও পাঁচ কন্যা। পুত্রদিগকে প্রসিদ্ধ শ্রোত্রীয় বংশে ও কন্যাদিগকে শ্রেষ্ঠ কুলীন বংশে বিবাহ দিয়াছেন। ১২৯২ সনে জ্যেষ্ঠ পুত্র ও কন্যাদ্বয়ের বিবাহ উপলক্ষে তিনি সমগ্র রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের বিশিষ্ট কুলীন ও ঘটক আহ্বান করিয়া মহাসমারোহে শুভকার্য্য সম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে স্থলগ্রামে দ্বিতীয়বার রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলন ঘটে। তিনি নিজ ভগ্নীদিগকে, মাতুল পরিবারকে এবং জ্যেষ্ঠ কন্যাকে ভূসম্পত্তিসহ স্থলগ্রামে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রাচ্য আদর্শ অনুসরণ করিলেও আধুনিক সর্ব্বপ্রকার সদনুষ্ঠান ও পল্লী-হিতানুষ্ঠানে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ দৃষ্ট হইত। তিনি বিশেষ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং বহু অর্থব্যয়ে পুত্র, পৌত্র, জামাতাগণকে উচ্চ শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। তাঁহার বিনয় ও সামাজিক ব্যবহারে ব্যক্তিমাত্রেই আকৃষ্ট না হইয়া পারিতেন না। ১৩৩১ সনের ভাদ্র মাসে ৭৯ বৎসর বয়সে তিনি গঙ্গালাভ করেন। তাঁহার ন্যায় সমাজ সেবাব্রত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও দানশীল সমাজপতির অভাবে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে সন্দেহ নাই।

শ্রীসুরেশচন্দ্র পাকড়াশী:—৺শারদা প্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পাকড়াশী মহাশয় কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়া পিতার ভূসম্পত্তি শাসন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং স্বীয় কার্য্যদক্ষতায় জনসমাজে খ্যাতিলাভ করেন। তিনি কিছুদিন সাহাজাদপুরে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং সুদীর্ঘ অষ্টাদশ বর্ষব্যাপী পাবনা জেলা বোর্ডের সদস্য থাকিয়া পল্লীহিতানুষ্ঠান ও স্বদেশ সেবা করিয়াছেন। স্থল

গ্রামের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, সাব্ পোষ্ট অফিস, স্থল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক প্রভৃতি পল্লী-হিতকর প্রতিষ্ঠান তাঁহারই চেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছে।

কর্ম্মজীবন ও আত্মীয়পালন :—ধনাঢ্য জমিদার বংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াও তিনি কেবল পৈতৃক বিষয়ের উপর নির্ভর করেন নাই। তিনি ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ ও চাঁদপুর শাখার কোষাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়া সুদীর্ঘ ২৫ বৎসরকাল এই উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নিজ কর্ম্মনৈপুণ্যে তিনি ঐ কার্য্যে যশস্বী হইয়াছেন এবং তাঁহার দ্বারা বহু স্বদেশবাসী এবং আত্মীয়-স্বজনের জীবিকার সুযোগ সুবিধা ঘটিয়াছে। ভাওয়ালের পরলোকগত রাজা কালীনারায়ণ রায়ের ভগ্নী স্বনাম ধন্যা স্বর্ণময়ী দেবীর দৌহিত্রের সহিত তাঁহার জেষ্ঠ্যা কন্যার বিবাহ হয়। জমিদারী কার্য্যে সুরেশচন্দ্রের অভিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া স্বর্ণময়ী দেবী মৃত্যুকালে তাঁহার বিস্তৃত সম্পত্তির একজিকিউটরের (Executor) ভার তাঁহার প্রতি ন্যস্ত করিয়াছিলেন। তিনি নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও এই ষ্টেটের সুবন্দোবস্ত করেন এবং তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে এই পরিবারের উন্নতি সাধিত হয়।

গণতান্ত্রিক কর্ম্মতৎপরতা ও রাষ্ট্রীয় কর্ম্মানুষ্ঠান :—পূর্ব্ববঙ্গ জমিদার সভা, পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মণ সমাজ প্রভৃতি ঢাকা নগরের অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংসৃষ্ট। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী সিরাজগঞ্জ আগমন করিলে যে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছিল তাহার সভাপতি স্বরূপে মহাত্মাকে জন-সাধারণের পক্ষ হইতে অভিনন্দিত করিবার গৌরব তিনি লাভ করিয়াছিলেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের গভর্ণর বাহাদুরের সিরাজগঞ্জ আগমন উপলক্ষে যে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছিল তাহার Vice-Chairman স্বরূপে তিনি গভর্ণর বাহাদুরের অভ্যর্থনা করেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ঢাকা,

রাজসাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগের অমুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি পদে তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে (Council of State) নির্ব্বাচিত হন এবং পরিষদের কার্য্যে জনসাধারণের প্রশংসাভাজন হন। এই সময় উক্ত পরিষদে Tariff Bill প্রভৃতি কতিপয় জাতীয়-হিতের পরিপন্থী আইন গভর্ণমেণ্ট উপস্থাপিত করেন। তিনি ঐ সকল আইনের প্রতিবাদ করিয়া তেজস্বীতার পরিচয় দিয়াছেন। এই সময় ঢাকা নগরে হিন্দু মুসলমানের ভীষণ সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা উপস্থিত হইয়াছিল। তৎসম্পর্কে তিনি তদানীন্তন বড়লাট Lord Irwin সাহেব বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হিন্দুদিগের অভিযোগ স্থাপন করেন এবং ঢাকা সহরে যে তদন্তের বৈঠক বসিয়াছিল উক্ত Enquiry Committee সমীপে স্বাধীনচিত্তে যথাযথ সাক্ষ্য দিয়া দেশবাসী জনসাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধা ও সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে দিল্লী নগরে ভারতীয় ভূস্বামীগণের এক সম্মিলন আহুত হয় এবং ভারতীয় শাসন সংস্কার সম্পর্কে বিলাতের গোলটেবিল বৈঠকে জমিদার সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি প্রেরণ জন্য বড়লাট সাহেব বাহাদুরের নিকট একটী Deputation উপস্থিত হয়। তিনি পূর্ব্ববঙ্গ জমিদার সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-স্বরূপে উক্ত সম্মিলনে ও Deputation এ যোগদান করিয়াছিলেন।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও সমাজসেবা :—তিনি অতীব আনুষ্ঠানিক ও সদাচার পরায়ণ। একাদিক্রমে দীর্ঘকাল পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মণ সমাজের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের হিতানুষ্ঠানে যত্ন লইতেছেন। জমিদার সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার ন্যায় সদাচারী স্বাধীনচেতা ও কর্ম্মক্ষম ব্যক্তি অতি বিরল। তাঁহার বলিষ্ঠ দেহ ও উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দর্শক মাত্রেরই চিত্তাকর্ষণ করে। শেষ বয়সে তিনি জন্মভূমির উন্নতিকর কার্য্যে পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন। গীতবাদ্যাদি কলানুশীলনে তাঁহার অধিকার আছে।

পিতার আদর্শে ৺শারদা প্রসাদের পুত্রগণ সকলেই সদাচারী ও অতিথি-পরায়ণ। তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত দেবেশ চন্দ্র পাকড়াশী সুশিক্ষিত সাহিত্যসেবী ও সুবক্তা। সভাসমিতি ও সঙ্ঘবদ্ধ কর্ম্মপদ্ধতির সাহায্যে পল্লী উন্নয়ণ আন্দোলনে তাঁহার অনুপ্রেরণা বিশেষ ফলবতী হইয়াছে। পাবনা জেলা বোর্ডের ও সিরাজগঞ্জ লোকাল বোর্ডের সদস্য স্বরূপে তিনি গ্রামের রাস্তাঘাটের অনেক উন্নতি সাধন করেন। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের বিভিন্ন অধিবেশনে স্থল সমাজের প্রতিনিধিত্বে যোগদান করিয়া তিনি বিশেষ সম্মানভাজন হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার ও সাহিত্য পরিষদের তিনি সদস্য এবং গো, ব্রাহ্মণ ও পল্লীসমাজের হিতার্থে তিনি বিশেষ যত্ন লইতেছেন। তিনি স্পষ্ট-বক্তা ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি। ১৩৪২ সনে পাবনা জেলার পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে **"তত্ত্বনিধি"** উপাধি প্রদান করেন। ৺শারদাপ্রসাদ পাকড়াশী মহাশয়ের ৪র্থ পুত্র জ্ঞানেশচন্দ্র গীতবাদ্যানুরাগী ও আতিথ্যপরায়ণ। সর্ব্বকনিষ্ঠ নরেশচন্দ্র চিত্রশিল্পে ও আলোকচিত্র বিদ্যায় পারদর্শী। ইনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় কৃতবিদ্য। ইঁহার চিকিৎসায় বহুলোক দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে। দরিদ্র রোগীদিগকে রীতিমত ঔষধ বিতরণ করিয়া ইনি দাতব্য চিকিৎসার সুব্যবস্থা করিয়াছেন। যৌবনে ইনি শারীরিক বলচর্চ্চার প্রভূত পরিচয় দিয়াছিলেন। জমিদারী শাসন সংরক্ষণে ইনি প্রতিপত্তির পরিচয় দিতেছেন।

শ্রীযুক্ত শিবেশচন্দ্র পাকড়াশী :—সুরেশচন্দ্রের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ শিবেশ চন্দ্র পাকড়াশী ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ইতিহাসে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবিলী বৃত্তি লাভ করেন। এম্‌-এ, বি-এল, উপাধি লাভ করিয়া স্বাধীন ব্যবসা দ্বারা জিবীকা উপার্জ্জন করার উদ্দেশ্যে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। জন্মভূমির উন্নতির জন্য তিনি ছাত্রজীবন হইতেই যত্নশীল। তাঁহার চেষ্টায় **"স্থল-**

সমাজ" নামক ষাণ্মাসিক পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। তাঁহার দ্বা গ্রামের বিবিধ হিতকর কার্য্যের সূচনা হয়। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রাদেশি রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের যশোহর অধিবেশনে যোগদান করিয়া পরবর্ত্তী ব সিরাজগঞ্জে উক্ত সম্মিলন আহ্বান করেন। সিরাজগঞ্জ অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সহকারী সম্পাদক পদে তিনি সম্মিলনের সাফল্যলা যথেষ্ট পরিশ্রম করেন এবং পাবনা জেলার অন্যতম রাষ্ট্রীয় জননায়করূপে গণ হন। তিনি ৬ বৎসরকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের সদস্য ছিলে এবং তাঁহার উদ্যোগে হিন্দু ছাত্রদের ধর্ম্মশিক্ষার জন্য প্রতি বৎসর ধারাবাহি ধর্ম্মমূলক বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছে। হিন্দু জাতীয় উন্নতির জন্য তি বিশেষ যত্ন লইতেছেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় হিন্দু মহাসম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে তিনি কোষাধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এ ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা নগরে প্রাদেশিক হিন্দু সভার অধিবেশনে তিনি অভ্যর্থ সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেশচন্দ্র পাকড়াশী :—সুরেশচন্দ্রের দ্বিতীয় প দ্বিজেশচন্দ্র পাকড়াশী এম-এ-বি-এল, এডভোকেট, ঢাকায় যশের সহি ওকালতী করিতেছেন। তিনি সৎসাহসী ও কর্ম্মক্ষম যুবক ও পল্লী হিতানুষ্ঠানে বিশেষ উৎসাহী। স্থল গ্রামের চতুষ্পাঠী, বাণী মন্দির, টেলিগ্রা অফিস, শারদীয় সম্মিলন প্রভৃতি তাঁহারই ঐকান্তিক যত্নে গঠিত। ঢাব বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের ও অন্যান্য বিবিধ প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে সংসৃষ্ট আছেন এবং দেশের ও দশের উন্নতিকর কার্য্যে যত্ন লইতেছেন তিনি গীতবাদ্যানুরাগী ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রিয়।

শোভারাম পাকড়াশী মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র রামকমলের তিনপুত্র ছিল জ্যেষ্ঠ তারিণী, দ্বিতীয় কৃষ্ণলাল ও কনিষ্ঠ দেবলাল।

৬প্রাণচন্দ্র পাকড়াশী :—তারিণীচন্দ্রের পুত্রগণ মধ্যে জ্যে

সীমন্তলাল ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বোয়ালিয়া (রাজসাহী) হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হন। কিন্তু তিনি অল্প বয়সেই ইহলোক ত্যাগ করেন। তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺প্রাণচন্দ্র পাকড়াশী মহাশয় বিশেষ বিদ্যানুরাগী এবং ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত ও বাগ্মী ছিলেন। তিনি নিজগৃহে গ্রন্থশালা স্থাপন করিয়া দেশ বিদেশের ইতিহাস ও সংবাদপত্রাদি যত্নের সহিত অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহার পাশ্চাত্যবিদ্যার গুণগরিমা সমসাময়িক রাজকর্ম্মচারীগণের চিত্তাকর্ষণ করিত। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে নাটোরে ছোটলাট সাহেবের এক দরবার উপলক্ষে রাজসাহী বিভাগের সমস্ত নৃপতি ও ভূস্বামীগণ যোগদান করেন। এই সময় জেলার শাসনকর্ত্তাকে যে ইংরাজী অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয় তাহা পাঠ করিবার যোগ্য ব্যক্তি একমাত্র ৺প্রাণচন্দ্র পাকড়াশী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। এবং তাঁহাকেই এই সম্মিলনের কার্য্য করিতে হইয়াছিল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের সূচনা স্বরূপ গভর্ণমেণ্ট অনেক জেলায় রোড সেস্ কমিটীর প্রবর্ত্তন করেন। এই সময় রাজনীতিবিদ্ প্রাণচন্দ্র উক্ত কমিটীর সদস্য মনোনীত হন। এবং স্বীয় কার্য্যদক্ষতায় পরবর্ত্তী সময়ে জেলা বোর্ডের সদস্য পদে প্রায় বিশ বৎসর অধিষ্ঠিত থাকিয়া জেলার বহু রাস্তা-ঘাট নির্ম্মাণ ও হিতসাধন করেন। জনহিতানুষ্ঠানে তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সিরাজগঞ্জের লোকাল বোর্ডের সর্ব্বপ্রথম চেয়ারম্যান পদে অভিষিক্ত করেন। এক কথায় তাঁহাকে পাবনা জেলার সায়ত্বশাসন আন্দোলনের জনক বলা যাইতে পারে। তিনি সিরাজগঞ্জের অন্যতন ম্যাজিষ্ট্রেট্ পদে দীর্ঘকাল বিচার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

তাঁহার চেষ্টায় স্থল ষ্টীমার ঘাট, পোষ্ট অফিস, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থল গ্রামে গড়িয়া উঠে। তিনি সদাচারী ও

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁহার সামাজিক কুলক্রিয়া ও সৌজন্যের খ্যাতি ছিল। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

৺মোহিনীলাল পাকড়াশী:—৺প্রাণচন্দ্রের অনুজ ৺মোহিনীলাল পাকড়াশী মহাশয়ের বাগ্মিতা ও মিষ্টভাষিতা উল্লেখযোগ্য ছিল। তিনি পাবনা জেলা বোর্ডের সদস্য থাকিয়া দীর্ঘকাল দেশের হিতকর বিবিধ কার্য্যে অগ্রণী ছিলেন। তৎকনিষ্ঠ দুর্গামোহন পাকড়াশী নিজ অধ্যবসায় ও বুদ্ধি কৌশলে জমিদারী কার্য্যে যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। দেশের হিতকর কার্য্যে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ আছে। তিনি কন্যাদিগকে উচ্চ কুলীন বংশে বিবাহ দিয়া কুলোচিত গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

৺বিনোদলাল পাকড়াশী:—কৃষ্ণলাল সুত বিনোদলাল বিদ্যার্জ্জনের জন্য যে একাগ্রতা প্রদর্শন করেন তাহা প্রশংসনীয়। সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল এবং অনেক সুধী সমাজে তাঁহার পাণ্ডিত্যের সমাদর হইয়াছিল। কাশীধামে দয়ানন্দ সরস্বতী, বেদান্তের বিচারে বিনোদলালের গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে "**বেদান্ত-রত্ন**" উপাধি প্রদান করেন। শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করিয়া তিনি '**বেদান্তসার**' নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী ও মাতৃভক্ত ছিলেন। প্রজা সাধারণের জলকষ্ট নিবারণ জন্য জলাশয় খনন ও কাশীধামে কালীমূর্ত্তি ও শিব প্রতিষ্ঠা করেন।

তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র অনন্তলাল, জমিদারী কার্য্যে ও ব্যবসা বাণিজ্যে যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তৎকনিষ্ঠ উপেন্দ্রলাল গভর্ণমেণ্টের সমবায় বিভাগে কার্য্য করিয়া "**রায় সাহেব**" উপাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি পল্লীহিতানুষ্ঠানে যত্নবান আছেন। তাঁহারা স্থলগ্রামে পিতার স্মৃতিতে "**বিনোদলাল হল**" নামে দাতব্য চিকিৎসালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। বিনোদলালের পুত্রগণ সকলেই সধর্ম্মনিষ্ঠ ও উপার্জ্জনশীল।

স্বদেশ ও সমাজের কল্যাণ জন্য তাঁহারা কুলোচিত আদর্শ অনুসরণ করিতেছেন।

শ্রীযুত অখিলচন্দ্র পাকড়াশী :—দেবলাল অপুত্রক অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী, বিনোদলালের এক পুত্র অখিলচন্দ্র পাকড়াশী মহাশয়কে দত্তক গ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘ সাধনা ও অপরিসীম অধ্যবসায় সহকারে উত্তম পাখোয়াজ বাজনা শিক্ষা করেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গ বিশারদ পরলোকগত **মুরারী** বাবুর তিনি অন্যতম কৃতবিদ্য ছাত্র। তাঁহার হস্তোৎসারিত জলদ-গম্ভীর মৃদঙ্গ ধ্বনি শ্রোতা মাত্রেরই হৃদয় আনন্দাপ্লুত করে। তিনি দীর্ঘকাল ওস্তাদ রাখিয়া নিজ আলয়ে গীতবাদ্য সাধনার একটী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৩২৬ সনে মৈমনসিংহ সহরে দ্বারবঙ্গের মহারাজাধিরাজের সভাপতিত্বে ব্রাহ্মণ মহা-সম্মিলন কর্ত্তৃক তিনি **"মৃদঙ্গ শাস্ত্রী"** উপাধীতে ভূষিত হইয়াছেন। মৃদঙ্গ বাজনায় তিনি বঙ্গবিশ্রুত খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। নাট্য কলানুশীলনে তিনি আবাল্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ও অমায়িকতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষ জীবনে তিনি ধর্ম্মচর্চ্চা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির উদ্দেশ্যে নবদ্বীপে গঙ্গাবাস করিতেছেন।

তাঁহার শুভ বিবাহ উপলক্ষে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের বহু ঘটক, কুলীন নিমন্ত্রিত হইয়া স্থলগ্রামে সমবেত হইয়াছিলেন এবং মহাসমারোহে শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল

শ্রীযুত চারুচন্দ্র পাকড়াশী :—অখিলচন্দ্রের একমাত্র পুত্র চারুচন্দ্র পাকড়াশী প্রেসিডেন্সী কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। সংস্কৃত ও বৈষ্ণব সাহিত্যে এবং শাস্ত্রানু-শীলনে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ আছে। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও উহার সুললিত ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোত্রী-মণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করিতে পারেন। স্থল

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার তিনি প্রধান উদ্যোক্তা ও একনিষ্ঠ কর্ম্মী। দেশের জনহিতকর কার্য্যে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন। পাবনা জেলা বোর্ডের সদস্যরূপে ও স্থল পাকড়াশী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সম্পাদক স্বরূপে তিনি পল্লীর উন্নতির সাধনের জন্য যত্নবান আছেন।

সমাজ সংগঠন:—পাকড়াশী জমিদার বংশের সমাজ সেবা ও পল্লীহিত-সাধনের খ্যাতি সমগ্র বঙ্গে সুবিদিত। কৌলিন্যের সমাদর এই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ অতিথি-পরায়ণ বংশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাংলার সমুদয় শ্রেষ্ঠ কুলীন সন্তান এই বংশের সহিত আত্মীয়তা বন্ধনে আবদ্ধ। এই বংশের কীর্ত্তিমান ব্যক্তিগণ বহু অর্থব্যয়ে সদ্বংশীয় অনেক কুলীন ও শ্রোত্রীয় সন্তান স্থলগ্রামে স্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা প্রভাবে ও পৃষ্ঠপোষকতায় এই স্থানে বিরাট ব্রাহ্মণ সমাজের এক বিশিষ্ট কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। পাকড়াশী বংশের আশ্রিত কুলীন সন্তানগণ মধ্যেও অনেক উচ্চ শিক্ষিত উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তির উদ্ভব হইয়াছে।

বিগ্রহ ও দেবালয় প্রতিষ্ঠা:—এই জমিদার বংশের ব্যক্তিগণ স্থলগ্রামে দুইটী সুবৃহৎ অট্টালিকা মন্দিরে প্রস্তরময়ী কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও কয়েকটী শিব স্থাপনা করিয়াছেন। বগুড়া জেলায় নিজ এলাকাধীন ভবানী-গঞ্জে অট্টালিকা মন্দিরে **ভবানীমূর্ত্তি** ও কাশীধামে **উমাসুন্দরী কালী-মূর্ত্তি** এই বংশের ধর্ম্মানুষ্ঠানের পরিচয় দিতেছে। এতদ্ভিন্ন **রাধাগোবিন্দ** বিগ্রহও প্রতিষ্ঠিত আছেন। গ্রামে হরিসভা, দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠানে এই বংশের ব্যক্তিগণ যত্নশীল। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ হইতে এই বংশের অর্থানুকূল্যে গ্রামে ইংরাজী বিদ্যালয় পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। গ্রামের চতুষ্পাঠী, দাতব্য চিকিৎসালয়, ষ্টীমার ঘাট, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ অফিস, সেবা-সমিতি, বাণী-মন্দির, নাট্য-সমিতি, হাট বাজার প্রভৃতি সমাজের হিতকর বিবিধ প্রতিষ্ঠান এই বংশের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত হইয়া উত্তরোত্তর

উন্নতিলাভ করিতেছে। সাম্প্রদায়িক নিরপেক্ষতা এই বংশের অপর একটী উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য; প্রজাগণ অধিকাংশই মুসলমান হইলেও প্রজাবৎসল জমিদারগণের উদারনৈতিক আচরণে এতদঞ্চলে অদ্যাপি হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কোনপ্রকার সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের কারণ ঘটিতে পারে নাই।

পাকড়াশী জমিদারগণের বহু অনুপ্রেরণায় পল্লীগ্রামে সহরের সুযোগ সুবিধা যতদূর পাওয়া সম্ভবপর স্থলগ্রামে তাহার কোনই অভাব নাই। শিক্ষায়, দীক্ষায়, রাষ্ট্রে, আতিথ্যে ও সামাজিকতায় এই পাকড়াশী বংশ পূর্ব্বাপর প্রগতিশীল ও পুরোগামী। বিশেষতঃ এই বংশের আদর্শে গঠিত স্থল গ্রামবাসীগণের এইটী গৌরবের বিষয় এই যে, এক হরিদেবের সন্তান সন্ততি ও তাঁহাদের শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়া এই বিরাট ব্রাহ্মণ সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। এই কারণে স্থলগ্রামবাসীর সমষ্টি জীবনে ও লৌকিক ক্রিয়াকলাপে পরস্পরের যে ঐকান্তিক সহযোগিতা পাওয়া যায় তাহা অন্যত্র কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না।

বঙ্গের খ্যাতনামা সাহিত্য-সেবী শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পল্লীগঠন আলোচনা প্রসঙ্গে "আদর্শ পল্লী" নামের যোগ্য কোন শ্রীসম্পন্ন পল্লীর বিবরণ পাইলে তাঁহার পত্রিকায় প্রকাশ করিবার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন। তদনুযায়ী ১৩৩০ সনের পৌষ মাসের প্রবাসী পত্রিকায় ৩৯৩ পৃষ্ঠায় ১৪ খানি চিত্র সহ স্থলগ্রামের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

বঙ্গের জমিদারগণ কিরূপে দেশের ও দশের হিতসাধন করিয়া পল্লীসমূহ রক্ষা করিতে পারেন এবং পল্লী-জীবন গৌরব মণ্ডিত করিতে পারেন তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ সমাজ সেবাব্রত স্থলের এই পাকড়াশী বংশের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

স্থলের পাকড়াশী হরিদেবের (২৪) বংশাবলী।

(২৪) হরিদেবের ৪র্থ পুত্র মণিভদ্রের পুত্র শ্রীনারায়ণ (২৫)। (২৯) দুর্গানাথ পুত্র প্রসন্ন, যামিনী ও ভুবন প্রভৃতি (৩০) (১১৫ পৃষ্ঠায় আছে)। এক্ষণে দুর্গানাথের আর এক পুত্র গোপালের (৩০) নাম পাওয়া যাইতেছে। গোপাল পুত্র রাজেন্দ্র ও ধীরেন্দ্র (৩১)। (৩০) প্রসন্ন পুত্র অমূল্য ও সুরেন্দ্র (৩১)। অমূল্য পুত্র বীরেশ্বর (৩২)। যামিনী পুত্র শরৎ ও শিশির (৩১)। (২৯) রাজকুমার পুত্র গিরিজা, প্রিয়নাথ ও জিতেন্দ্র প্রভৃতি (৩০) (১১৫ পৃঃ উল্লিখিত আছে)। এক্ষণে রাজকুমারের সুকুমার (৩০) নামে আর এক পুত্রের নাম পাওয়া যাইতেছে। (৩০) গিরিজা পুত্র প্রাণকুমার (৩১), প্রিয়নাথ পুত্র সিদ্ধেশ্বর (৩১)। (৩০) সুকুমার পুত্র শ্রীকুমার (৩১), (৩০) বিজয় পুত্র হরিশ্চন্দ্র, দেবেন্দ্র-পুত্র দ্বিজরাজ (৩১)। (২৯) শারদা প্রসাদ সুত সুরেশ, দীনেশ, দেবেশ, জ্ঞানেশ ও নরেশ (৩০)। সুরেশ পুত্র শিবেশ ও দ্বিজেশ (৩১)। শিবেশ পুত্র জিতেশ (৩২)। দীনেশ পুত্র তারেশ ও শৈলেশ (৩১), দেবেশ পুত্র ব্রহ্মেশ, দুর্গেশ, সাধনেশ ও ধ্যানেশ (৩১)। নরেশ পুত্র নৃপেশ, সত্যেশ ও বীরেশ (৩১)। (২৫) তাঁরাচাদ পুত্র সর্ব্বেশ্বর, শোভারাম ও সোণারাম (২৬)। এক্ষণে এইরূপ পাওয়া যাইতেছে। (২৬) শোভারাম পুত্র ব্রজসুন্দর (নয় আনী শাখা) ও রামকমল (সাত আনী শাখা) ২৭। রামকমল পুত্র হরিশ্চন্দ্র, তারিণীচরণ, কৃষ্ণকমল ও রামলাল ২৮। এক্ষণে কৃষ্ণকমলের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণলাল শুনা যাইতেছে। (২৯) বিনোদলালের আরও তিন পুত্র নিকুঞ্জ, যোগেন্দ্র ও গোপেন্দ্র (৩০)। (২৯) লালমোহনের পুত্র পঞ্চানন ও লক্ষ্মণ (৩০)। মোহিণীলাল পুত্র নারায়ণ ও সুধীর (৩০)। দুর্গামোহন পুত্র শিবপ্রসাদ, শম্ভু, শঙ্কর ও হরপ্রসাদ (৩০)। ৩০। প্রবোধ পুত্র প্রকাশ, শচীন্দ্র ও সুবোধ (৩১)। (৩০) অনন্ত পুত্র অচিন্ত ও অতীন্দ্র (৩১)। উপেন্দ্র পুত্র ভূপেন্দ্র, নৃপেন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্র (৩১)। ব্রজেন্দ্র পুত্র নরেন্দ্র ও বীরেন্দ্র (৩১)। (৩০) গোপেন্দ্র পুত্র রবীন্দ্র,

৩১)। যোগেন্দ্র পুত্র শচীন্দ্র (৩১)। নিকুঞ্জ পুত্র নন্দলাল ও অমিয়লাল (৩১)।
১৮) রামলাল (১১৬ পৃঃ রামকমলের পরিবর্ত্তে রামলাল পাঠ করিতে হইবে)
ত্র দেবলাল ২৯। পৌত্র অখিল (দত্তক) ৩০। অখিল পুত্র চারুচন্দ্র ৩১।
রুচন্দ্র পুত্র বঙ্কিম ও গোবিন্দ ৩২।

শারদাপ্রসাদের ৪র্থ পুত্র জ্ঞানেশচন্দ্র পাকড়াশীর শিশু পুত্র রণেশচন্দ্র ও একাশিশু কন্যা। শারদাপ্রসাদের ৫ম পুত্র নরেশচন্দ্র পাকড়াশীর—কন্যা শোভারাণী দেবী, পুত্র নৃপেশচন্দ্র, সত্যেশচন্দ্র, বীরেশচন্দ্র ও ব্রজেশচন্দ্র।

৺**শারদাপ্রসাদ পাকড়াশী মহাশয়ের** দ্বিতীয় পুত্র ৺**দীনেশচন্দ্র পাকড়াশী মহাশয়** স্থপতিবিদ্যায় ধীশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন। ব্যঙ্গ-কৌতুক ও রসিকতায় তিনি সদাসর্ব্বদা পারিপার্শ্বিক ব্যক্তিদিগের চিত্ত-বিনোদন করিতে পারিতেন। ব্যবসা বাণিজ্যে ও তত্ত্বাধ্যানুশীলনেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। ১৩৪৪ সনের ২৫শে ফাল্গুন তিনি কলিকাতায় ৺গঙ্গা লাভ করেন।

সারদাপ্রসাদের ৪র্থ পুত্র **জ্ঞানেশচন্দ্র**—বিদ্বান, সঙ্গীতজ্ঞ ও বিখ্যাত হারমোনিয়ম বাদক। অমায়িক ব্যবহার ও আগন্তুকের অভ্যর্থনা তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

৺সারদাপ্রসাদের অপরাপর পুত্রগণের ন্যায় ইনিও জমিদারী কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী। বিশেষতঃ পিতার জীবনের শেষ ১৫ বৎসর জমিদারী পরিচালনা সহ জটীল সমস্ত কার্য্যই পিতৃ সম্মতিক্রমে চালাইয়া ছিলেন। পিতার সৎকার্য্যে তিনি যথেষ্ট সহায়তা করিতেন। ৺কালীমাতার মন্দির, স্থল স্কুলের সম্মুখের কল ইত্যাদি, ইঁহারই উদ্যোগে হইয়াছে। ইনি বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি। লোকশিক্ষার সুবিধার জন্য ইনি সহকর্ম্মী সহ "স্থল ইয়ং ম্যানস্ এসোসিয়েশন" (Library & Club) স্থাপনা করেন। এখানে নানাপ্রকার পুস্তকাদি ও খবরের কাগজ সাধারণের পড়িবার জন্য

আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলা ও আমোদ প্রমোদেরও ব্যবস্থা আছে। এই এসোসিয়েশন হইতে রাস্তায় আলো দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইনি দেশের যুবকদের ব্যায়াম ও ক্রীড়ায় উৎসাহ দানের জন্য সন্তরণ ও বাটুল চালনা প্রতিযোগীতায় মেডেলাদি দিয়াছেন। দেশের কুম্ভকার, মালাকার প্রভৃতি শিল্পীদের উৎসাহ ও উন্নতির জন্য বিভিন্ন দেশ হইতে উৎকৃষ্ট শিল্পের নমুনা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। ইনি হারমোনিয়াম ডাডাও, অর্গান, পিয়ানো, এস্রাজ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র উত্তমরূপে বাজাইতে পারেন। ইঁহার সময় ইঁহারই চেষ্টায় স্কুলের মূল্যবান নাটকীয় ষ্টেজ, চমকপ্রদ পোষাক এবং ফুটলাইট্ ইত্যাদি করান হয়। ইনি একজন প্রথম শ্রেণীর অশ্বারোহী। স্বকীয় "ওয়েলার" ঘোড়া দক্ষতার সহিত "ঘোড দৌড়ের" ঘোড়ার ন্যায় অতিশয় দ্রুত চালাইতে পারেন। সাইকেল আরোহণে ইনি কলিকাতা হইতে চুঁচুড়া পর্য্যন্ত গিয়াছেন। ইনি টমটম গাড়ী চালাইতে, ভাল ছবি আঁকিতে এবং ইমারত ও কাষ্ঠের আসবাবাদির প্ল্যান করিতে বিশেষ দক্ষ।

সারদাপ্রসাদের ৫ম পুত্র **নরেশচন্দ্র**—ইনি শিশুকালে অতি ক্ষীণ ও রুগ্ন থাকায় কেহ জীবনের আশা করেন নাই; ভগবানের কৃপায় পাটনা হইতে এক গোয়ালা সপরিবারে আগত হইয়া পাকড়াশী গৃহে চাকুরীর প্রার্থনা করে এবং উহার স্বাস্থ্যবতী পত্নী ভগবতীর ন্যায় শিশু নরেশচন্দ্রের লালন পালনের ভার লয়েন। তিন মাস নিজ স্তন্য দানে তৈল মর্দ্দন কৌশলে ও পালনে শিশু নরেশচন্দ্রকে অতীব স্বাস্থ্যবান ও মাংসল দেহ করিয়া দেন এবং বলেন—"কালে এ একটা বলিষ্ঠ ব্যক্তি হইবে দেখিও।" দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি শিশু নরেশকে চার মাসের রাখিয়া কলেরায় ইহলোক ত্যাগ করেন। মনে হয় তিনি সুদূর পাটনা হইতে নরেশচন্দ্রের জীবন দান করিতে এস্থলে আসিয়াছিলেন।

পরে ১৪ বৎসর বয়সে নরেশচন্দ্র হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে পড়িতে যান,

তথায় সকলেই তাঁহার আকৃতি দেখিয়া বয়স ২০ বৎসর অনুমান করিতেন। বাংলার স্বনামধন্য ব্যায়ামবীর ও ড্রিল শিক্ষক ৺শ্যামাচরণ ঘোষ মহাশয় নরেশচন্দ্রের দেহ দেখিয়া ও পেশী পরীক্ষা করিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করেন। কিছুদিন পরে ঢাকায় পড়িতে গেলে তথায় বিখ্যাত বাঙ্গালী মল্লবীর ৺পার্শ্বনাথ ঘোষ মহাশয় নরেশচন্দ্রের দেহ দেখিয়া বলেন "বাঙ্গালীর এরূপ গঠন খুব কম দেখা যায়।" এই সময় নরেশচন্দ্র অবলীলাক্রমে লৌহ শৃঙ্খল ছিন্ন করিতেন। ১০।১৫ ব্যক্তির উত্তোলন-যোগ্য লৌহ বা প্রস্তর অবলীলাক্রমে উত্তোলন করিতেন। ইনি পরে প্রফেসার রামমূর্ত্তির অনুসরণ করেন। এইজন্য দেশে সকলের নিকট রামমূর্ত্তি বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। গ্রীষ্ম ও পূজাবকাশে তাঁহাকে দেখিবার জন্য দেশস্থ বহু লোক সমাগত হইতেন।

একদা বৌবাজারে অতিবেগে চলিতে চলিতে জনৈক ইউরোপীয় বলিষ্ঠ ভদ্রলোকের স্কন্ধে ধাক্কা লাগায় তিনি একেবারে ধরাশায়ী হয়েন, নরেশচন্দ্র সমবেগে চলিতেছেন সাহেব দৌড়িয়া নরেশচন্দ্রকে অনুসরণ করেন কিন্তু তাঁহার সুদীর্ঘ বপু ও উন্নত বক্ষ দেখিয়া মস্তক অবনত করিয়া চলিয়া যান। নরেশচন্দ্র প্রফেসার রামমূর্ত্তির ব্যায়াম কৌশল দেখিয়া আত্মহারা হইয়া যান এবং পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলশালী হইবার সংকল্পে অতি মাত্রায় ব্যায়াম করিতে আরম্ভ করেন; ফলে হৃদযন্ত্রের তন্ত্রী ছিঁড়িয়া যায়। কলিকাতার স্বনামধন্য ডাক্তার স্বর্গীয় ডাক্তার আর, এল, দত্ত মহাশয়ের চিকিৎসাধীন থাকেন, ছয় বৎসর হৃদরোগে ভুগিয়া কঙ্কাল বিশিষ্ট হইয়া সকল চিকিৎসক কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়েন। পরে নরেশচন্দ্রের এক নূতন দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। ইনি বাল্যকাল হইতেই সাধু সন্ন্যাসীকে শ্রদ্ধা করিতেন। নরেশচন্দ্র "নচ দৈবাৎ পরম বলম্" মনে করিয়া কোনও বিখ্যাত সিদ্ধ মহাপুরুষ সুদূর উত্তর প্রদেশ হইতে আলিপুর দুয়ার অঞ্চলে আসিয়াছেন

সংবাদ পাইয়া, কঙ্কালমাত্র শেষ নরেশচন্দ্র একাকী রুগ্ন শয্যা হইতে জনৈক আত্মীয় বালকের সহিত শিয়ালদহ ষ্টেশনে যাইয়া দার্জ্জিলিং মেলে একাকী ভগবান ভরসা করিয়া সাধুর কৃপা লাভের জন্য যাত্রা করেন, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সমস্ত রাত্রি পৌষ মাসের শীতে মাত্র শাল গায়ে দিয়া সুখে নিদ্রা যান এবং একাকী ট্রেণ হইতে ঐ রুগ্ন দেহে নামিয়া সাধুর দর্শন করিয়া ধন্য হয়েন। মহাপুরুষ শুধু তাঁহার প্রসাদী খিচুড়ী প্রসাদ প্রচুর পরিমাণে খাওয়াইয়া দিতে আদেশ দিলেন। পরদিন পৌষ মাসের শীতে পাহাড়ী নদীতে স্নান করাইয়া সাধারণ সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় পথ্য দিতে আদেশ হইল; আশ্চর্য্যের বিষয় এরূপ গুরু পথ্য ও ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়াও মাত্র মহাপুরুষের কৃপায় নরেশচন্দ্র সর্ব্বরোগমুক্ত ও নবজীবন লাভ করিলেন। মহাপুরুষ অন্যত্র প্রস্থানের পূর্ব্বে তাঁহাকে বলেন "আমি স্থানান্তরে যাচ্ছি তুমি যদেচ্ছা বিচরণ কর যমে তোমাকে ছোঁবে না।" আশ্বাস পাইয়া নরেশচন্দ্র তাঁহার আত্মীয়—বন্ধু ও উক্ত মহাপুরুষের শিষ্য, পরম ভক্ত ৺সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় তিন মাস কাল আনন্দে রহিলেন। তিন মাস পরে রক্তাভযুক্ত সুন্দর স্থূল দেহে দেশে ফিরিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরও তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। পিতা সারদা প্রসাদ পুত্রের নবদেহ দেখিয়া মহাপুরুষের মহিমার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

নরেশচন্দ্র এইরূপে আশ্চর্য্যভাবে দুইবার ভগবৎ কৃপায় নবদেহ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মচারী হইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে মনস্থ করেন এবং দ্বাদশ বর্ষকাল সেই ভাবে থাকিয়া, পিতা সারদাপ্রসাদের বিশেষ আগ্রহে ও আদেশ পালনার্থে দার পরিগ্রহ করিয়া সংসারী হইতে বাধ্য হয়েন।

ইনি একজন দেশ বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক; সমাগত রোগীদিগকে নিজ ব্যয়ে ঔষধ ও পথ্য দিয়া বহু চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগী

আশ্চর্য্যভাবে আরোগ্য করিয়া থাকেন। ইনি কার্ব্বঙ্কল, ইরিসিপ্লাস ও স্ত্রীরোগ চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী। ইনি একজন চিত্র-শিল্পী ও আলোক চিত্রণে (ফটোগ্রাফীতে) পারদর্শী। ১৩২৯ সালের পৌষ সংখ্যায় প্রবাসী পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত স্কল গ্রামের যে বিবরণ "একটী আদর্শ গ্রাম" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়, উহার একখানি বাদে সমস্ত ফটোই নরেশচন্দ্রের গৃহীত ফটো হইতে মুদ্রিত। ইনি জমিদার হিসাবে অতি তেজস্বী ন্যায়বিচারক এবং প্রজার বান্ধব। ইনি বিদ্যাসাগর কলেজ হইতে বি, এ, পরীক্ষা দিয়া স্বীয় জমিদারীর কার্য্য পরিদর্শনে মনযোগী হয়েন এবং অধীনস্থ প্রায় সকল পল্লীতেই রাস্তাঘাট, পুষ্করিণী, পাঠশালা সংস্কার, কালীবাড়ী, হরিসভা ও পল্লী হিতৈষিণী কমিটি স্থাপন, জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রজারক্ষণ ও পালন করিয়া যশস্বী হন। এরূপ গুণবান, ন্যায়পরায়ণ জমিদার প্রজার ও দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ সন্দেহ নাই।

দ্রষ্টব্য ঃ—এইস্থলে ১৬২ পৃঃ হইতে ১৭৬ পৃঃ পর্য্যন্ত অনিচ্ছাকৃত যে ভুল রহিয়া গিয়াছে তাহা সংশোধিত হইল যথা—১৬২ পৃঃ—২১ লাইনে সর্ব্ব কনিষ্ঠ শোভারাম স্থলে মধ্যম পুত্র শোভারাম হইবে। ১৬৪ পৃঃ—১৫ লাইনে ভূসম্পত্তি, ইহার পরে অর্জ্জন কথাটী বসাইয়া পাঠ করিতে হইবে। ১৭১ পৃঃ সম্মিলনের পরিবর্ত্তে সম্মানের পাঠ করিতে হইবে ঐ পৃষ্ঠার ২১ লাইনে অন্যতম ম্যাজিষ্ট্রেট স্থলে অন্যতম অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট পাঠ করুন। ১৭৬ পৃঃ ৬ষ্ঠ লাইনে শরৎ স্থলে শরিৎ পাঠ করিতে হইবে। ঐ পৃষ্ঠার ৮ম লাইনে রাজকুমারের সুকুমার, অজিত ও প্রদ্যোৎ (৩০) নামে আর ৩ পুত্রের নাম পাওয়া যাইতেছে এইরূপ পাঠ করিতে হইবে। ঐ পৃষ্ঠার ১৩ লাইনে জিতেশ স্থলে সীতেশ পাঠ করিতে হইবে। ঐ পৃষ্ঠার ১৮ লাইনে শুনা স্থলে পাওয়া পাঠ করিতে হইবে। বস্তুতঃ বংশাবলী সংগ্রহ করা ও উহা নির্ভুলভাবে পুস্তকের যথাস্থানে সন্নিবেশ করা এবং প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করা যে কতদূর কঠিন ও ব্যয়সাপেক্ষ তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। সর্ব্বসাধারণের ঔদাসীন্য ও সহানুভূতির অভাবই ইহার অন্যতম কারণ।

কাশ্যপ গোত্র পলশায়ী গ্রামী শ্রোত্রিয়।

বর্ত্তমান বাসস্থান শ্বেতপুর গ্রাম, বিড়া বল্লভপাড়া পোঃ জেলা ২৪ পরগণা।

ব্রজমোহন রায়ের প্রপিতামহ ভৈরবচন্দ্র রায় ১। তৎসুত গিরিশচন্দ্র, ক্ষেত্রমোহন ও হরিশচন্দ্র ২। গিরিশচন্দ্র সুত রাখালদাস, নন্দলাল ও শ্যামাচরণ ৩। রাখালদাস সুত ব্রজমোহন রায় (ডাক নাম ভানু বাবু) Retired Head Clerk, Executive Engineer's Office, Sambalpur Division, নলিনীমোহন (Head Estimator, Executive Engineer's Office, Sambalpur Division), হরপ্রসাদ (অঃ বিঃ), তারাপ্রসাদ, হরিপ্রসাদ (অঃ বিঃ) ও যোগেশপ্রসাদ (মৃত) ৪।

ব্রজমোহন নৈহাটী নিবাসী ও বেহার-উড়িষ্যা প্রদেশের অবসর প্রাপ্ত Sub-Engineer শ্রীশ্রীশচন্দ্র হালদার মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়া ছিলেন। ব্রজমোহনের ৪ কন্যা—১মা শ্রীমতী অরুণপ্রভা (স্বামী শ্রীআশুতোষ ঘোষাল বারাসত, ২৪ পরগণা), ২য় কন্যা শ্রীমতী পারুলবালা (স্বামী শ্রীশ্যামাপদ মুখোপাধ্যায় বনগ্রাম, যশোহর), ৩য়া কন্যা কুমারী বিজলীপ্রভা (অঃ বিঃ) ও ৪র্থা কন্যা কুমারী কনকপ্রভা (অ বিঃ) ৫।

নলিনীমোহন সুত শ্রীপতিচরণ কন্যা সুষমা (অঃ বিঃ) ৫। তারাপ্রসাদের ২য় পুত্র ৫।

নন্দলাল সুত তুলসীচরণ (Reporter Statesman) ও উমাচরণ (টাটা কোঃএর কর্ম্মচারী) ৪।

ক্ষেত্রমোহন সুত নারায়ণচন্দ্র (০), সুরেন্দ্রনাথ, ফণীন্দ্রনাথ ও মণীন্দ্রনাথ ৩। হরিশচন্দ্র সুত নিরঞ্জন ৩। সুত হাবা, ছকা, ট্যাপা ও মঘা ৪।

ব্রজমোহন রায়ঃ—বর্ত্তমানে সরকারী কর্ম্ম হইতে পেন্‌সন্ গ্রহণ করিয়াছেন। অধিনস্থ কর্ম্মচারীগণ ইঁহার নিকট সর্ব্বদাই সদয় ব্যবহার ও সর্ব্বপ্রকার সহানুভূতি পাইতেন। এজন্য তাঁহার বিদায়কালীন তাহারা তাহাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জন্য তাঁহার গলে মালা চন্দন দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন।

কাশ্যপ-গোত্রীয়

বারেন্দ্র-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-বংশাবলী।

(ক্রমান্বয়ে অধস্তনে অঙ্কপাত করা গেল)।

মূলপুরুষ বীতরাগ, ইনি কান্যকুব্জবাসী। পুত্র সুসেন ১ (গৌড়ে আগত)। ব্রহ্ম ওঝা ২। দক্ষ ৩। শান্তনু ৪। পীতাম্বর ৫। হিরণ্যগর্ভ ৬। ভূগর্ভ ৭। বেদগর্ভ ৮। জগন্নাহামণি ৯। সুত স্বর্ণরেখ ও ভবদেব ভট্ট, পর্য্যায় ১০। স্বর্ণরেখ সুত সিন্ধু ওঝা ১১। তদীয় দত্তক গরুড় ১২। পুত্র ক্রতু ভাদুড়ী ও মতু মৈত্রেয়, পর্য্যায় ১৩।

ভাদুড়ী-বংশ

ক্রতু ভাদুড়ী পুত্র সঙ্কর্ষণ ১৪। ভল্লুকাচার্য্য ১৫। তৎপুত্র যোগেশ্বর ও দিবাকর করঞ্জ ১৬। করঞ্জগ্রামী শ্রোত্রিয়; ভাদুড়ীগ্রামী কুলীন। যোগেশ্বর পুত্র পুণ্ডরীকাক্ষ ১৭। বৃহস্পতি আচার্য্য ১৮। উদয়নাচার্য্য ১৯। পশুপতি ২০। আনাই, ভূ, ভবানী, চণ্ডী, গৌরী, রুদ্রাণী ও শচী এই সাতজন, তন্মধ্যে আনাই কুলীন ২১। ইহাঁদের সকলেরই নামের পরে 'পতি'-সংজ্ঞা যোগ করিতে হইবে।

আনাই (২১) সুত বলাই ২২। অংশুমান্ ২৩। সুত মুকুন্দ ২৪।

তৎপুত্র **শ্রীকৃষ্ণ** ও গোপীনাথ ২৫। শ্রীকৃষ্ণ সুত জগদানন্দ রায় প্রভৃতি, পর্য্যায় ২৬। পুত্র জানকীবল্লভ ২৭। রামকৃষ্ণ ২৮। শ্যাম রায় ২৯। পুত্র পাঁচু রায় ও ভুবন রায় ৩০। পাঁচু সুত রসিক রায় ৩১। তৎসুত রামকান্ত ও **রাজা কৃষ্ণকান্ত**, ইনি চৌগায়ের রাজা, পর্য্যায় ৩২। পুত্র রুদ্রকান্ত ৩৩। পৌত্র **রাজা রোহিণীকান্ত** ৩৪।

ভুবন রায় সুত হরগোবিন্দ ৩১। আনন্দীরাম ও বিনোদীরাম ৩২। বিনোদী সুত তাহিরপুরের **রাজা বীরেশ্বর** ৩৩। তৎপুত্র **রাজা চন্দ্রশেখর** ৩৪। পৌত্র **রাজা শশীশেখরেশ্বর** ৩৫।

মুকুন্দ-প্রমুখ গোপীনাথের (২৫) ধারা।—যদুনাথ ২৬। লক্ষ্মীনাথ ২৭। সুত রামবল্লভ, হরিবল্লভ, প্রাণবল্লভ ও গৌরবল্লভ ২৮। গৌরবল্লভ সুত রামগোবিন্দ ২৯। রামগোবিন্দ সুত **রাজা হরিরাম সিংহ**, ইনি সুসঙ্গের রাজা, পর্য্যায় ৩০। পুত্র রুদ্রচন্দ্র সিংহ। ৩১। তদীয় দত্তকপুত্র গোপীনাথ সিংহ ৩২।

মৈত্রেয় বংশের ধারার একদেশ।

(ধারাবাহিক অধস্তনে ক্রমশঃ অঙ্কপাত করা গেল)।

মতু মৈত্রেয়, পর্য্যায় ১৩। পুত্র স্থিরাচার্য্য ১৪। জ্যৌ আচার্য্য ১৫। ভিকু বা ভিক্ষুক ও বৃহস্পতি ১৬। পুত্র কৃপ ওঝা ও যোল (সবল) ওঝা ১৭। কৃপ সুত গণ্ড ও নৃসিংহ ১৮। যোল সুত কেশব ১৮। জীব ওঝা (ছয়ঘরিয়া) ১৯। বামন ২০। শূলপাণি ২১। মধুসূদন ২২। বিষ্ণুনাথ ২৩। কালিদাস ২৪। বিদ্যাপতি ২৫। শুভঙ্কর ২৬। ভবানন্দ ২৭। কৃষ্ণানন্দ পাঠক ২৮। নয়নানন্দ ২৯। মথুরানাথ ৩০। কামদেব সরকার ৩১। পুত্র **রাজা রামজীবন**, ইনি নাটোরের **রাজা রঘুনন্দন** রায়রেঁয়ে ও বিষ্ণুরাম-

বংশভোগী, পর্যায় ৩২। **রাজা রামজীবন** সুত **রাজা কালিকা-প্রসাদ** ও **রাজা রামকান্ত** ৩৩। রামকান্তের পত্নী প্রাতঃস্মরণীয়া অন্নপূর্ণা সদৃশী **রাণী ভবানী**। রামকান্তের (৩৩) দত্তক পুত্র পরমধার্ম্মিক **রাজা রামকৃষ্ণ** ৩৪। পৌত্র **রাজা বিশ্বনাথ** ও **রাজা শিবনাথ** ৩৫। বিশ্বনাথ পুত্র **রাজা গোবিন্দচন্দ্র** ৩৬। তৎপুত্র **রাজা গোবিন্দনাথ** ৩৭। পৌত্র **রাজা জগদীন্দ্রনাথ** ৩৮। (৩৫) **শিবনাথ** সুত **রাজা আনন্দনাথ** সি, এস্, আই, ৩৬। পৌত্র **রাজা চন্দ্রনাথ** ও **রাজা যোগেন্দ্রনাথ** ৩৭।

কাশ্যপে করঞ্জ-গাঞি।

মঙ্গল ওঝা হইতে করঞ্জ-গাঞির সৃষ্টি ধরা যায়। তিনি অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও ক্ষমতাশালী মান্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সহায়তা-নিবন্ধন উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী বারেন্দ্র-কুলের পরিবর্ত্ত-প্রবর্ত্তনে সমর্থ হইয়াছিলেন। নিম্নলিখিত সামাজিকবর্গ করঞ্জগ্রামী—আমাহাটী ও বাহিরবন্দের রায়, দাগুলিয়া ও ভাঙ্গার চৌধুরী, রূপপুরের অধিকারী, ব্রাহ্মণীকুণ্ডার মল্লিক, বেথুরিয়ার চক্রবর্ত্তী এবং নারিটার ভট্টাচার্য্য।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কাশ্যপ গোত্র শ্রোত্রীয় বংশ।

(উপাধি রায়)

গ্রাম ও পোষ্ট ধামড়াই, জেলা ঢাকা।

শম্ভুনাথ মৌলিক ১। সুত ভৈরবচন্দ্র ২। সুত রুদ্রচন্দ্র ৩। সুত সুরেশচন্দ্র (Sub-Asstt. Superintendent Survey of India, Cal.), শ্রীদীনেশচন্দ্র (হোমিওপ্যাথ্ ডাক্তার) ও শ্রীসতীশচন্দ্র (Stenographer to the Secretary, Irrigation Department, Bihar.) ৪।

সুরেশ-সুত শ্রীঅতুলচন্দ্র, শ্রীপ্রতুলচন্দ্র, শ্রীমোহিত, শ্রীবিলাস ও শ্রীপ্রভাস
দীনেশ-সুত শ্রীহরিদাস ও শ্রীচিত্তরঞ্জন ৫।
সতীশ সন্তান প্রতিমা, রমারাণী, শ্রীসুহাস, শ্রীপ্রকাশ ও শ্রীসমীর ৫।

শ্রীসতীশচন্দ্র মৌলিক প্রদত্ত। ১০।১১।৩৫

কাশ্যপ গোত্র বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশাবলী।

(১৮৩ পৃঃ সহিত কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে।)

সুসেন ১। সুত ব্রহ্ম ওঝা ২। সুত দক্ষ (কান্যকুব্জ হইতে আগত ৩। সুত সান্তনু ৪। সুত পিতাম্বর ৫। সুত হিরণ্য গর্ভ ৬। সুত ভৃগ ৭। তৎসুত বেদগর্ভ ৮। তৎসুত যোগিণী মহামণি (জগন্মহামণি) তৎসুত স্বর্ণরেখ (বারেন্দ্র) ও ভবদেব (রাঢ়ী) ১০।

স্বর্ণরেখ-সুত ফিকু (সিন্ধু) ওঝা ১১। সুত কৈতেই (ভাদুড়ী গ্রামী), মৈত্রে (মৈত্রকুল) ও গরুড় ১২। কৈতেই-সুত শঙ্করী (সঙ্কর্ষণ) ও বাসুদেব ওঝা ১৩ শঙ্করী-সুত মুলুক ১৪। তৎসুত ভল্লুক, দিবাকর ও যোগেশ্বর (ভাদুড়ী গ্রামী) ১৫ যোগেশ্বর-সুত কুবলিয় ও পুণ্ডরীকাক্ষ ১৬। তৎসুত বিশ্বম্ভর আচার্য্য ১৭ তৎসুত লক্ষ্মীপতি আচার্য্য ১৮। তৎসুত বৃহস্পতি আচার্য্য ১৯। তৎসু উদয়নাচার্য্য (ভাদুড়ী) ২০। তৎসুত ভূপতি, ভবানীপতি, রুদ্রাণীপতি গৌরীপতি, শচীপতি, চন্দ্রপতি ও পশুপতি ২১।

পশুপতি-সুত জগাই, খগাই, থাকর, বাকর, ভাদুয়াই, তরুনাই বাসুদেব ওঝা ২২।

খগাই-সুত বসমাই, কুমাই, তেকাই, বামাই, সুরেশ ও বৰ্দ্ধমান ২৩ তেকাই-সুত আধ্যুতাই ২৪। সুত রামরাম (ভাদুড়ী) ২৫। তৎসু যদুনাথ ২৬। তৎসুত রামরঘু ২৭। তৎসুত রঘুনাথ ২৮। তৎসুত রামদে মজুমদার (শ্রোত্রিয়) ২৯।

রামদেব মজুমদারের ধারা (শ্রোত্রিয়) ।

রামদেব-সুত বিশ্বনাথ ও কালীচরণ ৩০। বিশ্বনাথ-সুত কাশী, বাশী, ভোলানাথ ও শম্ভু ৩১।

কাশী-সুত শিবনাথ ৩২। তৎসুত জয়নাথ, কৃষ্ণনাথ, চন্দ্রনাথ, রাজনাথ ও দুর্গানাথ ৩৩। জয়নাথ-সুত গোবিন্দ ৩৪। তৎসুত অবনীনাথ, দীনেশ (০) ও ত্রৈলোক্য ৩৫। অবনীনাথ-সুত শৈলেন্দ্র (মৃত), নিখিল, রবীন্দ্র, প্রমথ, মন্মথ ও ষষ্ঠী ৩৬।

শ্রীযুক্ত অবনীনাথ মজুমদার বর্ত্তমানে সম্বলপুর সহরে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতেছেন। পি-ডবলু-ডিতে ঠিকাদারী ও ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। পূর্ব্বে ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার অধীন মশাজান গ্রামে বাড়ী ছিল।

কৃষ্ণনাথ-সুত গোপাল, গিরিশ ও রজনী ৩৪। গিরিশ-সুত শরৎ ৩৫। রজনী-সুত সারদা ৩৫।

চন্দ্রনাথ-সুত উমেশ (০), শরৎ (০), প্রিয়নাথ (০), যামিনী (০) ও বলরাম ৩৪।

রাজনাথ-সুত হরিনাথ ও প্যারীমোহন ৩৪। দুর্গানাথ-সুত তারানাথ ৩৪। তৎসুত উদয়নাথ ৩৫।

ভোলানাথ-সুত লোকনাথ ও শীতল ৩২। শীতল-সুত জানকী, হৃদয়, প্রসন্ন, বৈকুণ্ঠ ও নীলকণ্ঠ ৩৩। জানকী-সুত যোগেন্দ্র ৩৪।

তৎসুত বিনয়েন্দ্র ৩৫। হৃদয়-সুত দ্বিজেন্দ্র ৩৪। প্রসন্ন-সুত নগেন্দ্র ও ধীরেন্দ্র ৩৪। বৈকুণ্ঠ-সুত যতীন্দ্র, খগেন্দ্র, নগেন্দ্র ও বীরেন্দ্র ৩৪।

মৈতেই (মৈত্র কুল) বংশ (১০)।

(ক্রমান্বয়ে অধস্তনে অঙ্কপাত করা গেল)

মৈতেই সুত স্থির ওঝা ১৩। দেৌ আচার্য্য ১৪। মহানিধি ১৫ বৃহস্পতি ১৬। শোনাচার্য্য ১৭। অম্বাচার্য্য ১৮। মাধব ওঝা ১৯। গঙ্গাধর ২০ রুদ্র ওঝা ২১। আনন্দ ওঝা ২২। গোবিন্দ ওঝা ২৩। কংক ওঝা ২৪। পদ্মনাভ আচার্য্য ২৫। বৈষ্ণব মিশ্র ২৬। কামদেব মিশ্র ২৭ শান্তিক আচার্য্য ২৮। শ্যামাচার্য্য ২৯। রাঘব ভট্টাচার্য্য ৩০ (পত্নী অন্নকালী. ইনি মৈমনসিংহ জেলার পণ্ডিত বাড়ী গ্রামের দ্বিজদেব সিদ্ধান্তের কন্যা) রাঘব শ্রোত্রিয়-সুত রামদেব ভট্টাচার্য্য ৩১। শ্যামাদাস বিদ্যাবাগীশ ৩২ রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য ৩৩।

রঘুনাথ-সুত শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য ও শঙ্করনাথ ৩৪। শ্রীনাথ-সুত ভৈরবনাথ রামনাথ, লোকনাথ ৩৫। ভৈরবনাথ-সুত শীতল ৩৬। তৎসুত মহেশ, ঈশান ও কেদার (০) ৩৭। মহেশ-সুত সতীশ (দত্তক) ৩৮। তৎসুত হরেন (দত্তক) ৩৯।

ঈশান-সুত নরেশ ৩৮। তৎসুত বিভূতি, দেবেশ (M. Sc. পড়িতেছে ও শশাঙ্ক ৩৯।

রামনাথ-সুত শশী (০), ফটীক (০) ও নীল ৩৬। নীল-সুত শরৎ (০) হেমন্ত M.A., B.L. ও বসন্ত ৩৭। হেমন্ত-সুত প্রফুল্ল ৩৮। বসন্ত-সুত বিদ্যুৎ ৩৮।

লোকনাথ-সুত বিশ্বনাথ ৩৬। তৎসুত সারদা, যোগেশ তারক ও নৃপতি ৩৭। সারদা-সুত সুরেন্দ্র ৩৮। যোগেশ-সুত উপেন্দ্র ৩৮ তারক-সুত মন্মথ ও জ্ঞানেন্দ্র ৩৮।

শঙ্করনাথ-সুত গোলকনাথ ৩৫। তৎসুত গুরুনাথ, জগন্নাথ, শম্ভুনাথ উমানাথ ৩৬। গুরুনাথ-সুত ভবানীপ্রসন্ন ৩৭। তৎসুত হরেন্দ্র ও সতীশ ৩৮

হরেন্দ্র-সুত ফণীন্দ্র ৩৯। সতীশ-সুত শচীন্দ্র ও উপেন্দ্র ৩৯। জগন্নাথ-সুত তারক ৩৭। শম্ভুনাথ-সুত গিরীন্দ্র ৩৭।

ভৈরবনাথ একজন সাধক পুরুষ ছিলেন। ইহার গুণ গ্রামে মুগ্ধ হইয়া ঢাকা জেলার ভাওয়ালের রাজা ভাওয়ালের মধ্যে খুব বড় একটি সম্পত্তি প্রণামী স্বরূপ দিয়াছিলেন।

মহেশ ইনি বিখ্যাত অর্দ্ধকালীর বংশধর মিতরার (মাণিকগঞ্জ) ভট্টাচার্য্য গুরু বংশীয়। পূর্ব্বে ইহাদের ভূসম্পত্তি যথেষ্ট ছিল কিন্তু এখন সাংসারিক অবস্থা তাদৃশ ভাল নহে। ইহাদের পূর্ব্বনিবাস মিতরা বর্ত্তমান নিবাস ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার এলাঙ্গা গ্রাম। ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ অফিস—এলাঙ্গা।

শ্রীঅবনী নাথ মজুমদার, (সম্বলপুর) প্রদত্ত। ১।৯।৩১

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কাশ্যপ গোত্র ভাদুড়ী গাই।

উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী সন্তান।

(রাজসাহীর তেলেটীর ভাদুড়ী)

বর্ত্তমান বাসস্থান শান্তিপুর কাশ্যপ পাড়া।

(এই তালিকাও ১৮৩ পৃঃ সহিত কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে)

উদয়নাচার্য্য-সুত ১ম পক্ষে উমাপতি ও ভবানীপতি ২য় পক্ষে পশুপতি ২০। পশুপতির সাত পুত্রে তন্মধ্যে ভাদুয়াই কৌলীন্য প্রথার দোষ প্রদর্শন জন্য শ্রোত্রিয় হন। ২১।

ভাদুয়াই (ভাদাই) সুত শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য চৌধুরী শান্তিপুরে প্রথম বাস ২২। তৎসুত বলরাম বাচস্পতি প্রভৃতি চারি ভ্রাতা ২৩। বলরাম-সুত দুর্গাদেব ভট্টাচার্য্য ২৪। তৎসুত মুকুন্দ দেব ২৫। তৎসুত হরিদেব ২৬। তৎসুত কৃষ্ণগোপাল প্রভৃতি ২৭। কৃষ্ণগোপাল-সুত গোপীনাথ ও রঘূত্তম ২৮।

গোপীনাথ-সুত রামকানাই ও চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২৯। রামকানাই-সুত **রামযাদু ভট্টাচার্য্য** (ইনি কলিকাতা হিন্দু স্কুলের সহকারী হেড মাষ্টার ছিলেন।) ৩০। রামযাদু-সুত রমাপদ, রামপ্রসাদ, **রায় সাহেব শ্রীননীগোপাল ভট্টাচার্য্য** (Executive Engineer, P. W. D. Bihar.) ও গৌরীপ্রসাদ, তিন কন্যা **অন্নপূর্ণা**, কাত্যায়নী ও এলোকেশী ৩১। রমাপদ-সুত শিবদাস ও তারকদাস, কন্যা সুরমা ও প্রতিমা ৩২। শিবদাস সুত হৃষীকেশ ও কমলেশ ৩৩। রামপ্রসাদ-সুত দেবীপ্রসাদ, কন্যা বিমলা, অপর্ণা ও সাবিত্রী ৩২। ননীগোপাল-সুত অন্নদা ও ভবানী, কন্যা অম্বুজা ৩২। গৌরীপ্রসাদের এক কন্যা নলিনী ৩২। চন্দ্র ভট্টাচার্য্য-সুত কালীকাপ্রসাদ (অঃ পুঃ) ৩০। দৌহিত্র ব্রজনাথ রায় তৎসুত আশুতোষ ও হরিদাস।

রঘূত্তম-সুত কালাচাঁদ ২৯। তৎসুত দীনবন্ধু, শ্যামাদাস ও তারাদাস ৩০। শ্যামাদাস-সুত সৌমেন্দু ও বাসবেন্দু ৩১। সৌমেন্দু-সুত উদয়নমিত্র ও চয়নমিত্র ৩২।

শান্তিপুর, ডিসেম্বর ১৯৩৭।

কাশ্যপ গোত্রীয় কবি-পরিচয়।

ধোয়ী।

ধোয়ী কবির নিজের বা তাঁহার পিতাদির নামে কৌলীন্য-মর্য্যাদা দৃষ্ট হয় না; সুতরাং শ্রোত্রীয়-মধ্যে তাঁহাকে গণনা করিতে হইবে। ইহাঁর পূর্ব্ব-পুরুষ কাশ্যপ-গোত্রীয় পালধি গাঁই। রাণাঘাট নিবাসী সাতকড়ি ঘটক যে শ্লোক কয়েকটী দিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা ধোয়ী কবিকে পালধি-বংশ-সম্ভূত বলিয়া বিবেচনা করা যায়। পালধি-বংশীয়েরা ধোয়ী কবিকে তাঁহাদিগের জ্ঞাতি

বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে পারেন ; যাবৎ অন্য দৃঢ় প্রমাণ প্রাপ্ত না হওয়া যায়, তাবৎ ইহাই প্রামাণিক বলিয়া স্থির করিতে হইবে। ধোয়ী কবি কান্তিদ্বর ছিলেন। *

মহাকবি শরণ।

লক্ষ্মণ-মন্ত্রী শরণ কবি গুড়গ্রামী, কাশ্যপ গোত্রীয়, কষ্ট-শ্রোত্রিয় ; সামাজিক-মর্য্যাদায় হীনকল্প হইলেও, কবিত্ব-শক্তিতে বিদ্বৎ-কুল-তিলক-সভায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। তৎকৃত কবিতার গুণ এই যে, অতি দুরূহ বিষয়ের পদ-রচনাতেও যেন পদাবলী দ্রুতরূপে সঞ্চরণ করিতেছে। ইহাঁর অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ দ্বিতীয় শরণও কুলক্রিয়ায় প্রসিদ্ধ। †

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(বংশাবলী ও কুল পরিচয় ৩৬—৩৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

১২৪৫ সালে আষাঢ় মাসে (ইং ১৮৩৮ সালে) কাঁঠালপাড়া গ্রামে ইহাঁর জন্ম হয়। তিনি হুগলী কলেজ ও হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিয়া শিক্ষালাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় প্রথম বৎসর তিনি উত্তীর্ণ হন। তৎপরে তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ গ্রহণ করেন অতঃপর বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি নানাস্থানে সম্মানের সহিত কার্য্য করিয়া শেষে আলিপুর হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং কলিকাতায়

---

* কৌলীন্যমলিনো ধোয়ী ক্ষাপতিঃ পালধিবুধঃ।
লক্ষ্মণেন সমারাধ্যঃ কবিভিশ্চ সুপূজিতঃ ॥ সারাবলী।

† মহিন্তা মাধবঃ ক্ষেমো গুড়িঃ শরণকস্তথা।
উধকো লৌকিকশ্চৈব পূজ্যৌ দৌ খ্যাতপৌরুষৌ ॥ মেলমালা।

প্রতাপ চাটার্জ্জির লেনস্থ ভবনে বাস করিতে থাকেন। এখানে সরকার দ্বারা চিহ্ন প্রস্তরফলক আছে। প্রথম রচনা "ললিতা ও মানস" এবং তাঁহার প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী" প্রকাশিত হইলে সেকালেই তিনি বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। তাঁহার দেবী-চৌধুরাণী, আনন্দমঠ, সীতারাম, বিষবৃক্ষ প্রভৃতি উপন্যাস; কৃষ্ণচরিত্র, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ সকল বাংলা ভাষার অলঙ্কার। "বঙ্গদর্শন" নামক তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকাখানি তাঁহার সম্পাদকতায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ইংরাজী ভাষায় রচনাতেও তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার কতিপয় উপন্যাস ইংরাজী ও অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। তিনি সরকার কর্তৃক "রায় বাহাদুর" এবং সি-আই-ই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ১৩০১ সালে চৈত্র মাসে (ইং ১৮৯৪ সালে) তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। সাহিত্য পরিষদে তাঁহার একটি আবক্ষ মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

আমরা এই মহাপুরুষের অক্ষয় স্বর্গ কামনা না করিয়া পুনরাগমন প্রার্থনা করি। তাঁহার ন্যায় প্রতিভাশালী দূরদৃষ্টি ও ব্যক্তিত্ব আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে ও বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে নিতান্ত প্রয়োজন বোধ হইতেছে।

(কলিকাতা পরিচয় ১৩৪১ সাল হইতে তথ্য সংগৃহীত)

যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

কামারপুকুরের চট্টোপাধ্যায় বংশোদ্ভূতঃ—

(ঊর্দ্ধতন পুরুষের বংশাবলী সংগ্রহাভাবে দেওয়া হয় নাই)

হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে ১২৪২ সালে ৬ই ফাল্গুন রামকৃষ্ণদেব জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি গদাধর নামে অভিহিত হইতেন। তিনি সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার একাদশ বৎসর বয়সে স্বগ্রামের নিকট এক জনহীন প্রান্তরে শ্রীদেববরণী মায়ের অদ্ভুত জ্যোতিঃ

দেখিয়া রামকৃষ্ণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার প্রথম ভাব-সমাধি। কলিকাতায় আসিয়া কিছু দিনের পর রাণী রাসমণি-প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীর পূজারী নিযুক্ত হন এবং এই স্থানেই থাকিয়া তাঁহার মর্ত্ত্যলীলা শেষ হয়। এই স্থানেই তাঁহার ধর্ম্মভাবের অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের ভাব ইঁহার মধ্যেই প্রথম পরিদৃষ্ট হয়। শুনা যায়, কেশবচন্দ্র ইঁহার নিকটেই এই ভাব গ্রহণ করিয়া নববিধান ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রথামত শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, বৈদান্তিক ইহার কিছুই ছিলেন না। তিনি প্রথম প্রথম মুসলমানের দেবতা ও ইংরেজের দেবতারও উপাসনা করিয়াছিলেন। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। অল্প বয়সেই তিনি ভার্য্যা সারদা দেবীর সম্মতি লইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং পরে তাঁহাকে শিষ্যা রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিনি একজন পরম যোগী ও সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু কখনও সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেন নাই। তিনি নির্লিপ্তভাবে সংসারে থাকিয়াই নিরক্ষর হইয়াও নানা উপমার দ্বারা অতি সহজ ভাষায় ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব সকল সমাগত জনমণ্ডলীকে যে ভাবে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তাহা তুলনাহীন। তাঁহার ভক্তের সংখ্যা অনেক এবং শুধু বাংলা, এমন কি ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে ; সুদূর আমেরিকাতেও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন লোক অনেক আছেন। রামকৃষ্ণের নাম-সংযুক্ত ভারতের নানাস্থানে যত অধিক সদনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, জগতের কোন দেশে অন্য কোন একজনের নামে তাহার অর্দ্ধেক হইয়াছে কি না সন্দেহ। রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য্যের তুলনা হয় না। ১২৯২ সালে ১লা ভাদ্র (ইং ১৮৮৬ সালে) তাঁহার নশ্বর দেহের অবসান হয়। যে সকল অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মহামানবের উদ্ভবে ভারত ধন্য হইয়াছে রামকৃষ্ণ তাঁহাদের অন্যতম।

(কাশ্যপগোত্র পাকড়াশী বংশ সম্ভূত শুদ্ধ শ্রোত্রিয়)

পাবনা জেলার স্থল-নওহাটার ভট্টাচার্য্য জমিদার বংশের বিবরণ

(পোঃ স্থল-নওহাটা)

স্থল-নওহাটা গ্রামের ভট্টাচার্য্য জমিদারগণ নওহাটা গ্রামে বাস করেন। আদিবাসস্থান "স্থল" ছিল এজন্য ঐ গ্রামের নাম স্থল-নওহাটা হইয়াছে। পাকড়াশীগণ বসন্তপুর গ্রামে বাস করেন। পূর্ব্ব বাসস্থান "স্থল" ছিল এজন্য বর্ত্তমান বাসস্থানের নাম স্থল-বসন্তপুর হইয়াছে। স্থল-নওহাটা ও স্থল-বসন্তপুর পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম। উত্তরে স্থল-বসন্তপুর, দক্ষিণে স্থল-নওহাটা। কলিকাতা হইতে গোয়ালন্দ তথা হইতে সিরাজগঞ্জ ষ্টীমার ষ্টেশনে নামিয়া স্থল-নওহাটা ও স্থল-বসন্তপুর যাইতে হয়।

হরিদেব বংশ রাজারামের ধারা

হরিদেব সুত রামচন্দ্র, রাজারাম, বীরভদ্র, মণিভদ্র ও তারাচাঁদ ২৫। (১ পৃঃ) দেখুন। রাজারাম সুত ভবানীচরণ (১২৩ পৃঃ) ২৬। সুত গোবিন্দচরণ (/১২৷৷০ গণ্ডা), কৃষ্ণচরণ (/১২৷৷০ গণ্ডা), কেবলকৃষ্ণ (৵০) এবং রামরত (৷৷৵১৫) ২৭। এই রামরতন নাটোর মহারাজের উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন।

রামরতনের পরিচয় পরে দিতেছি।

গোবিন্দচরণের (/১২৷৷০ গণ্ডা) বংশ

গোবিন্দচরণ সুত—কাশীশঙ্কর ২৮ (১২৩ পৃঃ কাশীশ্বর আছে উহা ঠি নহে)। সুত শিবশঙ্কর, গিরিশচন্দ্র, হরিশচন্দ্র ও কৈলাসচন্দ্র ২৯। গিরিশ সুত সতীশচন্দ্র (দত্তক পুত্র) ৩০। তৎসুত দেবেন্দ্র, বীরেন্দ্র, জীতেন্দ্র ও নৃপে ৩১। দেবেন্দ্র সুত ধীরেন্দ্র ও ভূজেন্দ্র ৩২। বীরেন্দ্র সুত শচীন্দ্র ৩২।

কৈলাস সুত শ্রীশচন্দ্র, হেরম্ব (পাবনা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন), গণেশ (নিঃ সঃ) ও রাম (নিঃ সঃ) ৩০। শ্রীশচন্দ্র সুত বৈদ্যনাথ ৩১।

হেরম্ব সুত চারুচন্দ্র (Sub-Deputy Magistrate), অবিনাশ (১২৩ পৃঃ অভিলাষের স্থানে অবিনাশ হইবে), সুধীর, অতুল ও গোপাল এম্-এ।

[এই তালিকায় প্রভাতের নাম নাই (১১৪ পৃঃ)] ৩১।

চারু সুত ভবেশ ও মণি ৩২। সুধীর সুত কামাখ্যা ও সুবোধ ৩২। অতুল সুত শৈলেশ প্রভৃতি ৩২। গোপাল সুত কার্ত্তিক ৩১।

কৃষ্ণশরণের (/১২৷৷০ গণ্ডা) বংশ

কৃষ্ণশরণ সুত ভৈরবচন্দ্র ও ভগবান্ (নিঃ সঃ) ২৮। ভৈরব সুত তারিণী ২৯। সুত নন্দলাল ৩০। সুত বিহারী (নিঃ সঃ), রাজেন্দ্রলাল, রঙ্গলাল ও সুধন্ন (নিঃ সঃ) ৩১। রাজেন্দ্র সুত সুরথলাল ননীলাল ও শিবেন্দ্র ৩২। রঙ্গলাল সুত উদয়লাল ৩২।

নন্দলাল ও রাজেন্দ্রলালের পরিচয় পরে দিতেছি

কেবলকৃষ্ণের (৵০ দুই আনা) বংশ

কেবলকৃষ্ণ সুত কালাচাঁদ (নিঃ সঃ) কৃপানাথ ও শিবনাথ ২৮। কৃপানাথ সুত সুর্য্যকুমার ২৯। শিবনাথ সুত আশুতোষ ও অনাদি ২৯। আশুতোষ সুত কিশোরী ও দুর্গামোহন ৩০। কিশোরী সুত সরোজ ৩১। দুর্গামোহন সুত সন্তোষ এম্-এস্-সি ৩১।

অনাদি সুত বিজয় ও বসন্ত ৩০। বিজয় সুত গণেশ, গৌরাঙ্গ, নীরেশ (অঃ বিঃ) ও রণজিৎ (অঃ বিঃ) ৩১। বসন্ত সুত অশ্বিনী ৩১।

রামরতণের (৷৷৵১৫ গণ্ডা) বংশ

রামরতন সুত শিবচন্দ্র, কাশীচন্দ্র, কালীচন্দ্র (০), শম্ভুচন্দ্র ও জগচ্চন্দ্র ২৮। শিবচন্দ্র সুত হেমচন্দ্র (অঃ পুঃ) ২৯। ১১৪ পৃঃ

কাশীচন্দ্র সুত তারকচন্দ্র ২৯। সুত মুকুন্দ, দিগীন্দ্র ও হীরালাল ও কন্যা কামিনী ৩০। মুকুন্দ সুত কান্তিচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র ৩১। কান্তি সুত কালীদাস (অঃ বিঃ) ৩২। পূর্ণচন্দ্র সুত শৈলেশ (অঃ বিঃ) ৩২।

দিগীন্দ্র সুত সত্যপ্রিয় ও সুশীলকুমার ৩১। সত্য সুত পরেশ (অঃ বিঃ) প্রাণেশ (অঃ বিঃ) ও দেবেশ ৩২। সুশীল সুত নরেশ (অঃ বিঃ), দুর্গেশ গণেশ, গোপেশ ও গুরুদাস ৩২।

হীরালাল সুত শ্যামলাল ৩১। তৎসুত শান্তিলাল (দত্তক) ৩২।

কালীচন্দ্র অপুত্রক।

শম্ভুচন্দ্র সুত শরৎ (০) ও ভরত (০) ২৯। (১১৪ পৃঃ ভরত ও শরৎ স্থলে শরৎ ও ভরত হইবে)।

জগচ্চন্দ্র সুত তেজচন্দ্র ও হরিচরণ ২৯। (১১৪ পৃঃ হরিচরণ ও তেজচন্দ্র স্থলে তেজচন্দ্র ও হরিচরণ হইবে)।

হরিচরণ সুত প্রিয়নাথ ও বামাচরণ ৩০।

প্রিয়নাথ সুত অমিয়নাথ এম-এ, বি-এল্ (জজ কোর্টের উকীল) গোপালচন্দ্র বি-এস্-সি, বিভূতিভূষণ এম-এ পড়িতেছেন (অঃ বিঃ) ক্ষিতীশচন্দ্র (অঃ বিঃ) ৩১।

অমিয়নাথ সুত অলোকনাথ কন্যা প্রভাতী ৩২। গোপালচন্দ্র কন্যা নীহার, অর্পণা ও রমা ৩২।

বামাচরণ সুত পরিমলকান্তি বি-এ (এক্ষণে ইহার পুত্রাদি হয় নাই) কমলকান্তি বি-এ (বি-এল্ পড়িতেছেন) অবিবাহিত।

কালীচন্দ্র, হেমচন্দ্র, তারকচন্দ্র, হরিচরণ, প্রিয়নাথ, বামাচরণ, মুকুন্দ দিগীন্দ্র, হীরালাল ও পূর্ণচন্দ্র প্রভৃতির পরিচয় পরে দিতেছি।

স্থল-নওহাটার জমিদার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্যের নিকট অনুসন্ধানে লিখিত। ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯।

স্থল-নওহাটার ভট্টাচার্য্য জমিদার বংশের
খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের বিবরণ

রামরতন ঃ— হরিদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্থল গ্রামে বসতবাটী নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতে থাকেন। কালক্রমে তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ স্থল নামক গ্রামখানি যমুনা নদীগর্ভে বিলীন হইয়া যায়। হরিদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যোগ্য বংশধর রামরতন নিজ জমিদারী মধ্যে স্থল-নওহাটা গ্রামে নিজ বসতবাটী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বসবাস করিতে থাকেন। কনিষ্ঠ পুত্র তারাচাঁদের বংশধরগণ স্থল-বসন্তপুর গ্রামে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। তারাচাঁদের বংশধরগণ পাকড়াশী উপাধিতে নিজেদের পরিচয় দিতে লাগিলেন। কিন্তু ভবানীচরণের বংশধরগণ ভট্টাচার্য্য উপাধি পরিত্যাগ করিলেন না। তাঁহারাই স্থল-নওহাটার ভট্টাচার্য্য জমিদার বলিয়া অভিহিত হইতে লাগিলেন। ভবানীচরণের সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র রামরতন পিতার কৃতি সন্তান ছিলেন। যুবক রামরতন নাটোরের মহারাজ রামকৃষ্ণের রাজকার্য্যে উচ্চপদে আসীন ছিলেন। রাজকার্য্যে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। স্বোপার্জ্জিত অর্থের বিনিময়ে প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ঐ সম্পত্তির সর্ব্ব-উপস্বত্ব ভোগ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তাই তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাত্রয়কে কিছু কিছু অংশ দান করিয়াছিলেন। গোবিন্দশরণ /১২॥০ গণ্ডা, কৃষ্ণশরণ /১২॥০ গণ্ডা ও কেবলকৃষ্ণকে ৵০ আনা অংশ দান করিয়াছিলেন। রামরতন নিজে ॥৵১৫ অংশ ভোগ করিতে থাকিলেন। বর্ত্তমান স্থল নওহাটা গ্রামে জমিদার বংশে যে হিস্যা বিভাগ প্রচলিত আছে তাহা উপরি উল্লিখিত ভাবে রামরতন ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। রামরতন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিষয় কর্ম্মে নিপুণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিজে তাঁহার বিশাল সম্পত্তির পূর্ণস্বত্ব উপভোগ করিয়া গিয়াছিলেন।

কিন্তু অপ্রাপ্ত বয়সে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় এবং পুত্রগণ নাবালক থাকায় তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। এই সময় তাঁহার কন্যা অন্নপূর্ণা দেবীর বিবাহের জন্য ডিহি শাহাজাদপুর (যাহার বর্ত্তমান আয় ১,৫০,০০০ টাকা) খড়দহ নিবাসী নিত্যানন্দ নাথের নিকট দায়বদ্ধ করা হইয়াছিল। ইহা হইতেই ঐ সম্পত্তি নীলাম হইয়া যায়।

কালীচন্দ্রঃ—প্রভিন্সিয়াল কোর্টে সদরের সন্ন্যাসিগণ রামরতন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নামে এক ওয়াশিলাতের মামলা আনয়ন করেন। উত্তরকালে রামরতনের তৃতীয় পুত্র কালীচন্দ্র এই মামলা পরিচালনা করিতেন। তিনি খুব সুলেখক, সুশিক্ষিত, সুবক্তা ও পার্শী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পার্শী ভাষায় বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলেই হতবাক হইয়া যাইতেন। মামলা পরিচালনা কালে প্রভিন্সিয়াল কোর্টের জজগণ তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া অতীব প্রীত হইতেন এবং বলিতেন **"কালীবাবুকা মাফিক লায়েক আদ্‌মি ইস্‌মুল্লুক মে নেহি হ্যায়"।** মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম মোবারক দৌলার মৃত্যু হওয়ায় গভর্ণমেণ্ট তাঁহার স্ত্রী মণি বেগম ও নাবালক পুত্রের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন রেসিডেণ্ট গভর্ণর নিযুক্ত করেন এবং কালীচন্দ্রকে উক্ত গভর্ণরের এসিষ্ট্যাণ্ট নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই কার্য্যে যোগদান করিবার পূর্ব্বেই তিনি মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন।

হেমচন্দ্রঃ— রামরতনের অন্যতম পৌত্র হেমচন্দ্র বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। অতি অল্প বয়সেই প্রচুর সম্মান ও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু বিধির বিধান ভিন্নরূপ। ইঁহাকেও বেশী দিন সম্মান ও সুখ ভোগ করিতে হয় নাই। মাত্র ২১ বৎসর বয়সে তাঁহার জীবন দীপ নির্ব্বাণ হয়।

তারকচন্দ্রঃ—কাশীচন্দ্রের পুত্র তারকচন্দ্র (জন্ম—১২৩৭সাল)

ভাগ্যবান পুরুষ ছিলেন। প্রথম জীবনে তাঁহাকে বিরুদ্ধাবস্থার সঙ্গে প্রতিনিয়তই যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। তিনি যখন মাত্র ১৮ বৎসরের যুবক তখন রামরতন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সকল সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হয়। এই সময় সলপের সান্ন্যালগণ রামরতনের বংশধরগণকে নাবালক জ্ঞান করিয়া সমস্ত সম্পত্তি বেদখল করিয়া লন। কিন্তু তারকচন্দ্রের বুদ্ধি-কৌশল ও কর্ম্ম-নৈপুণ্যে জাত সম্পত্তিগুলির পুনরুদ্ধার হইয়াছিল। সান্ন্যালগণ মাত্র ২০ বৎসর বয়স্ক তারকচন্দ্রের বিরুদ্ধে সিরাজগঞ্জের ফৌজদারী কোর্টে একসঙ্গে পঞ্চান্নটি মামলা উপস্থিত করেন। তারকচন্দ্র নিজে বুদ্ধি কৌশলে একটির পর একটি করিয়া সমস্ত মামলা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন। তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট বেরী সাহেব তাঁহার বুদ্ধি ও কর্ম্ম-কৌশল দেখিয়া উপযুক্ত জমিদার জ্ঞানে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। স্বীয় সাহস ও বৈষয়িক কর্ম্ম-কুশলতায় তিনি পৈতৃক সম্পত্তির প্রভূত উন্নতি সাধন ও প্রজানুরঞ্জনে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে একদা তারকচন্দ্র মাকড়কোলা গ্রামের নিকটবর্ত্তী পথ দিয়া সাহাজাদপুর যাইতেছেন, এই সংবাদ পাইয়া উক্ত গ্রামের প্রজাগণ তাঁহাকে সাদরে আহ্বান পূর্ব্বক গ্রামের সমস্ত দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে ঐ দুগ্ধের দ্বারা স্নান করাইয়াছিল এবং বহু টাকা নজর ও ভেট-সামগ্রী দান করিয়া সম্মান দেখাইয়াছিল। এইরূপে ১৭ বৎসর পরে মাকড়কোলা মৌজা সান্ন্যালদের কবল হইতে মুক্ত হইয়াছিল। তারকচন্দ্র তাঁহার একমাত্র কন্যা কামিনী দেবীকে কুলীন শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান ফুলিয়া গ্রাম নিবাসী প্রসিদ্ধ **রাজকুমার** মুখোপাধ্যায়ের সহিত মহাসমারোহে বিবাহ দিয়াছিলেন।

নীলকুঠীর সাহেবদের উচ্ছেদ সাধন :—তারকচন্দ্র নীলকুঠীর সাহেবদের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন। একদা বারপাখীয়ার নীলকুঠীর সাহেব সলপের সান্ন্যালদের সঙ্গে বিবাদের সুযোগ গ্রহণ করিয়া

তাঁহার জমিদারীর বহুলাংশ অবৈধরূপে দখল করিয়া নীল চাষ করিয়াছিল। তারকচন্দ্র চিরদিনের জন্য নীলকুঠীর সাহেবদের বারপাথীয়া হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। অন্যান্য স্থানে যেখানেই নীল সাহেবরা প্রজাসাধারণের অত্যাচার করিত সেইখানেই তিনি ঐ অত্যাচারী সাহেবদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিতেন। ১২৯২ সালের ২৯শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।

হরিচরণ:—জগচ্চন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র হরিচরণ ভট্টাচার্য মহাশয় নিষ্ঠাবান ভগবদ্ভক্ত ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। সামাজিক ক্রিয়া কর্মে তিনি যথেষ্ট আনন্দ পাইতেন; তজ্জন্য অর্থ ব্যয়ে কুণ্ঠিত হন নাই। বিষয়-কর্ম্ম-নিরত গৃহীর পক্ষে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মানুসরণ পদ্ধতির স্বরূপ তাঁহার দৈনন্দিন জীবনে প্রতিভাত হইত। হিন্দু ধর্ম্মে, হিন্দুর ক্রিয়াকলাপে তাঁহার যথেষ্ঠ অনুরাগ ছিল। একদা তাঁহার প্রজা নীলকুঠীর সাহেব কে, জে, ফিলিপস্ তাঁহার দর্শনাকাঙ্খায় স্থল-বাড়িহাটীয় আগমন করেন। প্রথমে তিনি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অসম্মত ছিলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে ঐ দিবসেই তাঁহার সহিত সাহেবের সাক্ষাৎ হইলে সাহেব তাঁহাকে ভূস্বামী জ্ঞানে যথেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন করেন।

তিনি তাঁহার চারি কন্যাকে উচ্চ কুলীন বংশে পাত্রস্থ করিয়াছিলেন। প্রথমা কন্যা নিতম্বিনী দেবীকে ফুলিয়া মেলগড়িয়া নিবাসী ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের সহিত, ও দ্বিতীয়া কন্যা মোহিনী দেবীকে ঢাকা জেলার নারিশা গ্রামের কৃষ্ণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ দেন। ইহার পর ফরিদপুর জেলার খালিয়া গ্রাম নিবাসী লালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র অনঙ্গমোহন ও প্রাণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র বিপিনবিহারীর সহিত যথাক্রমে তৃতীয়া কন্যা হেমাঙ্গিনী ও কনিষ্ঠা কন্যা ক্ষিরোদবাসিনী দেবীর বিবাহ হয়। কন্যাগণকে

নিজ নিজ বসতবাটী ও প্রচুর ভূসম্পত্তি প্রদান করিয়া নিজ গ্রামে স্থাপন করিয়াছেন।

ইহা ভিন্ন তিনি কোন কোন অত্যাচারিত ব্রাহ্মণ পরিবারকে নিজ গ্রামে আনয়ন করিয়া ব্রহ্মোত্তর বসতবাটী ও ভূসম্পত্তি দান করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ঐ সকল পরিবার মুক্ত কণ্ঠে তাঁহার যশকীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

দয়া দাক্ষিণ্যে তিনি চিরদিন মুক্ত হস্ত ছিলেন। অতিথি সেবা তাঁহার জীবনের আদর্শ ছিল। অতিথি দেবতা এই জ্ঞানে তিনি অতিথি সেবা করিতেন। পূর্ব্বে "রামনাথ" নামে এক সাধু সম্প্রদায় ছিল। এই সম্প্রদায়ের বহু সাধু একসঙ্গে দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। হরিচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অতিথি সেবার কথা শ্রবণ করিয়া এক গভীর রজনীতে এই সম্প্রদায়ের শতাধিক সাধু তাঁহার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করেন। তিনি ঐ সকল সাধুদের বিশ্রামার্থ বাসস্থান দিয়া এবং পরিতোষভাবে ভোজন করাইয়া আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন।

তিনি প্রজারঞ্জনকারী জমিদার ছিলেন। সলপের সান্যালদের সহিত মকদ্দমায় যখন বহু অর্থ ব্যয় হইতেছিল তখন প্রজাগণ স্বেচ্ছায় মামলা পরিচালনা ব্যয়ের জন্য জমা-ভিক্ষা প্রদান করিয়াছিল।

সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রসার কল্পে তিনি অতীব উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহার জীবিতাবস্থায় গ্রামে মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়। সর্ব্বপ্রকার সদানুষ্ঠানে ও পল্লীহিতানুষ্ঠানে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি খুব আমায়িক স্বভাবের লোক ছিলেন। এমনকি কোনদিন কোন ব্যক্তি বিশেষের সহিতও তাঁহার বিবাদ ঘটে নাই।

পুত্রদ্বয়ের বিবাহদানই তাঁহার শেষ কার্য্য। স্থল সমাজে যতগুলি উল্লেখ-যোগ্য সামাজিক কার্য্য হইয়াছে তন্মধ্যে তাঁহার পুত্রদ্বয়ের বিবাহ উপলক্ষে

সামাজিক ব্যাপার অন্যতম। এই শুভ-বিবাহ উপলক্ষে সমগ্র বঙ্গদেশের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের ঘটক ও কুলীন সম্প্রদায় নিমন্ত্রিত হইয়া স্থল-নওহাটা গ্রামে সমবেত হইয়াছিলেন। আমন্ত্রিত ঘটক ও কুলীনদের লইয়া এক মহতী সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। মহাসমারোহে উক্ত সভার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। বিক্রমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত দক্ষিণাকান্ত ঘটক মহাশয়, ঘটক সম্প্রদায়ের এবং শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, কুলীন সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। এই বিবাহ উপলক্ষে যখন সমগ্র স্থল সমাজ আনন্দে মগ্ন তখন এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটে—পুত্রদ্বয়ের বিবাহ রাত্রেই হরিচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আত্মীয়স্বজন সমাজস্থ সকল ব্যক্তি ও প্রজাসকলের মহাআনন্দের মধ্যে সকলকেই বিষাদসিন্ধুতে ভাসাইয়া ৫৮ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করিলেন। শবদেহ দাহনান্তে স্থল-নওহাটা গ্রামে স্থানীয় এবং আগন্তুক সমস্ত ভদ্র ও জনসাধারণ একটি বিরাট শোক সভার অনুষ্ঠান করেন। সভাস্থ উপস্থিত জনমণ্ডলী নাবালক ও অসহায় পুত্রদ্বয়ের পরিধানে বরাভরণের পরিবর্ত্তে বিয়োগোত্তরীয় দেখিয়া অশ্রুবেগ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। এই অকস্মাৎ মৃত্যুতে হরিচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সদিচ্ছাগুলি অসম্পন্ন থাকিয়া গেল ১৩০১ সনের অগ্রহায়ণ মাসে তিনি স্বর্গারোহণ করেন।

প্রিয়নাথ:—হরিচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দুই পুত্র। প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য জ্যেষ্ঠ ও রামাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কনিষ্ঠ। অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পিতৃবিয়োগ হয়। এই বয়স হইতে সংসারের সকল ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। চারি পুরুষ ব্যাপী সলপের সান্যালদের সঙ্গে যে মকদ্দমা চলিয়া আসিতেছিল তাহা ইঁহার কার্য্যকালে পরিসমাপ্তি ঘটে। এই শতাব্দী ব্যাপী মকদ্দমার যবনিকা পতন হইতে নিজ বিষয়কর্ম্মে মনোনিবেশ করিতে পারিয়াছিলেন। স্বীয় সাহস বৈষয়িক কর্ম্মকুশলতায় তিনি পৈতৃক সম্পত্তির প্রভূত উন্নতি সাধন

নূতন সম্পত্তি বৃদ্ধি ও প্রজানুরঞ্জনে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। বর্তমানে তিনি একজন ধনী ও ক্ষমতাশালী জমিদার বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

তিনি বিষয়কর্ম্মে নিরত থাকিয়াও দৈনন্দিন ধর্ম্মানুষ্ঠান বিস্মৃত হন না। ধনী জমিদার হইয়াও অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া নিয়মিতরূপে পূজা, আহ্নিক ইত্যাদিতে সমস্ত সকালবেলা অতিবাহিত করিয়া থাকেন। তাঁহার মাতৃভক্তি অতুলনীয়। যতদিন তাঁহার মাতাঠাকুরাণী জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি মাতার পাদপদ্ম পূজা না করিয়া জলস্পর্শ করিতেন না। মাতার আদেশে বহু ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানে এবং দুস্থ পরিবারকে সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। পাবনা জেলার ক্ষিদ্রচাপড়া গ্রামের মৈত্র মহাশয়দের প্রতিষ্ঠিত ৺জয়দুর্গা বিগ্রহ মুসলমান দুর্বৃত্ত কর্ত্তৃক অপহৃত হইলে তিনি মাতার আদেশে অষ্টধাতু নির্ম্মিত জয়দুর্গা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার গুপ্ত দানের সীমা নাই।

তাঁহার চারি পুত্র বর্ত্তমান। প্রথম পুত্র অমিয়নাথ ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এল্ পাবনা জজ কোর্টে ওকালতি করিতেছেন। দ্বিতীয় পুত্র গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি-এস্-সি, রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবসা করিতেছেন। তৃতীয় পুত্র বিভূতিভূষণ এম্-এ পড়িতেছেন। তাঁহার দুই কন্যাকে উচ্চ কুলীন বংশে পাত্রস্থা করিয়াছেন। প্রথমা কন্যা সুধীরা দেবীর সহিত চুঁচুড়া নিবাসী যোগেশ্বর পণ্ডিতের সন্তান ৺বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র শ্রীমান্ শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ দিয়াছেন। কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুনীতি বালা দেবীর সহিত খুলনা জেলার সেনহাটি গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বিহারী লাল মুখোপাধ্যায়ের পুত্র প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ দিয়াছেন। কন্যা সুনীতির অকাল বৈধব্যের সংবাদ শুনিয়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বিচলিত হইয়া নিম্নলিখিত সান্ত্বনা বাক্যে শ্রীমতীকে প্রবোধ দিয়াছিলেন—

কল্যাণীয়াসু—

তোমার শোকের সংবাদ পেয়ে ব্যথিত হলুম। সান্ত্বনা দেবার শক্তি কারো নেই। এইমাত্র কামনা করি যে বেদনার দুঃখ তোমাকে মুক্তির পথে নিয়ে যাক, অন্তরকে নির্ম্মল করে তোমার জীবনকে সার্থক করুক। ইতি—
১০ই মাঘ, ১৩৩৯—

শুভানুধ্যায়ী—
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বামাচরণ :—শিবনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বামাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় একনিষ্ঠ কর্ম্মী। তাঁহার কর্ম্মদক্ষতা সর্ব্বজনবিদিত। ২০ বৎসর পূর্ব্বে "সিরাজগঞ্জ লোন কোম্পানী" নামক সিরাজগঞ্জের ব্যাঙ্কটিকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়া নিজ কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিয়া যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। স্থল-বড়াই গ্রামের নারী সমিতি তাঁহার কর্ম্মকীর্ত্তির জ্বলন্ত নিদর্শন। তিনি পরোপকারী। কখনও কোন দুঃস্থ লোক বা ছাত্র তাঁহার দৃষ্টি গোচর হইলে তিনি যথাসম্ভব সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। নিজ পুত্রদ্বয় ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে চরিত্রবান ও উচ্চ শিক্ষিত করিবার জন্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন আশ্রমে এবং মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রতিষ্ঠিত ও স্বামী যোগানন্দ গিরি (বর্ত্তমানে আমেরিকায় আছেন) পরিচালিত রাঁচি ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে অতি শৈশব কালেই প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টার ফলেই তাঁহার পুত্রগণ ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণ উচ্চ শিক্ষিত ও ডিগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছেন। **স্থল সমাজে কেবল মাত্র এই পরিবারেই এতগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষিত ও ডিগ্রীপ্রাপ্ত ব্যাক্তিদের সমাবেশ হইয়াছে।** বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সভায় তিনি কিছুকালের জন্য সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

বামাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র পরিমলকান্তি ভট্টাচার্য্য বি-এ. পাশ করিয়া মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টে কার্য্য করিতেছেন। তৎকনিষ্ঠ কমলকান্তি ভট্টাচার্য্য বি-এ. পাশ করিয়া বি-এল পাঠ্যাবস্থায় আছেন।

মুকুন্দচন্দ্র :—৺তারকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র মুকুন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের মধ্যে পিতার গুণরাশি বহুল পরিমাণে প্রতিভাত হয়। তিনি একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় রাজসাহী বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ১২৭৭ সালে তিনি এণ্ট্রান্স পাশ করেন। তিনি এফ্-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন কিন্তু মস্তিষ্ক রোগে আক্রান্ত হইয়া ছাত্রজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি জমিদারী শাসন সংরক্ষণে বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি অপ্রাপ্ত বয়সে ১৩০১ সালে ইহলীলা সম্বরণ করেন।

তারকচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র **দিগীন্দ্র চন্দ্র** ভট্টাচার্য্য :—যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র ছিলেন। পৈতৃক ভূসম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে তিনি খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন। ন্যায়বিচার জন্য তাঁহার যথেষ্ট সুনাম আছে। তিনি একজন সুদক্ষ ন্যায়পরায়ণ বিচারক ছিলেন। রামরতন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বংশধরগণের মধ্যে তিনিই একমাত্র প্রাপ্তবয়সে, ৭১ বৎসর বয়সে ১৩৩৮ সনের কার্ত্তিক মাসে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

তারকচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র **হীরালাল** ভট্টাচার্য্য মহাশয় খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। এফ্-এ পাশ করিয়া বি-এ পাঠ্যাবস্থায় বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া মাত্র ২৭ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

পূর্ণচন্দ্র—৺মুকুন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দুই পুত্র। কনিষ্ঠ পুত্র পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় একনিষ্ঠ দেশসেবক ও কর্ম্মী। কলিকাতায় রাষ্ট্রীয় মহাসভার (কংগ্রেস) কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া কারাবরণ করিয়াছিলেন।

পাবনা জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের শাহজাদপুর অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতের সেবাকার্য্যে তাহার দান অতুলনীয়। ১৯৩৮ সনে সিরাজগঞ্জ মহকুমায় যে রিলিফ কমিটি গঠিত হইয়াছিল তিনি ঐ কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

গোবিন্দচরণের বংশধরগণের মধ্যে **হেরম্বচন্দ্র ও রামচন্দ্র** জীবনে খুব উন্নতি করিয়াছিলেন। হেরম্বচন্দ্র পাবনা জেলার ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়র ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র চারুচন্দ্র Sub-Deputy Collector ছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র গোপালচন্দ্র এম-এ পাশ করিয়া দমদমার সমবায় ট্রেনিং কলেজে প্রফেসর পদে নিযুক্ত আছেন। রামচন্দ্র নিঃসন্তান। তিনি বগুড়া জেল কোর্টে উচ্চ পদে আসীন ছিলেন।

নন্দলাল:—কৃষ্ণবল্লভের প্রপৌত্র নন্দলাল ভট্টাচার্য্য মহাশয় খুব প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন। তাঁহার দয়া দাক্ষিণ্যের কথা সর্ব্বজনবিদিত। সামাজিক ক্রিয়া কার্য্যে তিনি যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর পুত্রগণ তাঁহার সম্পত্তি অটুট রাখিতে সক্ষম হন নাই।

রাজেন্দ্রলাল:—নন্দলাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র রাজেন্দ্রলাল ঐশ্বরিক ভাবাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সংসার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং নিরুদ্দিষ্ট হন। ১৩৩২ সনে পূজার সময় একবার গেরুয়া বসন পরিহিত জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর বেশে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিন চারি দিন গৃহে থাকিয়া হিমালয় পর্ব্বতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই অবধি তাঁহার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। রাজেন্দ্রলালের পুত্রগণ পৈত্রিক সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

স্থল-নওহাটা গ্রামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

কিঞ্চিদধিক এক শত বৎসর পূর্ব্বে আদি স্থল গ্রামখানি যমুনা-গর্ভে নিমগ্ন হইলে, এই স্থল-নওহাটা গ্রামে হরিদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পৌত্র

ভবানীচরণের পুত্রগণ, বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। সেই সময় হইতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রীতির সহিত বসবাস করিতেছে পাবনা জেলার বহুস্থানে সাম্প্রদায়িক কলহ পরিদৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার বিষ এখানে কোন দিনই দৃষ্ট হয় নাই। অদূরে যমুনা নদী প্রবাহিত হইতেছে; এজন্য গ্রামখানি স্বাস্থ্যাবাসে পরিণত হইয়াছে। গ্রামের খাদ্যদ্রব্য সকল খাঁটী ও সস্তা। এক টাকায় দেড়সের রসোগোল্লা পাওয়া যায়। এখানকার খাঁটি দুগ্ধ ও গাওয়া ঘি অন্যত্র দুর্লভ। ৮২০ তোলায় এ স্থানের এক সের দুগ্ধের ওজন। এই ওজনে সচরাচর দুগ্ধ বিক্রয় হইয়া থাকে। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি গ্রামেই পাওয়া যায়।

গ্রামে ক্ষৌরকার, রজক, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, সূত্রধর, মৎস্যজীবি প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগকে চাকরাণ বাড়ী ও খামার জমি দান পূর্ব্বক জমিদারগণ গ্রামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। এই সকল শ্রেণীর ব্যক্তিগণ স্ব স্ব জাতিগত ব্যবসা করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে। গ্রামের হাট, বাজার, ডাকঘর, সাধারণ পাঠাগার, নাট্য-সমিতি, হরিসভা, ইংরাজী বিদ্যালয়, সাধারণ জলাশয়, পল্লীরক্ষা সমিতি, বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলি এই ভট্টাচার্য্য জমিদার বংশের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত হইয়া উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিতেছে। এই জমিদার বংশ প্রদত্ত ফুটবল মাঠে প্রতিবৎসর "ভট্টাচার্য্য ব্রাদার্স কাপ" প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে।

এই বংশ কর্ত্তৃক অষ্টধাতু নির্ম্মিত ৺লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত আছেন। জন্মাষ্টমী, দোলযাত্রা, প্রভৃতি উৎসব দিবসে প্রতিবৎসর বিশেষ ভাবে উক্ত বিগ্রহের পূজাদি হইয়া থাকে। এই জমিদার পরিবারে প্রতি অমাবস্যা তিথিতে ষোড়শোপচারে ৺কালীমাতার পূজা ভোগাদি হইয়া থাকে। আশ্বিন মাসে পূজার সময় ৺দুর্গামাতার পূজা মহাধুমধামের সহিত হইয়া থাকে। এই বংশে দুর্গা প্রতিমা ঘোর কাল বর্ণে বংশানুক্রমে পূজিত

হইতেছেন। ইহাই এই বংশের দুর্গা প্রতিমার বিশেষত্ব। পূজার সময় থিয়েটার, যাত্রাগান প্রভৃতি আনন্দ অনুষ্ঠানে গ্রামখানি মুখরিত হইয়া উঠে। ভট্টাচার্য্য বংশের প্রত্যেক বাড়ীতে পৃথক পৃথক পূজা হইয়া থাকে।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণার

বজ্রযোগিনী ও আড়িয়লের

কাশ্যপ গোত্র প্রসিদ্ধ পুষীলাল শ্রোত্রিয় বংশের

আড়িয়ল শাখার বংশ তালিকা

ইঁহারা বঙ্গশ্রেণী ব্রাহ্মণ

(রাজবল্লভ, রামজীবন ও সর্ব্বানন্দ চক্রবর্ত্তীর বংশধারা)

মূল পুরুষ মহাদেব ভট্টাচার্য্য

মহাদেব ১। সুত হলায়ুধ ওরফে হলাই ভট্টাচার্য্য ২। সুত চন্দ্রশেখর বাচস্পতি ৩। সুত রঘুদেব মিশ্র ৪। সুত রঘুরাম ওরফে প্রকাশানন্দ ও সর্ব্বানন্দ ৫।

রঘুরাম সুত রামগোপাল চক্রবর্ত্তী ৬। সুত রাজবল্লভ ও রামজীবন ৭। রাজবল্লভ সুত গঙ্গারাম, শিবরাম ও **রামগোবিন্দ** ৮। রামগোবিন্দ সুত কৃষ্ণজীবন, জয়কৃষ্ণ, মণিরাম, ভোলাচন্দ্র, কালীকাপ্রসাদ ও দুর্গাপ্রসাদ (অঃপুঃ) ৯।

কৃষ্ণজীবনের (৯) ধারা

কৃষ্ণজীবন সুত লক্ষ্মীনারায়ণ ও বিশ্বেশ্বর ১০। লক্ষ্মীনারায়ণ সুত রামসন্তোষ, রামগঙ্গা, অযোধ্যারাম ও গুরুরাম ১১।

রামসন্তোষ সুত হরেকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ, রামজয়, রামচন্দ্র ও রঘুনাথ (০) ১২। হরেকৃষ্ণ সুত বিশ্বনাথ ১৩। সুত অমরকৃষ্ণ ১৪।

রামকৃষ্ণ সুত জগন্নাথ, প্রাণকৃষ্ণ (০) ও শিবচন্দ্র (০) ১৩। জগন্নাথ সুত বল ১৪। সুত আনন্দ (০) ও তিলক ১৫।

রাধাকৃষ্ণ সুত সর্বেশ্বর ১৩। সুত রামগোপাল (০) ও রামকুমার ১৪ মকুমার সুত মহেন্দ্র ও গোবিন্দ ১৫। মহেন্দ্র সুত মনোরঞ্জন, নিরঞ্জন, বলাই কৃষ্ণ ১৬। গোবিন্দ সুত জগবন্ধু ও জুড়ানচন্দ্র ১৬।

রামজয় সুত কৃষ্ণদাস, গঙ্গাদাস (০) ও কার্ত্তিক (০) ১৩। কৃষ্ণদাস সুত ঙ্গ, উমাচরণ ও গুরুদাস ১৪। বঙ্গ সুত করুণা ও উমেশ ১৫। উমা সুত রদা (অমৃত) ১৫। সুত গোসাঁই ১৬।

রামগঙ্গা সুত গোপীরাম ১০। সুত কৃষ্ণকান্ত ও গোলকচন্দ্র (০) ১১ ষ্ণকান্ত সুত চন্দ্রকান্ত (উকীল বরিশাল) ১২। সুত রসিকচন্দ্র এম-এ, বি-এল বরিশালের খ্যাতনামা উকীল), কন্যা তারাসুন্দরী (পতি ৺লালমোহন মুখোপ ধ্যায় ও বন্দ্য বংশ প্রণেতা), কেদারেশ্বর, কন্যা উমাসুন্দরী (পতি ৺কেটিক ন্দ্যো, যৌবনে মৃত), কন্যা বামাসুন্দরী (পতি শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায় বি, নাট্যকার ও সাংবাদিক) ১৩।

রসিকচন্দ্র সুত চারুচন্দ্র বি-এল, ও সুরেশচন্দ্র বি-এল্ ১৪। চারু কন্যা ভাবতী ১৫। সুরেশ সুত পরেশ, দীনেশ বি-এ, ভবেশ ও রমেশ ১৫।

কেদারেশ্বর কন্যা গিরিবালা ১৪।

অযোধ্যা সুত গঙ্গাধর ১০। সুত রামনারায়ণ ১১। সুত চন্দ্রমোহন (০) ১২।

ভদ্ররাম সুত গোড়াচাদ, পাঁচকড়ি ও সীতারাম ১০। সীতারাম সুত ন্দকিশোর ১১। নন্দকিশোরের কন্যার নাম অজ্ঞাত।

বিশ্বেশ্বর সুত রামশঙ্কর ১১। সুত রামরাজা, সদাশিব ও রামভদ্র (ওরফে মাই) ১২। রামরাজা সুত রামনিধি ও গোপালকৃষ্ণ (০) ১৩। রামনিধি সুত শান (০), কাশী (০) ও স্বরূপ ১৭। স্বরূপ কন্যা উমাতারা ১৫।

সদাশিব সুত গুরুপ্রসাদ (০) ও গঙ্গাপ্রসাদ ১৩। গঙ্গা সুত দুর্গাচরণ (০) ১৪।

১৪

রামচন্দ্র সুত গঙ্গাগতি ১৩। সুত হরচরণ (০), দেবীচরণ (০), গুরুচরণ (০) ১৪।

হৃষীকেশের (৯) ধারা

হৃষীকেশ সুত রূপরাম (০) ও সোনারাম ১০। সোনারাম সুত রামচন্দ্র ১১। সুত রামদাস, রামকানাই ও গৌরচন্দ্র (গোড়াচাঁদ) ১২।

রামদাস সুত রামগোপাল(০), রামকুমার, কেবলকৃষ্ণ, মাধবরাম কমলাকান্ত ১৩। রামকুমার সুত তারিণীচরণ (০) ১৪। কেবলকৃষ্ণ সুত অভয়চরণ (০) ১৪। মাধবরাম সুত রাধাচরণ (০) ১৪।

কমলাকান্ত সুত রামচরণ ১৪। সুত ত্রিপুরাচরণ ও নবীনচরণ (০) ১৫। ত্রিপুরা সুত কালীচরণ ও মনসাচরণ ১৬। কালীচরণ সুত সত্যচরণ শঙ্কর ১৭।

মনসা সুত কামাখ্যা ১৭। রামকানাই কন্যা করুণাময়ী ১৩।

গৌরচন্দ্র সুত রতন, ভৈরব ও পার্বতী (০) ১৩। রতন সুত চণ্ডীচরণ দুর্গাচরণ, অম্বিকা ও লৌহিত্য ১৪। চণ্ডী সুত গোবিন্দ (০), বিমলা (০) দক্ষিণা ১৫। ভৈরব সুত ১৪। সুত ১৫। সুত আদিকিশোর কালীচরণ, মধু, আশু, কৃষ্ণ ও গুরুদাস ১৬।

মণিরামের (৯) ধারা

মণিরাম সুত সুধারাম, রামরমণ, রামকান্ত ও রাধাকান্ত (ওরফে রামচন্দ্র) (০) ১০। সুধারাম সুত বিদ্যাধর (০), জীবনকৃষ্ণ ও রামকুমার ১১। জীবনকৃষ্ণ সুত চন্দ্রমাধব, কালাচাঁদ, রামদুর্লভ ও গঙ্গাগোবিন্দ (০) ১২। কালাচাঁদ সুত জগৎ (০) ও আনন্দ (০) ১৩। রামদুর্লভের কন্যার নাম অজ্ঞাত। রামরমণ সুত রামকুমার ১১।

রামকান্ত সুত মৃত্যুঞ্জয় ১১। সুত তারাচাঁদ (০), রূপচন্দ্র, তিলক ও হরচ

১২। তিলক সুত অভয়চরণ ও কালীচরণ ১৩। কালী সুত শ্রীনাথ ১৪। হরচন্দ্র সুত জয়চন্দ্র ১৩।

ভবানীচরণের (৯) ধারা

ভবানী সুত রামবল্লভ ও প্রাণবল্লভ ১০।

রামবল্লভ সুত রামরত্ন (০), রামভদ্র ও নরসিংহ ১১। রামভদ্র সুত শম্ভুনাথ ও শিবনাথ ১২। শম্ভু সুত চন্দ্রনাথ (বান্ধব) ১৩। তস্যকন্যা নাম অজ্ঞাত।

শিবনাথ সুত অমরচাঁদ (০), রাজীব(০), পদ্মলোচন (০) ও বিশ্বেশ্বর (ঢেঙ্গর) ১৩। বিশ্বেশ্বর সুত অম্বিকা, বিমলা ও পূর্ণ ১৪।

নরসিংহ সুত কেবল (০), গোকুল, রঘুনন্দন ও গোপীকান্ত ১২। গোকুল সুত পীতাম্বর (০) ও রামনারায়ণ ১৩। রামনারায়ণ সুত শ্যামাচরণ ১৪। সুত ধূর্জ্জটি ও ত্রিগুণাচরণ (সুরেন্দ্র) ১৫। রঘুনাথ ও গোপীকান্তের পুত্র সন্তান নাই, কন্যা আছে।

প্রাণবল্লভ সুত রামসুন্দর, শ্যামসুন্দর, রামমাণিক্য ও গঙ্গাপ্রসাদ ১১।

রামসুন্দর সুত রামনাথ, রাধানাথ ১২। রামনাথ সুত চন্দ্রনাথ, মনোহর (০), তারিণী (০) ও গগন ১৩। চন্দ্রনাথ সুত মহিম (০) ও গোবিন্দ ১৪। গোবিন্দ কন্যা নাম অজ্ঞাত ১৫।

গগন সুত বিপিন (০), নবীন ও অখিল ১৪। নবীন সুত কালীকিঙ্কর ও খোকা ১৫। অখিল সুত বটকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, বিনোদ, মধুসূদন, লালমোহন, বুড়ু, মণিমোহন, নগেন্দ্র ও বিপদভঞ্জন ১৫।

শ্যামসুন্দর সুত হরেন্দ্র ১২। সুত ঈশান (০) ১৩।

রামমাণিক্য সুত সরূপ ও গোলক (০) ১২। সরূপ সুত ভৈরব, জয়চন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র ১৩। ভৈরব সুত কৈলাস ১৪।

গঙ্গাপ্রসাদ সুত ঈশ্বর, মহেশ, আনন্দ (০), বঙ্গ (০) ও কাশী (০) ১২। ঈশ্বর সুত বৈকুণ্ঠ (০) ও শান্তি ১৩। মহেশ সুত উপেন্দ্র ১৩।

কালীকাপ্রসাদের (৯) ধারা

কালীকাপ্রসাদ সুত ভরত ১০। সুত চন্দ্রশেখর (পোষ্য) ও দুর্গাচরণ ১১ দুর্গাচরণ সুত হরেন্দ্রনারায়ণ ১২। সুত কালীকিশোর (০), রামকিশোর (০) ও মহেন্দ্রনারায়ণ ১৩। মহেন্দ্র সুত হরিচরণ, কালীচরণ ও রামচরণ ১৪।

রামজীবনের (৭) ধারা

রামজীবন সুত রামকেশব, রতিরাম ও রঘুরাম ৮।

রামকেশব সুত রুক্মিণীকান্ত ও নন্দরাম ৯। রুক্মিণীকান্ত সুত রামগঙ্গা, কৃষ্ণচন্দ্র ও বৈদ্যনাথ ১০।

রামগঙ্গা সুত যুগলকিশোর ১১। সুত শিবচন্দ্র, ভৈরব ও গোলক (০) ১২ শিবচন্দ্র সুত কৈলাস (পোষ্য) ১৩। কৈলাস সুত পূর্ণ, কেশব ও যোগেশ ১৪ পূর্ণ সুত প্রফুল্ল ১৫। সুত প্রকাশ ও সুভাস ১৬। কেশব সুত বঙ্কিম, সুধা ও বলাই ১৫। যোগেশ সুত কালু ১৫।

কৃষ্ণচন্দ্র সুত কিঙ্কর (০), রাজকিশোর, কেবল ও বংশীবদন ১ রাজকিশোর সুত বৃন্দাবন ১২। সুত কালীপ্রসাদ ১৩। সুত রজনীনাথ ও প্রাণনাথ ১৪। রজনী সুত যতীন্দ্র, নীরেন্দ্র ও সুরেন্দ্র ১৫। প্রাণনাথ সুত চন্দ্রনাথ, বরদা, যামিনী, কামিনী ও রমণী ১৫। কেবল সুত গৌর ১২। সুত হরিচরণ ১৩। বংশী সুত দীনবন্ধু ১২। সুত জগবন্ধু ১৩।

রতিরাম সুত ভবানী ও গোবিন্দ ৯। ভবানী সুত কালীকিঙ্কর (০) ও জয়কৃষ্ণ ১০। জয়কৃষ্ণ সুত হরচন্দ্র ও কালীপ্রসাদ (ফকিরচাঁদ) ১১। হরচন্দ্র সুত লক্ষ্মীকান্ত, গৌরমোহন ও কৃষ্ণচন্দ্র (০) ১২। লক্ষ্মীকান্ত সুত রামচরণ ১৩। সুত মধু ১৪। গৌরমোহন সুত কালীচরণ ১৩। সুত নলিনী ১৪।

রঘুরাম সুত ঘনশ্যাম বাঁশীরাম (০) ৯। ঘনশ্যাম সুত রামপ্রসাদ কীর্ত্তিনারায়ণ ১০।

সর্ব্বানন্দ (৫) চক্রবর্ত্তী বংশ

সর্ব্বানন্দ সুত জগন্নাথ (ইনি বৈষ্ণব হইয়া গোস্বামী হন) ৬। সুত রামচন্দ্র, রামভদ্র (০) ও রামকৃষ্ণ (কামারখাড়া-বাসী) ৭।

রামচন্দ্র সুত সনাতন ও বিষ্ণুরাম (পাঠকপাড়া-বাসী) ৮।

সনাতন সুত মুক্তারাম, হরিগোবিন্দ ও শ্যামসুন্দর ৯। মুক্তারাম সুত গোপীনাথ ১০। সুত গোলক ১১। সুত হরিমোহন ১২।

হরিগোবিন্দ সুত গৌরকিশোর ও বিশ্বম্ভর ১০। গৌরকিশোর সুত মাধব ১১। সুত লক্ষ্মণ ও মনোমোহন ১২। বিশ্বম্ভর সুত জগদানন্দ ১১। সুত বৈকুণ্ঠ ১২। সুত কমলা ১৩।

শ্যামসুন্দর সুত রক্ষারমণ ১০। সুত গগন ও মদন ১১। গগন সুত শচীনন্দন ১২। সুত বিজয় ও বিনয় ১৩। মদন সুত রাইমোহন ১২

এই পৃথীলাল শ্রোত্রিয় বংশের কন্যা সম্প্রদান সর্ব্বদাই ফুলিয়া, খড়দহ মেলের নিকষ কুলীনে হইয়া আসিতেছে। ইদানীং মাত্র ২।১ জনে শ্রোত্রিয় ঘরে কন্যাদান করিয়াছেন।

ঢাকার সাপ্তাহিক পত্র স্বায়ত্ত-শাসন সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত তালিকা দৃষ্টে লিখিত। ২৮।২।৩৯।

কাশ্যপ গোত্র শিমলায়ী শ্রোত্রিয়

দোস্তের রায় বংশ (থানা চুয়াডেঙ্গা, নদীয়া)

মূল পুরুষ প্রয়াণ (১)।

প্রয়াণ :—ইনি একজন গীতবাদ্য বিশারদ ছিলেন। ইঁহার গীতবাদ্য শ্রবণ করিয়া তদানিন্তন বাঙ্গালার নবাব হোসেন কুলী খাঁ মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সভাসদ করিয়া রাখেন এবং প্রয়াণ রায় মহাশয়ের সহিত দোস্ত পাতান এবং প্রয়াণ রায়ের জন্মভূমি গ্রামটী প্রয়াণকে নিষ্কর দেন। প্রয়াণ দোস্তের নিদর্শন স্বরূপ ঐ গ্রামের নাম দোস্ত রাখেন। তদবধি ঐ গ্রামকে লোকে দোস্ত বলিয়া জানে। ঐ বংশের অনেকেই তৌর্যত্রিক বিদ্যায় বিশেষ খ্যাতাপন্ন।

প্রয়াণ (১) সুত ধ্রুবানন্দ, নয়নানন্দ ও জগদানন্দ ২।

নয়নানন্দ সুত রামচরণ ৩। সুত জানকী, বল্লভ, তুলসী ও শ্রীবল্লভ ৪। জানকী সুত হরিনারায়ণ, গঙ্গানারায়ণ, কালীচরণ ও কমলাচরণ ৫। হরিনারায়ণ সুত রুদ্রনারায়ণ, রামনারায়ণ ও রামগোপাল ৬। রুদ্রনারায়ণ সুত রামকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত ও গোবিন্দচন্দ্র ৭। রামকান্ত সুত কালীশঙ্কর ৮। লক্ষ্মীকান্ত সুত রামকিশোর ৯। রামনারায়ণ সুত কৃষ্ণদেব ৭। রামগোপাল সুত রামলোচন ও কৃষ্ণকান্ত, রাজচন্দ্র ও রামচন্দ্র।

গঙ্গানারায়ণ সুত মাণিক ও ভিক্ষরাম ৬। সাং দোস্ত, থানা চুয়াডাঙ্গা, জেলা নদীয়া।

এই বংশের বংশাবলী আর সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। কারণ প্রাচীন ও শিক্ষিত লোক আর কেহই জীবিত নাই। এই বংশে তারাপ্রসাদ রায় ও ভবদেব রায় উভয়ে অদ্বিতীয় বাদক ছিলেন। আমি উভয়কেই স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এই দোস্ত গ্রাম চিত্রা নদীর তীরে। নদীর অবস্থা অতি শোচনীয়। এ স্থান লোকশূন্য ও জঙ্গলময় হইয়া গিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে

এই বংশে বিপিনবিহারী রায় একজন সঙ্গীতজ্ঞ ও পাখোয়াজী ছিলেন। এখন আর ঐ বিদ্যায় পারদর্শী বলিতে কেহ নাই।

প্রয়াগের উৰ্দ্ধতন ধারা পাওয়া যায় না। বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া সম্পূর্ণ ধারাবাহিক বংশাবলী সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। তবে চেষ্টায় থাকিলাম।

ফুলের মুখুটি মধুসূদন মুখোপাধ্যায় এই বংশে বিবাহ করায় বিপক্ষের ঘটক মহাশয় লিখেন যে—

"দোস্তের গোস্ত ভাল, তাতে দিয়ে কদু।
তাই খেয়ে গেলেন বেলগড়ের মধু॥"

জয়দিয়া (ভায়া মাজদিয়া ই-বি-রেলওয়ে) নদীয়া নিবাসী।
শ্রীরাজমোহন মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত। মার্চ্চ, ১৯৩৯।

কাশ্যপ গোত্র হড়গ্রামী শ্রোত্রিয় বংশ বিবরণ

দক্ষ ১। সুত কাক ২। সুত জগ, দাশু ও ভাস্কর ৩। জগ সুত দিগম্বর ৪। সুত পশুপতি ৫। সুত শ্রীকর ও রাঘব (ওরফে কল্যান মিশ্র সিদ্ধান্তবাগীশ) ৬। কল্যান ইনি কুখ্যাতি বাচ্য বিধায় দেশান্তরগত।

কল্যান সুত কমল ৭। সুত রত্নগর্ভ চক্রবর্ত্তী ৮। সুত নীলকণ্ঠ ঠাকুর ৯। সুত জগদীশ তর্কাচার্য্য ১০। সুত রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ ১১।

রাঘব সুত রামভদ্র সার্ব্বভৌম, সনাতন, গোপাল ও কন্দর্প ১২। সাং ইচ্ছাপুর, থানা গোবরডাঙ্গা, ২৪ পরগণা।

রামভদ্র সার্ব্বভৌম সুত গোবিন্দ ১৩। সুত রঘুনাথ ও নারায়ণ ১৪। রঘুনাথ ও সুত রামেশ্বর, মধুসূদন, রাজেন্দ্র ও যাদবেন্দ্র ১৫। রামেশ্বর সুত কৃষ্ণদেব, কাশীশ্বর, চাঁদ ও শ্রীহরি ১৬। কৃষ্ণদেব সুত রামভদ্র ১৭। কাশীশ্বর সুত রামদেব, গোবিন্দদেব, পঞ্চানন, রামচরণ ও হরিবল্লভ ১৭। রামদেব

সুত নীলকণ্ঠ ও রাধাকান্ত ১৮। নীলকণ্ঠ সুত রসিক ১৯। রসিক সুত দেবীপ্রসাদ ও গোবিন্দপ্রসাদ ২০। দেবীপ্রসাদ সুত কেদারনাথ ২১।

গোবিন্দপ্রসাদ সুত শ্যামরাম, নন্দরাম, বিষ্ণুরাম ও মাণিকরাম ২১। শ্যাম সুত পরমানন্দ ২২। সুত চাঁদ ও তিতু ২৩। চাঁদ সুত রামকমল তিতুরাম ২৪। সুত রামমোহন ২৪। নন্দরাম সুত মুক্তিরাম ২৫। বিষ্ণু সুত বেচারাম ২২।

গোবিন্দদেব সুত মহাদেব ১৮।

পঞ্চানন সুত রামচন্দ্র, শ্যামানন্দ ও রামচাঁদ ১৮।

রামচরণ সুত লক্ষ্মীনারায়ণ, রঘুবীর, রামজয়, বিলাসচন্দ্র, কিনু, গোপাল ও তিতুরাম ১৮। লক্ষ্মীনারায়ণ সুত গোকুল, রাজকিশোর ও রাধাকৃষ্ণ ১৯। গোকুল সুত গৌরহরি ২০। সুত কেদার ও মোহনচন্দ্র ২১। রাজকিশোর সুত রামকিশোর ২০। রামজয় সুত তারাচাঁদ (পোষ্যপুত্র) ১৯। সুত রাজকুমার ২০। আনন্দচন্দ্র ২১। গোপাল সুত মাণিক ১৯। সুত বংশীধর ও বাণী ২০। কিনু সুত শঙ্কর,.... পদ্মলোচন ও সদাশিব ১৯।

হরিদেব সুত রামরাম, রামশঙ্কর ও রামলোচন ১৮। রামরাম সুত রিপু-কিঙ্কর ও গোরাচাঁদ ১৯। রিপু সুত রামধন ২০।

রামশঙ্কর সুত কালীপ্রসাদ ও রাজচন্দ্র ১৯। কালীপ্রসাদ সুত গোলক-চন্দ্র ও রাধামোহন ২০। রাজচন্দ্র সুত রামলোচন ও তারাচাঁদ ২০। রামলোচন সুত মহেশচন্দ্র, দীনচন্দ্র ও ভৈরবচন্দ্র ২১। মহেশ সুত মদন-মোহন ও বদন ২২। দীনচন্দ্র সুত শঙ্কর ২২। সুত শিবচন্দ্র ও ভোলানাথ ২৩। শিবচন্দ্র সুত আনন্দচন্দ্র ২৪। ভোলানাথ সুত উমাশঙ্কর ও দয়ারাম ২৪। দয়ারাম সুত ভৈরব, শম্ভু, গৌর, শিবচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, হলধর, ধরণীধর ও নিমাই ২৫। কেশব সুত পণ্ডিত রায় ২৬। সুত শঙ্কর রায় ২৭। সুত রঘুনাথ, রামনাথ, রামনারায়ণ, চাঁদ ও মাধব শঙ্কর ২৮। নিমাই সুত তারিণীচরণ ও বদন ২৬।

রামেশ্বর সুত চাঁদ ১৬। চাঁদ সুত অনন্তরাম ও নীলকণ্ঠ ১৭। অনন্ত সুত ঘনশ্যাম ও রামকান্ত ১৮। ঘনশ্যাম সুত রামসুন্দর ১৯।

শ্রীহরি সুত ষষ্ঠীদাস ও রূপনারায়ণ ১৭। ষষ্ঠী সুত মার্কণ্ডেয় ১৮। রূপ সুত দয়ারাম, বাঞ্ছারাম, বালকরাম ও নিমাইচাঁদ ১৮।

রঘুনাথ সুত মধুসূদন ১৫। সুত রামদেব, পঞ্চানন, রামনারায়ণ ও বিশ্বেশ্বর তর্কালঙ্কার ১৬। রামদেব সুত রামজীবন, কৃষ্ণচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র ১৭। রামজীবন সুত গোপাল, বিষ্ণুরাম ও কৃষ্ণরাম বা রামকৃষ্ণ ১৮। গোপাল সুত মুকুট রায় ১৯। সুত কালীপ্রসাদ, দেবীপ্রসাদ ও চণ্ডীপ্রসাদ ২০। বিষ্ণুরাম সুত দুলাল, নবকিশোর ও রাম রাম ১৯। নবকিশোর সুত ঈশ্বরচন্দ্র ও বৈদ্যনাথ ২০। কৃষ্ণরাম বা রামকৃষ্ণ সুত গঙ্গারাম, হরিনারায়ণ ও শুকদেব ১৯।

গোবিন্দচন্দ্র সুত ষষ্ঠীদাস, রাঘব পঞ্চানন ও বিশ্বেশ্বর ১৮। কৃষ্ণচন্দ্র সুত কালীচরণ ১৮।

রাজেন্দ্র সুত তেকুরাম, কৃষ্ণরাম ও বাঞ্ছারাম ১৬। তেকু সুত দুর্গারাম ১৭। কৃষ্ণরাম সুত গোরাচাঁদ, মুল্লুকচাঁদ ও গোড়াই ১৭। গোরাচাঁদ সুত রুদ্রনারায়ণ ও শিবশঙ্কর ১৮। মুল্লুক সুত গঙ্গাধর ১৮। গোড়াই সুত রামধন ১৮।

যাদবেন্দ্র সুত রামনাথ ১৬। সুত কৃষ্ণরাম ১৭। সুত রামহরি রামমণি, রামলোচন ও রামানন্দ ১৮। রামহরি সুত পরাণ ও রামজয় ১৯। রামানন্দ সুত রামকান্ত ২০।

নারায়ণ চক্রবর্ত্তী সুত রামচন্দ্র ও রামজীবন ১৫। রামচন্দ্র সুত যাদু, রাজারাম ও রামদেব ১৬। যাদু সুত গঙ্গারাম ১৭। রাজারামের বংশাভাব)। রামদেব সুত রামকিশোর ও রামানন্দ ১৭। রামকিশোর সুত রামগোপাল ১৮। সুত অচ্যুতানন্দ চক্রবর্ত্তী ১৯। সুত রামনারায়ণ

২০। সুত পরশুরাম ও কন্দর্প ২১। পরশু সুত রামগোবিন্দ ২২। সুত মধু, মহেন্দ্র রায়, শ্রীকণ্ঠ চক্রবর্ত্তী ও রাঘব চক্রবর্ত্তী ২৩। রাঘব সুত রামদেব, রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার ও রামচন্দ্র ২৪।

রামদেব সুত রামজীবন ২৫। সুত কৃপারাম ন্যায়পঞ্চানন ২৬। সুত রামলোচন ও পদ্মলোচন ২৭।

রঘুদেব সুত কৃষ্ণরাম ২৫। সুত কালীশঙ্কর ও রাধাবল্লভ ২৬। রাধা সুত রামভদ্র সিদ্ধান্ত, বিষ্ণুরাম তর্কবাগীশ, রামকিশোর ও দুর্গারাম বাচস্পতি ২৭। বিষ্ণুরাম সুত আনন্দ রায় তর্কালঙ্কার ২৮। রামকিশোর সুত মাণিকরাম সার্ব্বভৌম ও রামনিধি বিদ্যালঙ্কার ২৮। দুর্গারাম সুত গুরুপ্রসাদ সাং দাঁতিয়া কুমরিয়া, জেলা খুলনা।

কন্দর্প—সুত রামপ্রসাদ, রামকিশোর, রাধাকান্ত ও বিনোদরাম ২২। রাধাকান্ত সুত রামতনু, তারাচাঁদ ও বিনোদ ২৩। বিনোদ সুত গোড়াচাঁদ (পোষাপুত্র) সাং গোপীনাথপুর।

নারায়ণ চক্রবর্ত্তী সুত রামজীবন ১৫। সুত কৃষ্ণরাম ও গোপাল ১৬। কৃষ্ণরাম সুত রামপ্রসাদ, সন্তদাস ও দুলাল ১৭।

রাঘব সুত সনাতন ১২। সুত নারায়ণ ও কৃষ্ণানন্দ ১৩। নারায়ণ সুত রাজেন্দ্র ১৪। সুত রামচন্দ্র ১৫। সুত রত্নেশ্বর ১৬। সুত রামজয়, রামনিধি ও রামহরি ১৭।

কৃষ্ণানন্দ সুত গোবিন্দ ১৪। সুত রামচন্দ্র ১৫। সুত গোপাল ১৬। সুত কিনু ১৭। সুত রামতারণ ১৮।

রাঘব সুত কন্দর্প ১২। সুত রামরাম ১৩। সুত কানু, পদ্মলোচন ও কৃপারাম ১৪।

ভাস্কর মিশ্র সুত কনকেশ্বর। সুত সুবুদ্ধি মিশ্র ৫। সুত শ্রীধর, শ্রীবর, মাধব ও লক্ষ্মীনারায়ণ ৬। শ্রীধর সুত শ্যাম ৭। সুত যাদব ৮।

এই বংশ (ইছাপুর থানা গোবরডাঙ্গা জেলা ২৪ পরগণা), গদখালি, কালিয়া প্রভৃতি স্থানে বিদ্যমান দেখা যায়। কিন্তু সম্পূর্ণ বংশাবলী পাওয়া কঠিন।

জয়দিয়া নিবাসী শ্রীরাজমোহন মুখো প্রদত্ত। মার্চ্চ, ১৯৩৯।

কাশ্যপ গোত্র পীতমুণ্ডী গাঁঞি শ্রোত্রিয়

খুলনা জেলার সাগরদাঁড়ার রায় বংশের একাদশ বংশাবলী

দক্ষ ১। সুত কৌতুক ২। সুত গাউ ও আয়ু ৩।

গাউ সুত পঙ্গু বা পঙ্গ ৪। সুত বিঠোর ৫। সুত মদন ৬। সুত অনিরুদ্ধ ৭। সুত পশুপতি মিশ্র ও ভাবন ৮। পশু সুত ভাগন মিশ্র ৯।

ভাগন সুত গৌর্য্যাচাযা (ইনি প্রথম সাগড়দাঁড়া গ্রামে বাস করেন) ১০। সুত রামচন্দ্র মজুমদার ও কৃষ্ণানন্দ মজুমদার ১১। রামচন্দ্র সুত পুরুষোত্তম শিকদার ১২। সুত কাশীনাথ রায়, রূপচাঁদ রায়, বসন্ত রায় ও সুবুদ্ধি রায় ১৩।

কাশীনাথ সুত জগদানন্দ রায় (পোষ্য পুত্র) ১৪। সুত রাঘব ও রামশরণ (বংশাভাব) ১৫। রাঘব সুত রামনারায়ণ, গোবিন্দ, রামদেব ও রাজারাম ১৬। রামনারায়ণ সুত অনন্ত, কালীচরণ, বিনোদ ও পরশুরাম ১৭। অনন্তরাম সুত নিমু ও মুক্তারাম ১৮। বিনোদ সুত নয়ন ১৮। পরশু সুত আত্মারাম, বলরাম ও মাণিক ১৮। রামদেব সুত রত্নেশ্বর ১৭। সুত উদয়রাম (সাং সাগরদাঁড়ি, খুলনা) ১৮। রাজারাম সুত রঘুরাম অযোধ্যা-রাম, মনোহর ও সীতারাম ১৭।

রূপচাঁদ সুত কন্দর্প, চাঁদ, রতি, রমাকান্ত, গন্ধর্ব, বল্লভ ও গোপীজনবল্লভ ১৪। চাঁদ সুত মদন, সন্তোষ, রাজবল্লভ ও মুকুট ১৫। মদন সুত মহেন্দ্র, কামদেব ও শ্রীরাম ১৬। মহেন্দ্র সুত জয়কৃষ্ণ, রত্নেশ্বর, রাজু ও কৃষ্ণ ১৭।

জয়কৃষ্ণ সুত শিবেশ্বর, মুকুন্দ ও মনোহর ১৮। মনোহর সুত ব্রজমোহন ওরফে ফকিরচাঁদ ১৯। রত্নেশ্বর সুত সীতারাম ও লক্ষ্মীনারায়ণ ১৮। সীতারাম সুত যুগলকিশোর ১৯। কৃষ্ণ সুত হরি ১৮। সুত শ্রীকণ্ঠ ও গৌরীচরণ ১৯। লক্ষ্মীনারায়ণ সুত ভবানীচরণ ১৯। কামদেব সুত রামশরণ, গোবিন্দ ও রামকৃষ্ণ ১৭। রামশরণ সুত রামপ্রসাদ, কিঙ্কর, কেশব ও বলরাম ১৮। বলরাম সুত গোকুলচন্দ্র ১৯। সুত রামকুমার, তারণ ও গৌর ২০। গোবিন্দ সুত রামকৃষ্ণ (বংশাভাব) ১৮। শ্রীরাম সুত গোপাল ১৭। সন্তোষ সুত কৃষ্ণরাম ও উদয়নারায়ণ ১৬। কৃষ্ণরাম সুত রামশরণ, রামনারায়ণ ও রামশম্ভু ১৭। রামশম্ভু সুত অযোধ্যারাম ও রঘুনাথ ১৮। অযোধ্যারাম সুত রাজচন্দ্র, রামরাম ও চন্দ্রশেখর ১৯। রঘুনাথ সুত রামদুলাল, হরানন্দ, রামধন, রামরত্ন ও নীলমণি ১৯। রামনারায়ণ সুত পাচু ১৮।

রাজবল্লভ সুত গোপাল, বিদ্যাধর ও রুদ্ররাম ১৬। বিদ্যাধর সুত ইন্দ্রনারায়ণ, রামাই ও মুক্তারাম ১৭। ইন্দ্রনারায়ণ সুত দর্পনারায়ণ ১৮। মুক্তারাম সুত রাজকিশোর ১৮। রুদ্ররাম সুত শ্রীকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, রামকান্ত ও রতিকান্ত ১৭। শ্রীকৃষ্ণ সুত বৈদ্যনাথ ও ব্রজকিশোর ১৮। রামকান্ত সুত শ্যাম ও বিশ্ব ১৮। রতি সুত ভাগ্যমন্ত, বুদ্ধিমন্ত ও মদনগোপাল ১৮। ভাগ্যমন্ত সুত যদুনন্দন ১৯। সুত রামচরণ, মুণিরাম (০) ও রাজারাম (০) ২০। রামচরণ সুত রামবল্লভ ২১। বুদ্ধিমন্ত সুত মুকুন্দ ১৯। সুত বিষ্ণুরাম ও রামপ্রসাদ ২০। বিষ্ণুরাম সুত রামবল্লভ ২১। মদনগোপাল সুত রামদেব ১৯।

রামদেব সুত টেকু ও শঙ্কর ২০। রামাই বা রামকান্ত সুত মধুসূদন ও রামেশ্বর ১৮। মধু সুত মাধব, কালীচরণ, সীতারাম ১৯। মাধব সুত নিধিকান্ত ২০। কালীচরণ সুত নিধিরাম, আনন্দীরাম ও দয়ারাম ২০। রামেশ্বর সুত বাণেশ্বর ১৯। সুত রামজয় ২০।

গন্ধর্ব সুত শ্রীমন্ত, রাধাকান্ত ও রমাকান্ত ও রমাপতি ১৫। শ্রীম

সুত শ্রীশচন্দ্র ও গোপালচন্দ্র ১৬। শ্রীশচন্দ্র সুত মুকুন্দ, অনন্ত, নন্দরাম, যাদু ও পরাণ ১৭। মুকুন্দ সুত রামচরণ ১৮। সুত প্রসাদ ও দুলাল ১৯। যাদু সুত সন্তোষ ১৮। পরাণ সুত গঙ্গাপ্রসাদ ১৮। গোপাল সুত ছকুরাম, রাজু ও শ্যামাচরণ ১৭। ছকু সুত দুলাল, ঠাকুরদাস ও রাম ১৮।

রাধাকান্ত সুত রামানন্দ, গৌরীকান্ত ১৬। রামানন্দ সুত রাজারাম ১৭। সুত রাম ১৮। গৌরীকান্ত সুত রামবল্লভ ১৭। সুত রাম ও গৌর ১৮ রাম সুত রামকিশোর ১৯। সুত সীতারাম ও মুল্লুকচাঁদ ১০।

রমাপতি সুত রামদেব ১৬। সুত কালীচরণ, দয়ারাম ও রামবল্লভ ১৭। কালীচরণ সুত আনন্দীরাম ও কিষ্ণুরাম ১৮। দয়ারাম সুত নন্দ ১৮। রাম-বল্লভ সুত সীতারাম ও মুল্লুকচাঁদ (সাং কেঁড়াগাছী) ১৮।

রূপচাঁদ সুত বল্লভ ১৪। সুত অভিরাম ১৫। সুত পাঁচু ১৬। সুত নীলাম্বর ১৭। সুত রাধাকৃষ্ণ ও রামমোহন ১৮।

গোপীজনবল্লভ সুত জীবন (সাং কেঁড়াগাছী) ১৫। সুত নাম অ.।৽ ১৬। সুত বিষ্ণুরাম, কৃষ্ণরাম ও জয়রাম ১৭। জয়রাম সুত নন্দরাম ১৮।

পুরুষোত্তম সুত বসন্ত ১৩। সুত লক্ষ্মীকান্ত (সাং ভাদাই) ১৪। সুত শ্রীগর্ভ ১৫। সুত রূপরাম ১৬। সুত রামগোবিন্দ ১৭। সুত মহাদেব, মুকুন্দদেব ও রামদেব ১৮।

মহাদেব সুত রামসন্তোষ, কাশীশ্বর ও কালীচরণ ১৯। রামসন্তোষ সুত কালীকান্ত ও তারা মিশ্র ২০। তারা সুত হংসবীর ও মাধব ২১। হংস সুত গঙ্গাধর ২২। সুত বিশ্বেশ্বর ও রামেশ্বর ২৩। রামেশ্বর বা রাম সুত সুরোত্তম, পুরুষোত্তম ও কেশব ২৪। সুরোত্তম সুত কাশীনাথ ও বামন ২৫। কাশীনাথ সুত জগন্নাথ ২৬। সুত গোপীকান্ত ও নরোত্তম ২৭। গোপী সুত মনোহর, শ্রীধর ও নরসিংহ ২৮। মনোহর সুত মহীধর, সৃষ্টিধর ও রঘুনন্দন ২৯। মহীধর সুত শ্রীধর, শ্রীকর ও শ্রীবর ৩০। শ্রীধর সুত পঞ্চানন, ষড়ানন, গজানন

৩১। পঞ্চানন সুত গুণানন্দ ও দেবকীনন্দন ৩২। গুণানন্দ সুত বৃন্দাবন ও নফরলাল ৩৩। বৃন্দাবন সুত রামরাম, রামভরস ও রামপ্রাণ ৩৪। রামরাম সুত রাজারাম ও রাজকৃষ্ণ ৩৫।

দেবকীনন্দন সুত গোপাল, গোবিন্দ ও মধুসূদন ৩৩। গোপাল সুত চণ্ডীচরণ, কৃষ্ণচরণ, রাধাচরণ ৩৪। চণ্ডী সুত পদ্মনাভ, জনার্দ্দন ও প্রজাপতি ৩৫। পদ্মনাভ সুত নন্দকুমার, কেবলকৃষ্ণ ও রাধাকৃষ্ণ ৩৬। নন্দকুমার সুত, গুরুদাস, চক্রধর ও ত্রিবিক্রম। (সাং ভাদাই)।

জয়দিয়া নিবাসী শ্রীরাজমোহন মুখো: প্রদত্ত। মার্চ্চ ১৯৩৯॥

ঢাকা জেলান্তর্গত ভাওয়ালের রাজবংশ

বজ্রযোগিনীর কাশ্যপ গোত্রীয় শ্রোত্রিয় বংশোদ্ভব

বলিয়া পরিচয় দেন

রাজধানী জয়দেবপুর

(রেল ষ্টেশন জয়দেবপুর—ঢাকা-মৈমনসিংহ রেলওয়ে)

১। বল্লেশ্বর
|
২। রামচন্দ্র
|
৩। নারায়ণ
|
৪। কুশধ্বজ রায়
|
৫। জানকীনাথ
|
৬। শ্রীকৃষ্ণ রায় চৌধুরী
|
৭। জয়দেব
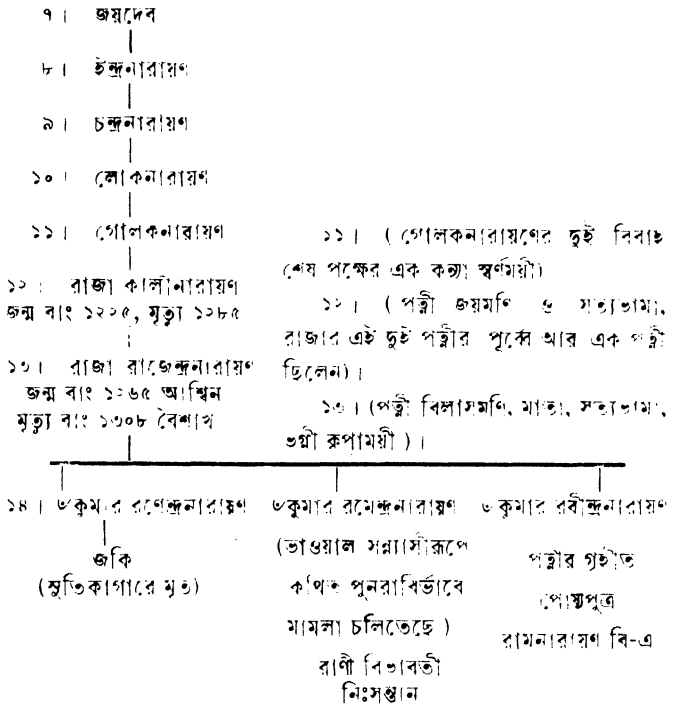
বৈবাহিক সম্বন্ধ

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের শ্বশুর ৺কালীনাথ বড়াল (ভট্টাচার্য্য) সাং বানরীপাড়া, বরিশাল।

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের পুত্রত্রয়ের শ্বশুরের নাম

১। কুমার রণেন্দ্রনারায়ণের শ্বশুর, ৺ সুরেন্দ্রলাল মতিলাল (নিবাস বৌবাজার, কলিকাতা)।

২। কুমার রমেন্দ্রনারায়ণের শ্বশুর ৺বিষ্ণুপদ বন্দোপাধ্যায় (নোয়াপাড়া, হুগলী)।

৩। কুমার রবীন্দ্রনারায়ণের—শ্বশুর ৺ আনন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (নিবাস হারিয়া পং সোনারগাঁও—ঢাকা)।

রাজকন্যাগণের পরিচয়

১। গোলকনারায়ণ সুতা রাজা কালীনারায়ণের বৈমাত্রেয় ভগ্নী ৺স্বর্ণময়ী দেবীর স্বামী ৺রামমোহন মুখোপাধ্যায় (৺নারায়ণ ঠাকুর—শঙ্কর মুখোর বংশ)।

২। রাজা কালীনারায়ণ সুতা ৺কৃপাময়ী দেবীর স্বামী ৺বিলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (নারায়ণ ঠাকুর-বৃন্দাবন বংশ)।

৩। রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ সুতা ৺ইন্দুময়ী দেবীর স্বামী ৺গোবিন্দ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (নারায়ণ ঠাকুর--বৃন্দাবন বংশ)।

৪। রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ সুতা শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর স্বামী ৺জগদীশ মুখোপাধ্যায় (নারায়ণ ঠাকুর-শিবপ্রসাদ বংশ)।

৫। রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ সুতা শ্রীতরিণ্ময়ী দেবীর স্বামী শ্রীব্রজলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (বন্দ্য শ্রীধর চক্রবর্ত্তী বংশ)।

এই রাজ বংশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১। রত্নেশ্বর ঢাকা বজ্রযোগিনীবাসী ছিলেন। ইনি বিক্রমপুর বজ্রযোগিনীর বিখ্যাত কাশ্যপ গোত্রীয় পুর্ণীলাল শ্রোত্রিয়।

৪। কুশধ্বজ মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে উকীল ছিলেন। তিনি দৌলত-গাজীর মকর্দ্দমা জয় করিয়া জয়দেবপুরের নিকট চাঁদনা গ্রাম পুরস্কার স্বরূপ পান। নবাব হইতে রায় উপাধি প্রাপ্ত হন এবং মাধব বিগ্রহসহ চাঁদনায় আগমন করেন।

৬। শ্রীকৃষ্ণ রায় নবাব হইতে চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হন।

১২। কালীনারায়ণ রায় বাহাদুর ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট হইতে রাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৩। রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট হইতে রাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সাহিত্যরথী রায় ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর বাহাদুর সি-আই-ই ভাওয়াল রাজ ষ্টেটের সুযোগ্য প্রতিষ্ঠাবান চীফ্ ম্যানেজার ছিলেন। তাঁহারই সময় রাজ্যের বহুবিধ উন্নতি সাধিত হয়।

স্বভাব-কবি ৺শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় এই রাজ্যের একজন শ্রেষ্ঠ নায়েব ছিলেন। তাঁহারই সময় ভাওয়াল রাজ্যের অধিকাংশ পরগণার করবৃদ্ধি ও প্রজা সুশাসনে আইসে। এরূপ আদর্শ পুরুষ অতি অল্পই দৃষ্টিগোচর হয়।

ভাওয়ালের অন্তর্গত তারাগঞ্জের নিকট একডালা দুর্গ অবস্থিত। উহা পালবংশীয় রাজাদের বা ভূঞারাজাদের নির্ম্মিত বলিয়া কথিত। উহা ১৫৫৩ ও ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে দুইবার দিল্লীর সম্রাট কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, কিন্তু উহা অজেয়ই থাকে।

ইহার বৃত্তান্ত Taylor's Topography of Dacca, Page 115 এ আছে।

কাশ্যপ গোত্রীয় দক্ষ বংশ সম্ভূত

৺গঙ্গানারায়ণ ঠাকুরের সন্তান

স্বভাব ফুলেমেল (রামচন্দ্র হইতে বীরভদ্রী থাক)

গঙ্গানারায়ণের অধস্তন কএক পুরুষ নিম্নে

গুপি ১। রামকৃষ্ণ ২। কৃষ্ণবল্লভ ৩। জনার্দ্দন ৪। বিশ্বেশ্বর ৫। রামকিশোর ৬। রামগোপাল ৭। কৃপারাম ৮। রামচন্দ্র ৯।

এই রামচন্দ্র কলিকাতায় সিমলার গোস্বামী বাড়ী বিবাহ করিয়া বীরভদ্রী ভাবাপন্ন হইয়াছেন। ইঁহার ৫ পুত্র। যথাঃ—

নারায়ণচন্দ্র (নিবাস পেনেটী), হরচন্দ্র(নিবাস খড়দহ), মহেশচন্দ্র (নিবাস জোড়াসাঁকো, কলিকাতা), হরিশচন্দ্র (নিবাস জোড়াসাঁকো, কলিকাতা) ও ঈশ্বরচন্দ্র (জোড়াসাঁকো, কলিকাতা) ১০।

নারায়ণচন্দ্র ও হরিশ্চন্দ্রের বংশ নাই।

হরচন্দ্র সুত কালীচরণ ও প্রসন্ন ১১।

মহেশচন্দ্রের ৫ পুত্র ও ২ কন্যা যথা—১ চণ্ডীচরণ (বংশ নাই), ২ কৃষ্ণলাল, ৩ কানাইলাল, ৪ রামকৃষ্ণ (বংশ নাই) ও ৫ কালীকৃষ্ণ এবং কন্যা কামিনী ও যোগমোহিনী ১১।

কৃষ্ণলাল সুত লালবিহারী ১২। সুত রাসবিহারী, পান্নু ও গনি ১৩। কানাইলাল সুত নৃপেন্দ্রলাল (বংশ নাই) ১২।

কালীকৃষ্ণের ৩ পুত্র ও ৮ কন্যা যথা :—১ পঞ্চানন, ২ মহানন্দ ও জগদানন্দ এবং কন্যা ভুবনেশ্বরী, রাজলক্ষ্মী, কাত্যায়নী, দুর্গাদেবী, লীলাবতী, পদ্মাবতী, ভবরাণী ও মুক্তকেশী ১২।

পঞ্চাননের ৪ পুত্র ও ১ কন্যা যথা :—কাশীনাথ, অঘোরনাথ, অমরনাথ ও অনাদিনাথ এবং কন্যা ইন্দুবালা ১৩।

১০। ঈশ্বরচন্দ্র সুত কিশোরলাল, মাণিক ও মণি ১১। কিশোরলাল সুত বৈদ্যনাথ ১২।

বৈবাহিক সম্বন্ধ

মহেশচন্দ্রের ১মা কন্যা কামিনী দেবীর স্বামী রুক্মিণী মুখোপাধ্যায়। সাং দর্জ্জিপাড়া কলিকাতা। ২য়া কন্যা যোগমোহিনী (বাল্য বিধবা, বংশ নাই) স্বামী ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়।

কালীকৃষ্ণের ১মা কন্যা ভুবনেশ্বরীর স্বামী হিরালাল মুখোপাধ্যায়। সাং রিষড়া, জেলা হুগলী।

২য়া কন্যা রাজলক্ষ্মীর স্বামী ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় সাং বোড়াল, জেলা ২৪ পরগণা।

৩য়া কন্যা কত্যায়ণীর স্বামী মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সাং কলিকাতা।

৪র্থা কন্যা দুর্গাদাসীর স্বামী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সাং জৌগ্রাম, জেলা বৰ্দ্ধমান।

৫মা কন্যা লীলাবতীর স্বামী প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাং খড়দহ, জেলা ২৪ পরগণা।

৬ষ্ঠা কন্যা—পদ্মাবতী স্বামী ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় সাং খড়দহ, জেলা ২৪ পরগণা।

৭মা কন্যা—ভবরাণীর স্বামী নরেন্দ্রনাথ সাং বহুবাজার, কলিকাতা।

৮মা কন্যা—মুক্তকেশীর স্বামী গুণেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সাং সিমলা

২৮ নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে
শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত। ১৩।৩।৩৯

কাশ্যপগোত্র পালধি গ্রামী শ্রোত্রিয়ের অন্যান্য ধারা

(১০৫—১০৮ পৃঃ পর পাঠ্য)

নিম্নলিখিত তালিকার সহিত পূর্ব্ব তালিকার কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও আমরা উভয় তালিকার সামঞ্জস্য করিবার জন্য উভয় তালিকার পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়া উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে দিতে ইচ্ছা করি না। এই পুথির যেরূপ পাঠ আছে তাহাই লিখিত হইল।

চুপী কাষ্ঠশালা পালা পালধি বংশ

গোবিন্দ রায় (১০৬ পৃষ্ঠার রামগোবিন্দ রায় একই ব্যক্তি)।

২২। গোবিন্দ সুত রঘুনন্দন রায় ও রাজীববল্লভ ২৩।

২৩। রঘুনন্দন সুত রামনারায়ণ ও রাজারাম ২৪। (রঘুনন্দনের ধারা পূর্ব্ব তালিকায় নাই)।

২৪। রামনারায়ণ সুত কৃষ্ণদেব ২৫। সুত উদয়নারায়ণ ২৬।

২৬। উদয় সুত দর্পনারায়ণ ও প্রতাপনারায়ণ ২৭।

২৭। দর্পনারায়ণ সুত পার্ব্বতীচরণ, ভগবতীচরণ, শিবচরণ, চণ্ডীচরণ ও রাজচন্দ্র রায় ২৮

২৭। প্রতাপনারায়ণ সুত হরিনারায়ণ, রামরাম, রূপনারায়ণ ও কৃষ্ণচন্দ্র ২৮

২৪। রাজারাম সুত গোপালচন্দ্র রায় ২৫।

২৫। গোপাল সুত নন্দকিশোর, রাজকিশোর, শঙ্কর, রসিক ও দয়ারাম রায় ২৬। সাং কায়েতহাসনহাটী, থানা চুয়াডাঙ্গা, নদীয়া।

২৬। শঙ্কর সুত রামজয়, ভৈরব, রাজচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র ২৭। সাং হাসনহাটী, নদীয়া।

২৬। দয়ারাম সুত জগন্নাথ, দেবীপ্রসাদ, রঘুনাথ ও বাঞ্ছারাম ২৭।

২৩। রাজীববল্লভ (১০৬ পৃঃ রাজীবলোচন আছে) সুত রত্নেশ্বর বাসুদেব, রামনাথ ও রাধাকান্ত ২৪। ১০৬ পৃঃ ইহারা পৌত্র স্থানীয়। বাসুদেবের ধারা ১০৭ পৃষ্ঠার সহিত মিল আছে। সুতরাং উহা এখানে লিখিত হইল না।

২৪। রত্নেশ্বর সুত রাঘবেন্দ্র, রামচন্দ্র ও রাজকিশোর ২৫।

২৫। রামনাথ সুত রামভদ্র (১০৭ পৃঃ রামচন্দ্র আছে) ২৬।

২৬। রামভদ্র সুত কৃষ্ণচন্দ্র, রাধাকান্ত, মৃত্যুঞ্জয় (ওরফে ঠাকুরদাস), রামরাম, শিবু ও হরি ২৭। সাং কাকশালী, মুর্শিদাবাদ।

২৫। ব্রজকিশোর সুত নন্দকুমার, রঘুনাথ ও রামলোচন ২৬। (রাম-লোচনের নামটী ১০৬ পৃঃ নাই)।

২৬। রামলোচন সুত গোবিন্দ ও শ্রীনাথ ২৭।

২৭। গোবিন্দ বা শ্রীনাথ সুত গগনচন্দ্র, জগন্নাথ, দেবীবর ও রঘুনাথ ২৮ সাং কুড়ারিগাছী, থানা দামুরহুদা, নদীয়া।

২৮। সুত রামরাম রায় ২৯। (ইনি গগন প্রভৃতি একজনের পুত্র)।

২৯। রামরাম সুত গঙ্গাধর ও বিশ্বেশ্বর ৩০।

৩০। গঙ্গাধর সুত অন্নদাপ্রসাদ রায় ৩১। সাং কাকশালী।

ত্রিবেণী নিবাসী পালধি বংশের রত্ন এবং বিদ্বৎকুল তিলক জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের উর্দ্ধতন পুরুষের পরিচয় এখনও সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

পোড়াদিয়ার ভাটদিয়ার পালাধ রায় বংশ।

রূপচাঁদ রায় এই বংশের আদি পুরুষ। উর্দ্ধতন পুরুষের নাম বহু অনুসন্ধানেও আমরা প্রাপ্ত হই নাই।

১। রূপচাঁদ সুত রঘুদেব, ভাগ্যমন্ত, মুণিরাম, শুকদেব ও কামদেব ২।

২। রঘুদেব সুত হরিরাম ৩। সাং পোড়াদিয়া।

৩। হরিরাম সুত দুর্গারাম, শ্যাম, বিনোদ ও বিজয়নারায়ণ ওরফে বৈজনারায়ণ ৪।

৪। দুর্গারাম সুত মাণিক, নিপু, রাজচন্দ্র ও ভৈরব ৫।

৫। মাণিক সুত রামমোহন ও শম্ভুচন্দ্র ৬।

৪। শ্যাম সুত গোকুল ৫।

৪। বৈজনারায়ণ সুত রামপ্রসাদ ও শিবপ্রসাদ ৫ সাং ভাটদিয়া, পোড়াদিয়া।

২। ভাগ্যমন্ত সুত বাসুদেব ৩। সুত গোবিন্দদেব ৪।

৪। গোবিন্দ সুত রামকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত ও মণিরাম ৫।

৫। মণিরাম সুত বাণেশ্বর ৬। সুত শিবনারায়ণ ৭।

৭। শিবনারায়ণ সুত রামচন্দ্র ৮। সাং পোড়দিয়া।

২। শুকদেব সুত সন্তোষ ৩।

৩। সন্তোষ সুত রামপ্রাণ, যশবন্ত, সর্বেশ্বর ও রামসুন্দর ৪। সাং ভাটাদিয়া।

২। কামদেব সুত নরসিংহ ও মহাদেব ৩।

৩। মহাদেব সুত অনন্তদেব ও আত্মারাম ৪।

৪। আত্মারাম সুত কৃষ্ণরাম ও জগন্নাথ ৫।

৫। কৃষ্ণরাম সুত রামধন ৬। সাং ভাটদিয়া।

জয়দিয়া নিবাসী শ্রীরাজমোহন মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত। মার্চ্চ, ১৯৩৯।

কাশ্যপগোত্র ভুরিষ্টাল শ্রোত্রিয়

শান্তিপুর ভামাচিকা বাড়া

ভামাচিকা ভট্টাচার্য্যগণ ভৈরব বা তাঁহার পিতা হইতে শান্তিপুরে বাস করেন। ভৈরবের পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম অজ্ঞাত।

ভৈরব ১। সুত বিষ্ণু ও শ্যামাচরণ ২। বিষ্ণু সুত নৃত্যগোপাল (শান্তিপুর মিউনিসিপাল স্কুলের শিক্ষক ছিলেন) ৩। সুত নৃপেন্দ্রনাথ, ভুজেন্দ্র, ধীরেন্দ্র, বলাই ও কন্যা হেমলতা (স্বামী জয়গোপাল মুখো, শান্তিপুর) ৪।

নৃপেন্দ্রনাথের ৪ কন্যা ও তিন পুত্র। নৃপেন্দ্র এক্ষণে চন্দননগরের এ-এস্-এম্। ভুজেন্দ্রের ৪ কন্যা। ধীরেন্দ্রের স্ত্রী কমলা শান্তিপুরের জমিদার বংশের দাসু রায়ের কন্যা।

শ্যামাচরণ সুত কালীপ্রসন্ন (৩), কেদার, পূর্ণ ও প্রতাপ ৩। কেদার কন্যা সলামণি (স্বামী হরিচরণ গোস্বামী) ৪। পূর্ণ কন্যা পাচু ও মণি (স্বামী অবিনাশ রায়, মামুদপুর, বর্দ্ধমান)

প্রতাপ সুত রাজেন্দ্র (বি-এন-আর এ কর্ম্ম করেন) ৪। সুত সিদ্ধেশ্বর, জগবন্ধু ও তুলসীচরণ ৫।

খুলনা জেলার লখপুরে এবং নিজ শান্তিপুরে ইহাদিগের ভূসম্পত্তি ছিল। বাড়ীতে মধ্য ইংরাজী স্কুল পূজা পার্ব্বণ ছিল। কিন্তু কালের গতিতে সে সব অন্তর্হিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বংশধরগণের কৃতি সন্তানেরা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য যত্নবান হইলে আমরা সুখী হইব।

শ্রীহরিচরণ গোস্বামীর নিকট অনুসন্ধানে লিখিত।
১৮ই এপ্রিল, ১৯৩৯।

কাশ্যপগোত্র ধনবিজয় প্রমুখ মধুসূদন (২১) সুত রামকৃষ্ণের (২২) ধারা (৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

শান্তিপর ঘোড়াঘেটে বাড়ী

ইহারা কএকপুরুষ হইতে ভঙ্গ।

মধুসূদন ২১। রামকৃষ্ণ ২২। রামশরণ ২৩। পুরুষোত্তম ২৪। জগন্নাথ ২৫। রামশঙ্কর, ভোলানাথ ও নীলকমল ২৬। রামশঙ্কর সুত হরচন্দ্র, রামচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র ২৭। হরচন্দ্র সুত গোবিন্দ ও যোগেশ্বর ২৮। যোগেশ্বর সুত ক্ষেত্র ও কান্তি ২৯।

শম্ভুচন্দ্র সুত তিনকড়ি ২৮। সুত নরেন্দ্র (হেড ক্লার্ক কুষ্টিয়া মিউনিসিপ্যাল আফিস), সুরেন্দ্র (পুলিস দারোগা ছিলেন), হরেন, ধীরেন

(অবসরপ্রাপ্ত পি-ডব্লু-ডি অফিসার একণে এলাহাবাদ ১৬ নং সাউথ মালাকারে অবস্থান করেন) ও জিতেন ২৯।

নরেন সুত নিমু ও বিরু ৩০। নিমু সুত খোকা ৩১।

সুরেন সুত রঞ্জন, রমেন, অনিল, নাড়ু ও ভণ্ডুল ৩০।

হরেন সুত নৃপেন্দ্র ৩০। সুত খোকা ৩১।

ধীরেন সুত বিজন, প্রবোধ, মণ্টু, গোপাল ও মন্নু ৩০

জীতেন সুত খোকা ৩০।

ভোলানাথ সুত শ্রীরাম, পীতাম্বর ও শিবচন্দ্র ২৭। শিবচন্দ্র সুত গোপীনাথ ২৮। সুত উপেন্দ্র ২৯। সুত কালাচাঁদ (বড় বাবু ক্লাইভ জুট মিলস্), আশুতোষ ও জ্ঞানেন্দ্র ৩০। কালাচাঁদ সুত মণিমোহন ও ফণীমোহন ৩১।

শ্রীযুক্ত তুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় বি-এ, বি-টি প্রদত্ত। এপ্রিল, ১৯৩৯।

৺বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(বংশাবলী ৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ বাবু বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ১২ই নবেম্বর শুক্রবার প্রাতে কলিকাতার ৯এ, সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীটস্থ আবাস বাটীতে পঁচাত্তর বৎসর বয়সে সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। তিনি ভারত গৌরব ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সুসাহিত্যিক পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র এবং মনীষী ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ জামাতা ছিলেন। সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন পূর্ব্বক তিনি তাঁহার প্রথিতযশা পূর্ব্বপুরুষগণের কাঁটালপাড়াস্থ বাস্তুভিটা ও মন্দিরাদির সংরক্ষণ ও ব্রাহ্মণোচিত নৈষ্ঠিক ক্রিয়া-কলাপ, ধ্যানধ্যান অব্যাহত রাখিয়া সুপ্রসিদ্ধ চট্টোপাধ্যায় বংশের প্রাচীনধারা ও বৈশিষ্ট্য যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তাঁহার স্ত্রী, সাতটি পুত্র, পাঁচটি কন্যা ও তাঁহাদের বহু সন্তানসন্ততি বিদ্যমান। (আনন্দ বাজার ২০শে কার্ত্তিক, ১৩৪৪)।

শান্তিপুরের শোভাকর ভট্টাচার্য্য বংশ।

[শ্রীহরিনাথ ভট্টাচার্য্য লিখিত]

নদীয়া জেলার শান্তিপুর নগর যেমন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রাচীন স্থান, এখানকার শোভাকর ভট্টাচার্য্য বংশ তেমনই বাঙ্গালার অন্যতম প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশ। এই বংশীয়গণ রাঢ়ী শ্রেণীর কাশ্যপ গোত্র সম্ভূত কুলক্রিয়ান্বিত বংশজ, সামবেদী, কুসুমশাখী এবং বংশানুক্রমে নিরবচ্ছিন্নভাবে মহাশক্তির উপাসক। বহু সিদ্ধ সাধক, বহু ত্যাগী তপস্বী, বহু বিখ্যাত-কীর্ত্তি কবি, বহু দেশপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও স্মার্ত্ত পণ্ডিত এই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। শোভাকর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন এবং কঠোর তপস্যার ফলে শক্তি-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সেই মহাপুরুষের নামানুসারেই এই বংশের নামকরণ হইয়াছে।

শান্তিপুরে শোভাকর-সন্তানেরা সংখ্যায় অতি অল্প হইলেও, গুরু-পুরোহিতরূপে অধিকাংশ রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত বলিয়া, ইহাঁরা সমাজে প্রতিষ্ঠান্বিত। গোস্বামী ভট্টাচার্য্য পাড়ায় এই বংশের কয়েকটি পরিবার দুই শত বৎসর কাল পুরুষানুক্রমে বাস করিতেছেন। ইহাঁরা 'ভট্টাচার্য্য' নামে সুপরিচিত, সৎকর্ম্মান্বিত, সদাচার-সম্পন্ন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনারত। এই বংশে এখন ইংরেজী শিক্ষা ও চাকুরী আরম্ভ হইলেও, বংশপরম্পরাগত প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠান বর্জ্জিত হয় নাই।

শোভাকর-বংশের ইতিহাস খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। বঙ্গাধিপতি মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জ (বা কান্বকুব্জ) হইতে যে পাঁচ জন বেদজ্ঞ সাগ্নিক ব্রাহ্মণসত্তমকে বাঙ্গালায় আনিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি কাশ্যপগোত্র-সম্ভূত, তিনিই বঙ্গদেশে শোভাকর চট্টোপাধ্যায়ের আদিপুরুষ। এক মতে তাঁহার নাম বীতরাগ উপাধ্যায়; অন্য মতে তাঁহার নাম দক্ষ। মহারাজ আদিশূরের

আহ্বানে বীতরাগ বাঙ্গলায় আসিয়াছিলেন, কি দক্ষই আসিয়াছিলেন, তাহা লইয়া ইতিহাসে মতভেদ থাকিলেও, দক্ষ যে বীতরাগেরই পুত্র, তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। অন্যতম প্রাচীন কুলগ্রন্থ "কুলতত্ত্বার্ণবে"র মতে বীতরাগ মহারাজ আদিশূর কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে আনীত হইয়াছিলেন এবং কান্যকুব্জ হইতে আসিয়া প্রথমে আদিশূরের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে ও পরে কামঠী গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। আদিশূরের মৃত্যুর পর মহারাজ ভূশূর মগধাধিপতি ধর্ম্মপালের ভয়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ত্যাগ করিয়া রাঢ়দেশে পলাইয়া আসেন সেই সময়ে তিনি পাঁচ গোত্রের পাঁচ জন ব্রাহ্মণকেও সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। বীতরাগের পুত্র দক্ষ এই পাঁচ জনের অন্যতম। রাঢ়দেশে বাস হেতু দক্ষ প্রভৃতি পঞ্চ ব্রাহ্মণের 'রাঢ়ী' সংজ্ঞা হয়। * দক্ষ তাঁহার পিতার মতই বেদবিদ্যাবিশারদ ছিলেন। দক্ষের ১৪টি পুত্রও বিদ্বান্ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কোন কোন গ্রন্থে দেখা যায়, দক্ষের পুত্র ১৬টি। এই ১৪ বা ১৬ জনকেই মহারাজ ক্ষিতিশূর রাঢ়দেশে ১৪ খানা বা ১৬ খানা গ্রাম দান করিয়াছিলেন। যিনি যে গ্রাম পাইয়াছিলেন, সেই গ্রামের নাম অনুসারে তাঁহার সেই গ্রামী সংজ্ঞা হয়। দক্ষের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলোচন 'চট্ট' 'বা 'চাটতি' বা 'চাটুতি' গ্রাম পাইয়াছিলেন; এই কারণে তাঁহার চট্টগ্রামী, চাটতি-গ্রামী বা চাটুতি-গ্রামী সংজ্ঞা হইয়াছিল। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের বংশ-বিস্তারের পর তাঁহাদের পরিচয় জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করা হইত,—কোন্ গ্রামী বা কোন্ গাঁই? এইরূপে 'গ্রামী'র অপভ্রংশ 'গাঁই' কথাটি গোত্রের পরেই সামাজিক পরিচয়রূপে প্রচলিত হয়। সুলোচন সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং সর্ব্বগুণে তাঁহার ভ্রাতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

---

* "ভট্টনারায়ণো দক্ষ শ্ছান্দড়ো হর্ষসংজ্ঞকঃ॥ বেদগর্ভো দ্বিজাশ্চৈতে সহ ভূশূর-ভূভৃতা। পূর্ব্ববাসন্তু সন্ত্যজ্য রাঢ়দেশমুপাগতাঃ॥ * * রাঢ়দেশে কৃতে বাসে তে দ্বিজাঃ পঞ্চসংখ্যকাঃ। রাঢ়ীয় ইতি বিখ্যাতা দেশ-নামানুসারতঃ॥"—'কুলতত্ত্বার্ণব' ৯৩—৯৬ শ্লোক।

ক্ষিতিশূরের পুত্র ধরাশূর রাজা হইয়া যখন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগকে 'কুলাচল' ও 'সৎশ্রোত্রিয়' এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন, সুলোচনের পুত্র তখন কুলাচল' মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। সুলোচনের পুত্রের নাম বাসুদেব; বাসুদেবের চারি পুত্র—নায়িকদেব, রূপকদেব, ধরাদেব ও মহাদেব। নায়িকদেবের পুত্র হার ও নার। নারের পুত্র বরাহ, শ্রীকর ও শ্রীধর। শ্রীকরের পুত্র বহুরূপ, পশুপতি ও সোম। এই বহুরূপ চট্টোপাধ্যায়ই রাজা বল্লাল সেন কর্ত্তৃক চট্টবংশের প্রথম কুলীন রূপে পূজিত হন।

বহুরূপ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্রের নাম গাহী। তিনিও বাঙ্গালার রাজা মাধব সেনের সময়ে কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। গাহীর পুত্র সর্ব্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায় অবসথ যজ্ঞ করিয়া 'অবসথী সর্ব্বেশ্বর' নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণের নিজকৃত দ্বিতীয় সমীকরণের সময় সর্ব্বেশ্বরও কৌলীন্য লাভ করেন। সর্ব্বেশ্বরের পুত্র অচ্যুত দশম সমীকরণের সময় কুলীন হইয়াছিলেন। অচ্যুতের পুত্র মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় একবিংশ সমীকরণের সময় কৌলীন্য মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। মদনমোহনের পুত্র শোভাকর চট্টোপাধ্যায়।

শোভাকর চট্টোপাধ্যায়ের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধ-প্রপিতামহ এবং অতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহ, এই ঊর্দ্ধতন পাঁচ পুরুষ বল্লাল সেনের সময় হইতে বরাবর কুলীন ছিলেন। মুসলমানেরা বাঙ্গালার আধিপত্য লাভ করিলে কৌলিন্য ব্যবস্থার পারম্পর্য্য রক্ষায় ব্যতিক্রম ঘটিতে থাকে। অতঃপর খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে হিন্দুধর্ম্মপ্রিয় এক যবন ভূপতি গৌড় রাজ্য অধিকার করিয়া হিন্দুনরপতিগণের পন্থানুসরণে ব্রাহ্মণগণের কৌলীন্য পুনঃ প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হন এবং বন্দ্যবংশীয় দেবীবর নামে এক ব্রাহ্মণকে কুলাচার্য্যের পদে নিযুক্ত করেন। ইনিই সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দেবীবর ঘটক। আর এই যবন ভূপতির নাম

ইউসুফ শাহ। দেবীবর কৌলীন্য প্রবর্ত্তন করিতে যাইয়া দেখেন যে, কুলীন-সন্তানগণের মধ্যে অনেক দোষ প্রবেশ করিয়াছে; তাই তিনি কৌলীন্য ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে কুলীনদের মধ্যে 'মেল বন্ধনের'ও ব্যবস্থা করেন। একই প্রকার দোষ যুক্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কুলীনগণের বৈবাহিক আদান-প্রদানের এক একটা গণ্ডী নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হয়। সেই গণ্ডীর নাম হয় 'মেল'।* ১৪০২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে এইরূপে 'মেল' প্রবর্ত্তিত হয়। দেবীবর শোভাকরের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন; তাই শোভাকরের বাড়ীতেই দেবীবর ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের 'মেল' নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।† শোভাকর তাঁহার কোন মেল নির্দ্দেশ হইল না দেখিয়া দেবীবরকে যখন তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, তখন দেবীবর বলেন,—'আপনি নিষ্কুল হইলেন, এই জন্যই কোন মেল হইল না।' শিষ্যের এই কথায় ব্যথিত হইয়া শোভাকর দেবীবরকে 'তুমি নির্ব্বংশ হও' বলিয়া অভিসম্পাত করেন। তদবধি শোভাকর-সন্তানেরা কুলহীন, দেবীবরও নির্ব্বংশ।

শোভাকর চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী ছিল হুগলি জেলার আয়দা গ্রামে। আয়দা গ্রাম এখনও আছে এবং সেখানে শোভাকর যে শক্তিপীঠে গোপনে সাধনা করিতেন, তাহারও অস্তিত্বলোপ ঘটে নাই। শোভাকরের পুত্র বাদল চট্টোপাধ্যায়। বাদলের পুত্রের নাম শ্বেত। শ্বেতের পুত্র মাধব কবির প্রতিভাবান্ পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। মাধব কবিরত্নের পুত্র শ্রীকর

* "একত্র কুলদোষাণাং বহুনামৈক্যব মেলনাৎ।
বন্দ্য-দেবীবরেণৈব মেল-ইত্যুচ্যতে তদা॥"—'কুলতত্ত্বার্ণব' ৩৯৫ শ্লোক

† "শোভাকর দেবীবর ঘটকের গুরু ছিলেন। দেবীবর রাঢ়ী শ্রেণীর বড় বড় কুলীন একত্র করিয়া মেল বন্ধন করেন। * * * সভা হয় গুরু শোভাকরের বাড়ীতে। গুরুর বাড়ী ছিল আয়দায়। কালনা হইতে ২ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম।"—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিত "বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার" প্রবন্ধ; 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা' অষ্টত্রিংশ ভাগ, তৃতীয় সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৩৮।

শ্রীকরের পুত্র বশিষ্ঠ, বশিষ্ঠের পুত্র শ্রীকণ্ঠ, শ্রীকণ্ঠের পুত্র বামন। বামনের উপাধি ছিল 'বাগীশ'। ইতিহাসে তিনি 'বামন বাগীশ' নামেই প্রসিদ্ধ। বামনবাগীশ আয়দার পৈতৃক বাস্তুভিটা ত্যাগ করিয়া গুপ্তিপাড়ায় উঠিয়া আসিয়াছিলেন। আয়দার অনতিদূরে গঙ্গাতীরে গুপ্তিপাড়া গ্রাম।

বামন বাগীশের দুই পুত্র,—পরমানন্দ ও যাদবানন্দ। পরমানন্দের বংশধরগণের মধ্যে কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার সুবিখ্যাত। পরমানন্দের পুত্রের নাম রাঘবেন্দ্র। রাঘবেন্দ্রের দুই পুত্র,—বিষ্ণুচন্দ্র ও শিবরাম। এই বিষ্ণুচন্দ্র একজন সুকবি ছিলেন। বিষ্ণুচন্দ্রের পুত্র রামদেব চট্টোপাধ্যায়। রামদেবের পুত্র বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। বাণেশ্বরও তাঁহার পিতামহের ন্যায় খ্যাতিমান কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। যাদবানন্দ সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। শোভাকরের সময় হইতেই এই বংশে শ্যামাপূজার প্রবর্ত্তন হয়। যাদবানন্দ 'মহামহোপাধ্যায়' হইয়া দুর্গোৎসব প্রবর্ত্তন করেন। কালিকাপুরাণোক্ত পদ্ধতি অনুসারে এই দুর্গোৎসব হইত। যাদবানন্দ স্বয়ং এজন্য একখানি কালিকাপুরাণানুযায়ী দুর্গোৎসব-পদ্ধতি রচনা করেন। যাদবানন্দ-রচিত এই দুর্গোৎসব-পদ্ধতিই এখনও শান্তিপুরের শোভাকর-বংশীয় ভট্টাচার্য্য-পরিবারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

যাদবানন্দের পুত্রের নাম,—কৃষ্ণকিশোর চট্টোপাধ্যায়। কৃষ্ণকিশোরের পুত্র কালিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ। তিনিও তাঁহার পিতামহের ন্যায় পণ্ডিত ছিলেন। কালিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের পুত্র মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার মহাকবি এবং উচ্চ স্তরের শক্তিসাধক ছিলেন। মথুরেশ একদিন ভাবাবেশে মুখে মুখে ১০৮ শ্লোকে যে 'কালিকা-স্তুতিঃ' রচনা করিয়াছিলেন, তাহা 'শ্যামা-কল্পলতিকা' নামে প্রসিদ্ধ। শান্তিপুরের শোভাকরবংশীয় ভট্টাচার্য্য-পরিবারে ইহার হস্তলিখিত পুঁথি এখনও রক্ষিত আছে। মথুরেশের পুত্র বিশ্বনাথ

ন্যায়-পঞ্চানন ন্যায়শাস্ত্রে এবং তন্ত্রশাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। বিশ্বনাথ উলার মুস্তফী-বংশীয় রঘুনন্দন মুস্তফীকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দেন। তাহার পর রঘুনন্দন উলা ত্যাগ করিয়া তাঁহার গুরুধাম গুপ্তিপাড়ার নিকটবর্ত্তী শ্রীপুরে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। বিশ্বনাথের পুত্র বাসুদেব বিদ্যা-বাগীশ পিতার মতই পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বাসুদেবের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ মনোহর বিদ্যাবাচস্পতি, কনিষ্ঠ তারিণীচরণ। তারিণীচরণের বংশধরেরা এখনও গুপ্তিপাড়ায় তাঁহাদের পৈতৃক ভিটায় বাস করিতেছেন। মনোহর শান্তিপুরে উঠিয়া আসিয়াছিলেন। শান্তিপুরের শোভাকর-বংশীয় ভট্টাচার্য্য-পরিবার এই মনোহরেরই বংশধর।

মনোহরের দুই পুত্র—রামকান্ত ও রামশরণ। উভয়েই শান্তিপুরের সুবিখ্যাত পণ্ডিত রাধামোহন গোস্বামী বিদ্যাবাচস্পতির ছাত্র ছিলেন। এই রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতিই "গোস্বামী ভট্টাচার্য্য" নামে সুবিখ্যাত। অধ্যয়ন সমাপ্তির পর রামকান্ত ও রামশরণ শান্তিপুরেই চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা করিতে থাকেন। নবদ্বীপাধিপতি স্বনামপ্রসিদ্ধ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই দুই ভ্রাতার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহাদিগকে শান্তিপুরে এবং নিকটবর্ত্তী কন্দখোলা প্রভৃতি স্থানে ৮১/০ বিঘা ভূমি দান করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সন ১১৬০ সালের ১৮ই ভাদ্র তারিখে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের স্বাক্ষরযুক্ত এই ব্রহ্মোত্তরের সনন্দ প্রদত্ত হয়। রামকান্তের উপাধি ছিল ন্যায়ালঙ্কার; রামশরণের উপাধি ছিল সিদ্ধান্তবাগীশ। উভয়েই বিচক্ষণ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। রামকান্তের পুত্র শিবরাম বাচস্পতি নিঃসন্তান অবস্থায় অকালে পরলোকগমন করেন। রামশরণ সিদ্ধান্তবাগীশের পুত্র রামসুন্দর ন্যায়-বাচস্পতি শান্তিপুরের একজন অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক ছিলেন। পাণ্ডিত্য-খ্যাতির সহিত তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তিও দেশে ও বিদেশে সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনিই শান্তিপুরের বাড়ীতে দুর্গোৎসব প্রবর্ত্তন করেন। শ্যামা-

পূজাও তিনিই আরম্ভ করেন। শালগ্রাম ও শিব গৃহদেবতা প্রতিষ্ঠাও তাঁহার সময়েই হইয়াছিল। রামসুন্দরের পাঁচ পুত্র—কমলাকান্ত, কালীকান্ত, রুক্মিণীকান্ত, গঙ্গাকান্ত ও গৌরীকান্ত। জ্যেষ্ঠ কমলাকান্ত অকালে পরলোক গমন করেন। মধ্যম কালীকান্ত বিদ্যাবাগীশ কৃতবিদ্য হইয়া পিতার চতুষ্পাঠীতেই অধ্যাপনা করিতেন। রুক্মিণীকান্ত ও গঙ্গাকান্ত নিঃসন্তান ছিলেন। কনিষ্ঠ গৌরীকান্ত তর্কবাচস্পতি অল্প বয়সেই অসাধারণ প্রতিভা-বান ও ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও অকালে পরলোকগমন করেন। কালীকান্তের পুত্র গোবিন্দচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র। জ্যেষ্ঠ গোবিন্দচন্দ্র বিদ্যানিধি তাঁহার সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তখনও সংস্কৃত চর্চ্চায় অনাদর আসে নাই। শান্তিপুরের সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বালকেরাই গোবিন্দচন্দ্রের নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিত। আতাবুনিয়া-বাড়ীর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং মদনগোপাল-বাড়ীর জয়গোপাল গোস্বামী গোবিন্দচন্দ্রের ছাত্র ছিলেন। জয়গোপাল গোস্বামীও ব্যাকরণে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন এবং পরে শান্তিপুর মিউনিসিপাল উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের হেডপণ্ডিত হইয়াছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী শেষ জীবনে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং 'সাধু বিজয়কৃষ্ণ' নামে পরিচিত হন। বাঙ্গালা সন ১২৯৬ সালের পৌষ মাসে গোবিন্দচন্দ্র তিন পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। গোবিন্দচন্দ্রের ভ্রাতা গিরিশচন্দ্রের একমাত্র পুত্রের অকালবিয়োগ ঘটে। সন ১৩১৪ সালে ৮৫ বৎসর বয়সে গিরিশচন্দ্র অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করেন। গোবিন্দ-চন্দ্রের পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণনাথ বিদ্যারত্ন সংস্কৃত ব্যাকরণ, সাহিত্য ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়নের পর বাড়ীতেই চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা করিতেন। স্থানীয় ও ভিন্ন দেশীয় বহু ছাত্র তাঁহার নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। কৃষ্ণনাথ তাঁহার সময়ের একজন প্রধান স্মার্ত্ত বলিয়া

পরিচিত ছিলেন। সন ১৩১২ সালের চৈত্র মাসে মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে তিনি অকালে পরলোকগমন করেন। কৃষ্ণনাথের পাঁচ পুত্র,—হরিনাথ, প্রহ্লাদদাস, হরনাথ, অজিতনাথ ও অখিলনাথ। জ্যেষ্ঠ হরিনাথ ভট্টাচার্য্য সাহিত্যিক ও সুবিখ্যাত "বঙ্গবাসী" সংবাদপত্রের সম্পাদক ; মধ্যম প্রহ্লাদ-দাস শৈশব উত্তীর্ণ না হইতেই পরলোকগত ; তৃতীয় হরনাথ সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া বংশগত বৃত্তি হিসাবে যজন-যাজনাদি কার্য্য করিতেছেন ; চতুর্থ অজিতনাথ বি-এ পাশ করিয়া ভাঙ্গর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন, সন ১৩৩৮ সালের আশ্বিন মাসে মাত্র ৩১ বৎসর বয়সে তাঁহার অকালবিয়োগ ঘটে ; কনিষ্ঠ অখিলনাথ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। হরিনাথের তিন পুত্র—নরেন্দ্রনাথ, রমেন্দ্রনাথ (রামচন্দ্র) ও যাদবেন্দ্রনাথ (যদু)। নরেন্দ্রনাথ ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে আই-এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন ; রমেন্দ্র ও যাদবেন্দ্র এখনও শান্তিপুর মিউনিসিপাল স্কুলের ছাত্র।

গোবিন্দচন্দ্রের মধ্যম পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য শান্তিপুর জুবিলি মাদ্রাসা স্কুলের হেড পণ্ডিত ছিলেন ; দীর্ঘকাল শিক্ষকতা কার্য্যের পর গত ১৩৪০ সাল হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। শারীরিক সামর্থ্যে রঘুনাথ বীরপুরুষ বলিয়া খ্যাত। এখন তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসর হইলেও বিলক্ষণ কর্ম্মক্ষম আছেন। রঘুনাথের তিন পুত্র,—প্রমথনাথ, হরেন্দ্রনাথ ও ললিত-মোহন। জ্যেষ্ঠ প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য বি-এন রেলে কেরাণীর কাজ করেন। প্রমথনাথের তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠের নাম বিশ্বনাথ ; অপর দুইটী শিশু। রঘুনাথ গোস্বামী-ভট্টাচার্য্য পাড়ার পৈতৃক বাস্তুভিটা ত্যাগ করিয়া রাম-নগর পাড়ায় বাস করিতেছেন।

গোবিন্দচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র রমানাথ ভট্টাচার্য্য সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া পৈতৃক বৃত্তি অবলম্বনে যজন-যাজনাদি দ্বারা জীবন যাপন করিতেন। সন

১৩৩৬ সালের ভাদ্র মাসে প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। রমানাথের দুই পুত্র,—ধীরেন্দ্রনাথ ও নারায়ণচন্দ্র। জ্যেষ্ঠ ধীরেন্দ্রনাথও পৈতৃক বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন।

গৌরীকান্ত তর্কবাচস্পতির একমাত্র পুত্র নীলমণি ভট্টাচার্য্য মুর্শিদাবাদ-বড়নগরে রাজবাড়ীর দেওয়ান ছিলেন। সন ১৩৩৩ সালের ভাদ্র মাসে ৭৩ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র কালীপদ ভট্টাচার্য্য ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া সামরিক বিভাগে চাকরী করিতেছেন। কালীপদর পুত্র সুকুমারের বয়স ১০ বৎসর মাত্র। গুপ্তিপাড়ার জ্ঞাতিদের সহিত এখনও শান্তিপুরের শোভাকরবংশীয় ভট্টাচার্য্যগণের সপিণ্ডতা আছে।

কাশ্যপগোত্র পোড়ারি বা দগ্ধবাটী শ্রোত্রিয় শিমলাগড়ের জমিদার রায় চৌধুরী বংশ

১৩৯ পৃষ্ঠ ১১ পংক্তি দ্রষ্টব্য

৺নবীনচন্দ্র ২৩। সুত ৺যোগানন্দ, শ্রীজ্ঞানানন্দ, ৺বৃন্দাবনচন্দ্র, ৺অতুলানন্দ ও ৺শ্যামানন্দ ২৪।

জ্ঞানানন্দ সুত শ্রীকালীকিঙ্কর, শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর, ৺শিবকিঙ্কর, ৺বলাইকিঙ্কর, শ্রীপঞ্চাননকিঙ্কর বি-এ, বি-এল্, শ্রীকমলাকিঙ্কর এম্-এ, বি-এল্, শ্রীরাধাকিঙ্কর ও শ্রীনারায়ণকিঙ্কর ২৫।

কালীকিঙ্কর সুত শ্রীসমরেন্দ্র, শ্রীসত্যেন্দ্র ও শ্রীশৈবাল ২৬।

কৃষ্ণকিঙ্কর সুত ৺শান্তনু, শ্রীসুবোধকুমার ও শ্রীসুকুমার ২৬।

পঞ্চাননকিঙ্কর সুত শ্রীসুনীল, শ্রীসুবোধ, শ্রীসুশীল, শ্রীসুহৃদ, শ্রীসরোজ ও শ্রীসুশান্ত ২৬।

কমলাকিঙ্কর সুত শ্রীসুসিম ২৬।

বংশ পরিচয়।

সিমলাগড় গ্রামের "রায় চৌধুরী" বংশ হুগলি জেলার মধ্যে বহু পুরাতন এবং প্রতিপত্তিশালী জমিদার। ইঁহারা মহারাজ আদিশূর আনীত দক্ষবংশ সম্ভূত। এই বংশে বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে নবীনচন্দ্র একজন। নবীনচন্দ্র ১৮৫৬ খৃঃ অঃ ব্যবস্থা শাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সদর আমিন আদালত পর্য্যন্ত কার্য্য করিবার ক্ষমতা পান। কিন্তু তিনি একদিনের জন্যও উক্ত কার্য্য করেন নাই। ধর্ম্মচর্চ্চা, জমিদারী কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ, অতিথি অভ্যাগতের আপ্যায়ন, গৃহদেবতা শ্রীশ্রী৺মদনগোপাল জীউ ও শ্রীশ্রী৺কালীমাতার সেবা প্রভৃতি লইয়া থাকিতেন।

নবীনচন্দ্রের পাঁচ পুত্র ও সাত কন্যা। তিনি তাঁহার প্রায় সকল পুত্রেরই বিবাহ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরে এবং কন্যাদিগের বিবাহ তদানীন্তন খ্যাতনামা গণ্যমান্য ঘরে দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথমা কন্যা ৺বালা সুন্দরীর বিবাহ খিদিরপুরের ৺রামকমল মুখোপাধ্যায়ের দৌহিত্র ৺অমূল্যচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত, দ্বিতীয়া কন্যা ৺গায়ত্রী দেবীর নারায়ণপুর নিবাসী কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ সিনিয়ার গভর্ণমেণ্ট উকিল ৺অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র ৺শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত, তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী হরিদাসীর বড়বাজারের বিখ্যাত জমিদার ৺অঘোরচন্দ্র গাঙ্গুলীর সহিত, চতুর্থ কন্যা শ্রীমতী প্রভাবতীর রংপুরের জমিদার ৺মণীশচন্দ্র চৌধুরীর সহিত, পঞ্চম কন্যা শ্রীমতী উমাদেবীর স্বনামধন্য স্বর্গীয় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ট্রাইবুন্যালের জজ ৺শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ ; ডি, এল্ ; সি, আই, ই মহাশয়ের সহিত এবং সর্ব্ব কনিষ্ঠা কন্যা ৺উমা দেবীর টালার প্রসিদ্ধ জমিদার ৺পরাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র ৺বিপিনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত হইয়াছে।

জ্ঞানানন্দ নবীনচন্দ্রের মধ্যম পুত্র। তিনি হুগলী কলেজ হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি, এ, পরীক্ষা দেন। তিনি ১৮৮৯ খৃঃ অঃ ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের পলিটিকেল পেন্‌সন্ অফিসে নিযুক্ত হইয়া ক্রমে ইন্‌চার্জ্জরূপে উক্ত কর্ম্মে একাদিক্রমে ৩২ বৎসর কাল কার্য্য করিয়া এক্ষণে পেন্‌সন্ ভোগ করিতেছেন। তিনি বাল্যকাল হইতে মাতৃভাষার একজন একনিষ্ঠ সেবক। স্বর্গীয় ভূদেব বাবুর এডুকেশন গেজেটের তিনি একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। এক্ষণে ইংরাজী ও বাংলা বহু মাসিক পত্রে তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইয়া থাকে। তিনি বাংলায় মদনগোপাল পূজা পদ্ধতি, ধর্ম্মজীবন, উচ্ছ্বাস-পঞ্চক, শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তা, শ্রীরাধা-চিন্তা, পঞ্চকণা ও পূজনীয় গুরুদাস জীবনী এবং ইংরাজীতে Five effusions নামক পুস্তক রচনা করিয়াছেন। জ্ঞান বাবু ১৯২০ খৃঃ অঃ All Bengal Ministerial Conferenceএ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পদে বরিত হ'ন। এক্ষণে তাঁহার ছয় পুত্র। প্রথম পুত্র কালীকিঙ্কর Reserve Bank of India আফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। ইহার কলিকাতা জোড়াসাঁকো নিবাসী হাইকোর্টের উকিল ৺দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা ৺তরিৎকুমারীর সহিত বিবাহ হইয়াছে। দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণকিঙ্কর কলিকাতা কর্পোরেশনের কলেক্‌সন ডিপাটমেণ্টের ডিভিসনাল হেড ক্লার্ক। ইহার হুগলি জেলার অন্তর্গত তেলিনীপাড়া নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ৺সুশীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী গঙ্গামণি দেবীর সহিত বিবাহ হইয়াছে। তৃতীয় পুত্র পঞ্চাননকিঙ্কর বি-এ, বি-এল্ পাশ করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের লাইসেন্স ইনস্‌পেক্টর। ইহার বিবাহ বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত পাত্রসায়ার নিবাসী সিভিল সার্জ্জন ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ হাজরার কন্যা শ্রীমতী স্নেহলতা দেবীর সহিত হইয়াছে। চতুর্থ পুত্র কমলাকিঙ্কর এম্-এ, বি-এল্, পাশ করিয়া কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট আফিসে কার্য্য করেন।

সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এল্, এম্, এস্ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী ক্ষণপ্রভা দেবীর সহিত ইহার বিবাহ হইয়াছে। পঞ্চম পুত্র রাধাকিঙ্কর অবিবাহিত। এক্ষণে আই, এ পড়িয়া আলিপুর কালেক্টরীতে কার্য্য করিতেছেন এবং সর্ব্ব কনিষ্ঠ নারায়ণকিঙ্কর আই, এ পড়িতেছেন।

জ্ঞানানন্দের চারি কন্যা। প্রথমা কন্যা শ্রীমতী শান্তিময়ী দেবীর বহুবাজার সারপেন্‌টাইন লেনস্থ সুপ্রসিদ্ধ গভর্ণমেণ্ট কন্‌ট্রাক্টর রায় সাহেব ৺বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বিমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত, দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী ভক্তিময়ী দেবীর আমাদপুর নিবাসী সাব জজ ৺মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত ধনেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ মহাশয়ের সহিত, তৃতীয়া কন্যা সুধাময়ী দেবীর হাওড়া জেলার অন্তর্গত বালি নিবাসী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ৺হরিপদ ভট্টাচার্য্যের পুত্র ৺ফণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের সহিত এবং সর্ব্ব কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শ্রদ্ধাময়ীর কলিকাতা নিবাসী District and Sessions Judge রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়ের পুত্র হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ এডভোকেট শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়ের সহিত বিবাহ হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর রায় চৌধুরী প্রদত্ত

৭৭।১ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। জুন, ১৯৩

কাশ্যপ গোত্র পাটুলির চাটুতি গুণাকরের ধারা।

৪০ পৃষ্ঠার তালিকার সহিত কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে।

দক্ষ ১, সুলোচন ২, বাসুদেব ৩, নাইদেব (প্রভৃতি ৪ পুত্র) ৪, বরা (প্রভৃতি ৪ পুত্র) ৫, শ্রীকর (প্রভৃতি ৭ পুত্র) ৬, বহুরূপ (প্রভৃতি ৩ পুত্র)

গোবিন্দ (প্রভৃতি ৮ পুত্র) ৮, চাকু (চক্রপাণি) ৯, গুণাকর (পাটুলি গ্রামবাসী) (প্রভৃতি ৪ পুত্র) ১০, অর্ক (প্রভৃতি ২ পুত্র) ১১, কৃষ্ণ [প্রভৃতি ৪ পুত্র] ১২, লোকনাথ [প্রভৃতি ১ পুত্র] ১৩, কিতো ও শ্রীমান্ ১৪, শ্রীমান্ সুত গোপাল বাচস্পতি [প্রভৃতি ৪ পুত্র] ১৫, তপন [প্রভৃতি ২ পুত্র] ১৬, গদাধর ১৭, ব্যাস [প্রভৃতি ৮ পুত্র] ১৮, বিষ্ণুদাস (প্রভৃতি ৪ পুত্র) ১৯, রামজীবন [প্রভৃতি ৭ পুত্র] ২০, রামেশ্বর [প্রভৃতি ৪ পুত্র] ২১।

রামেশ্বর সুত রামকেশব পঞ্চানন, রামানন্দ, রামগোপাল, অযোধ্যারাম, শ্রীবল্লভ, দয়ারাম, জানকীরাম ও রাজবল্লভ ২২।

জেলা ফরিদপুর, পোঃ বীরমোহন, মাইজপাড়া নিবাসী
শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘটকরত্ন প্রদত্ত তালিকা দৃষ্টে লিখিত।

রাজবল্লভ বা ব্রজবল্লভ সুত বিনোদরাম ২৩। রামমোহন ২৪। বিশ্বরূপ (প্রভৃতি ৮ ভ্রাতা ও ২ ভগিনী] ২৫। রামচরণ [প্রভৃতি ৬ ভ্রাতা ও ৩ ভগিনী) ২৬। ৺বৈদ্যনাথ (বৰ্দ্ধমানের অফিসিয়েটিং ডিষ্ট্রীক্ট পোষ্টমাষ্টার ছিলেন) ২৭। ৺আনন্দগোপাল [ইনি ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এল্-এম্-এস্, এফ্-আর-ই-এস্ মহাশয়ের প্রথম জামাতা। ইনি বৰ্দ্ধমানের উকীল ছিলেন] ২৮। সুত বিজয়গোপাল ও কন্যা রেণুকা দেবী (স্বামী শ্রীশম্ভুনাথ বিদ্যাবিনোদ)।

বিজয়গোপালের মাতামহ বংশের পরিচয় ২য় পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

১-এ ও ১-বি কলেজ রো কলিকাতা নিবাসী
ডাক্তার শ্রীবারিদবরণ মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত। ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬।

রাঢ়ী শ্রেণীর শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ কাশ্যপ গোত্র।

আত্মারাম হালদার বংশ। গাঁই অজ্ঞাত

আত্মারাম হালদার। ১। সুত রামগোপাল হালদার ২। সুত শঙ্কর হালদার ও বাণেশ্বর (ইনি কুমার অবস্থায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করেন) ৩।

শঙ্করের ২ বিবাহ—১মা স্ত্রীর পুত্র কালী ও ভবানী (০) ৪। কালী সুত তারিণী ও মহেশ ৫। তারিণী সুত রাজনারায়ণ ৬। সুত রাখাল ও কৈলাস (০) ৭। রাখালের কন্যা মাত্র।

মহেশ সুত গিরিশ (স্ত্রী ভবতারিণী) কন্যা কামিনী ও নৃত্যকালী ৬।

কামিনী সুত মহেন্দ্র ওরফে মণি ৭। মহেন্দ্রের ২য়া স্ত্রীর পুত্র বিরেশ্বর ও ১মা স্ত্রীর পুত্র হারাধন ৮।

শঙ্কর হালদারের ২য়া স্ত্রীর পুত্র শম্ভু ৪। সুত শিব ৫। সুত ক্ষেত্র, মণি ও হরি ৬। ক্ষেত্র সুত ভোলানাথ, ভূতনাথ ও বিশ্বনাথ ৭।

মণির কন্যা মাত্র। হরির পুত্র তিনকড়ি ৭।

শঙ্কর হালদারের বর্ত্তমান বংশধর ভোলানাথ প্রভৃতি কলিকাতা আহিরীটোলা শঙ্কর হালদার লেনে বাস করেন।

শঙ্কর হালদার :—ইনি কলিকাতার ধনী ঘরের সন্তান ছিলেন। নিজেও চিনির ব্যবসা দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। হিন্দুর সর্ব্ববিধ ক্রিয়াকর্ম্ম দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি তিনি মহাসমারোহে করিতেন। গরীবকে দান, অতিথি সৎকার প্রভৃতি গুণ তাঁহার যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।

কন্যা নিস্তারিণী দেবীকে কুলীন শ্রেষ্ঠ বিষ্ণু ঠাকুরের প্রপৌত্র ফুলিয়া বেলগড়িয়া নিবাসী বাসুদেব মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ দেন। নিস্তারিণী দেবী বেলগড়িয়ায় বাস করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় বাসুদেব বর্ত্তমান ৩০নং বিডন রোডে বসতবাটী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করেন।

Mahesh Chandra Halder died intestate which will be proved by several transactions executed by Kamini but afterwards on the death of her son Mahendra alias Moni produced a will and deed of gift whereby she tried to deprive the next reversioner Kshetra, Moni and Hari and bequited the property to Haradhan and Bireswar.

৩০নং বিডন রো কলিকাতা নিবাসী
শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উকীল প্রদত্ত। মে, ১৯৩৯।

বরিশাল জেলার বাক্‌পুরের কাশ্যপ গোত্র শিমলায়ী সিদ্ধ শ্রোত্রিয় বংশ

(বংশের ইতিকথা)

কথিত আছে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার সিমলিয়া নামক স্থান হইতে অনিরুদ্ধ নামে এক ব্যক্তি প্রথম বাকপুর আসেন। অনিরুদ্ধ পুত্র নারায়ণ চৌধুরী স্বনামখ্যাত পুরুষ ছিলেন। শুনা যায় তাঁহার মাধবপাশার চন্দ্রদ্বীপের রাজাদের অধীনে জমিদারী ছিল। এখন সে জমিদারী নাই; তবে ঐ জমিদারী মধ্যে তালুক আছে। নারায়ণ চৌধুরীর দুই একটী কীর্ত্তি এখনও বর্ত্তমান। বাক্‌পুরে তাঁহার সময়ের বড় বড় পুষ্করিণী ও একটী দীঘী আছে। এখন ভরাট হইয়া গিয়াছে। ঐ দীঘীর নাম ছিল সান পুকুরের দীঘী। সান অর্থাৎ ইষ্টক বান্ধান ছিল, এখন তাহার কোন চিহ্ন নাই। ঐ দীঘীর পাড়ে নারায়ণ চৌধুরীর সময়ের এক কালী বাড়ী আছে। এবং তাহার সময়ের এক বিষ্ণু মন্দিরের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপিও ঠাকুরতাদের বড় বাড়ীতে (নারায়ণ চৌধুরীর আদি বাড়ীতে) বর্ত্তমান আছে।

তাঁহার বংশধরগণ ব্রহ্মত্র (বাড়ী এবং জমী) দিয়া কুলীন ব্রাহ্মণদিগকে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। সেই কুলীন ব্রাহ্মণদিগের বংশধরেরা অদ্যাপিও সেই ব্রহ্মত্র ভোগ করিতেছেন এবং তাঁহাদের স্থাপিত বাড়ীতে বাস করিতেছেন।

বংশাবলী।

ক্রমান্বয় অধস্তনে অঙ্কপাত করা গেল।

দক্ষ ১। শ্রীহরি (শিমলায়ী গ্রামী) ২। শ্রীহরির কয়েক পুরুষ অধস্তনে নন্দ ৩। বামন ৪। এরু ৫। শ্রীমান্ ৬। যুধিষ্ঠির ৭। **অনিরুদ্ধ** ৮। **নারায়ণ** চৌধুরী ৯। যদু, রঘু (০), রামনাথ ও হরিনাথ ঠাকুরতা ১০।

যদু রায় সুত রামকৃষ্ণ, রতিনাথ ও রূপ চক্রবর্ত্তী ১১। রামকৃষ্ণ সুত রাধাবল্লভ, মদনগোপাল ও রাজেন্দ্রনারায়ণ তপস্বী ১২।

রাধাবল্লভের (১২) ধারা।

(ইঁহার বংশধরগণ মজুমদার উপাধিধারী)

রাধাবল্লভ সুত মধুসূদন ১৩। শ্রীহরি ১৪। রামনাথ, রামকান্ত (০) রামধন (০) ও রামশঙ্কর (০) ১৫।

রামনাথ সুত রুক্মিণীকান্ত ও শ্রীকান্ত ১৬। রুক্মিণীকান্ত সুত প্রাণনারায়ণ, লক্ষ্মীপ্রসাদ, কৃষ্ণপ্রসাদ, কালাচাঁদ, ভৈরবচন্দ্র ও হরিশ্চন্দ্র ১৭। প্রাণনারায়ণ সুত জগমোহন (০), ব্রজমোহন (০) রামচন্দ্র, ভগবানচন্দ্র, বৃন্দাবনচন্দ্র ও মহেশচন্দ্র (আর তিন পুত্র অঃ বিঃ মৃত) ১৮। রামচন্দ্র সুত আনন্দচন্দ্র (০) ১৯।

লক্ষ্মীপ্রসাদ সুত রামতনু ১৮। মহিমচন্দ্র (অঃ পুঃ), তারিণীচরণ (অঃ পুঃ), গুরুচরণ, রাধাচরণ (অঃ পুঃ), বনমালী ও শ্রীচরণ ১৯। গুরুচরণ সুত শ্রীঅমূল্যচন্দ্র (অঃ পুঃ), শ্রীঅতুলচন্দ্র (অঃ পুঃ) ও শ্রীরোহিণীকুমার ২০। অতুল সুত শ্রীশঙ্করলাল ২১। রোহিণীর ১টী শিশুপুত্র ২১।

কৃষ্ণপ্রসাদ সুত কাশীনাথ ১৮। আশুতোষ, কালাচাঁদ ও ভৈরব (নিঃ সঃ) ১৯। হরিশ্চন্দ্র সুত উমাচরণ (০) ১৮।

শ্রীকান্ত সুত গৌরকিশোর ও নবকিশোর (০) ১৭।

মদনগোপালের (১২) ধারা।

ইহার বংশধরগণ মজুমদার উপাধিধারী।

মদনগোপাল সুত যাদবেন্দ্র, হরিরাম (০) ও অভিরাম (০) ১৩। যাদবেন্দ্র সুত প্রাণবল্লভ ও রামবল্লভ (০) ১৪। প্রাণবল্লভ সুত রামরাম, রামকান্ত (০), রামশঙ্কর ও রামরতন ১৫। রামরাম সুত কৃষ্ণগোবিন্দ, কীর্ত্তিচন্দ্র (০), গঙ্গাগোবিন্দ, শ্রীগোবিন্দ, হরিগোবিন্দ, গোপালগোবিন্দ ও লক্ষ্মীনারায়ণ ১৬।

কৃষ্ণগোবিন্দ সুত চন্দ্রশেখর, তারাচাঁদ (০) ও উদয়চাঁদ (০) ১৭। চন্দ্রশেখর সুত দুর্গাচরণ (০) ও চণ্ডীচরণ ১৮। চণ্ডী সুত অন্নদাচরণ ও শ্রীকুবেরচন্দ্র ১৯। অন্নদা সুত শরচ্চন্দ্র ২০। শ্রীসুশীলচন্দ্র, শ্রীসুনীলচন্দ্র ও শ্রীমুকুলচন্দ্র মজুমদার ২১।

গঙ্গাগোবিন্দ সুত মদনমোহন (০) ১৭। শ্রীগোবিন্দ সুত জয়চন্দ্র ১৭। কাশীচন্দ্র, রামকিশোর, মধুসূদন ও (অপর একজন অঃ বিঃ-মৃত) ১৮। কাশীচন্দ্র সুত রামচরণ (০) ১৯। রামকিশোর সুত শ্রীচিন্তাহরণ ১৯।

হরিগোবিন্দ সুত যশোবন্ত (০), ভাগ্যবন্ত, হৃদয়কৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ ১৭। ভাগ্যবন্ত সুত কালীপ্রসন্ন ও অমরীশঙ্কর ১৮। অমরী সুত শ্রীমুকুন্দলাল, হৃদয়কৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ (০) ১৯।

গোপালগোবিন্দ সুত ভগবানচন্দ্র (০) ১৭।

লক্ষ্মীনারায়ণ সুত গোলক (০), আনন্দ (০), কৃষ্ণমঙ্গল (০) ও অভয়াচরণ ১৭। অভয়াচরণের ৭ পুত্র সকলেই নির্ব্বংশ।

রামশঙ্কর সুত রামকিঙ্কর, রামগতি, রামজীবন, রামমাণিক্য (•) ও রামকানাই ১৬। রামকানাই সুত রামকুমার (০) ও কালীকুমার (•) ১৭।

রামরতন সুত বেচারাম ১৬। সুত গৌরকিশোর (০) ও রাধাচরণ (০) ১৭।

রামকৃষ্ণ সুত রাজেন্দ্রনারায়ণের (১২) ধারা।

ইহার বংশধরগণ তপস্বী উপাধিধারী।

রাজেন্দ্রনারায়ণ সুত রামনারায়ণ ১৩। জয়দেব ও কৃষ্ণদেব ১৪। জয়দেব সুত রামচন্দ্র (০) ও রামসুন্দর ১৫। রামসুন্দর সুত বেচারাম ১৬। গোবিন্দচন্দ্র (•), চন্দ্রমোহন ও বৈকুণ্ঠচন্দ্র (•) ১৭। চন্দ্রমোহন সুত হারাণচন্দ্র (০), খোষালচন্দ্র (•), শীতলচন্দ্র (০), নিবারণচন্দ্র (০) ও উমেশচন্দ্র ১৮।

কৃষ্ণদেব সুত রামগঙ্গা ও রামমাণিক্য ১৫। রামগঙ্গা সুত সহস্ররাম ও রামরমণ ১৬। সহস্ররাম সুত বিশ্বেশ্বর, বিশ্বম্ভর, দিগম্বর (•) ও অপর দুই জন অঃ বিঃ মৃত ১৭। বিশ্বেশ্বর সুত মধুসূদন, শ্রীযদুনাথ ও অনুকূল ১৮। মধুসূদন সুত শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ১৯। শ্রীকৃষ্ণকুমার ও শ্রীঅরুণকুমার ২০। বিশ্বম্ভর সুত চিন্তাহরণ (০), শ্রীঅক্ষয়কুমার ও শ্রীমনোরঞ্জন ১৮। অক্ষয় সুত শ্রীরমেন্দ্রনারায়ণ, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ. শ্রীভবেন্দ্রনারায়ণ, শ্রীশচীন্দ্র-নারায়ণ ও শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ ১৯। মনোরঞ্জন সুত শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ প্রভৃতি ১৯। রামরমণের দত্তক পুত্র গুরুবল্লভ (০) ১৭। রামমাণিক্য সুত ঈশান-চন্দ্র (০), জগচ্চন্দ্র ও বিষ্ণুচন্দ্র (০) ১৬। বিষ্ণু সুত শ্রীকুঞ্জবিহারী ১৭। তৎপুত্র শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ ও মৃত মাধবনারায়ণ ১৮।

যদু রায়ের মধ্যম পুত্র রতিনাথের (১১) ধারা।

ইহার বংশধরগণ মজুমদার উপাধিধারী।

রতিনাথ সুত মথুরানাথ ও মাধব ১২। মথুরা সুত রামেশ্বর ও রামচরণ ১৩। রামেশ্বর পুত্র বাণেশ্বর ১৪। মণিরাম ও শুকদেব ১৫। মণিরাম সুত

অনন্তরাম ১৬। সীতারাম, চন্দ্রনারায়ণ ও কীর্ত্তিনারায়ণ (০) ১৭। সীতারাম সুত বৈদ্যনাথ ও শম্ভুচন্দ্র ১৮। চন্দ্রনারায়ণ সুত গৌরকিশোর (০) ১৮। শুকদেব সুত রবিলোচন, রামলোচন, রামমাণিক্য, বিজয়রাম ও প্রাণনাথ ১৬। রামলোচন সুত রামশরণ, দুর্গাশরণ ও বিষ্ণুরাম ১৭। রামশরণ সুত দেবীপ্রসাদ ও সূর্য্যনারায়ণ ১৮। দেবীপ্রসাদ সুত রামলোচন, ধর্ম্মনারায়ণ, রামমোহন ও তারাচাঁদ ১৯। রামলোচন সুত হরচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র, রামচন্দ্র (০) ও কার্ত্তিকচন্দ্র ২০। হরচন্দ্র সুত নরহরি (০), মহিমাচরণ (০) ও কালীপ্রসন্ন (০) ২১। ভৈরবচন্দ্র সুত মধুসূদন (০), যদুনাথ (০)ও যামিনীকান্ত (০) ২১। কার্ত্তিকচন্দ্র সুত অনন্ত (০), শ্রীগোপালচন্দ্র ও শ্রীনিশিকান্ত ২১। গোপাল সুত শ্রীরমেশচন্দ্র ২২। রামমোহন সুত আনন্দচন্দ্র ২০। নবীনচন্দ্র (০), চন্দ্রকুমার (০), প্রসন্নকুমার (০) ও শরচ্চন্দ্র (০) ২১। তারাচাঁদ সুত উমাচরণ (০) ২০। দুর্গাশরণ সুত সোনারাম (০) ও নন্দকিশোর ১৮। নন্দকিশোর সুত রবিলোচন (০) ১৯। বিষ্ণুরাম সুত রামনিধি (০), কালীশঙ্কর (০) ও রামমাণিক্য (০) ১৮।

মাধব সুত রামগোবিন্দ ১৩। রামনাথ ও রুদ্র ১৪। রামনাথ সুত ভবানীপ্রসাদ ১৫। গোপীনাথ, কমলাকান্ত (০), নারায়ণচন্দ্র, সহস্ররাম (০) ও সৃষ্টিনারায়ণ ১৬। গোপীনাথ সুত মোহন (০) ও বৃন্দাবন ১৭। বৃন্দাবন সুত রাজকুমার (০) ও হরকুমার (০) ১৮। সৃষ্টিনারায়ণ সুত অভয়াচরণ ও সৃষ্টিধর ১৭। সৃষ্টিধর সুত কালীপ্রসন্ন ও বরদাপ্রসন্ন ১৮। কালীপ্রসন্ন সুত শ্রীনগেন্দ্রনাথ ও শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ১৯। নগেন্দ্রনাথের ৩ পুত্র নাম অজ্ঞাত।

বরদাপ্রসন্ন সুত সুরেন্দ্রনাথ (০), শ্রীসতীশচন্দ্র ও শ্রীযোগেশচন্দ্র ১৯। সতীশচন্দ্রের ১ পুত্র নাম অজ্ঞাত ২০। যোগেশের ১ পুত্র নাম অজ্ঞাত। রুদ্র সুত রূপরাম ১৫। বঙ্গচন্দ্র ১৬। গুরুদাস (০) গদাধর (০), কালীকৃষ্ণ (০) ও চণ্ডীচরণ (০) ১৭।

যদু রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রূপ চক্রবর্ত্তীর (১১) ধারা

ইঁহার বংশধরগণ ঠাকুরতা উপাধিধারী।

রূপ সুত লক্ষীনারায়ণ ও গৌরীকান্ত ১২। লক্ষী সুত জনার্দ্দন ও গঙ্গাধর ১৩। জনার্দ্দন সুত রমাকান্ত, গোপীকান্ত ও রামমোহন ১৪। রামকান্ত সুত জগন্নাথ ও ঘনশ্যাম ১৫। জগন্নাথ সুত কৃষ্ণদাস ১৬। রাজকিশোর ১৭। ঈশ্বরচন্দ্র (০), রামকানাই (০), মোহনচন্দ্র (০), বৃন্দাবনচন্দ্র (০) ও হরমোহন (০) ১৮। ঘনশ্যাম সুত গঙ্গাদাস ১৬। প্রাণকিশোর ও চন্দ্রকিশোর ১৭। প্রাণকিশোর সুত তারিণীচরণ ১৮। উপেন্দ্রনাথ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ও শ্রীযোগেন্দ্র-নাথ ১৯। উপেন্দ্রনাথের ১ পুত্র। সুরেন্দ্রনাথের ৩ পুত্র। চন্দ্রকিশোর সুত অন্নদাচরণ (০) ও শ্যামাচরণ ১৮। গোপীকান্ত সুত কৃষ্ণনাথ ও বিনোদরাম ১৫। কৃষ্ণনাথ সুত গোবিন্দপ্রসাদ ও ভবানীপ্রসাদ ১৬। গোবিন্দপ্রসাদ সুত দুর্ল্লভনারায়ণ, রূপচন্দ্র, রাধানাথ, গৌরীনাথ ও দয়ালনাথ (০) ১৭। দুর্ল্লভ সুত কালীপ্রসাদ (০) ১৮। বিনোদরাম সুত ভবানীপ্রসাদ, গোকুলচন্দ্র দীননাথ (০) ১৬। রামমোহন সুত রঘুনাথ, হরিশ্চন্দ্র (০) শিবনারায়ণ (০) ১৫। রঘুনাথ সুত পদ্মপ্রসাদ, কমলাকান্ত ও ভোলানাথ ১৬। পদ্মপ্রসাদ সুত লোকনাথ, (০) হরনাথ (০) ও রামনাথ (০) ১৭। কমলাকান্ত সুত তিলকচন্দ্র ১৭। শ্রীচরণ (০), অম্বিকাচরণ (০) ও ভোলানাথ (০) ১৮। গঙ্গাধর সুত দর্পনারায়ণ ও নীলকণ্ঠ ১৪। দর্পনারায়ণ সুত রামহরি ও হরিপ্রসাদ ১৫। রামহরি সুত রামদুর্ল্লভ (০), রামমাণিক্য ও রামমাধব ১৬। রামমাণিক্য সুত রামচন্দ্র (০) ও রামকমল ১৭। রামকমল সুত মধুসূদন, প্যারীমোহন (০) ও বসন্তকুমার ১৮। মধুসূদন সুত শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ও প্রমথনাথ ১৯। সুরেন্দ্র-নাথ সুত শ্রীননীগোপাল, শ্রীব্রজগোপাল, শ্রীনিত্যগোপাল ২০। প্রমথনাথ-সুত শ্রীসত্যগোপাল ২০। বসন্তকুমার সুত শ্রীহরেন্দ্রনাথ ও শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ১৯।

রামমাধব (১৬) সুত ফকিরচাঁদ ও রামতনু ১৭। ফকিরচাঁদ সুত বিহারীলাল (০) ও হারাণচন্দ্র ১৮। রামতনু সুত রজনী (০) ও গোপালচন্দ্র (০) ১৮। হরিপ্রসাদ (১৫) সুত তারাচাঁদ ও জয়চন্দ্র (অঃ বিঃ মৃত) ১৬। তারাচাঁদ সুত পীতাম্বর, রাধানাথ, উদয়নাথ (০) ব্রজনাথ (০) ও দুর্গাদাস (০) ১৭। পীতাম্বর সুত প্রসন্নকুমার ও রাধানাথ ১৮। রাধানাথ সুত আনন্দচন্দ্র, নবীনচন্দ্র (০) ও রসিকচন্দ্র (০) ১৯। আনন্দচন্দ্র সুত শ্রীঅতুলচন্দ্র ২০। নীলকণ্ঠ (১৪) সুত কালিদাস ১৫। তস্য দত্তক পুত্র গুরুদাস (০) ১৬।

গৌরীকান্ত (১২) সুত বাসুদেব, রামদাস, ও রামমোহন ১৩। বাসুদেব সুত কালীচরণ ১৪। পার্ব্বতীচরণ, কৃষ্ণনারায়ণ ও বিষ্ণুরাম ১৫। পার্ব্বতীর দত্তক পুত্র রামপ্রাণ ১৬। সুত অখিলচন্দ্র ও কালাচাঁদ ১৭। অখিলচন্দ্র সুত শ্রীনিশিকান্ত, শ্রীকুঞ্জবিহারী ও শ্রীচন্দ্রকান্ত ১৮। চন্দ্রকান্ত সুত শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ও শ্রীরমেশচন্দ্র ১৯। কালাচাঁদ সুত খোষালচন্দ্র, হারাণচন্দ্র, জনার্দ্দনচন্দ্র (০) ও শ্রীমধুসূদন ১৮। খোষালচন্দ্র সুত শ্রীসুনীলচন্দ্র, শ্রীঅনীলচন্দ্র, শ্রীসুশীলচন্দ্র ও শ্রীপুলীনচন্দ্র ১৯। হারাণচন্দ্র সুত শ্রীসুধীরচন্দ্র ১৯। মধুসূদন সুত শ্রীশিবেশ, শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ও শ্রীদয়াল ১৯।

কৃষ্ণনারায়ণ সুত নবকিশোর, যুগলকিশোর ও গুরুদাস (০) ১৬। যুগলকিশোর সুত দীনদয়াল, চন্দ্রমোহন, ভরতচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, বিপিনচন্দ্র ও বলাই (সকলেরই বংশাভাব) ১৭। যুগলকিশোরের তৃতীয় সন্তান ৺রসময়ী দেবী। রসময়ীর পতি ফরিদপুর কালামৃধা নিবাসী ৺শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং পুত্র শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়। কালীভূষণ তাঁহার পূর্ব্ব কর্ম্মস্থল ঢাকা জেলার কালীগঞ্জে তাঁহার মাতা রসময়ীর শশ্মানভূমি শীতললক্ষা নদীতীরে মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল।

বিষ্ণুরাম (১৫) সুত ভৈরব (০), গোলকচন্দ্র ও মহেশচন্দ্র ১৬। গোলকচন্দ্র সুত কৈলাসচন্দ্র (মৃত) ১৭। মহেশচন্দ্র সুত বনমালী (০) ১৭।

রামদাস (১৩) সুত নন্দরাম ১৪। রামচন্দ্র ১৫। বদনচন্দ্র (০) ও রামকানাই (০) ১৬। রামমোহন (১৩) সুত কামদেব ১৪। রামগঙ্গা (০), রামপ্রসাদ (০) ও সন্তোষ ১৫। সন্তোষ সুত রামচন্দ্র ও দুর্লভনারায়ণ (০) ১৬।

রমানাথ সরকারের (১০) ধারা।

(১৪৮ পৃঃ রামনাথ আছে উহার স্থানে রমানাথ হইবে)

ইহার বংশধরগণ সরকার উপাধিধারী।

রমানাথ সুত রামচন্দ্র ও গোপীবল্লভ আচার্য্য ১১। রামচন্দ্র সুত রাজীবলোচন ১২। সুত বামদেব, কৃষ্ণদেব, গঙ্গানারায়ণ ও হরিনারায়ণ ১৩। বামদেব সুত রমাপতি, রামানন্দ, নরোত্তম ও নরেন্দ্রনারায়ণ ১৪। রমাপতি সুত দুর্গাপ্রসাদ (০) ও হরিগোবিন্দ (০) ১৫; রামানন্দ সুত রামকান্ত ও শ্রীকৃষ্ণ ১৫। রামকান্ত সুত রূপচন্দ্র (০) ও গোপালকৃষ্ণ (০) ১৬। শ্রীকৃষ্ণ পুত্র গোবিন্দচন্দ্র ১৬। রামলোচন ১৭। দীননাথ ও ভগবান্ (০) ১৮। দীননাথ সুত বিলাসচন্দ্র (০) ও শ্রীবিনোদলাল ১৯। বিনোদ সুত শ্রীসুশীলকুমার, শ্রীসুহাসকুমার ও শ্রীসুভাসকুমার ২০।

নরোত্তম সুত দেবীপ্রসাদ ১৫। নিমাইচাঁদ (০) ও নরেন্দ্র ১৬। নরেন্দ্র সুত হরেকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ ও প্রাণকৃষ্ণ ১৭। হরেকৃষ্ণ সুত বঙ্গচন্দ্র, গোপীচন্দ্র (০), রবিলোচন, পদ্মলোচন, রামকানাই (০) ও মনোহর (০) ১৮। বঙ্গচন্দ্র সুত গৌরকিশোর (০) ও অভয়াচরণ (০) ১৯। রবিলোচন সুত মহেন্দ্রনারায়ণ (০), বৃন্দাবন (০) ও রাধাকৃষ্ণ (০) ১৯। প্রাণকৃষ্ণ সুত নবকিশোর ও ধনকিশোর ১৮। নবকিশোর সুত অম্বিকাচরণ ১৯। আশুতোষ প্রভৃতি ২০। আশু সুত যতীন্দ্রনাথ (মৃত), শ্রীসতীন্দ্রনাথ, শ্রীশচীন্দ্রনাথ ও শ্রীরামপ্রসাদ ২১। সতীন্দ্রনাথ সুত শ্রীমাণিকলাল ও শ্রীরতনলাল ২২। ধনকিশোর সুত চণ্ডীচরণ ১৯। সুত শ্রীসুরেন্দ্রনাথ শ্রীহরেন্দ্রনাথ ও শ্রীনগেন্দ্রনাথ ২০। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সুত শ্রীসুধীরচন্দ্র, শ্রীসুশীলচন্দ্র ও শ্রীসুবোধচন্দ্র ২১। হরেন্দ্রনাথ

সুত শ্রীনীলরতন, শ্রীদিলীপ ও শ্রীনির্ম্মল ২১। নগেন্দ্র সুত শ্রীঅধীরকুমার ও শ্রীঅজিতকুমার ২১।

কৃষ্ণদেব (১৩) পুত্র কামদেব ও শ্রীপতি ১৪। কামদেব পুত্র ইন্দ্রনারায়ণ, চন্দ্রনারায়ণ, রামগঙ্গা ও রামনিধি ১৫। ইন্দ্র পুত্র রামকিশোর, নন্দকিশোর (০) ও কৃষ্ণকিশোর (০) ১৬। রামকিশোর সুত রামকুমার (০) ও ভুবনচন্দ্র (০) ১৭। চন্দ্রনারায়ণ সুত কেবলকৃষ্ণ (০) ১৬। রামগঙ্গা সুত লক্ষ্মীকান্ত (০), রামলোচন (০) ও শ্রীপতি ১৬। শ্রীপতি সুত গঙ্গাপ্রসাদ, কালীপ্রসাদ (০), রামচন্দ্র (০) ও মৃত্যুঞ্জয় (০) ১৭। গঙ্গাপ্রসাদ পুত্র শিবনারায়ণ, কীর্ত্তি-নারায়ণ ও দুর্ল্লভনারায়ণ (০) ১৮। শিবনারায়ণ পুত্র অদ্বৈতনারায়ণ (০) ও দেবনারায়ণ ১৯। দেবনারায়ণ পুত্র রসিকনারায়ণ, কীর্ত্তিনারায়ণ ও দুর্গানারায়ণ ২০। দুর্গানারায়ণ সুত হরনারায়ণ (০) ২১। রসিকনারায়ণ সুত শ্রীশ্রীনারায়ণ ও শ্রীহরিনারায়ণ ২১। হরিনারায়ণ পুত্র শ্রীমাধবচন্দ্র ২২।

গঙ্গানারায়ণ (১৩) পুত্র, জয়নারায়ণ ও দর্পনারায়ণ (০) ১৪। জয়-নারায়ণ পুত্র রামদুর্ল্লভ আচার্য্য ১৫। রত্নজয় (০) ১৬।

হরিনারায়ণ (১৩) পুত্র বীরনারায়ণ ১৪। রামজয় (০) ও সোনারাম (০) ১৫।

গোপীবল্লভ আচার্য্য (সরকার উপাধিধারী) (১১) পুত্র গৌরীকান্ত, রামগোপাল, রূপনারায়ণ (০), শ্রীনারায়ণ ও দর্পনারায়ণ ১২। গৌরীকান্ত পুত্র রামকেশব ১৩। কৃষ্ণজীবন ও জগন্নাথ ১৪। কৃষ্ণজীবন সুত শ্যাম রায় ১৫। শম্ভুচন্দ্র (০), উদয়চন্দ্র (০), ভৈরবচন্দ্র (০) ও কেদারচন্দ্র (০) ১৬। জগন্নাথ সুত ব্রজকিশোর, গোকুল, ভোলানাথ (০) ও নীলমাধব (০) ১৫। ব্রজকিশোর সুত চন্দ্রকান্ত (০) ও কমলাকান্ত ১৬। গোকুলচন্দ্র সুত কালীকান্ত ও রমাকান্ত (০) ও তারিণীকান্ত ১৬। তারিণীকান্ত সুত রজনীকান্ত, অশ্বিনীকুমার, সনৎকুমার, নিশিকান্ত ও বসন্তকুমার ১৭। অশ্বিনী-

কুমার পুত্র দীনেশচন্দ্র ও গণেশচন্দ্র ১৮। দীনেশ সুত রতনলাল ১৯। বসন্তকুমার সুত গোপালচন্দ্র, অনন্তকুমার ও প্রফুল্লকুমার ১৮। রামগোপাল পুত্র রাজদুর্লভ ১৩। রামশঙ্কর ১৪। কানাই ১৫। সনাতন (০) ১৬। শ্রীনারায়ণ সুত সোনারাম ও সভারাম ১৩। সোনারাম পুত্র রাধাচরণ (০) ১৪। সভারাম সুত রাধামোহন ও রামতনু (বরণগতিতে বাস) ও দুর্গারাম ১৪। দুর্গারাম সুত রঘুরাম, রত্নেশ্বর, কালীকাপ্রসাদ, লক্ষ্মীনারায়ণ ও রামবল্লভ ১৫। রঘুরাম পুত্র ভবানীপ্রসাদ ও গোরাচাঁদ ১৬। ভবানীপ্রসাদ পুত্র রামমাণিক্য (০), তিলক ও তারাচাঁদ ১৭। তিলকচন্দ্র সুত গোবিন্দচন্দ্র। (০) ১৮। তারাচাঁদ সুত আনন্দচন্দ্র ও অখিলচন্দ্র (০) ১৮। আনন্দচন্দ্র পুত্র রাসমোহন (০) ১৯। রত্নেশ্বর পুত্র সুধারাম ১৬। রামলোচন ও রামসাগর ১৭। রামলোচন সুত গোলককৃষ্ণ (০) ১৮। রামসাগর সুত মহেশচন্দ্র, মদনচন্দ্র ও কাশীচন্দ্র ১৮। মহেশচন্দ্র সুত রাজকুমার (০), ঈশানচন্দ্র ও হরকুমার (০) ১৯। ঈশানচন্দ্র সুত শ্রীরমেশচন্দ্র ও শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ২০। মদনচন্দ্র পুত্র শ্রীভগবানচন্দ্র ১৯। শ্রীফণীভূষণ ও শ্রীগণেশচন্দ্র ২০। কাশীচন্দ্র পুত্র অক্ষয়কুমার, আশুতোষ, শ্রীযামিনীকান্ত ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ ১৯। অক্ষয়কুমার পুত্র শ্রীনরেশচন্দ্র, শ্রীসুরেশচন্দ্র, শ্রীদুলালচন্দ্র ও শ্রীজীবনচন্দ্র ২০। নরেশচন্দ্র পুত্র শ্রীমাণিক ২১। আশুতোষ পুত্র শ্রীভবেশচন্দ্র, শ্রীভূপেনচন্দ্র, শ্রীরমেশচন্দ্র, শ্রীপ্রাণেশচন্দ্র ও শ্রীনিমেষচন্দ্র ২০। যামিনীকান্ত সুত শ্রীশান্তিরঞ্জন ২০। উপেন্দ্রনাথ পুত্র শ্রীপরেশচন্দ্র, শ্রীশৈলেশচন্দ্র, শ্রীবিমলেশচন্দ্র ও শ্রীকমলেশচন্দ্র ২০।

হরিনাথ ঠাকুরতার (১০) ধারা।

ইঁহার বংশধরগণ ঠাকুরতা উপাধিধারী

হরিনাথ সুত শ্রীবল্লভ ১১। রামগোবিন্দ ১২। রঘুরাম ও জয়রাম ১৩। রঘুরাম সুত অনন্তরাম ১৪। কালীকাপ্রসাদ, শ্যামসুন্দর, ও রামসুন্দর ১৫।

কালীকাপ্রসাদ সুত গোকুলচন্দ্র ১৬। সুত গঙ্গাপ্রসাদ ও হরচন্দ্র (০) ১৭। গঙ্গাপ্রসাদ সুত নবীনচন্দ্র (০) ১৮। শ্যামসুন্দর সুত রামকিঙ্কর ও রামলোচন (০) ১৬। রামকিঙ্কর সুত মহেশচন্দ্র (অঃ পুঃ) ১৭।

রামসুন্দর সুত কীর্ত্তিচন্দ্র ১৬। আনন্দচন্দ্র ও বেচারাম (০), ভগবান্ (০) ১৭। আনন্দচন্দ্র সুত রসিকচন্দ্র (অঃ পুঃ) কন্যা আছে ১৮।

জয়রাম সুত কৃষ্ণরাম ও রাধাকান্ত ১৪। কৃষ্ণরাম সুত নরেন্দ্রনারায়ণ, দেবীপ্রসাদ ও রুদ্রনারায়ণ (০) ১৫। নরেন্দ্রনারায়ণ সুত কাশীনাথ, বাণীনাথ, প্রাণনাথ (০) ও শিবনাথ ১৬। কাশীনাথ সুত বৈদ্যনাথ, জানকীনাথ, গৌরীনাথ ও নবকৃষ্ণ ১৭। বৈদ্যনাথ সুত রাজমাধব, নন্দকুমার (০) ও রামকুমার (০) ১৮। রাজমাধব সুত ভারতচন্দ্র ১৯। তারকচন্দ্র ২০। শ্রীলালমোহন ও শ্রীসুরেন্দ্র-মোহন ২১। লালমোহন সুত শ্রীচিত্তরঞ্জন ও শ্রীসত্যরঞ্জন ২২। জানকী-নাথ সুত সুরানন্দ (০) ও রাধামোহন (০) ১৮। গৌরীনাথ সুত কালীকুমার (০) ১৮। নবকৃষ্ণ সুত চন্দ্রকিশোর (০) ও চন্দ্রনাথ (০) ১৮। বাণীনাথ সুত রাজচন্দ্র ও গতিনারায়ণ ১৭। রাজচন্দ্র সুত চণ্ডীপ্রসাদ (অঃ পুঃ) ও সতীপ্রসাদ (০) ১৮। শিবনাথ সুত বেচারাম (০) ১৭।

দেবীপ্রসাদ সুত ভোলানাথ ১৬। গোপালকৃষ্ণ (০), রক্তুঞ্জন (০), রামসাগর ১৭। রামসাগর সুত মধুসূদন (০) ১৮।

রাধাকান্ত (১৪) সুত ভবানীপ্রসাদ, দুর্গাপ্রসাদ সীতারাম (০), দুর্লভ-নারায়ণ(০) ১৫। ভবানীপ্রসাদ সুত রামমাণিক্য, রামরত্ন (০), সূর্য্যনারায়ণ (০) ও জগবন্ধু ১৬। রামমাণিক্য সুত মৃত্যুঞ্জয় (০) গুরুদাস (০) ১৭। জগবন্ধু সুত দীনবন্ধু (০) ১৭। দুর্গাপ্রসাদ সুত ভৈরবচন্দ্র (০) ও শিবচন্দ্র (০) ১৬।

এই বংশ পরিচয় বাক্‌পুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী তপস্বী ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রচেষ্টা ও ঢাকার সাপ্তাহিক পত্র স্বায়ত্ত শাসন সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায় কবিভূষণ নাট্যবিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের আনুকূল্যে সংগৃহীত। ২৮-৪-১৯৩৯

কাশ্যপ গোত্র পলশায়ী শ্রোত্রিয়

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রদত্ত "রায়" উপাধি প্রাপ্ত।

এই বংশের রামচরণ রায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রদত্ত ৬০/০ বিঘা ব্রহ্মোত্তর ভূমি ভোগ প্রমাণ বৃদ্ধি ১১৬১ সাল ৬ই ফাল্গুন প্রাপ্ত হইয়া সন ১১৬০ সালের সমসাময়িককালে তাহার ভ্রাতাগণসহ জেলা ২৪ পরগণা, থানা দেগঙ্গ, মহকুমা বারাসতের অন্তর্গত পোঃ বিড়াবল্লভপাড়া, শ্বেতপুর গ্রামে বসবাস করেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রদত্ত ১২০৫ নং তায়দাদ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ইহারা শ্বেতপুর গ্রামে প্রায় ২ শত বৎসর বসবাস করিতেছেন। যথা—

শ্রীরামবল্লভ রায় সুচরিতেষু, নমস্কার প্রয়োজনঞ্চ বিশেষ.-

পরগণে আনোয়ারপুর শ্বেতপুর গ্রামের প্রান্তভাগে নোনা গাছের ধারে ভৈরবীর স্থাপিতা এক ঠাকুরাণী ছিলেন। ভৈরবী মাতার মৃত্যু হওয়ায় তথায় ঠাকুরাণীর পূজাদি সেবা না হওয়ায় তুমি তথা হইতে (মহামাইকে) মহামায়ীকে আনিয়া আপন ভদ্রাসনে স্থাপিত করিয়াছ। তুমি নিজে পূজাদি করিলে তোমার জাত্যাংশে কলঙ্ক হয় এবং সেবাইত নিযুক্ত রাখিয়া পূজাদি করাইবার ক্ষমতা নাই। একারণ পরগণে উখড়া ও আনোয়ারপুর পরগণায় ৬০/০ ষাট বিঘা দেবত্র জমি দেওয়া হইল।

দেবোত্তর ভূমি তুমি আপন দখলে রাখিয়া উহার উপসত্ত হইতে সেবাইত নিযুক্ত রাখিয়া মহামায়ীর পূজাদি করাইবা। কোনমতে সেবার ত্রুটী না হয়। ইতি ১১৬৫ সাল ১২ই ফাল্গুন।

আমরা অনুসন্ধানে জানিয়াছি যে, রামচরণ রায়ের নামীয় ব্রহ্মোত্তর এবং রামবল্লভ রায়ের নামীয় দেবোত্তর একই বস্তু।

বংশাবলী।

মদনমোহন ১। মদন সুত শিবপ্রসাদ ২। সুত **রামচরণ**, জগন্নাথ (০) ও **রামবল্লভ** ৩।

রামচরণ সুত বিশ্বনাথ, কন্দর্প (০) ও প্রাণকৃষ্ণ (০) ৪। বিশ্বনাথ সুত পূর্ণচন্দ্র ও উত্তমচন্দ্র ৫। পূর্ণচন্দ্র সুত মধুসূদন ও তারাপ্রসন্ন ৬। মধুসূদন সুত হীরালাল (০), মতিলাল, মিহিরলাল, মাখমলাল (০) ও রামলাল ৭।

তারাপ্রসন্ন সুত ভূপতি, বিভূতি (Accountant, Sambalpur, E. E's. Office.), জগদীশ, রামেশ্বর ও সন্তোষ ৭।

উত্তমচন্দ্র সুত **আ**শুতোষ ও **দী**ননাথ ৬। আশুতোষ সুত হরিদাস ও হরিচরণ (ইম্‌পিরিয়্যাল লাইব্রেরীতে কর্ম্ম করেন) ৭। দীননাথ সুত সৌরেন্দ্র, গৌরেন্দ্র ও মৃগেন্দ্র (০) ৭। গৌরেন্দ্র সুত অজিত বি-এ (বি-এল পরীক্ষা দিয়াছেন), দেবীকুমার, অরুণ, অমল, রামচন্দ্র ও কানাই ৮।

রামবল্লভ সুত রামতনু ৪। সুত শ্রীধর ও গঙ্গাধর ৫। শ্রীধর সুত কালা, বরদা, সারদা ও বিমলা ৬। কালা সুত কৃষ্ণ, বলাই, প্রফুল্ল ও গোষ্ঠ ৭। সারদা সুত পাঁচু ও সাতকড়ি ৭।

গঙ্গাধর সুত তারিণী ও সূর্য্য ৬। তারিণী সুত হরিদাস ও যোগেন্দ্র (০) ৭। হরিদাস সুত সুশীল ও মনোরঞ্জন ৮। সূর্য্য সুত দেবেন ৭। সুত বিজয় ৮। তৎসুত খোকা (০) ৯।

আশুতোষ:—কমিসরিয়েটে কার্য্য করিতেন এবং তাঁহার কর্ম্মজীবনের অধিকাংশ সময়ই পাঞ্জাব অঞ্চলে অতিবাহিত হয়। চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শেষ জীবন নিজ জন্মস্থান শ্বেতপুর গ্রামে অতিবাহিত করেন।

দীননাথ:—বাং ১২৬২ সাল ১৭ই বৈশাখ ইঁহার জন্ম। অল্প বয়সে পিতার মৃত্যু হওয়ায় এবং নিজ গ্রামে অন্ন সংস্থানের কোন উপায় না থাকায় তিনি অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে সহায় সম্পদহীন অবস্থায় নিজ গ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন। কলিকাতা আসিয়া তাঁহাকে দারিদ্র্যতা, অনটন ও নানাপ্রকার অসুবিধার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। যদিও তিনি এই সময়ে বিভিন্ন স্থানে চাকুরী করিয়াছিলেন

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত চাকুরী না থাকায় দেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি পুনরায় কলিকাতা ফিরিয়া আসেন এবং ইং ১৮৮০ সালের সমসাময়িককালে বাগ্‌বাজারে অমৃতবাজার পত্রিকায় সামান্য চাকুরী গ্রহণ করেন এবং অল্পদিন মধ্যেই নিজ কর্ম্মদক্ষতা ও সততার গুণে কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ বিশ্বাস ও ভালবাসার পত্র হইয়া উঠেন। ক্রমশঃ তাঁহার পদোন্নতি হয় এবং অবশেষে জেনারল ম্যানেজার পদে উন্নীত হন। মৃত্যু পর্য্যন্ত এই পত্রিকার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অটুট ছিল। আবশ্যক বোধে অমৃতবাজার পত্রিকার বর্ত্তমান সহযোগী সম্পাদক শ্রীপরমানন্দ দত্ত প্রণীত Memories of Motilal Ghose নামক পুস্তক হইতে কএক লাইন উদ্ধৃত করা গেল।

"Speaking about the management of the Patrika, I think I shall be accused of a glaring omission if I do not mention the name of the late Dina Nath Roy, who though not a member of the family had none the less a great hand in the management of the paper. He joined the Patrika about the time when Hemanta Kumar died and soon established his usefulness so much that the proprietors of the paper left the financial matters to a great extent, if not entirely to his hands."

তিনি ধার্ম্মিক ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার দয়া দাক্ষিণ্য ও সুমধুর-কথা অমৃতবাজার পত্রিকার পুরাতন কর্ম্মচারীবৃন্দ ও তাহার স্বগ্রাম-বাসী হিন্দু ও মুসলমান চাষী ও ভদ্রলোকগণ আজিও ভুলিতে পারে নাই। ১৩৩৪ সাল, ১৯শে চৈত্র তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রগণ মধ্যে শ্রীসৌরেন্দ্রকুমার রায় অমৃতবাজার পত্রিকার ল-অফিসার ও শ্রীগৌরেন্দ্রনাথ রায় বারাসত কোর্টে ওকালতি করেন।

৬ নং আনন্দ চ্যাটার্জ্জি লেন, কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত অজিৎকুমার রায় বি-এ মহাশয়ের আনুকূল্যে সংগৃহীত। ৫।৭।১৯৩৯

ক্ষিতিরপাড়া কাশ্যপ গোত্র কোয়াড়ী শ্রোত্রিয় চৌধুরী বংশ।

পরগণা বিক্রমপুর, ষ্টেশন লৌহজঙ্গ, জেলা ঢাকা।

বংশাবলী।

হংস লাবণ্য মুন্সি ১। হংস লাবণ্যের বহু পুরুষ পরে বামন ভট্টাচার্য্য ২।

২। বামন সুত শিবানন্দ শিকদার [ক], রামদেব (০) ও জগদীশ (খ) ৩।

[ক] শিবানন্দ শিকদারের (৩) ধারা।

৩। শিবানন্দ সুত কালিকাপ্রসাদ ৪। সুত রামকেশব (০), রামমোহন ও জয়দেব ৫।

৫। রামমোহন সুত প্রাণনাথ চৌধুরী (০), রামধন (০) ও কন্যা নাম অজ্ঞাত (স্বামী হরিচরণ বন্দ্যো) ৬। স্থানাভাব বশতঃ হরিচরণ বাবুর পুত্রাদির ও অন্যান্য দৌহিত্র বংশ পরিচয় এখানে দেওয়া সম্ভব হইল না।

৫। জয়দেব চৌধুরী সুত কৃষ্ণদাস ৬। সুত রামগোপাল ৭। তৎসুত প্রাণকৃষ্ণ ও শ্যামসুন্দর (০) ৮।

৮। প্রাণকৃষ্ণ সুত ভোলানাথ ৯। সুত কালীনাথ ও হরিদাস (০) ১০। কালীনাথ সুত ব্রজনাথ ১১। তৎসুত পরেশনাথ ১২। তৎসুত রঘুনাথ, বংশীদাস, রবীন্দ্র ও খগেন্দ্র ১৩।

[খ] জগদীশের [৩] ধারা।

জগদীশ সুত রাজারাম (গ), রামচন্দ্র [ঘ] ও ব্রহ্মানন্দ [ঙ] ৪।

[গ] রাজারামের [৪] ধারা।

৪। রাজারাম সুত কালিদাস, নন্দরাম, যোগেশ্বর (০), ভুবনেশ্বর (০) ও গঙ্গাধর ৫।

৫। কালিদাস সুত হরিনারায়ণ, রুদ্রনারায়ণ ও ভবানীশঙ্কর ৬।

৬। হরিনারায়ণ কন্যা কমলা, ভাগিরথী, যমুনা ও ত্রিপুরাসুন্দরী ৭।

৬। রুদ্রনারায়ণ সুত গৌরসুন্দর, তিলক [০] ও ভৈরব(০)৭। গৌরসুন্দর সুত ঈশ্বর ৮। সুত শশি ৯। তৎসুত সনৎ ওরফে গোপাল, জ্ঞান, হীরণ্য ও সুশীল ১০। গোপাল সুত মাণিক ১১। জ্ঞান সুত আকিঞ্চন ১১।

৬। ভবানীশঙ্কর সুত কালাচাঁদ ৭। সুত দক্ষিণা ৮। তৎসুত অমূল্য, সত্য ও নীহার ৯। অমূল্য সুত ভুলু ও খোকা ১০। সত্য সুত দুলাল ১০।

৫। নন্দরাম সুত বাণেশ্বর ৬। সুত রামরতন ৭। সুত রামনিধি ও বদন(০) ৮ রামনিধি সুত রাজমোহন ৯। বিশ্বেশ্বর ১০। সুরেশ ১১। কালিদাস ও দেবদাস ১২।

[ঘ] রামচন্দ্রের [৪] ধারা।

৪। রামচন্দ্র সুত রামবল্লভ ৫। সুত দুর্গারাম, রামরাম, প্রাণবল্লভ ও শঙ্কর ৬।

৬। দুর্গারাম সুত আত্মারাম [০], সীতারাম, কৃষ্ণদাস ও রূপরাম [০] ৭।

৭। কৃষ্ণদাস সুত রামলোচন ৮। হরচন্দ্র ৯। মনোমোহন ও লালমোহন ১০।

১০। মনোমোহন সুত ভুবনমোহন ও মোহিনীমোহন ১১।

১১। ভুবনমোহন সুত ফণীন্দ্র, ভূপেন্দ্র ও নরেন্দ্র ১২। ফণীন্দ্র সুত কেশব ১৩।

১১। মোহিনীমোহন সুত ইন্দ্র, ক্ষেত্র, ধীরেন্দ্র, বীরেন্দ্র ও সুখেন্দ্র ১২। ইন্দ্র সুত দুর্গাদাস ১৩।

১০। লালমোহন সুত হরেন্দ্র, দেবেন্দ্র, যোগেন্দ্র ও যতীন্দ্র ১১। হরেন্দ্র সুত বীরেন্দ্র, মাখন, ননি, মাণিক্য ও টুনু ১২। বীরেন্দ্র সুত খোকা ১৩। দেবেন্দ্র সুত প্রফুল্ল, হরিহর, অনাদি ও পূর্ণ ১২। যোগেন্দ্র সুত বঙ্কিম। ১২।

৬। রামরাম সুত কৃষ্ণচন্দ্র ৭। সুত শিবনাথ ৮। সুত মদনমোহন, চন্দ্রমোহন (০) ও ব্রজমোহন (০) ৯।

৯। মদনমোহন সুত মহিম, কৈলাস, ও মহেন্দ্র ১০। মহিম সুত যতীন্দ্র, নির্ম্মল ও ভোলা ১১। কৈলাস সুত নগেন্দ্র ১১। সুত বিমল ১২।

১১। মহেন্দ্র সুত চপল ১১। সুত নিরঞ্জন, সুধীর ও অধীর ১২।

৬। প্রাণবল্লভ সুত শ্রীধর ও গোবিন্দপ্রসাদ ৭। শ্রীধর সুত গোলক ও কৃষ্ণকুমার ৮। গোলক সুত জগবন্ধু ও দীনবন্ধু ৯। জগবন্ধু সুত সতীশ ১০। সুত ছিটা (০) ১১। দীনবন্ধু কন্যা সুশীলা ও সরোজিনী ১০। কৃষ্ণকুমার সুত সূর্য্যকুমার ৯।

৭। গোবিন্দপ্রসাদ সুত বৈদ্যনাথ ৮। সুত কালিচরণ ৯। সুত তরণী, যামিনী ও জীবন ১০। তরণী সুত অনীল ও ফরিঙ্গ ১১।

[ঙ] ব্রহ্মানন্দের (৪) ধারা।

৪। ব্রহ্মানন্দ সুত বিষ্ণুরাম ৫। সুত লক্ষ্মীনারায়ণ, (চ), কালিচরণ (ছ) ভবানীচরণ (জ) ৬। এই তিনটী নাম ভালরূপ পাঠ করা যায় নাই।

(চ) লক্ষ্মীনারায়ণ সুত মৃত্যুঞ্জয় ও রামজয় (০) ৭। মৃত্যুঞ্জয় সুত কাশীনাথ, শম্ভুনাথ ও কমল (০) ৮। কাশীনাথ সুত বিষ্ণুহরি ও গোলক ৯। বিষ্ণুহরি সুত গিরিজা ও অমর ১০। গিরিজা সুত অমৃত ও হরলাল ১১। অমৃত সুত মাণিকলাল ১২। অমর কন্যা পূর্ণলক্ষ্মী ১১।

৮। শম্ভুনাথ সুত মহেশ ৯। সুত রাইবিহারী, বিপিন (০) ও কুঞ্জবিহারী ১০। রাইবিহারী সুত চূণীলাল ১১।

(ছ) কালিচরণ সুত রামনারায়ণ ৭—প্রাণকৃষ্ণ (০) ও কেবলকৃষ্ণ (০) ৮।

(জ) ভবানীচরণ সুত দশরথ, রামনারায়ণ ও লোকনাথ (০) ৭। দশরথ সুত কৃষ্ণকিঙ্কর ৮। রামনারায়ণ সুত কৃষ্ণমোহন (০), রামমোহন (০), ও প্রসন্ন ৮। প্রসন্ন সুত দক্ষিণা ৯।

বংশের ইতিকথা

ক্ষিতীরপাড়ার কোয়াড়ী বংশের আদি পুরুষ হংসলাবণ্য মুন্সি। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী বহু পুরুষের বিবরণ অজ্ঞাত। এক্ষণে তাহা অনুসন্ধান করিয়া সংগ্রহ করা নিতান্ত অসম্ভব। উক্ত মুন্সি ঠাকুরের বহু পুরুষ অধস্তনে বামনদাস ভট্টাচার্য্য। তাঁহারই বংশের ধারাবাহিক তালিকা যতটা পাওয়া সম্ভব হইয়াছে তাহাই লিখিত হইল।

বামনদাস পাঠান রাজত্বের শেষ সময় বর্ত্তমান থাকিয়া পাঠান সম্রাটের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। তাঁহার লোকান্তরের পর তাঁহার ৩ পুত্রের মধ্যে শিবানন্দ শীকদার উক্ত সম্রাটের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া দেশরক্ষার কথঞ্চিৎ ভার ও পরে পুরস্কার স্বরূপ কিছু ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন।

ইঁহাদিগের পুরাতন কাগজপত্র দৃষ্টে মনে হয় যে, মোগল সম্রাটগণ যখন উত্তর ভারতবর্ষ জয় করিয়া বাঙ্গলা ও উড়িষ্যায় পাঠান রাজত্ব জয় করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময় শিবানন্দ সম্রাট প্রদত্ত ঐ সম্পত্তি মধ্যে কতকজন শিখ সৈন্যের অধিনায়ক হন এবং তৎসহায়তায় মোগল পক্ষ হইয়া পাঠানের বিরুদ্ধাচরণ করেন।

দেশীয় নিরীহ লোকদিগকে পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণের অত্যাচার হইতে রক্ষার জন্য শিবানন্দের পরবর্ত্তী বংশধরগণ মোগল সম্রাটের পক্ষ অবলম্বনে তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করেন।

মোগল সম্রাটগণের পতন সময়ে যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে আসিয়া ক্রমে ক্রমে রাজ্য বিস্তার করিতে থাকেন, বঙ্গদেশও তাঁহাদের করায়ত্ত হয়। তখন উক্ত জায়গীর লর্ড কর্ণওয়ালিশের সময় শিবানন্দের বংশধরগণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাহাদুরের নিকট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রাপ্ত হইয়া অদ্যাবধি তাহা ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন। ঐ সম্পত্তি যাহা এক্ষণে বর্ত্তমান আছে তাহা ঢাকা জেলার অন্তর্গত।

ক্ষিতীরপাড়ার কোয়াড়ী চৌধুরী বংশ প্রসিদ্ধ শ্রোত্রিয় বলিয়া খ্যাত। তাঁহারা বহু পূর্ব্ব হইতে কুলক্রিয়া করিয়া আসিতেছেন এবং এখনও করিতেছেন। তাঁহারা বহু প্রসিদ্ধ কুলীন সন্তানের মাতামহ বংশ। সে পরিচয়গুলি অর্থাৎ দৌহিত্র বংশের নিবাস স্থানের ঠিকানাসহ সঠিকভাবে সংগ্রহ হইলে তাহা যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইবে।

• ক্ষিতীরপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চৌধুরী প্রদত্ত এবং ঢাকার সাপ্তাহিক পত্রিকা স্বায়ত্ত শাসন সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায় কবিভূষণ ও নাট্যবিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের আনুকূল্যে সংগৃহীত।

চৈতল চট্টোপাধ্যায় বংশের একদেশ কারিকা।

এই তালিকার সহিত ১৮ পৃঃ র তালিকার কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে।

কুলীনগণের বহু বিবাহ জনিত সকল স্থানের সকল সন্তানগণের নাম অনেক স্থলে কোন ঘটক পুথিতে একত্র সমাবেশ সম্ভব হয় নাই সুতরাং এই অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়।

ঢাকার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীল শ্রীযুক্ত অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায় আই-সি-এস্ মহাশয়ের সংগৃহীত তালিকা যেরূপ পাওয়া গিয়াছে নিম্নে তাহা দেওয়া গেল।

মহর্ষি কাশ্যপ গোত্রজ বীতরাগ সুত দক্ষ ১ (কনৌজাগত বিপ্র) তৎসুত সুলোচন ২ (সাং চাটুতী গ্রাম, কলনা)। তৎসুত মহাদেব ৩। হলধর ৪। বাণিদেষ ৫। লালো ৬। গরুড় ৭। শ্রীকণ্ঠ ৮। বাঙ্গাল ৯ (বল্লালী মর্য্যাদা-প্রাপ্ত কুলীন)। কীর্ত্তিচন্দ্র (কীত) ১০। নৃসিংহ ১১। আভো ১২। পন ১৩। চৈতল (ইহার বংশধরগণ চৈতল চাটুতী নামে খ্যাত) ১৪। দু ১৫। শ্রীরাম ১৬। বলভদ্র ১৭।

১। বলভদ্র সুত উদয় কুলবর ও ভূষণ ১৮।

১৮। উদয় কলবর সুত শ্রীনিবাস ও কৃষ্ণদাস ১৯। (১৮ পৃঃ শ্রীনিবাসের নাম নাই। ৬৮ পৃঃ ঐ নাম পাওয়া যায়)।

১৯। শ্রীনিবাস সুত মদনগোপাল ও গোবিন্দ ২০। গোবিন্দের বংশ নদীয়ার অন্তর্গত প্রিয়নগর, চাঁদরিয়া, শিমুরালী প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত।

২০। মদনগোপাল সুত রামনারায়ণ ২১।

২১। রামনারায়ণ সুত রামগোবিন্দ ২২।

২২। রামগোবিন্দ সুত জানকীরাম ২৩।

২৩। জানকীরাম সুত কাশীনাথ (বরাকুলী, মুর্শিদাবাদ) ও ধর্ম্মদাস (জৌগ্রাম, বর্দ্ধমান) ২৪।

২৪। ধর্ম্মদাস সুত দেবীচরণ ও নবকিশোর ২৫।

২৫। দেবীচরণ সুত আনন্দমোহন ২৬।

২৬। আনন্দমোহন সুত বিহারীলাল, রাধানাথ, কালীকৃষ্ণ তিনকড়ি ও প্রাণকৃষ্ণ ২৭।

২৭। বিহারীলাল সুত রাজকৃষ্ণ, হরি, কৃষ্ণনাথ, সীতারাম, জানকী, দাশরথি ও দুর্গাদাস ২৮।

২৮। কৃষ্ণনাথ সুত ডাক্তার ইন্দুভূষণ (বালিয়া, ইউ-পি), চন্দ্রভূষণ, শশীভূষণ ও হরিপদ ২৯।

২৯। ইন্দুভূষণ সুত বিজয়, মণিমোহন ও রামমোহন ৩০।

২৯। চন্দ্রভূষণ সুত সত্যচরণ, সন্তোষ, সমীর, শিশির ৩০।

২৮। সীতারাম সুত বাসুদেব ও হৃষীকেশ ২৯।

২৯। বাসুদেব সুত গঙ্গাধর ও জনার্দ্দন ৩০।

২৭। রাধানাথ সুত হরমোহন, হরিচরণ, [illegible], শিবচরণ ও অভয়াচরণ ২৮।

১৮। হরমোহন সুত কমল, অনাদি, তারক ও পাঁচু ১৯।

২৮। শ্যামাচরণ সুত বিমলেন্দু ও কমলেন্দু ২৯। শিবচরণ সুত শম্ভুনাথ ২৯।

২৮। অভয়াচরণ সুত বিশ্বনাথ ২৯।

২৭। প্রাণকৃষ্ণ সুত দেবেন্দ্রনাথ ২৮। সুত পঞ্চানন ও বটকৃষ্ণ ২৯।

২৫। নবকিশোর সুত রামজীবন, রামেশ্বর, রামদাস, অম্বিকা, মাখন, রামলাল, পূর্ণচন্দ্র, নন্দলাল ও ভুবনমোহন ২৬।

২৬। রামজীবন সুত রাধাচরণ, রাই ও কালাচাঁদ ২৭।

২৭। রাধাচরণ সুত সুধীর ও প্রাণকৃষ্ণ ২৮।

২৭। কালাচাঁদ সুত প্রফুল্ল, হরিহর, শশধর, মনোহর ও সুশীল ২৮।

২৮। প্রফুল্ল সুত ভোলানাথ, সুধীর, সুনীল ও সোনা ২৯।

২৮। হরিহর সুত তিমির ও সমীর ২৯।

২৮। শশধর সুত গোপাল ও খোকা ২৯।

২৬। রামেশ্বর সুত নসীরাম ২৭। নসীরাম সুত চণ্ডিচরণ ২৮।

২৬। রামদাস সুত বিনোদ ও কৃষ্ণ ২৭।

২৭। বিনোদ সুত কেশব ২৮। তৎসুত স্বয়ম্ভু ২৯।

২৬। মাখন সুত ননীলাল, ক্ষিরোদ, জলধর ও যতীন্দ্র ২৭।

২৭। ননীলাল সুত জিতেন্দ্র, শচীন্দ্র, শৈলেন্দ্র, মৃত্যুঞ্জয় ও বাদল ২৮।

২৮। জিতেন্দ্র সুত রতন, খোকা, তারক ও সুধীর ২৯।

২৮। শৈলেন্দ্র সুত রবীন্দ্র ২৯।

২৭। যতীন্দ্র সুত হিমাংশু ২৮।

২৬। রামলাল সুত দোলগোবিন্দ ও কালিদাস ২৭।

২৬। ভুবনমোহন সুত গোরাচাঁদ ও হরিমোহন ২৭।

২৭। হরিমোহন সুত পঞ্চানন, যতীন্দ্র ও ইন্দুভূষণ ২৮।

২৮। পঞ্চানন সুত বিরেশ্বর (লক্ষ্ণৌ) ২৯।

২৮। যতীন্দ্র সুত সুবোধ, রামচন্দ্র ও সুশীল ২৯।

২৮। ইন্দুভূষণ সুত তারক, গোপাল, গোবর্দ্ধন ও মাণিক ২৯।

২৯। তারক সুত সোমনাথ ও অমরনাথ ৩০।

১৯। কৃষ্ণদাস সুত মহেশ ২০। (এই শাখা হইতে উত্তরপাড়ার ৺রাসমণি, চোরবাগানের ৺মদনমোহন ও চন্দননগর উর্দ্দোপাড়া নিবাসী কেবলরাম চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বংশের উদ্ভব)।

১৯। কৃষ্ণদাস সুত মাধব ২০। (এই ধারা নিম্নে লিখিত হইতেছে)।

১৯। কৃষ্ণদাস সুত চন্দ্রশেখর ২০। (এই শাখা হইতে স্বর্গ প্রতুলচন্দ্র ও রায় বাহাদুর মল্লিনাথ প্রভৃতি বংশের উদ্ভব)। ৫০ ও ১৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

২০। মাধব সুত প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ২১। বিষ্ণুরাম ২২। নন্দদুলাল ২৩। হরিনারায়ণ ২৪। হরেকৃষ্ণ ২৫। হলধর (হরনাথ) ২৬।

(মাধবের অন্য সন্তানের ধারা—১৫, ১৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

২৬। হরনাথ সুত কৃষ্ণলাল, মন্নুলাল, নসীরাম ও পরাণচন্দ্র ২৭।

২৭। কৃষ্ণলাল সুত নরেন্দ্রনাথ ২৮।

২৭। মন্নুলাল সুত তারাপ্রসাদ ২৮। সুত কার্ত্তিকচন্দ্র ২৯।

২৯। কার্ত্তিক সুত বিভূতি ও বিজনকুমার ৩০।

২৭। নসীরাম সুত ভগবতী, ননীগোপাল, হরেন্দ্র ও নরেন্দ্র ২৮।

২৮। ননীগোপাল সুত শৈলকুমার, শিশির ও অমরেন্দ্র ২৯।

২৮। হরেন্দ্র সুত রবীন্দ্র, সৌরেন্দ্র, নিতীন্দ্র ও হিতেন্দ্র ২৯।

২৮। নরেন্দ্র সুত অহিন্দ্র ও মহেন্দ্র ২৯।

২৭। পরাণচন্দ্র সুত প্রকাশচন্দ্র, ফণিলাল, চুনিলাল, ননীলাল, দয়াময় ও করুণাময় ২৮।

২৮। প্রকাশচন্দ্র সুত চাকচন্দ্র ও ইন্দুভূষণ ২৯।

২৯। ইন্দুভূষণ সুত মোহনলাল ও রবীন্দ্রনাথ ৩০।

২৮। চুনিলাল সুত নগেন্দ্র, শ্যামাপদ, বামাপদ ও বিশ্বনাথ ২৯।

২৯। নগেন্দ্র সুত কমলকৃষ্ণ ৩০।

২৮। ননীলাল সুত রাসবিহারী, শৈলহরি, নবকুমার, সত্যহরি ও নিত্যহরি ২৯।

২৮। দয়াময় সুত অমিয়ভূষণ ২৯।

২৮। করুণাময় সুত অরুণকুমার, অজরকুমার ও অমলকুমার ২৯।

১৮। ভূষণ সুত রাঘব ১৯। রাঘব সুত রামদেব ও চাঁদ ২০।

২০। রামদেব সুত কৃষ্ণজীবন ২১।

২১। কৃষ্ণজীবন সুত গোপাল ও রামগোবিন্দ ২২।

২২। গোপাল সুত শ্যামসুন্দর ২৩। তৎসুত কমলাকান্ত ২৪।

২৪। কমলাকান্ত সুত কালীমোহন ও মধুসূদন ২৫।

২৫। কালীমোহন সুত যদুনাথ, শশিভূষণ (বিখ্যাত ভৌগলিক ও মানচিত্র কারক) ২৬।

২৬। যদুনাথ সুত ঋষিভূষণ, হরিধন (কোন্নগর), কৃষ্ণধন, মতিলাল হীরালাল ও ডাঃ নরেন্দ্রনাথ ২৭।

২৭। ঋষিভূষণ সুত বিভূতিভূষণ, ফণীভূষণ ও গিরিজাভূষণ ২৮।

২৮। ফণীভূষণ সুত সরসীভূষণ ২৯।

২৭। হরিধন সুত জীবনধন (জামুই), **অবনীভূষণ** I. C. S., (ঢাকার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্) ও অজয়ভূষণ ২৮।

২৮। অবনীভূষণ সুত খোকা ২৯।

২৭। হীরালালের দুই পুত্র নাম অজ্ঞাত ২৮।

২৭। নরেন্দ্রনাথ সুত বীরেন্দ্র, গৌরীশঙ্কর ও অমরনাথ ২৮।

২৬। শশিভূষণ সুত হরিদাস, প্রমোদপ্রকাশ ও মন্মথ ২৭।

২৭। হরিদাস সুত বৈদ্যনাথ ২৮। তৎসুত চন্দ্রনাথ ২৯।

২৭। প্রমোদপ্রকাশ সুত ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ, কুলদানন্দ, জগদানন্দ, পরমানন্দ, নিত্যানন্দ, সদানন্দ ও জীবানন্দ ২৮।

২৮। ব্রহ্মানন্দ সুত কুমারানন্দ ২৯।

২৫। মধুসূদন সুত শরচ্চন্দ্র ২৬।

২৬। শরচ্চন্দ্র সুত হরিপ্রসন্ন, মনোমোহন ও ডাঃ লালমোহন ২৭।

২৭। হরিমোহন সুত জিতেন্দ্র, সুরেন্দ্র, শচীন্দ্র, ভূপেন্দ্র ও কৃষ্ণমোহন ২৮।

২৭। মনোমোহন সুত ভবেন্দ্র ও সমরেন্দ্র ২৮।

২৮। ভবেন্দ্র সুত মণীন্দ্র ও খোকা ২৯।

২৭। লালমোহন সুত রণজিৎ ও অজিৎ ২৮।

২২। রামগোবিন্দ সুত দেবীচরণ ২৩। তৎসুত বদনচাঁদ ও হলধর ২৪।

২৪। হলধর সুত চন্দ্রকুমার (ভাটপাড়া) ও হেমচন্দ্র (কোন্নগর) ২৫।

২৫। চন্দ্রকুমার সুত অম্বিকা ও ভগবতীচরণ ২৬।

২৬ অম্বিকা সুত মুটবিহারী ও হরিদাস ২৭।

২৭। হরিদাস সুত মোহিতকুমার ২৮।

২৬। ভগবতীচরণ সুত পঞ্চানন, অমূল্য, অমৃত ও বিজয় ২৭।

২৭। অমূল্য সুত বঙ্কিম, সঞ্জিব, অনন্তদেব ও দেবনারায়ণ ২৮।

২৭। অমৃত সুত ভোলানাথ ২৮।

২৫। হেমচন্দ্র (কোন্নগর) সুত ডাঃ গুরুচরণ, হরিচরণ ও অতুলচরণ ২৬।

২৬। গুরুচরণ সুত মোহিত, নন্দলাল, শচীন্দ্র, বিনয়, সত্যচরণ ও জীতেশ ২৭।

২৭। নন্দলাল সুত কৃষ্ণচন্দ্র, বলাইচন্দ্র, বিশ্বনাথ, শিবনাথ ও তারকনাথ ২৮।

২৭। সত্যচরণ সুত গোপাল, দুলাল ও তারাপদ ২৮।

২৬। হরিচরণ সুত অভয়চরণ, ক্ষেত্রগোপাল ও বঙ্কিমবিহারী ২৭।

২৭। অভয়চরণ সুত পঞ্চানন ও সুধীর ২৮।

ঢাকা নিবাসী শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায় কবিভূষণ নাট্যবিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের আনুকূল্যে সংগৃহীত। ২২শে জুন, ১৯৩৯।

ডাঃ মন্মথনাথ চ্যাটার্জ্জীঃ—কলিকাতার প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ মন্মথনাথ চ্যাটার্জ্জী গত ২৫শে এপ্রিল, ১৯৩৯, কলিকাতা ২৯৫।১, অপার সার্কুলার রোডস্থ তাঁহার ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৪ বৎসর হইয়াছিল। তিনি কারমাইকেল মেডিক্যাল্ কলেজের অপথ্যালমিক সার্জ্জারীর সিনিয়র প্রফেসার ও ভিজিটিং সার্জ্জন ছিলেন।

তিনি এফ্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৭ বৎসর বয়সে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন। তিনি অত্যন্ত প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন; মেডিকেল কলেজে প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রথম হইয়া কতকগুলি বৃত্তি ও পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন।

ফাইন্যাল এম্-বি পরীক্ষায় তিনি প্রত্যেক বিষয়ে শুধু প্রথমই হন নাই, প্রত্যেক বিষয়ে তিনি যত নম্বর পাইয়াছিলেন, তত নম্বর তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহ পান নাই। এইরূপ কৃতিত্বের জন্য তিনি পাঁচটী স্বর্ণপদক পাইয়াছিলেন।

ফাইন্যাল এম্-বি পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পূর্ব্বে তিনি চাঁদনী হাসপাতালে হাউস সার্জ্জনের কাজ করিতেন। পরে তিনি মেয়ো হাসপাতালে জুনিয়র হাউস সার্জ্জন নিযুক্ত হন। তাহার পরে বাগবাজারে ডাঃ নেলার্স ডিস্‌পেন্সারীর ভার তাঁহার উপর অর্পিত হয়। পরে আবার মেয়ো হাসপাতালে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও রেসিডেণ্ট সার্জ্জন নিযুক্ত হন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন ভারতীয় ডাক্তারকে ঐ পদে নিযুক্ত করা হয় নাই। ১৭ বৎসর যোগ্যতার সহিত কাজ করিবার পর তিনি চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন।

তিনি কিছুদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যাল এম-বি পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের গত শতবার্ষিকী উৎসবে তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

চিকিৎসা ব্যবসায় হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি বাড়ী নির্ম্মাণ কার্য্যে মনোযোগ দেন এবং তাঁহার নিজ তত্ত্বাবধানে কলিকাতায় কয়েকটী প্রাসাদোপম ভবন নির্ম্মিত হইয়াছে।

তিনি পরোপকারী ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি তাঁহার শেষ উইলে চক্ষু চিকিৎসা হাসপাতালের জন্য প্রায় ২০ লক্ষ টাকা মূল্যের দুইটি বাড়ী দান করিয়া গিয়াছেন। এই দুইটি বাড়ী হইতে বৎসরে প্রায় এক লক্ষ টাকা ভাড়া পাওয়া যাইতে পারে। আনন্দবাজার, ২০শে বৈশাখ, ১৩৪৬।

ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার তারপাশার অম্বুলী গাঁই শ্রোত্রিয় বংশ।

উপাধি "মহাশয়"।

নরনারায়ণ ১। রামদেব ২। জয়নারায়ণ ও রাজনারায়ণ ৩। জয়নারায়ণ সুত উদয়নারায়ণ ৪। সদানন্দ ৫। ভৈরবচন্দ্র ৬। ঈশ্বরচন্দ্র ৭। রামচন্দ্র, অলকমণি, শরৎকালী, মুক্তকালী, ক্ষ্যান্তকালী, প্রতাপচন্দ্র ও অভিলাষচন্দ্র (অঃ বিঃ মৃত) ৮।

রামচন্দ্র সন্তান রসিকচন্দ্র (কবি ও গ্রন্থকার—বাঙ্গালা পদ্যে কাদম্বরী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা, ইনি ভাওয়াল রাজ ষ্টেটের দেওয়ান ছিলেন), গিরীবালা, ক্ষীরোদবাসিনী, বিজয়চন্দ্র (Hd. Estimator, E.B.Ry. Kaila Ghat, Cal.) ও সুরেন্দ্রচন্দ্র (ঢাকা রেলওয়ে বিউলী ইনষ্টিটিউটের লাইব্রেরিয়ান) ৯।

রসিকচন্দ্রের ৪ কন্যা ও ২ পুত্র—সিদ্ধেশ্বরী, অরুণবালা, অনিষ, অমিয়, মিনি ও হীরণ্ময়ী ১০।

বিজয়চন্দ্রের ৪ পুত্র ২ কন্যা—পরেশ (অঃ বিঃ), রেণুবালা, পীযূষ, প্রীতীশ, পঙ্কজ ও বিউটী ১০।

সুরেশচন্দ্রের ৩ পুত্র ও ১ কন্যা—পরিমল, পরিতোষ, শেফালী ও প্রাণতোষ ১০। সকলেই অবিবাহিত।

প্রতাপচন্দ্র সুত হারাণচন্দ্র (ত্রিপুরা জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করেন) ও কালীপদ কবিরাজ ৯।

হারাণচন্দ্রের ২ পুত্র ১ কন্যা—গোপাল (অঃ বিঃ), খুকি ও কালী ১০।

কালীপদর ১ কন্যা ও ৩ পুত্র—গীতা (অঃবিঃ), দিলীপ,মঙ্গল ও বিষ্ণু ১০।

বৈবাহিক সম্বন্ধ।

৮। অমলমণির আরিয়ল বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে বিবাহ হইয়াছিল। শরৎকালীর পঞ্চসার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে বিবাহ হইয়াছিল। ভাসুর পো লালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুক্তকালীর কুকুটীয়া গাঙ্গুলী বংশে বিবাহ হইয়াছিল। সপত্নী পুত্র ৺রজনী গাঙ্গুলী (ভূতপূর্ব্ব হেড মাষ্টার রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুল) তৎপুত্র সাভার স্কুলের হেড মাষ্টার গুরুপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

ক্ষ্যান্তকালী—৺মথুরানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিমাতা। মথুরা বাবুর পুত্র ডাক্তার জে, এন, ব্যানার্জ্জি কলিকাতার বিখ্যাত ডাক্তার।

৯। গিরীবালার স্বামী ৺সারদাচরণ গাঙ্গুলী (৺কালীচরণ গাঙ্গুলীর পুত্র) সাং ইচ্ছাপুর, ঢাকা।

ক্ষীরোদবাসিনীর ইচ্ছাপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গাঙ্গুলীর সহিত বিবাহ হইয়াছে।

১০। ৬সিদ্ধেশ্বরীর বৃন্দাবনের সন্তান শ্যামসুন্দরের শাখা হরিলাল মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হইয়াছিল।

৬অরুণবালার কলিকাতা হাতীবাগান বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের নীলমণি বন্দ্যোর সহিত বিবাহ হইয়াছিল।

রেণুবালার কালামৃধার দুর্গারামের সন্তান শ্রীযুক্ত জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান্ কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হইয়াছে। দুর্গারামের সন্তানের সহিত ইহাই মহাশয় বংশের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ।

অনিষ—ঢাকা জেলার বাসাইল নিবাসী বিহারীলাল গোস্বামীর কন্যা বিবাহী

অমিয়—বাঘের মাষচটক শ্রোত্রিয় কন্যা বিবাহ করিয়াছেন

তারপাশার মহাশয়দের ইতিকথা।

কিভাবে নোয়াখালী জেলার ভুলুয়া পরগণার মালিক হন :—ইঁহাদিগের আদি বাসস্থান বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ছিল। এই বংশের ৬নরনারায়ণের কোন পূর্ব্ব পুরুষ দুই সহোদর ছিলেন। বড় ভাই কাজকর্ম্ম করিতেন, ছোট ভাই ধর্ম্মপরায়ণ ও উদাসীন প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি বড় ভাইয়ের উপর নির্ভর করিয়া চলিতেন। তাঁহার ভ্রাতৃজায়া ক্রমশঃ তাহার উপর বিরূপ হইয়া উঠেন এবং একদিন রাগ করিয়া তাঁহার ভাতের থালায় একখানা অঙ্গার দিয়া রাখিলেন। আহারে বসিয়া উহা দেখিতে পাইয়া তাঁহার মনে দারুণ আঘাত লাগে এবং দাদার সঙ্গে আর দেখা না করিয়া এক বস্ত্রে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পদব্রজে কলিকাতায় আসেন এবং ক্লান্ত হইয়া একটা বড় বাড়ীর রোয়াকে শুইয়া থাকেন। উক্ত বাড়ীর কর্ত্রী আহ্নিক সমাধা করিয়া উপর হইতে ফুলজল

ফেলিয়া দেন ; উহার কতকগুলি উক্ত শায়িত ব্যক্তির গায়ে পড়ে। তাহা লক্ষ্য করিয়া বাড়ীর কর্ত্রী নীচে আসিয়া দেখিতে পান ঐ লোকটী ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের শরীরে ঐরূপে ফুলজল পড়িয়াছে উহাতে তাঁহার ছেলের কোন অমঙ্গল হইবে মনে করিয়া তিনি উক্ত ব্রাহ্মণকে খুব সেবা যত্ন করেন এবং তাহাকে সন্তুষ্ট করার জন্য বাড়ীর কর্ত্রী তাহার ছেলের অর্থাৎ নোয়াখালি জেলার ভুলুয়া পরগণার মালিকের নিকট একখানা পত্র লিখিয়া তাহাকে নোয়াখালি পাঠাইয়া দেন। মায়ের পত্র পাইয়া মাতৃভক্ত ছেলে উক্ত ব্রাহ্মণকে নিজের জমিদারীর কাজে নিযুক্ত করেন এবং খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে থাকেন। উক্ত ব্রাহ্মণ খুব বিশ্বস্ততার সহিত কাজ করিতে থাকেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় তিনি অল্পদিনের মধ্যেই প্রধান কর্ম্মচারীর পদে উন্নীত হন। উক্ত জমিদার নিঃসন্তান ছিলেন সুতরাং তাঁহার মৃত্যুকালে ঐ ভুলুয়া পরগণা উক্ত ব্রাহ্মণকে দান করিয়া যান : এইভাবে ভুলুয়া পরগণার মালিক হইয়া নোয়াখালিতেই বাস করিতে থাকেন। তিনি জমিদার হইলেন এইজন্য তাঁহার রায় উপাধি হয়।

তারপাশা আগমন:—নরনারায়ণ রায় ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণায় আসিয়া বাড়ী করার মনস্থ করেন এবং বহু স্থান পরিদর্শন করিয়া তারাবন কাটিয়া একটী গ্রাম প্রস্তুত করেন। তারাবন কাটিয়া গ্রাম করা হইল বলিয়া উহার নামাকরণ করিলেন তারপাশা। বর্ত্তমান তারপাশা আর সেই তারপাশা এক নয়। ঐ তারপাশা বর্ত্তমান তারপাশা হইতে অনেকটা পশ্চিমে অবস্থিত, উহা বহু পূর্ব্বে পদ্মাগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

মহাশয় উপাধি:—রামদেব রায়ের সময়ই এই বংশ খুব সমৃদ্ধিশালী হয়। সে সময় প্রায় সমস্ত নোয়াখালী এবং ত্রিপুরা জিলাই তাঁহার অধীন ছিল। ঢাকা ও ফরিদপুর জিলাতেও অনেক সম্পত্তি ছিল। সেই সময় রাজস্ব মুর্শিদাবাদ নবাব বাড়ী যাইয়া দিতে হইত ; নির্দ্দিষ্ট

দিনে রাজস্ব না দিলে জমিদারী নবাবের খাসে আসিত এবং অন্য লোকের নিকট বন্দোবস্ত দেওয়া হইত। উক্ত রামদেব রায়ের এক বন্ধু ব্যক্তি তিনিও একজন জমিদার ছিলেন। তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিয়া পৌছিতে পারেন নাই। রামদেব রায় মনে করিলেন তাঁহারই একজন সমকক্ষ ব্যক্তির সম্পত্তিটা নষ্ট হইয়া যাইবে, এই আশঙ্কায় তিনি উক্ত জমিদারের জন্য নবাব সমীপে জামিন হইতে চাহিলেন। নবাব বাহাদুর আদেশ করিলেন আপনাকে জামিন লইতে পারি কিন্তু রাত্রি ৭টার মধ্যে যদি উক্ত জমিদার টাকা নিয়া উপস্থিত না হন তবে আপনাকে বৈকুণ্ঠে (নরককুণ্ডে) যাইতে হইবে। বন্ধুর উপকারার্থে তিনি ঐ চুক্তিতে জামিন হইলেন। প্রায় ৭টার সময় উক্ত জমিদারের পৌছাবার কোন লক্ষণ না দেখিয়া, নবাব বাহাদুর হুকুম দিলেন রামদেব রায়কে বৈকুণ্ঠে নিয়া যাও। রামদেব রায় নতশিরে নবাবের আদেশ পালন করিতে চলিলেন। এমন সময় উক্ত জমিদার টাকা নিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ নবাব রামদেব রায়কে ফিরাইয়া আনিতে হুকুম দিলেন। তাঁহাকে ফিরাইয়া নিয়া আসিলে নবাব সাহেব বলিলেন "রামদেব রায় আপনি বাস্তবিকই একজন মহাশয় ব্যক্তি।" অন্যের জন্য বিনা স্বার্থে আপনি বৈকুণ্ঠ বরণ করিয়াছিলেন তাই আমি আপনাকে "মহাশয়" উপাধিতে ভূষিত করিলাম। এই ঘটনার পর হইতে রামদেব রায় "মহাশয়" হইলেন।

কান্দাপাড়া আগমন :—রামচন্দ্র রায় মহাশয়ের সময় তারপাশা গ্রাম পদ্মাগর্ভে বিলীন হয়। সেই সময় তারপাশার অধিকাংশ কুলীন ঘটক প্রভৃতি সঙ্গে কান্দাপাড়া আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

এই তারপাশা মহাশয় বংশের বৈশিষ্ট্য :—পূর্ববঙ্গে পূর্ব্বে কুলীন ব্রাহ্মণের বসতি বড় ছিল না। এই রায় মহাশয় বংশ দেশ বিদেশের বড় বড় কুলীন ব্রাহ্মণে কন্যা এবং দৌহিত্রী বিবাহ দিয়া তাঁহাদের তারপাশায়

স্থাপিত করেন। এইভাবে তারপাশায় বৃন্দাবন মুখো (ক), শিবপ্রসাদ মুখো (খ), ও কৃষ্ণকিশোর মুখো (গ), বংশ স্থাপিত হয়। রায় মহাশয় বংশে সোনার ষষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া পূজা করা হইয়াছিল যেন তাহাদের বংশে বেশী মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। একটি মেয়ে হইলেই একটি বড় কুলীন প্রতিষ্ঠা করা যাইবে। পণ হিসাবে ১৲ টাকা দেওয়া হইত কিন্তু জামাইদের প্রয়োজন মত আধা (যাহাকে ধামা বলে) মাপিয়া টাকা দেওয়া হইত। (টাকা গুনিয়া নহে)। এই বংশের এক মেয়ে জামাতার প্ররোচনায় তাহার বাবাকে বলিয়াছিল "বাবা আমি তারপাশার রায় মহাশয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি আর তুমি নাকি আমাকে একজন ভিখারী কুলীন ব্রাহ্মণের নিকট বিবাহ দিলে"। এই কথা মেয়ের মুখে শুনিয়া বাপ তখনই হুকুম দিলেন আমার জামাতা ঘোড়ায় চড়িয়া এক কদমে যতদূর যাইতে পারে ঐ সমস্ত গ্রামগুলি আমি তাহাকে দান করিলাম। মেয়েকে বলিলেন বল মা এখন তুমি সন্তুষ্ট হইলে ত? এইরূপে বহু সম্পত্তি কুলীনদিগকে দান করিয়া গিয়াছেন। এখনও তারপাশার রায় মহাশয়দের দৌহিত্র বংশ তারপাশা মহাশয়দিগের প্রদত্ত বহু সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন। তারপাশা বংশের পূর্ব্বতন মহাশয়গণ কখনও পূর্ব্ববঙ্গের অন্য কোন শ্রোত্রিয়ের প্রতিষ্ঠিত কুলীন ব্রাহ্মণকে নিজেদের জামাতা রূপে গ্রহণ করেন নাই। অর্থাৎ তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথম অন্য স্থান হইতে বড় বড় কুলীন আনাইয়া তারপাশায় স্থাপিত করেন।

কিভাবে সম্পত্তি গেল:—ঈশ্বরচন্দ্র রায় মহাশয়ের সময় সূর্য্যাস্ত নিলামের প্রথা ছিল। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে রাজস্ব না দিতে পারায় সমস্ত সম্পত্তি এক দিনে নিলাম হইয়া যায়। উক্ত বংশের হতভাগ্য বংশধরগণের এখন

(ক), (খ), (গ) ইহাদিগের বংশাবলী ২য় পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

মধ্যবিত্ত লোকের ন্যায় খাটিয়া খাইতে হয়। এক্ষণে যে সম্পত্তি আছে তাহা অতি সামান্য। এই অবস্থায় উপস্থিত হইয়াও তাঁহারা কুলীনে কন্যা সম্পদান করিতেছেন এবং যথাসাধ্য যৌতুকাদি দিয়া আনন্দ অনুভব করেন।

তারপাশার মহাশয় বংশের শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধানে লিখিত। ৩০-৪-১৯৩৯

কাশ্যপ গোত্র চট্টোপাধ্যায় বংশাবলী।

অবসথী সর্ব্বেশ্বরের ধারা।

(জয়দিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজমোহন মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত পুঁথি হইতে)

১। দক্ষ সুত সুলোচন ২। সুত বাসুদেব ৩।

৩। বাসুদেব সুত নায়িদেব, রূপদেব, ধরাদেব ওরফে পুরো ও মহাদেব ৪।

৪। নায়িদেব সুত নার ও হার ৫।

৫। নার সুত বরাহ ৬। বরাহ সুত শ্রীকর ও শ্রীধর ৭।

৭। শ্রীকর সুত বহুরূপ ৮। ৭। শ্রীধর সুত হলায়ুধ।
ইহারা মহারাজ বল্লাল সেনের নিকট হইতে কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন।

৪। রূপদেব সুত গরুড় ৫। গরুড় সুত শ্রীকণ্ঠ ৬।

৬। শ্রীকণ্ঠ সুত বাঙ্গাল ৭। ইনি মহারাজ বল্লাল সেনের নিকট হইতে কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন।

৪। মহাদেব সুত চলহ, মহী, সভ্য ও সামন্ত ৫।

৫। চলহ সুত আভ, অলঙ্কার ও লৌলিক ৬।

৬। লৌলিক সুত উমাপতি, শুচ ও অরবিন্দ ৭। শুচ ও অরবিন্দ বল্লালী কৌলীন্য মর্য্যাদা-প্রাপ্ত।

৮। বহুরূপ সুত গাঙ্গী, গোবিন্দ, বাসুদেব, রাজু, মধু, ঈশ্বর, কুশল ও যোগী ৯।

৯। গাঙ্গী সুত সর্ব্বেশ্বর অবসথী ১০। সুত তেকড়ি ১১।

১১। তেকড়ী সুত সিধো, বিদো, নন্দন, গোপাল, ঈশ্বর ও প্রভাকর ১২।

১২। সিধো সুত লখো বা লক্ষ্মণ, দামো, মার্কণ্ডেয়, বশিষ্ঠ, মধু ও কেশব ১৩।

১৩। লখো সুত দিগম্বর, বিভাকর ও হরি ১৪।

১৪। দিগম্বর সুত জগাই, রাঘাই বা রাঘব সর্ব্বানন্দ খাঁ, শুভাই, বাণ, পুরাই, প্রিয়ঙ্কর, তেয়াই ও দুর্গাবর ১৫।

১৫। পুরাই (সর্ব্বানন্দী মেলপ্রাপ্ত) সুত লোহাই ও বিজয় ১৬।

১৬। লোহাই সুত রবিকর, গোপাল, মঙ্গল ও নারায়ণ ১৭।

১৭। রবিকর (মেল সর্ব্বানন্দী রবিকরী) সুত বিষ্ণুদাস সিকদার, জিতামিত্র ও রঘু ১৮।

১৮। বিষ্ণুদাস সুত যাদব সার্ব্বভৌম, হরিচরণ ভট্টাচার্য্য ও কেশবাচার্য্য ১৯।

১৯। হরিচরণ ভট্টাচার্য্য সুত রামেশ্বর ২০। সুত রামকৃষ্ণ ২১।

২১। রামকৃষ্ণ সুত রামবল্লভ, রমাবল্লভ, প্রাণবল্লভ ও গোবিন্দ ২২।

২২। প্রাণবল্লভ সুত রাজারাম, কৃষ্ণরাম, গোবিন্দরাম, অভিরাম ও রামকেশব ২৩।

২৩। রাজারাম সুত চাঁদ, গঙ্গাধর, জনার্দ্দন, নীলকণ্ঠ, শুকদেব, কামদেব, মহাদেব, হরিদেব, জয়দেব ও শ্রীনারায়ণ ২৪।

২৪। জনার্দ্দন সুত রূপরাম ও যদুরাম ২৫।

২৫। রূপরাম সুত রামনিধি, শিবচন্দ্র ও তিলকচন্দ্র ২৬।

২৬। রামনিধি সুত নবীনচন্দ্র, আনন্দচন্দ্র ও রাসমোহন ২৭।

২৩। কৃষ্ণরাম (ভঙ্গ) সুত জনার্দ্দন ২৪।

১৯। কেশবাচার্য্য (আর্ত্তি মুং রাজীবঃ ক্ষেং মুং ভবানী পুনর্মহিত্যা) তৎসুত রাঘব, বাসুদেব ও নারায়ণ ২০।

২০। রাঘব সুত শ্রীকৃষ্ণ, মহেশ ও রামচন্দ্র ২১।

২১। শ্রীকৃষ্ণ (বঙ্গদেশস্থ বিক্রমপুরস্থ কেশরকোণী গন্ধর্ব্ব রায়স্য কং বিং) তৎসুত রঘুনাথ ও রামজীবন ২২।

২২। রঘুনাথ (ভঙ্গ) সুত গোপাল, রামধন ও অনিরুদ্ধ ২৩।

২৩। অনিরুদ্ধ সুত রামমাণিক ২৪। সুত রাজকৃষ্ণ ২৫।

২৫। রাজকৃষ্ণ সুত রামলোচন ও শম্ভুচন্দ্র ২৬।

২৬। রামলোচন সুত ত্রিলোচন ২৭।

২৬। শম্ভু সুত গিরিশচন্দ্র ২৭। সাং গাওদিয়া, ঢাকা।

২২। রামজীবন (নলিয়া মেলে গতা) সুত আত্মারাম, নন্দরাম ও শ্রীরাম ২৩।

২৩। আত্মারাম সুত রূপরাম, মুক্তারাম, গঙ্গারাম বা গঙ্গাপ্রসাদ, হরিনারায়ণ ও রামগোবিন্দ ২৪।

২৪। মুক্তারাম সুত ভবানীপ্রসাদ ও কালীপ্রসাদ ২৫।

২৪। হরিনারায়ণ সুত সদাশিব ও কিঙ্কর ২৫। সদাশিব সুত শম্ভুচন্দ্র ২৬।

২৬। শম্ভুচন্দ্র সুত দুর্গাচরণ ২৭।

২৫। কিঙ্কর সুত ভৈরবচন্দ্র ও রামচন্দ্র ২৬। ভৈরব সুত বঙ্গচন্দ্র ও অভয়াচরণ ২৭।

২১। মহেশ সুত রামনারায়ণ, রাজীব, রঘুনাথ ও রামগোবিন্দ ২২।

২২। রাজীব সুত কৃষ্ণদেব ও দুর্গারাম ২৩। দুর্গারাম সুত দিনমণি ২৪।

২৪। দিনমণি সুত শম্ভুনাথ ও ধনঞ্জয় ২৫।

২৫। শম্ভুনাথ সুত গৌরসুন্দর, জগবন্ধু, রামকানাই ও আনন্দচন্দ্র ২৬।

২৬। গৌরসুন্দর সুত প্রসন্নচন্দ্র ২৭।

২৬। জগবন্ধু সুত শ্যামাচরণ ২৭। সাং কণকেশ্বর, ফরিদপুর জেলা।

২২। রামগোবিন্দ সুত কৃষ্ণরাম ২৩। সুত রামনরসিংহ ও ঘনশ্যাম ২৪।

২৪। রামনরসিংহ সুত চাঁপারাম ২৫। সুত রামচন্দ্র ২৬।

২৬। রামচন্দ্র সুত কালীকাপ্রসাদ ও বৈদ্যনাথ ২৭।

২৭। কালিকাপ্রসাদ সুত ঈশানচন্দ্র, বঙ্গচন্দ্র, দুর্গাচরণ ও গুরুচরণ ২৮।

২৭। বৈদ্যনাথ সুত মনসাচরণ ও শিবচরণ ২৮। সাং তাজপুর, ঢাকা।

২৮। শিবচরণ সুত নাম অজ্ঞাত ২৯। সাং দোগাছী, ঢাকা।

২১। রামচন্দ্র সুত দুর্গারাম ২২। সুত নিধিরাম, রাজারাম ও রুদ্রদেব ২৩।

২৩। নিধিরাম সুত ভবানীশঙ্কর, মুক্তারাম, সিদ্ধেশ্বর, রঘুরাম, রামচরণ ২৪।

২৪। ভবানীশঙ্কর সুত রামরত্ন,রামজয়, রামরাজা, শম্ভুনাথ, রাজনারায়ণ ২৫। সাং বিঝরী, ফরিদপুর।

২৫। রামরত্ন সুত গোবিন্দ ও লক্ষীকান্ত ২৬। গোবিন্দ সুত প্রসন্ন ২৭।

২৩। রাজারাম (ভঙ্গ) সুত রামধন ২৪। তৎসুত গোরাচাঁদ, শিবচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র ২৫।

২৫। গোরাচাঁদ সুত নীলমণি ও হরকিশোর ২৬।

২৬। হরকিশোর সুত কৈলাস ২৭। সাং কনকসার, ঢাকা।

২৫। শিবচন্দ্র সুত কালীচরণ ২৬।

২৩। রুদ্রদেব সুত জয়দেব, শ্যামসুন্দর ও কৃষ্ণচন্দ্র ২৪।

২৪। জয়দেব (ভঙ্গ) সুত রামনারায়ণ, শিবনারায়ণ, কাশীনাথ, শম্ভুনাথ, ভোলানাথ, গোবিন্দ ও রামহরি ২৫।

২৫। কাশীনাথ সুত কালাচাঁদ ও কালীনাথ ২৬।

২৬। কালীনাথ সুত মদনমোহন ও গৌরমোহন ২৭।

২৫। শম্ভুনাথ সুত ভৈরবচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র, বৈদ্যনাথ ও রামকিশোর ২৬।

২৬। ভৈরব সুত অম্বিকাচরণ ২৭। ঈশান সুত ব্রজনাথ, কালীনাথ ও চন্দ্রমোহন ২৭।

২৬। বৈদ্যনাথ সুত গুরুনাথ ২৭। সাং লোনসিং, ফরিদপুর।

২৫। ভোলানাথ সুত গুরুচরণ ২৬। সুত রাজকুমার ২৭।

২৭। রাজকুমার সুত কালীকুমার, ললিতকুমার, সনৎকুমার ও নগেন্দ্রকুমার ২৮।

২০। বাসুদেব সুত রঘুদেব, গোপাল ও জয়কৃষ্ণ ২১।

২১। রঘুদেব (ভঙ্গ) সুত রামগোবিন্দ, রামকৃষ্ণ ও চাঁদ ২২।

২২। রামগোবিন্দ সুত রামরুদ্র ২৩। সুত পীতাম্বর, শোভারাম ও দুর্গাচরণ ২৪।

২৪। শোভারাম সুত মাণিকরাম ও অভয়াচরণ ২৫।

২৫। মাণিকরাম সুত রামলোচন, মদনমোহন ও কাশীনাথ ২৬।

২৪। দুর্গাচরণ সুত দাতারাম, মুক্তারাম ও তিলকরাম ২৫।

২২। রামকৃষ্ণ সুত রামভদ্র ও রামকিশোর ২৩।

২৩। রামভদ্র সুত রামকান্ত, আত্মারাম ও মুকুন্দ ২৪।

২৩। রামকিশোর সুত রামশঙ্কর, গৌরীচরণ ও ব্রজমোহন ২৪। সাং বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা।

২৪। রামশঙ্কর সুত ভবানীচরণ, দেবীচরণ ও জগৎরাম ২৫।

২৪। গৌরীচরণ সুত রামমোহন, ভোলানাথ ও মধুসূদন ২৫।

২১। জয়কৃষ্ণ সুত মধুসূদন ও গঙ্গাধর ২২।

২২। মধুসূদন সুত কৃষ্ণরাম, রামশরণ ও রামশঙ্কর ২৩।

২৩। রামশরণ সুত শিশুরাম, কালীপ্রসাদ ও রামপ্রসাদ ২৪।

২৪। শিশুরাম সুত আত্মারাম, রামনারায়ণ ও শম্ভুচন্দ্র ২৫। সাং আঁড়িয়াদহ, ২৪ পরগণা।

২৫। শম্ভুচন্দ্র সুত রামচন্দ্র ২৬। সুত গোপাল ২৭।

২৩। রামশঙ্কর সুত হরিরাম, হরেকৃষ্ণ ও রামসুন্দর ২৪।

২৪। হরিরাম সুত রামলোচন, রামনিধি ও রামচন্দ্র ২৫।

২৫। রামলোচন সুত কালীচরণ, তারিণীচরণ, চন্দ্রনাথ ও রাধাচরণ ২৬।

২৫। রামচন্দ্র (ভঙ্গ) সুত অখিলচন্দ্র, বিষ্ণুচন্দ্র, মনসাচরণ, কালীপ্রসন্ন ও নকড়ি ২৬।

২৬। অখিলচন্দ্র সুত পূর্ণচন্দ্র ও বিশ্বেশ্বর ২৭।

শান্তিপুরের বারেন্দ্র কাশ্যপ গোত্রীয়

স্বনাম প্রসিদ্ধ শ্রীরজনীকান্ত মৈত্র মহাশয়ের বংশাবলী।

জয়নারায়ণ ১। সুত রামচন্দ্র, রামানন্দ, কৃষ্ণানন্দ ও রামসুন্দর ২। (মতান্তরে রামচন্দ্র, হরিচন্দ্র, ফকিরচন্দ্র ও নারায়ণ ২)।

রামচন্দ্র সুত জগন্নাথ (বেলপুকুর—নদীয়া) ৩। সুত রামধন, বাউল ও হারাধন ৪। রামধন সুত কালী ও রামেশ্বর ৫।

কালী সুত **রজনীকান্ত** (শান্তিপুরবাসী) ৬। রজনীকান্ত সুত হেমন্ত, বসন্ত, অনন্ত ও **লক্ষ্মীকান্ত** এম্‌-এ, বি-এল (ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের মেম্বর) ৭।

হেমন্ত সুত অজিত, অমিয় ও ভবানী ৮। বসন্ত সুত সনত ৮। অনন্ত সুত নিশিকান্ত, কমলাকান্ত ও বরদাকান্ত ৮। লক্ষ্মীকান্ত সুত কাশীকান্ত ৮।

রামেশ্বর সুত সীতানাথ ও নীলকণ্ঠ (সাঁতড়াগাছী) ৬। সীতানাথ সুত নৃত্যগোপাল ৭। সুত কার্ত্তিক, গণেশ, রমেশ ও ননী ৮। কার্ত্তিক সুত কালিদাস ৯।

নীলকণ্ঠ সুত মন্মথ, প্রমথ, প্রবোধ, কেনারাম ও বাদল ৭।

শ্রীরজনীকান্ত মৈত্র প্রদত্ত। বৈশাখ ১৩৪৬।

রজনীকান্ত মৈত্রঃ—ইঁহার জন্ম ১২৬৩ সালের ১৫ই আশ্বিন। নারায়ণগঞ্জ ও শান্তিপুরে নানা জনহিতকর কার্য্যের জন্য ইনি প্রসিদ্ধ। শান্তিপুরে হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়, তাঁহার নিজ বাটীতে ৺শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা ও অন্যান্য সৎ কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ৫০ পঞ্চাশ হাজার টাকা পৃথক রাখিয়াছেন।

লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র, এম্-এ, বি-এল্, কাব্য-সাংখ্যতীর্থ—ইনি রজনীকান্ত মৈত্র মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র ও ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের মেম্বর। ইনিও পিতার ন্যায় দেশ হিতৈষী ও জনপ্রিয় ব্যক্তি।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণার বজ্রযোগিনীর
কাশ্যপ গোত্র পুষীলাল শ্রোত্রিয় বংশের
আটপাড়া শাখার বংশ পরিচয়

(গ্রাম আটপাড়া, পোঃ কালীর আটপাড়া, জেলা ঢাকা)

এই পুষীলাল শ্রোত্রীয় চক্রবর্ত্তীগণ আবহমানকাল ধারাবাহিকভাবে সুকুলীনে কন্যা দান করিয়া আসিতেছেন; কস্মিনকালেও ইহার বাধা হয় নাই। বল্লালী, বৈদিকী, পৌরাণিকী ক্রিয়াকলাপে ইঁহারা বঙ্গদেশীয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজে অতি সম্মানিত উচ্চপদ অধিকার করিয়া আসিতেছেন। বজ্রযোগিনীর পুষীলাল বংশের ন্যায় বঙ্গদেশে এত দীর্ঘকাল একস্থানে সুপ্রাচীন হইয়া বসবাস করিতে রাঢ়ী শ্রেণীর অন্য কোন প্রসিদ্ধ জমিদার বংশ অল্পই দৃষ্ট হয়। নিম্নে ইঁহাদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

এই বংশের মূল পুরুষ দক্ষ বঙ্গাধিপ আদিশূর কর্ত্তৃক পুত্রেষ্টি যজ্ঞে কান্যকুব্জ হইতে আনীত পঞ্চ মহর্ষির অন্যতম।

দক্ষ সুত জটাধর, ইনি বঙ্গাধিপ হইতে রাঢ়দেশান্তর্গত পুষলী বা পোষলী গ্রাম প্রাপ্ত হন। এই গ্রাম হইতে ইঁহাদিগের বংশ পরিচয়ের উপাধি পুষীলাল হইয়াছে।

জটাধরের বহু পুরুষ অধস্তন পর্য্যায়ে জয়মুনি ১। ইনি মুসলমান উৎপাতে রাঢ় প্রদেশের পোষলী গ্রাম হইতে বজ্রযোগিনীতে উপনিবিষ্ট হয়েন

এইরূপ প্রবাদ আছে। ইঁহা হইতেই বজ্রযোগিনীর পোষীলাল বংশের পুরুষ সংখ্যাত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ইহার উর্দ্ধতন ছয় সাত পুরুষও বজ্রযোগিনীতে ছিলেন। ইনি জটাধর হইতে দশম কি একাদশ বা বহু অধস্তন পুরুষ হইবেন।

জয়মুনি সুত **শ্রী**বর পণ্ডিত ২।

শ্রীবর পণ্ডিত সুত **কে**শব পণ্ডিত, **পু**রন্দর পণ্ডিত ও **চ**তুর্ভুজ পণ্ডিত ৩। একে একে ইঁহাদের পরিচয় দিতেছি।

কেশব পণ্ডিত :—ইনি খড়দহ মেলের ভগীরথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমসাময়িক এবং অন্যতম পোষীলাল বংশীয় হলাই হালদারের কন্যার সহিত প্রোক্ত ভগীরথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহকালীন সম্প্রদান সভায় পোষীলাল বংশীয় বলাই সহিত উপস্থিত ছিলেন। এবং ইঁহারা দুই জনে "ইনিও পোষীলাল" অর্থাৎ হলাইও পোষীলাল এই কথা বলিয়া সাক্ষ্য দেন। তাহাতেই হলাই, বলাই, কেশব পণ্ডিত এই বাক্যের উদ্ভব এবং হলাই হালদারস্য কং বিং এই উক্তি কুলজি গ্রন্থে ভগীরথ বন্দ্যোর নামের সহিত লিখিত থাকা দৃষ্ট হয়। এই কেশবের পুত্র হইতে ভাওয়ালের জমিদার রাজা ৺কালী নারায়ণ রায় উত্তর পুরুষ সূত্রে বজ্রযোগিনীর পোষীলাল হওয়ার দাবী করেন। এই মহাত্মার বংশধরগণ বজ্রযোগিনীর সুখবাসওব, ভট্টাচার্য্যপাড়া, নাহাপাড়া, শঙ্করবন্দ, পুকুরপাড় ইত্যাদি পল্লীতে বাস করিতেছেন ইহার বংশধরগণ যাজনিক ও গুরুতা ব্যবসায়ী, পরবর্ত্তীকালে অনেকে চাকরীজীবীও হইয়াছেন।

পুরন্দর পণ্ডিত :—ইঁহার বংশধরগণ বজ্রযোগিনীর আটপাড়া পল্লীতে বসবাস করিতেছেন। ইহারা অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী এবং জমিদারী তালুকদারী ব্যবসায়ী। উত্তরকালে বৃটীশ আমলে অনেকে চাকরী ও আইন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন। ইঁহার বংশে যাঁহারা পণ্ডিত হইয়াছিলেন তাহারাও অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী। পুরন্দর ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত বজ্রযোগিনী পুকুরপাড় পোষীলালদের আদি বাড়ীতে বসবাস করিতেন।

ইঁহারা তিন ভ্রাতাই দেশ বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। আটপাড়ার চক্রবর্ত্তী-দিগকে আটপাড়ার পোষীলাল বলা হয়। পুরন্দর খুব সম্ভবতঃ মোগল আমলের পূর্ব্বে পাঠান আমলের শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন।

চতুর্ভুজ পণ্ডিত :—ইঁনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন এবং ইহার বংশে বহু প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার বংশধরগণ প্রধানতঃ যাজনিক, গুরুতা, অধ্যাপনা ব্যবসায়ী এবং পরবর্ত্তীকালে অনেকে চাকরীও অবলম্বন করিয়াছেন। ইঁহার বংশধরগণ বজ্রযোগিনীর চুড়াইল, পুরোহিতপাড়া ও সুয়াপাড়া পল্লীতে বসবাস করিতেছেন।

পুরন্দর সুত ত্রৈলোক্যনাথ ৪। ইহার সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। ইনি খুব সম্ভবতঃ পিতৃব্য পুত্রগণের সহিত বজ্রযোগিনী পুকুরপাড় আদি বাড়ীতে বসবাস করিতেন।

ত্রৈলোক্যনাথ সুত দেবীদাস চক্রবর্ত্তী ৫। ইনি খুব কৃতিলোক ছিলেন এবং মোগল আমলের মধ্যভাগে বজ্রযোগিনী আটপাড়া, নাহাপাড়া, লোহারদেউল, সুয়াপাড়া, নশঙ্কর পল্লীস্থ বহু ভূমিতে নিজ নামে তালুকী স্বত্ব অর্জন করিয়াছিলেন এবং ঐ তালুক দেবীদাস চক্রবর্ত্তী তালুক নামে প্রসিদ্ধ এবং পরবর্ত্তীকালে বৃটিশের আমলে ঢাকা কালেকটারীর তৌজীতে ইঁহার বংশধরগণ মধ্যে রূপরাম চক্রবর্ত্তী নামে ২৫৪৩ ও ২৬৯২ নম্বরে, গাঙ্গরাম ভট্টাচার্য্য নামে ২৬৮৮ ও ২৫৫৮ নম্বরে এবং বিজয়রাম চক্রবর্ত্তী নামে ৩১৪৭ ও ৩২৪৭ নম্বরে ৬টী তালুক খারিজ হয়। দেবীদাসের বংশ-ধরগণ ঐ সকল তালুকে অদ্যাপিও মালিক দখলকার নিযুক্ত আছেন। দেবীদাস বজ্রযোগিনী পুকুরপাড়ের আদি বাড়ী জ্ঞাতিদের অনুকূলে পরিত্যাগ করিয়া বজ্রযোগিনী আটপাড়া পল্লীতে নিজ অর্জ্জিত তালুকে বল্লালীধরণে চারিদিকে গড়খাই করিয়া এক বৃহৎ বাটী পত্তনক্রমে তাহাতে বসবাস করিতে থাকেন।

আটপাড়া নিবাসী শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এল মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধানে লিখিত। বংশাবলী তৃতীয় পরিশিষ্টের ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

কাশ্যপ গোত্রীয় কেশব ভারতী

যশোহর-খুলনার ইতিহাসে কেশব ভারতীর যেরূপ বংশ পরিচয় বিবৃত হইয়াছে তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

কেশব ভারতী (কাশ্যপ গোত্রীয় শিমলাই গ্রামী)। কেশব ভারতী সুত ছল্ল ভারতী ও নন্দকিশোর শতাবধানী ২। তৎসুত রামানন্দ ও রাম-গোবিন্দ (হুগলীর অন্তর্গত শ্রীবরা গ্রামবাসী) ৩। রামানন্দ সুত মুকুন্দরাম সরস্বতী (কালীগঞ্জের উত্তরাংশে নলতার নিকটবর্ত্তী খলসিয়ানী গ্রামবাসী) ৪। মুকুন্দরাম সুত অবিলম্ব সরস্বতী ও কবি ডিম্ ডিম্ সরস্বতী ৫।

রায়ের কাঠি প্রভৃতি স্থানের বাসুকি গোত্রীয় রাজ বংশের বিবরণী হইতে জানিতে পারা যায় যে—

"চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস মন্ত্রদাতা,
কেশব ভারতী ছিল ঠিক যেন ধাতা।
সাগড়দাঁড়ি বাসী বটে শ্রোত্রিয় প্রধান,
ব্রাহ্মণ কুলেতে জন্ম সিমলাই গাঞি হন।

সে কেশব ভারতীর সন্তান সুন্দর
সিদ্ধ পুরুষ অবিলম্ব সরস্বতীবর।

সে মহাত্মার কাছে রাজা রুদ্রনারায়ণ
ভক্তিভরে ইষ্টমন্ত্র করেন গ্রহণ।"

বাসুকি-কুল-গাথা বাক্‌লার ইতিহাস ২৩৩ পৃঃ

যশোহর-খুলনার ইতিহাসে কেশব ভারতীর যে পরিচয় আছে তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে কেশব ভারতী নামক এক সন্ন্যাসী কাটোয়ায় বাস করিতেন। মহাপ্রভু ১৫০৯ খৃঃ অব্দে কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৬০৯ খৃঃ অব্দে প্রতাপের পতনের পর অবিলম্ব সরস্বতী সাগরদাঁড়িতে বাস করেন। বংশাবলীতে কেশব ভারতীর পুত্র নন্দকিশোর শতাবধানীর ও পৌত্র রামানন্দের বাসস্থানের নির্দ্দেশ না থাকায় সাগরদাঁড়ি গ্রামই যে অবিলম্বের পৈতৃক পূর্ব্ব বাসস্থান অর্থাৎ কেশব ভারতীর বাসস্থান ছিল তাহা সঠিক বলা যায় না। বাসুকি-কুল-গাথার লেখাটী যদি অবিলম্বের

লেখনী-প্রসূত হইত তাহা হইলে ঐ লেখা সম্বন্ধে কোন সংশয় জন্মিত না। সাগরদাঁড়িতে অবিলম্বের স্মৃতি আছে কিন্তু কেশবের কোন স্মৃতি নাই!

অপর পক্ষে শ্রীচৈতন্য ভাগবতের উক্তি নিম্নে লিখিত হইতেছে —

"রাঢ় দেশে গ্রামে গ্রামে নাম প্রচারিয়া।
উপনীত হইলা শেষে দেন্দুরা আসিয়া॥
কেশব ভারতী যথা করি বাল্য-লীলা।
শৃঙ্গেরী মঠেতে গিয়া সন্ন্যাস লইলা॥
তার ভ্রাতুষ্পুত্র হয় গোপাল ব্রহ্মচারী।
যাঁর পুত্র গোপীনাথ অতি সদাচারী॥
এই গ্রামে তিঁহো বাস করেন তখন।
নিত্যানন্দ সহ মোরা আইলা যখন॥
গোপীনাথ আর ভক্ত রাম হরিদাস।
অনেক ভক্তের সঙ্গে আইলা প্রভু পাশ॥"

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে এই লেখাটী গোপীনাথের জন্মের পর।

দেন্মুড়ের ব্রহ্মচারী প্রদত্ত তালিকা হইতে দেখা যায় যে, রামভদ্র বা কেশব ভারতীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলভদ্র ভারতী। বলভদ্র সুত মদন ভারতী ও গোপাল ভারতী ব্রহ্মচারী। গোপাল সুত গোপীনাথ।

কেশব ভারতী কুমার-বৈরাগ্য গ্রহণ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আনুমানিক ১৩৮০ শকে (১৪৫৮ খৃঃ অব্দে) কেশব ভারতীর জন্ম, ১৪৯৭ শকে (১৫৭৫ খৃঃ অব্দে) শ্রীচৈতন্য ভাগবতের রচনা শেষ হয়, সুতরাং সে সময়ে কেশবের জ্যেষ্ঠ সহোদর বলভদ্রের পুত্র গোপাল ও পৌত্র গোপীনাথের নাম উক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত থাকায় কোন সন্দেহের কারণ নাই। পাঠ-পরিক্রমা গ্রন্থে কেশব ভারতীর জন্মস্থান দেন্মুড় বলিয়াই লিখিত আছে। বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্য ভাগবতের লেখা, বাসুকি-কুল-গাথার লেখা অপেক্ষা অধিক প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

কেশব ভারতী সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ২য় পরিশিষ্ট ১ম খণ্ড ও ৪র্থ পরিশিষ্ট ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

—সমাপ্ত—